পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক সমীক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধীনে পি. এইচ. ডি. উপাধির শর্তপূরণে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

চিন্ময় মণ্ডল

সস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য

প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল অফ আর্টস্, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কোলকাতা-৭০০ ০৩২

২০১৬

Certified that the Thesis entitled

.....

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of .....

.....

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the
Supervisor :
Dated :

Candidate :
Dated :

সংকেতসূচী (Abbreviations)

ঈশাদি.	= ঈশাদিদশোপনিষদ্
উ.	= উণাদি
ঋ.	= ঋগ্বেদ
ঋ. ত.	= ঋক্তন্ত্র
ঋ. প্রা.	= ঋক্প্রাতিশাখ্য
ঋ. ভাষ্যো.	= ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা
ঐ. ব্রা.	= ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
ক. ক.	= কবিকল্পদ্রুম
কথাসরিৎ.	= কথাসরিৎসাগর
কা.	= কাশিকা
কা. চ.	= কারকচক্র
কা. বৃ.	= কাশিকা বৃত্তি
কাব্য.	= কাব্যমীমাংসা
গণরত্ন.	= গণরত্নমহোদধি
চ. সং.	= চরকসংহিতা

ছা. উ. = ছান্দোগ্যোপনিষদ্

তৈ. উ. = তৈত্তিরীয়োপনিষদ্

তৈ. সং. = তৈত্তিরীয় সংহিতা

ধ্বন্যা. = ধ্বন্যালোক

ধ্বন্যা. বৃ. = ধ্বন্যালোক বৃত্তি

না. শা. = নাট্যশাস্ত্র

ন্যা. ম. = ন্যায়মঞ্জরী

নি. = নিরুক্ত

প. ল. ম. = পরমলঘুমঞ্জুষা

পরা. উপ. = পরাশর উপপুরাণ

পা. শি. = পাণিনীয়-শিক্ষা

পা. সূ. = পাণিনি সূত্র

প্র. কৌ. = প্রক্রিয়াকৌমুদী

বৃহ. = বৃহদ্দেবতা

বৃহচ্ছব্দেন্দু. = বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর

বৌ. শ্রৌ. = বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র

ভা. প. = ভাষাপরিচ্ছেদ

ভা. বৃ. = ভাষাবৃত্তি

ম. ভা. = মহাভাষ্য

ম. ভা. দী. = মহাভাষ্যদীপিকা

ম. ভা. বা. = মহাভাষ্যবার্ত্তিক

মহা. ভা. = মহাভারত

মনু. = মনুসংহিতা

মী. শ্লো. বা. = মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক

মুগ্ধ. = মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

মুণ্ড. = মুণ্ডকোপনিষদ্

মৈত্রা. সং. = মৈত্রায়ণী সংহিতা

যজু. = যজুর্বেদ

যোগ. = যোগসূত্র

রাজ. = রাজতরঙ্গিণী

ল. ম. = লঘুমঞ্জুষা

ল. সি. কৌ. = লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী

ব্যা. দ. ই. = ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস

বা. পু. = বায়ু পুরাণ

বা. সং. = বাস্কল সংহিতা

বাক্য. = বাক্যপদীয়

বাজ. সং. = বাজসনেয়ি সংহিতা

বাল্মী. রামা. = বাল্মীকীয় রামায়ণ

বিষ্ণুধর্মো. পু. = বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ

বে. মী. = বেদ মীমাংসা

বেদান্ত. = বেদান্তসার

বৈয়া. ভূ. = বৈয়াকরণভূষণসার

বৈয়া. সি. লঘু. = বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জূষা

শ. কৌ. = শব্দকৌস্তুভ

শ. ব্রা. = শতপথ ব্রাহ্মণ

শব্দানু. = শব্দানুশাসন

শিশু. = শিশুপালবধ

শ্লো. বা. = শ্লোকবার্ত্তিক

ষড়. = ষড়বিংশব্রাহ্মণ

সং. ব্যা. শা. ই. = সংস্কৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্র কা ইতিহাস

সা. দ. = সাহিত্যদর্পণ

সারস্বত. = সারস্বত ব্যাকরণ

সি. কৌ. = সিদ্ধান্তকৌমুদী

E. H. I. = Early History of India.

E.S.L = Elements of the Science of Language.

H.S.P. = History of Sanskrit Poetics.

M.L.B.D. = Motilal Banarsidass.

S.S.G. = Systems of Sanskrit Grammar.

□ নিবেদন □

‘পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক সমীক্ষা’ নামাঙ্কিত বিষয়কে আশ্রয় করে বহু আয়াসসিদ্ধ গবেষণা কর্মের সমাপ্তি লগ্নে গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়ে যাঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ব্যতিরেকে এই মহৎ কর্মের স্বার্থক পরিণতি সম্ভব ছিল না, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

যাঁর অপার করুণায় ব্যাকরণের মত গুরুগম্ভীর বিষয়ে গবেষণা করতে স্পর্ধা অর্জন করেছি, তিনি হলেন, আমার আচার্যদেব, ব্যাকরণ ও ন্যায়শাস্ত্রে নিষ্ণাত, প্রফেসর ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়। বর্তমান বঙ্গপ্রদেশের বৈয়াকরণাচার্যরূপে যাঁর খ্যাতি সুবিদিত। তাঁর পদপ্রান্তে বসে ব্যাকরণ অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছি। ব্যাকরণ বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তা এই আচার্যদেবের কাছ থেকে লাভ করেছি। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। বৈয়াকরণ-কেশরী আচার্যদেব ডঃ তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের প্রতি আমার প্রণামাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণের কাছে পাঠ গ্রহণ করে এই বিভাগে অধ্যাপনার সুযোগ পাওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। বিভাগের বরিষ্ঠ ও বরিষ্ঠা সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার উদ্দেশ্যে প্রণামাঞ্জলি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা সর্বদা গবেষণা বিষয়ে সদুপদেশ দানে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিভিন্ন উপদেশ আমার গবেষণা কর্মে পাথেয় হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের বিষয়ে অপর একজনের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা আশু প্রয়োজন, তিনি হলেন আমার শিক্ষাগুরু তথা আচার্যদেব প্রফেসর ড. ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি সর্বদা আমার গবেষণা কর্মের বিষয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন। গবেষণার বিষয়ে তাঁর কাছে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমানে বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বেদ ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে যথোচিত পাণ্ডিত্যের অধিকারী, প্রফেসর ড. প্রদ্যোত কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট গবেষণা বিষয়ে নানা ভাবে উপকৃত

হয়েছি। তাঁকে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া বিভাগীয় অধ্যাপিকা প্রফেসর ড. রীতা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া গবেষণা বিষয়ে আমাকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁকেও আমি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সহকর্মী অধ্যাপিকা ড. শিউলি বাসু ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদাস মণ্ডলের কাছে তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে কয়েকবার সাহায্য পেয়েছি। তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা কর্মের অন্তরালে অপর একজনের ভূমিকা অনস্বীকার্য, তিনি হলেন গুরুমাতা, মাতৃসমা, স্নেহময়ী মাননীয়া শ্রীমতী মৌসুমী ভট্টাচার্য্য। তাঁর বাৎসল্যে ও পুত্রসম স্নেহে আমি গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। দিনের পর দিন গবেষণার বিষয়ে গুরুদেবের বাড়িতে যেতে হয়েছে। তথাপি গুরুমায়ের বাৎসল্যের ও আতিথেয়তার বিন্দুমাত্র অভাব হয়নি। তাঁকে আমি প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই মহৎ কর্মের অন্তরালে আমার পূর্বপুরুষদের শুভেচ্ছা রয়েছে। যাঁদের আশীর্বাদ ব্যতিরেকে কোনভাবে এই গবেষণা কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হত না, তাঁরা হলেন আমার জন্ম, কর্ম ও জ্ঞানদাতা পিতা শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ মণ্ডল ও মাতা শ্রীমতী পূর্ণিমা মণ্ডল। তাঁদের স্বপ্ন সফল করতে আমার এই প্রয়াস। এছাড়া সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যয়নের পিছনে যিনি আমার প্রেরণা, তিনি হলেন আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন মণ্ডল। তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা কর্মের বিষয়ে অপর একজনের অবদান অনস্বীকার্য, তিনি হলেন আমার সহধর্মিণী। ওঁর সাহায্য ব্যতিরেকে গবেষণা কর্ম সুসম্পন্ন হত না।

এই শুভ ক্ষণে বিদ্যালয় জীবনের কয়েকজন শিক্ষাগুরুকে স্মরণ করছি। যাঁদের সুশিক্ষা ও সহযোগিতায় আমি উচ্চশিক্ষার দ্বারে পৌঁছাতে পেরেছি।

আমার সহকর্মিবৃন্দ, যাঁরা আমার গবেষণার নিমিত্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার কৃতজ্ঞতা রইল। ভাতৃপ্রতীম সঞ্জিত মণ্ডলও গবেষণার সমাপ্তিলগ্নে আমাকে সাহায্য করেছে। তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগার’, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার’, ‘সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার’, ‘গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার’ প্রমুখ বহু তথ্যানুসন্ধানে সহযোগিতা করায় আমার গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে। অতএব উক্ত

সকল গ্রন্থাগারের আধিকারিক ও কর্মচারিবৃন্দকে তথ্য পরিবেশনের নিমিত্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যাঁর দিবা-রাত্র নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় আমার গবেষণা সন্দর্ভের মুদ্রণ কর্মটি সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই 'জে.এম.এস. এন্টারপ্রাইসেস্'-এর অধিকর্তা শ্রীযুক্ত জয়দেব দাস-কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গবেষণা সন্দর্ভটিকে গ্রন্থরূপ দানে সহযোগিতার নিমিত্ত ধর ব্রাদার্স-এর আধিকারিকদেরও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে জগৎপিতা ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। তাঁর অপার করুণায় বাধা-বিঘ্ন দূর করে এই মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। তাঁর আশীর্বাদ জীবনের পাথেয়।

বিনয়াবনত —

শ্রীযুক্ত চিন্ময় মণ্ডল

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সংকেতসূচী	
নিবেদন	অ—ই
সূচীপত্র	১
ভূমিকা	২—১২
প্রথম অধ্যায় - পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব নিরূপণ	১৩—২৭
দ্বিতীয় অধ্যায় - (প্রথম অংশ) - সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য	২৮—৮১
দ্বিতীয় অধ্যায় - (দ্বিতীয় অংশ) পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ	৮২—১১৯
তৃতীয় অধ্যায় - পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ	১২০—১২৭
চতুর্থ অধ্যায় - কাত্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য	১২৮—১৪০
পঞ্চম অধ্যায় - কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন	১৪১—২০০
উপসংহার	২০১—২০৭
অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জী	২০৮—২১৬
পরিশিষ্ট	২১৭—২২৫

□ ভূমিকা □

বিশ্বচরাচরে পরিদৃশ্যমান কোন বিষয়ই তুচ্ছ নয়। প্রতিটি বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতার পিছনে সর্বদা কিছু কারণ বিদ্যমান থাকে।

"সর্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্মণো বাপি কস্যচিত্।
যাবত্ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তত্ কেন গৃহ্যতে।।" (মী. শ্লো. বা.-১।১২)।

ভাষা শুদ্ধির নিমিত্ত ব্যাকরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যাকরণকে 'শব্দানুশাসন শাস্ত্র' বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাসে বিবিধ ব্যাকরণশাস্ত্রকারগণের মধ্যমণিরূপে বৈয়াকরণাচার্য পাণিনি জগতে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন। লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ প্রয়োগসাধনের নিমিত্ত আচার্য পাণিনি ভগবান শিবের কৃপাধন্য হয়ে শিবসূত্রাবলম্বনে 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন। পরবর্তীকালে আচার্য কাত্যায়ন পাণিনীয় সূত্রের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে 'বার্ত্তিক' রচনা করেন। তারও পরবর্তীকালে আচার্য পতঞ্জলি সূত্র ও বার্ত্তিকবিষয়ে স্বচ্ছতা বিধানের লক্ষ্যে ব্যাখ্যামূলক 'মহাভাষ্য'গ্রন্থ রচনা করেন। 'যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্'[১] এই নিয়মানুযায়ী সূত্রকার অপেক্ষা বার্ত্তিককার, আবার বার্ত্তিককার অপেক্ষা ভাষ্যকারের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের পরিপূরক হল বার্ত্তিকগ্রন্থ। বার্ত্তিকপাঠ পাণিনি-ব্যাকরণের মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত। অথচ বার্ত্তিকের স্বরূপ, বৈশিষ্ট্য, পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে সুপ্রামাণ্য ও সহজবোধ্য গ্রন্থের অভাবই এবিষয়ে আমাকে গবেষণাকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার গবেষণার বিষয় হল '**পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক সমীক্ষা**।' পাণিনীয় প্রস্থান বলতে, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে যে সমস্ত বৈয়াকরণাচার্য কৃতিত্বের নজির রেখেছেন, তাঁরা সকলেই পাণিনীয় প্রস্থানের অন্তর্গত। তাই ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণ ও পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণ 'পাণিনীয় প্রস্থান' শব্দের দ্বারা বাচ্য। যদিও পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণগণ পাণিনীয় ও অপাণিনীয় ভেদে দ্বিবিধ। পাণিনীয় প্রস্থানে ত্রিমুনিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পাণিনিকে কেন্দ্র করে সমস্ত বৈয়াকরণকে কালপর্যায়ের তিনটি স্তরে বিভাগ করা যায়। যথা—

---

১. ম. ভা., পা. সূ.-১। ২। ২৯, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯

ক. প্রাক্-পাণিনি যুগের বৈয়াকরণ,

খ. ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণ ও

গ. পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণ।

আমার গবেষণা সন্দর্ভটি নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভাজিত হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়ঃ** 'পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব নিরূপণ'। **দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ** 'সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনিব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য'। **তৃতীয় অধ্যায়ঃ** 'পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ'। **চতুর্থ অধ্যায়ঃ** 'কাত্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য'। **পঞ্চম অধ্যায়ঃ** 'কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন'।

নিম্নে অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও গবেষণা প্রণালী প্রদত্ত হল ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ 'পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব নিরূপণ'।

সাহিত্যের সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে ভাষার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত 'ভাষ্' ধাতু থেকে ভাষা শব্দের উৎপত্তি। ভাষা চির প্রবহমানা। ভাষা পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত ও সুসংস্কৃত হয় ব্যাকরণের মাধ্যমে।

বি-আঙ্ পূর্বক কৃ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা ব্যাকরণ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে, 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিভিঃ শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্'। অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দরাশির ব্যুৎপাদন করা হয়, তা হল ব্যাকরণ।

ব্যাকরণকে 'শব্দানুশাসন শাস্ত্র' বলা হয়ে থাকে। এখানে শব্দ বলতে সাধু শব্দকে বোঝানো হয়েছে। বার্ত্তিককার ব্যাকরণের লক্ষণ দিয়েছেন—'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্'।[২] এখানে 'লক্ষ্য' বলতে শব্দকে এবং 'লক্ষণ' বলতে সূত্রকে বোঝানো হয়েছে।

অধ্যায়টিতে ব্যাকরণের প্রয়োজনবিষয়ে আলোচনা বিধৃত রয়েছে। আচার্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ব্যাকরণবিষয়ে বলেছেন—'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ।'[৩] মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজন বিষয়ে বলেছেন—'রক্ষোহাগম -লঘ্বসন্দেহাঃ

২. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৯

৩. বাক্য.-১। ১৪১

প্রয়োজনম্।'[৪] আচার্য ভর্তৃহরি ব্যাকরণকে মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র নামে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, সাধু শব্দের জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োক্তা পুরুষের হৃদয়ে ধর্মরূপ সংস্কারের অভিব্যক্তি হয়। ফলস্বরূপ তাঁর পশ্যন্তী বাক্‌রূপ সূক্ষ্ম শব্দতত্ত্ব বা শব্দব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যলাভ হয়। এবিষয়ে বাক্যপদীয়ে বলা হয়েছে—'তদ্ দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্।'[৫]

অধ্যায়টিতে পরবর্তী স্তরে 'বেদ কী? অঙ্গ কী? বেদাঙ্গ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?' প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। দিবাদিগণীয় 'বিদ্' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ জ্ঞান। বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ণের মতে, 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারায়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থ বেদয়তি স বেদঃ।'[৬] এছাড়া আপস্তম্ব ও অন্যান্য মতানুযায়ী বেদলক্ষণ নির্ণীত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে অঙ্গ অর্থাৎ বেদাঙ্গ বিষয়ক আলোচনা গবেষণা সন্দর্ভে বিধৃত রয়েছে। এখানে বেদাঙ্গের প্রাচীন উল্লেখ, বেদজ্ঞানবিষয়ে বেদাঙ্গজ্ঞানের অপরিহার্যতার বিষয়ে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

অধ্যায়টিতে বেদাঙ্গবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে পাণিনিব্যাকরণ ও প্রাতিশাখ্যের সম্বন্ধ নিরূপিত হয়েছে। পরিশেষে অধ্যায়টির মূল প্রতিপাদ্য 'পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বে হেতু' বিষয়ে আলোচনা পল্লবিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ 'সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য'।

অধ্যায়টি গবেষণা সন্দর্ভের নামে অভিহিত হয়েছে। অধ্যায়টি দুটি ভাগে (অংশে) বিভক্ত। প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রকৃত নাম 'সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য' নামে অভিহিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশটি 'পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ' নামে অভিহিত হয়েছে। 'সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য' অংশে সুবিস্তৃত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, আচার্য পাণিনি ছিলেন বৈয়াকরণদিগের কালপর্যায়ের মূল কেন্দ্রস্বরূপ। কালপর্যায়ের নিরিখে সমস্ত বৈয়াকরণগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। যথা—ক. প্রাক্-পাণিনি যুগের বৈয়াকরণ,

---

৪. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০

৫. বাক্য.-১।১৪

৬. কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকা১৩. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮৪

খ. ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণ ও

গ. পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণ।

ক. প্রাক্-পাণিনি যুগের বৈয়াকরণগণও আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত। যথা—

১. অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত বৈয়াকরণগণ ও

২. অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত বৈয়াকরণগণ।

১. অষ্টধ্যায়ীতে অনুলিখিত পাণিনি পূর্বকালীন বৈয়াকরণগণ ঃ

সাম প্রাতিশাখ্যরূপে খ্যাত ও আচার্য শাকটায়ন বিরচিত 'ঋক্তন্ত্র' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে—ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ ঋষিগণকে এবং ঋষিগণ ব্রাহ্মণগণকে শব্দশাস্ত্রের উপদেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গতঃ

"যথা২২চার্যা ঊচুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতিরিন্দ্রাঃ, ইন্দ্রো ভরদ্বাজায়, ভরদ্বাজ ঋষিভ্যঃ, ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্পায়মিত্যাচক্ষতে।"[৭]

পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতানুযায়ী অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী ষোড়শ বৈয়াকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন—১) ব্রহ্মা, ২) বৃহস্পতি, ৩) ইন্দ্র, ৪) শিব, ৫) বায়ু, ৬) ভরদ্বাজ, ৭) ভাগুরি, ৮) পৌষ্করসাদি, ৯) চারায়ণ, ১০) কাশকৃৎস্ন, ১১) শন্তনু, ১২) বৈয়াঘ্রপদ্য, ১৩) মাধ্যন্দিনি, ১৪) রৌঢ়ি, ১৫) শৌনকি ও ১৬) গৌতম। অধ্যায়াংশটিতে উক্ত ষোড়শ বৈয়াকরণ সম্পর্কিত তথ্য উপন্যস্ত হয়েছে।

২. অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ ঃ

অষ্টাধ্যায়ীতে দশজন আচার্যের নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ রয়েছে। যথা-আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক ও স্ফোটায়ন। অধ্যায়াংশটিতে উল্লিখিত দশজন আচার্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

অধ্যায়টির পরবর্তী পর্যায়ে ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণবিষয়ে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। এখানে ত্রিমুনি অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির পরিচয় ও তাঁদের কৃতিত্ববিষয়ক

৭. ঋ. ত., ১। ৪

আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 'দা ধা ঘ্বধাপ্' (পা. সূ. ১। ১। ২০) সূত্রের ভাষ্যে পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ-'সর্বে সর্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।'[৮] পুরুষোত্তমদেব কর্তৃক বিরচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে পাণিনির ছয়টি নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা-১) পাণিন, ২) পাণিনি, ৩) দাক্ষীপুত্র, ৪) শালঙ্কি, ৫) শালাতুরীয় ও ৬) আহিক। অষ্টাধ্যায়ী ছাড়াও আচার্য পাণিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ, লিঙ্গানুশাসন প্রভৃতির উপদেশ দিয়েছেন। পুরুষোত্তমদেবকৃত 'ত্রিকাণ্ডশেষে' গ্রন্থে কাত্যায়নের কাত্য, কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ ও বররুচি প্রভৃতি নামের পরিচয় পাওয়া যায়। 'যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্'[৯] নিয়মানুযায়ী ত্রিমুনির অন্তিম মুনি অর্থাৎ পতঞ্জলির প্রামাণ্য নিরূপিত হয়। অধ্যায়টিতে পতঞ্জলি পরিচয় ও কৃতিত্বসম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। 'বর্তমানে লট্' (পা. সূ. ৩। ২। ১২৩) সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে—'ইহপুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ'।[১০] ভাষ্যবচনে উদ্ধৃত পুষ্পমিত্র যদি সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধরাজ পুষ্যমিত্র হন, তাহলে পতঞ্জলিকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের বলে মান্যতা দিতে হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রিমুনি সুপ্রসিদ্ধ হলেও ত্রিমুনি বৈয়াকরণের মধ্যবর্তী সময়ে সংগ্রহকার আচার্য ব্যাড়ির অবদান অস্বীকার করা যায় না। অধ্যায়টিতে সংগ্রহকার ব্যাড়ির পরিচয়, কৃতিত্ব সম্পর্কিত তথ্য ও সংগ্রহ গ্রন্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। মহাভাষ্যে 'সংগ্রহ' গ্রন্থের উল্লেখ ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে- 'সংগ্রহে তাবত্কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্মন্যামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি।'[১১]

অধ্যায়টির পরবর্তী পর্যায়ে **'পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণ'** বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণগণ আবার (অ) পাণিনীয় ও (আ) অপাণিনীয় ভেদে দ্বিবিধ। (অ) পাণিনীয় ব্যাকরণ বলতে শুধুমাত্র পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি নয়, ত্রিমুনি-ব্যাকরণের ব্যাখ্যাকারী পরবর্তিকালীন বিভিন্ন বৈয়াকরণও পাণিনীয় প্রস্থানের অন্তর্গত। পাণিনীয় প্রস্থানের মূল ও আকর গ্রন্থ হল অষ্টাধ্যায়ী। পাণিনীয় ব্যাকরণে সূত্রপাঠেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পাণিনীয় প্রস্থান আবার দুই প্রকার ভেদে বিভক্ত। যথা-i) অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরা ও ii)

---

৮. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯০

৯. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ২৯, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯

১০. ম. ভা., পা. সূ.-৩। ২। ১২৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫

১১. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০

কৌমুদী পরম্পরা বা প্রক্রিয়া পরম্পরা। অষ্টাধ্যায়ীস্থ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা পদ্ধতির উপর উপর্যুক্ত দুটি ভেদের নামকরণ করা হয়েছে। পাণিনি পরবর্তীকালে রচিত যে সমস্ত ব্যাকরণে সূত্রের আলোচনা বা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমকেই অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলি অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরার গ্রন্থ। আবার পাণিনি উত্তরকালে যে সমস্ত ব্যাকরণে সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কৌমুদী অর্থাৎ প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর ক্রমকেই অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলি কৌমুদী পরম্পরার গ্রন্থ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে, কৌমুদী পরম্পরায় অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা প্রকরণাদিক্রমে সজ্জিকরণের মাধ্যমেই সাধিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে পাণিনি পরবর্তীকালীন অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরার ও কৌমুদী পরম্পরার গ্রন্থরাজির আলোচনা হয়েছে। অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরার উল্লেখযোগ্য বৃত্তিগ্রন্ধগুলি হল—বামন-জয়াদিত্ত প্রণীত 'কাশিকাবৃত্তি', পুরুষোত্তমদেব রচিত 'ভাষাবৃত্তি', শরণদেব রচিত 'দুর্ঘটবৃত্তি', ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'শব্দকৌস্তুভ' প্রভৃতি। এগুলির উপর অনেক টীকামূলক গ্রন্থও রচিত হয়েছে। প্রক্রিয়া পরম্পরায় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—রামচন্দ্র প্রণীত 'প্রক্রিয়াকৌমুদী', ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', ধর্মকীর্তি বিরচিত 'রূপাবতার' প্রমুখ। এগুলির উপরও অনেক টীকামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

অধ্যায়টির পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিপাদ্য হল, (আ) 'পাণিনি পরবর্তীযুগের অপাণিনীয় ব্যাকরণ'। পাণিনি পরবর্তীকালে রচিত যে সমস্ত অপাণিনীয় ব্যাকরণ লুপ্ত হয়নি, সেগুলি প্রচলিত ও অপ্রচলিত ভেদে দ্বিবিধ। অর্বাচীন ব্যাকরণগুলিকে কেবলমাত্র লৌকিক শব্দের অনুশাসন রয়েছে। অধ্যায়টিতে পাণিনি পরবর্তীযুগের অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে শর্ববর্মা বিরচিত 'কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ', বোপদেব বিরচিত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', চন্দ্রাচার্য বা চন্দ্রগোমী বিরচিত 'চান্দ্র ব্যাকরণ', দেবনন্দী বিরচিত 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ', পণ্ডিত ভোজরাজ বিরচিত 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ', ক্রমদীশ্বর প্রণীত 'সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ', অনুভূতি স্বরূপাচার্য প্রণীত 'সারস্বত ব্যাকরণ', পদ্মনাভ দত্ত প্রণীত 'সুপদ্ম ব্যাকরণ' ও বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী প্রণীত 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অধ্যায়টির পরবর্তী পর্যায়ে 'অপাণিনীয় ব্যাকরণের সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণের কারকতত্ত্বের পর্যালোচনা' করা হয়েছে। ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল প্রচলিত তত্ত্ব হল কারকতত্ত্ব। তাই অধ্যায়টিতে পাণিনীয় ও অপাণিনীয় ব্যাকরণের কতিপয় কারকতত্ত্বের পর্যালোচনা করা

হয়েছে। এরপর পাণিনীয় ব্যাকরণের মহত্ত্ববিষয়ে আলোচন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশটি **'পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ'** নামে অভিহিত হয়েছে। বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যথা-আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শনরূপেই প্রসিদ্ধ ষড়বিধ দর্শনের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শন উল্লিখিত না হলেও, এটিকে আস্তিক দর্শনরূপে স্বীকার করতে হয়। কারণ ব্যাকরণ দর্শনের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণ বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মাধবাচার্য প্রণীত 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত ব্যাকরণদর্শন বিষয়ক আলোচনা 'পাণিনিদর্শন' নামে খ্যাত। 'পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ' শীর্ষক বর্তমান অধ্যায়াংশটিতে আমার আলোচনা পাণিনীয় প্রস্থান অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে। অধ্যায়াংশটিতে পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রতিফলিত দার্শনিক তত্ত্বের সুবিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাকরণবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত—'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্।' লক্ষ্য হল শব্দ এবং লক্ষণ হল সূত্র। বৈয়াকরণদের দুটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। একদল বৈয়াকরণ আছেন, যাঁরা সূত্রকে প্রাধান্য দেন, তাঁরা হলেন লক্ষণৈকচক্ষুষ্ক। অপর দল, যাঁরা উদাহরণকে প্রাধান্য দেন, তাঁরা হলেন লক্ষ্যৈকচক্ষুষ্ক। ব্যাকরণে দার্শনিক তত্ত্ব বীজরূপে প্রথম পতঞ্জলি প্রণীত-'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এপ্রসঙ্গে আচার্য ভর্তৃহরিও তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন —

"কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে।।"[১২]

ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শনানুযায়ী শব্দ অনিত্য, কিন্তু শাব্দিকগণ শব্দকে নিত্য বলেছেন। ভাষ্যকার 'একঃ পূর্বপরয়োঃ' (পা. সূ. ৬। ১। ৮৪) সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন—'একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি।'[১৩] অর্থাৎ একটি শব্দও যদি সঠিকভাবে জানা যায় এবং শাস্ত্রপূর্বক তার সঠিক প্রয়োগ হয়, তাহলে ইহজগতে ও স্বর্গলোকে কামধেনুর ন্যায় ফলবতী হয়ে ওঠে। ব্যাকরণের দ্বারাই শব্দের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। অতএব ব্যাকরণই মোক্ষসাধনশাস্ত্র।

---

১২. বাক্য., প্রকীর্ণ কাণ্ড, কারিকা-৪৭৭

১৩. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮৪

অধ্যায়াংশটিতে 'শব্দ, শব্দার্থ ও শব্দার্থ সম্বন্ধ'বিষয়ে নৈয়ায়িক মত উপস্থাপন করে বৈয়াকরণ মত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বৈয়াকরণগণ শব্দ বলতে স্ফোটাত্মক শব্দকে বুঝিয়েছেন। তাই গবেষণা সন্দর্ভের বর্তমান অধ্যায়াংশটিতে স্ফোটের লক্ষণ, স্ফোটযুক্ত শব্দের স্বরূপ এবং স্ফোটের বিভাগ প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে। স্ফোটস্বরূপ শব্দের প্রসঙ্গে চার প্রকার বাক্ নাগেশাচার্য স্বীকার করেছেন। যথা-পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মহাভাষ্যেও শব্দের এই চার প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। অধ্যায়াংশটিতে বাক্চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর বৃত্তিবিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণমতের উপন্যাস ঘটানো হয়েছে। শব্দার্থের সম্বন্ধই বৃত্তি। বৃত্তি তিন প্রকার। যথা-শক্তি, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। পরিশেষে অধ্যায়াংশটিতে নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে **কারকার্থ বিচার, সমাসবৃত্তি বিচার, প্রমাণতত্ত্বের বিচার** করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে প্রমাণতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট তত্ত্বরূপে বিবেচিত। কারণ প্রমাণের দ্বারা প্রমাজ্ঞান সাধিত হয়। দর্শনশাস্ত্রে যেমন প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে, ব্যাকরণেও প্রমাণ স্বীকৃত হওয়ায়, ব্যাকরণ দর্শনপদবাচ্য। অধ্যায়াংশটিতে বৈয়াকরণস্বীকৃত পাঁচ প্রকার প্রমাণ, যথা-প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি বিষয়ক তত্ত্বের উপন্যাস ঘটানো হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের **তৃতীয় অধ্যায়টি 'পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ'** নামে অভিহিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে 'বার্ত্তিক রচনার ইতিহাস', 'বার্ত্তিকের নির্বচন ও বার্ত্তিকের প্রয়োজন', 'বার্ত্তিকলক্ষণ', 'বার্ত্তিকের প্রকার', 'বার্ত্তিক জ্ঞাপক শব্দের পর্যালোচনা' ও 'বার্ত্তিক রচনাশৈলী' প্রভৃতি তত্ত্বের উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের **চতুর্থ অধ্যায়টি 'কাত্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য'** এই নামে অভিহিত হয়েছে। পাণিনি-ব্যাকরণে উপলব্ধ বার্ত্তিকের মধ্যে সর্বাধিক বার্ত্তিকের রচয়িতা ও পাণিনিসূত্রের মুখ্য ব্যাখ্যাতারূপে আচার্য কাত্যায়ন সুবিদিত। কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ পাণিনি-ব্যাকরণের মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত। মহাভাষ্যে যে সমস্ত বার্ত্তিক পাওয়া যায়, সকল বার্ত্তিকের রচয়িতা কাত্যায়ন নন। বার্ত্তিক ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে কাত্যায়ন ছাড়াও অন্যান্য বার্ত্তিককারের নাম ভাষ্যকার মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন। সেই সমস্ত চিত্র হতে মহাভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের রচয়িতারূপে কাত্যায়ন ছাড়াও একাধিক বার্ত্তিককারের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক তাঁর 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস' গ্রন্থে বার্ত্তিককাররূপে ১) কাত্যায়ন, ২) ভারদ্বাজ, ৩) সুনাগ, ৪) ক্রোষ্টা, ৫) বাডব,

৬) ব্যাঘ্রভূতি, ৭) বৈয়াঘ্রপদ্য, ৮) গোনর্দীয়, ৯) গোণিকাপুত্র, ১০) সৌর্য ভগবান, ১১) কুণরবাডব প্রভৃতি বার্ত্তিককারের নামোল্লেখ করেছেন। অধ্যায়টিতে উল্লিখিত বার্ত্তিককারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হতে একাধিক বার্ত্তিককারের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কাত্যায়নকেই পাণিনি-ব্যাকরণের মুখ্য বার্ত্তিক নির্মাতারূপে জানা যায়। কাত্যায়নের একাধিক নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—কাত্য, কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ, বররুচি প্রভৃতি। অধ্যায়টিতে কাত্যায়নের উক্ত নামসম্পর্কিত তথ্যের উপন্যাস ঘটানো হয়েছে।

অধ্যায়টির পরবর্তী পর্যায়ে 'বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরিচয়' বিষয়ে বিভিন্ন তথ্যের উপস্থাপন করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকের 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' বার্ত্তিকের ভাষ্যে বলা হয়েছে—"প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। 'যথা লোকে বেদে চ' ইতি প্রয়োক্তব্যে 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' ইতি প্রযুঞ্জতে।"[১৪] ভাষ্যরচনাটির দ্বারা বার্ত্তিককার দাক্ষিণাত্যবাসী এরূপ সূচিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে 'কাত্যায়নের বার্ত্তিক নির্মাণশৈলী' ও 'অন্য বার্ত্তিককারের সহিত কাত্যায়নের তুলনাত্মক আলোচনা' অধ্যায়টিতে স্থান পেয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের **পঞ্চম** তথা শেষ অধ্যায়টি **'কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন'** নামে অভিহিত হয়েছে। পাণিনীয় প্রস্থানে কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে শব্দ তথা পদের রূপসিদ্ধিকে প্রাধান্য দিতেই সূত্রগুলিকে প্রকরণানুসারে সজ্জিকরণের নিমিত্ত পরবর্তীকালে বৈয়াকরণগণ প্রক্রিয়াক্রমের গ্রন্থ রচনা করেন। প্রক্রিয়াক্রমে প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্বক শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্ণয়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রক্রিয়াপ্রস্থানে 'বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থটি হল প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ, যেখানে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে পাণিনীয় প্রস্থানের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র চর্চা উল্লেখের দাবি রাখে। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক পাণিনীয় সূত্রের উপর বৃত্তি রচনার ফলে গ্রন্থটি অত্যন্ত উপাদেয় হয়েছে। পাণিনীয় প্রস্থানে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' প্রক্রিয়াপ্রস্থানের একটি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থরূপে বিবেচিত হওয়ায়, অধ্যায়টিতে সিদ্ধান্তকৌমুদীর বার্ত্তিক আলোচিত হয়েছে।

পাণিনীয় ব্যাকরণে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দরাশির সাধনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে।

---

১৪. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬

ভাষা ব্যবহারে লৌকিক শব্দাবলীরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই বর্তমান অধ্যায়ে লৌকিক শব্দাবলী সাধনের উপযোগী বার্ত্তিকগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পাণিনীয় সূত্রের অবলম্বনে যে বার্ত্তিকের উদ্ভব ঘটেছে, তা উক্ত, অনুক্ত বা দুরুক্ত কোন পর্যায়ের? এবিষয়ে অধ্যায়টিতে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি—এই তিন আচার্যের উদ্দেশ্য ছিল শব্দসিদ্ধি। সূত্রকারের অভিপ্রায় ছিল যথাসম্ভব অল্প অক্ষরবিশিষ্ট সূত্রের দ্বারা শব্দসিদ্ধি। অর্থাৎ সূত্রের সংক্ষেপীকরণই সূত্রকারের অভিপ্রায়। কিন্তু পাণিনির সংপেক্ষীকরণের কিছু নিয়মের অব্যাপ্তি ছিল। কাত্যায়ন যথাসম্ভব কম নিয়মের দ্বারা যেগুলির পূর্ণতা বিধানের চেষ্টা করেন। সূত্রের ব্যাখ্যান বার্ত্তিক হওয়ায়, সূত্রের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে সূত্রকেন্দ্রিক যে উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, প্রয়োজন, সেগুলির বিধানের নিমিত্ত বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। তাই বার্ত্তিককার পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাতামাত্র, শত্রুও নন, মিত্রও নন। অধ্যায়টিতে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে উদ্ধৃত বার্ত্তিকের অর্থ, উদাহরণ ও পাণিনীয় সূত্রের সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে মহাভাষ্যস্থ বার্ত্তিক ও কাশিকাস্থ বার্ত্তিকের সঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর বার্ত্তিকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 'বাচ্যঃ, বাচ্যম্, বক্তব্যঃ, বক্তব্যম্, উপসংখ্যানম্' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে বার্ত্তিকগুলি চিহ্নিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ ও অধিকার সূত্রের এই ছয় প্রকার ভেদের ন্যায় বার্ত্তিকগুলিও কোন প্রকারের? এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—'তুল্যাস্যপ্রয়ত্নং সবর্ণম্' (পা. সূ. ১। ১। ৯) এই সংজ্ঞা-সূত্রের অধীনে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে—'ঋ৯বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্' (বা. ১৫০)। অতএব বার্ত্তিকটি সংজ্ঞাবিধায়ক বলা চলে। অনুরূপে 'ইকো গুণবৃদ্ধী' (পা. সূ. ১। ১। ৩) এই পরিভাষা-সূত্রের অধীনে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে কোন বার্ত্তিক উল্লিখিত না হলেও। মহাভাষ্যে সমাধান বার্ত্তিকরূপে বলা হয়েছে— 'ইগ্গ্রহণমাত্মন্ধ্যক্ষরব্যঞ্জননিবৃত্ত্যর্থম্।'[১৫] অতএব বার্ত্তিকটি পরিভাষাবিষয়ক বলা চলে। আবার, অচ্সন্ধি প্রকরণস্থ 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (পা. সূ. ৮। ২। ২৩) এই বিধিসূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' (বা. ৪৮০৬) বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। অনুরূপে, স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণস্থ বিধিসূত্র 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকোমুদী গ্রন্থে 'সন্তস্ত্রাজিনশণপিণ্ডেভ্যঃ ফলাত্' (বা. ২৪৯৯)

১৫. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, সম্, ভস্ত্রা, অজিন, শণ ও পিণ্ড শব্দের পর 'ফল' শব্দ থাকলে, তার উত্তর স্ত্রীত্ব দ্যোতে 'টাপ্' প্রত্যয় হয়। উদাহরণ---সম্ফলা, ভস্ত্রফলা। 'পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোত্তরপদাচ্চ' (পা. সূ. ৪। ১। ৬৪) সূত্রানুযায়ী সম্ফলা, ভস্ত্রফলা প্রভৃতি উদাহরণে 'ঙীষ্' প্রাপ্তি থাকলেও বার্ত্তিকটির দ্বারা হ্রস্ব অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীত্বদ্যোতে 'ঙীষ্'-এর বাধকস্বরূপ 'টাপ্' বিধান হয়েছে। বার্ত্তিকটি বাধকস্বরূপ ও বিধিবিষয়ক বলা চলে। পূর্বোক্ত 'অজাদ্যতষ্টাপ্' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে 'শূদ্রা চামহত্পূর্বা জাতিঃ' বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, শূদ্র শব্দ যদি জাতিবাদী হয় এবং অমহৎপূর্বক হয়, তাহলে স্ত্রীত্বে দ্যোতে 'শূদ্র' শব্দের উত্তর 'টাপ্' হয়। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাত্' (পা. সূ. ৪। ১। ৬৩) সূত্রলব্ধ জাতি অর্থে 'ঙীষ্' প্রত্যয়ের বাধকস্বরূপ বার্ত্তিকটির দ্বারা স্ত্রীত্ব দ্যোতে 'টাপ্' প্রত্যয় বিহিত হয়েছে। যথা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী শূদ্রা। শূদ্রের পত্নী—এই অর্থে জাতিবচনের অভাববশতঃ 'টাপ্' বিহিত হবে না, 'ঙীষ্' প্রাপ্তি হবে। বার্ত্তিকে 'অমহত্পূর্বা' শব্দের অর্থব্যাখ্যানে দীক্ষিতকৃত বৃত্তিতে বলা হয়েছে—'অমহত্পূর্বা কিম্—মহাশূদ্রী'। বার্ত্তিকটি বিধিবিষয়ক। এভাবে অধ্যায়টিতে সূত্রের ছয় প্রকার ভেদের ন্যায় বার্ত্তিকগুলি কোন প্রকারের? অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা সন্দর্ভের পরিশিষ্টে ব্যাখ্যাত বার্ত্তিকগুলির সূচীও প্রদত্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব নিরূপণ

প্রথম অধ্যায়

পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব নিরূপণ

সাহিত্যের সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে ভাষার মধ্য দিয়ে। সংস্কৃত 'ভাষ্' ধাতু হতে ভাষা শব্দের উৎপত্তি। ভাষা চির প্রবহমানা। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে যার দ্বারা মানুষ নিজের মনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটায় তা হল ভাষা। আর ভাষা পরিশুদ্ধ, পরিশীলিত ও সুসংস্কৃত হয় ব্যাকরণের মাধ্যমে।

আগে ভাষা, পরে ব্যাকরণ—এরূপ ধারণা জনমানসে বদ্ধমূল। বাস্তবিকই এটি আপাতসত্য ও স্থূল সিদ্ধান্তরূপে বিবেচিত। মানুষের মনের অভিপ্রায় কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়মকানুন ছাড়া, তা ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। মানুষের মনের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের নিমিত্ত যে শব্দাবলীর প্রয়োগ হয়, সেগুলির দ্বারা অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত একটি অনুকূল শৃঙ্খলার প্রয়োজন হয়। সভ্যতার ঊষালগ্নে আদিম মানুষের বাগ্‌ব্যবহারের চেষ্টাকে অধ্যাপক তারাপুরেত্তয়ালা [Irach Jehangir Sorabji Taraporewala] 'Sound-jumble stage' বলে উল্লেখ করেছেন। শব্দাবলীর অর্থপ্রকাশের নিমিত্ত অনুকূল শৃঙ্খলার প্রয়োজনবিষয়ে তিনি বলেছেন—"...more sound do not make language, nor,... the 'names'by themselves unless they are put in connection (express or implied) with other names."[১]

অর্থাৎ পরস্পর সংযোগ বিহীন শব্দরাশি ভাষা নয়। আচার্য ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের টীকায়ও এবিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়—'নালব্ধক্রময়া বাচা কশ্চিদর্থোঽভিধীয়তে।'[২] অর্থাৎ ক্রমরহিত (অবিন্যস্ত) বাক্যের দ্বারা কোন অর্থ প্রকাশিত হয় না। ফলকথা, কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বাগ্‌ব্যাপার দেশ-কালের নিরিখে যখন বিশেষ রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরস্পরের নিকট সহজবোধ্য হয়ে ওঠে, তখন সেই বাগ্‌ব্যাপারকে ভাষা বলে। আর সেই বিশেষ রীতিনীতি হল ব্যাকরণ।

---

১. E.S.L., p. 44

২. বাক্য., স্বোপজ্ঞ টীকা (১। ৮৬)

ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি হল—বি-আ □কৃ+ল্যুট্ করণে। প্রথাগত সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনাবসরে ব্যাকরণের লক্ষণ হিসাবে বলা চলে, 'ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিভিঃ শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্।' 'ল্যুট্' প্রত্যয়ের অর্থ বিবেচনা করে 'ব্যাক্রিয়তে অনেন'—এভাবে করণবাচ্যে (করণ অর্থে) 'বি' পূর্বক 'আঙ্' পূর্বক কৃ-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'ব্যাকরণ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ফলতঃ অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যার দ্বারা শব্দরাশির ব্যুৎপাদন করা হয়, তা হল ব্যাকরণ। সোজা ভাষায় ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হল 'ব্যাকৃত করা', 'বিশ্লেষণ করা', 'খুলে দেওয়া' প্রভৃতি। যাকে খুলে দেওয়া হয়নি, অখণ্ড থাকে, তাকে অব্যাকৃত বলে। আর যাকে খুলে দেওয়া হয়, অখণ্ডকে সখণ্ড করে দেওয়া হয়, তাকে ব্যাকৃত বলে। তাই, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিভাগ পূর্বক শব্দরাশির বিশ্লেষণই ব্যাকরণ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"বাগ্ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্, তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্-ইমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি।...তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্।"[৩]

ব্যাকরণ বলতে আমরা শব্দশাস্ত্রকেই বুঝি। শব্দের গঠনতত্ত্ব ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়, তাই ব্যাকরণ হল শব্দশাস্ত্র। মহাভাষ্যকার ব্যাকরণকে 'শব্দানুশাসন শাস্ত্র'[৪] বলেছেন। অনুপূর্বক শাস্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'অনুশাসন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'শব্দানাম্ অনুশাসনম্' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসের দ্বারা 'শব্দানুশাসন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এখানে 'শব্দ' বলতে সাধু শব্দকে বোঝানো হয়েছে। সাধু শব্দ বলতে ব্যুৎপন্ন ও অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিককেই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ সাধু শব্দের অনুশাসন হয় যে শাস্ত্রের দ্বারা, তা শব্দানুশাসন শাস্ত্র। যে সকল শব্দ নিজের উপাদানগত প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতির পরিচয়দানে সক্ষম, সেগুলি 'সাধু' শব্দ বলে বিবেচিত, অন্যেরা 'অসাধু' শব্দ বলে পরিচিত। আচার্য ভর্তৃহরি তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে এবিষয়ে বলেছেন—

'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ।'[৫]

বার্ত্তিককার স্বয়ং ব্যাকরণের লক্ষণবিষয়ে নিজ মতদানে বিরত থাকেন নি। ব্যাকরণবিষয়ে তাঁর

---

* ব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের সূত্র— 'কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ'।

* অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিকের সূত্র— 'অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্'।

---

৩. তৈ. স., ঐন্দ্রবায়বগ্রহব্রাহ্মণ-৬। ৪। ৭। ৩

৪. 'অথ শব্দানুশাসনম্', ম.ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫

৫. বাক্য., ১। ১৪১

অভিমত—'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্'।[৬] এখানে 'লক্ষ্য' বলতে শব্দকে এবং 'লক্ষণ' বলতে সূত্রকে বোঝানো হয়েছে।

ভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজন বিষয়ে মহাভাষ্যে বলেছেন---- 'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্।'[৭] অর্থাৎ বেদরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন আবশ্যক। এছাড়াও বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণের নিষ্কারণ ধর্ম হল ছয় অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়ন ও অর্থজ্ঞান। আর ছয় অঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণ প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত। তাই প্রধানে যত্নবান ব্যক্তি সফল হয়ে থাকেন—'প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।'[৮] আচার্য ভর্তৃহরির মতে শব্দানুশাসন বা ব্যাকরণশাস্ত্র হল মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র। সাধুশব্দের জ্ঞানপূর্বক প্রয়োগের দ্বারা প্রযোক্তাপুরুষের হৃদয়ে ধর্মরূপ সংস্কারের অভিব্যক্তি হয়। ফলস্বরূপ তাঁর পশ্যন্তীবাক্রূপ সূক্ষ্ম শব্দতত্ত্ব বা শব্দব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যলাভ হয়। তাই বলা হয়েছে—'তদ্ দ্বারমপবর্গস্য বাঙ্মলানাং চিকিৎসিতম্'।[৯] আচার্য আনন্দবর্ধন ব্যাকরণের প্রয়োজনবিষয়ে বলেছেন—'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণাঃ ব্যাকরণমূলত্বাত্ সর্ববিদ্যানাম্'।[১০]

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাসে বিবিধ ব্যাকরণশাস্ত্রকারগণের মধ্যমণিরূপে বৈয়াকরণাচার্য পাণিনি জগতে চিরভাস্বর হয়ে রয়েছেন। আচার্য পাণিনিকে কেন্দ্র করে সমগ্র সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র তিনটি কালপর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। যথা, প্রাক্ পাণিনীয় পর্যায়, পাণিনি সমকালীন পর্যায় এবং উত্তর পাণিনীয় পর্যায়। প্রাক্ পাণিনীয় ব্যাকরণরাশির শব্দজাত ব্যুৎপত্তি সামর্থ্যকে অগ্রাহ্য করে মহামুনি পাণিনি লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ প্রয়োগসাধনের নিমিত্ত ভগবান শিবের কৃপাধন্য হয়ে শিবসূত্রাবলম্বনে 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক ব্যাকরণগ্রন্থটি প্রণয়ন করলেন। অ ই উ ণ্ / ঋ ঌ ক্ / এ ও ঙ্ / ঐ ঔ চ্ / ইত্যাদি শিবসূত্রকে অবলম্বন করে প্রত্যাহারের মাধ্যমে সম্পূর্ণ

---

৬. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৯

৭. তদেব, পৃ. ২০

৮. তদেব, পস্পশাহ্নিক, পৃ. ২৩

৯. বাক্য., ১। ১৪

১০.ধ্বন্যা.বৃ., প্রথম উদ্দ্যোত, ১। ১৩

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মহামুনি পাণিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পাণিনিব্যাকরণাধ্যয়নে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী সকল বৈয়াকরণের কৃতিত্ব পাঠ করে, সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করে, সেই সেই প্রদেশের প্রচলিত শব্দরাশির সাধুত্বপ্রকার ও সাধুত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করেন। পাণিনি পরবর্তিকালে যা কিছু ব্যাকরণের কৃতিত্ব পাওয়া যায়, সেগুলির প্রেরণা ও অবলম্বন হল পাণিনি-ব্যাকরণ। শব্দের বৈজ্ঞানিক বিচারবিবেচনায়, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ভেদ নির্ণয়ে, শব্দশুদ্ধিপ্রকারনির্ণয়ে, সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন বিশুদ্ধ পদ্ধতির নির্মাণে পাণিনি-ব্যাকরণের সহিত বিশ্বের অন্য কোন ব্যাকরণের তুলনা চলে না। বিশ্বের ভাষাসাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখবো, সংস্কৃতসাহিত্যে পাণিনীয় ব্যাকরণের যে গৌরবোজ্জ্বল দিক নিহিত রয়েছে, তেমন অন্য কোন ভাষাতে, অন্য কোন ব্যাকরণে নেই। তাই পরাশর উপপুরাণে পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রশংসাস্বরূপ বলা হয়েছে—

"পাণিনীয়ং মহাশাস্ত্রং পদসাধুত্বলক্ষণম্।
সর্বোপকারকং গ্রাহ্যং কৃৎস্নং ত্যাজ্যং ন কিঞ্চন।।"

বেদ কী? অঙ্গ কী? বেদাঙ্গ বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

দিবাদিগণীয় 'বিদ্' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান বলতে 'বেদ' শব্দে সামান্যাকারে সকল জ্ঞানকে বোঝানো হয়নি, এখানে জ্ঞান অর্থে বৈদিক সাহিত্যে নিহিত মুনি-ঋষিদের চরম আকাঙ্ক্ষিত যে পরমজ্ঞান, তার কথা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, পরমজ্ঞান বলতে কোন জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে? তার উত্তরে বলা যায় যে, আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-এই ষড়েন্দ্রিয়ের উপলব্ধি পার্থিব বিষয়ের যে জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের সচরাচর প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ যে জ্ঞান, তার কথা বলা হয়নি। মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিটি এবিষয়ে সমর্থন যোগায়—

"প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"[১১]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করার কোনও উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান

১১. ঐ. ব্রা., সায়ণভাষ্যে সায়ণ কর্তৃক উদ্ধৃত

'বেদ' হতে লাভ করা যায়। সেজন্য এই ধর্মগ্রন্থকে বেদ বলে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তা পার্থিব জ্ঞান। পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় ও মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করা যায় না। বেদ হতে আমরা ধর্ম ও অধর্ম এবং গুণ ও দোষ বিষয়ে জনতে পারি। ধর্ম ও অধর্মের জ্ঞান বেদবহির্ভূত অন্য কোন বিষয় হতে প্রথম জানা যায় নি। আবার বেদশাস্ত্র মোক্ষেরও সহায়ক গ্রন্থ। বলা হয়েছে, মুনি-ঋষিদের ধ্যানে উদ্ভাসিত জগৎকারণ বা পরমব্রহ্মের জ্ঞান, যা মোক্ষ বা নির্বাণ প্রাপ্তির চরম সহায়ক। তাই বেদভাষ্যকার আচার্য সায়ণের উক্তি—ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ জানিয়ে দেয়, তা বেদ। প্রসঙ্গতঃ 'ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারায়োর-লৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।'[১২] বেদে পূর্ব এবং উত্তর কাণ্ডের বিষয় যথাক্রমে ধর্ম ও ব্রহ্ম, যেহেতু তাদের অন্যভাবে লাভ করা যায় না। এজন্যেই পুরুষার্থানুশাসনে সূত্র করা হয়েছে— 'ধর্মব্রহ্মণী বেদৈকবেদ্যে।'[১৩] অর্থাৎ ধর্ম ও ব্রহ্ম একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায়। আপস্তম্ব শ্রৌত্যসূত্রে বেদের লক্ষণ দিয়েছেন---- 'মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্' (আপস্তম্বীয় যজ্ঞ পরিভাষাসূত্র, ১/৩৩)। সায়নণাচার্য ঋগ্বেদের স্বরচিত ভাষ্যভূমিকায় অনুরূপভাবে বলেছেন— 'মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শব্দরাশির্বেদঃ'।[১৪]

মন্ত্র বা সংহিতা বলতে প্রতি বেদের অন্তর্গত সূক্ত, আশীর্বচন, প্রার্থনা, স্তব, স্তুতি, নিবিৎ প্রভৃতি বোঝায়। প্রতি বেদের অন্তর্গত মন্ত্রসমূহই সংহিতাপদবাচ্য। মন্ত্রই বেদের মূল ভাগ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংহিতা পাঠ করতে হয়। ব্রাহ্মণ বলতে যজ্ঞে মন্ত্রের বিনিয়োগ সংক্রান্ত, বিবিধ যাগ-যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা, পুরাকীর্তি, ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থকেই বোঝায়। গার্হস্থ্যাশ্রমের জন্য ব্রাহ্মণসাহিত্য নির্দিষ্ট। মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদকেই আচার্য মনু অখিল ধর্মের মূল বলেছেন—'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্' (মনু. ২/৬)

অঙ্গ শব্দে একটি নির্দিষ্ট অবয়বকেই বোঝায়। অঙ্গীর উপকারকই অঙ্গ। বিবিধ অঙ্গের সমন্বয়ে অঙ্গীর প্রকাশ। অবয়বের সমন্বয়ে যেমন সম্পূর্ণ অবয়বী গঠিত হয়, তেমনই বিবিধ অঙ্গের

---

১২. কৃষ্ণযুজর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যভূমিকা

১৩. ঋগ্বেদ ভাষ্যভূমিকা (সায়ণাচার্য), সম্পদনা-বলদেব উপাধ্যায়, পৃ. ৪৮

১৪. ঋ. ভাষ্যো.

দ্বারা সম্পূর্ণ অঙ্গী গড়ে ওঠে। মনুষ্যদেহে যেমন পৃথক পৃথক অঙ্গের দ্বারা পূর্ণাবয়ব মানবশরীররূপ অঙ্গীর প্রকাশ, তেমনই বুঝতে হবে। এখানে অঙ্গীরূপে বেদকেই কল্পনা করা হয়েছে এবং অঙ্গ বলতে শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয়টির কথা বলা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণবিষয়ে, ক্রিয়ার সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধনির্ণয়ে, শব্দজ্ঞানবিষয়ে, অর্থজ্ঞানবিষয়ে, বৈদিক শব্দের নির্বচন, বেদনির্দিষ্ট কর্মের কাল প্রভৃতি বিষয়ে যথোচিত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত অপরিহার্য বলে শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টিকে অঙ্গীভূত বেদপুরুষের অঙ্গ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বেদাঙ্গের বীজ সর্বপ্রথম বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে[১৫] পাওয়া যায়। তবে মুণ্ডকোপনিষদে পরা ও অপরা বিদ্যার এই দুইটি বিভাগপ্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বেদাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে ঋষি চারটি বেদ ও ছয়টি বেদাঙ্গকে অপরাবিদ্যা বলে কল্পনা করেছেন।—

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ।
শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষম্।।"[১৬]

আলোচ্যস্থলে অপরা বিদ্যা হেয় অর্থে বোঝানো হয়নি, কারণ কেবলমাত্র শাস্ত্রপাঠের দ্বারা শাস্ত্রবেদ্য পরমতত্ত্বের বা অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হয় না। পরমতত্ত্বের জ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। তাই ব্রহ্মপ্রতিপাদক বিদ্যা পরা বিদ্যা, তদ্ভিন্ন বেদচতুষ্টয় ও ষড়্‌বেদাঙ্গ অপরা বিদ্যা নামে পরিচিত। সামবেদীয় ষড়বিংশব্রাহ্মণে ছয়টি বেদাঙ্গের প্রাচীন সূচনা পরিলক্ষিত হয়— 'চত্বারোঽস্যৈ (স্বাহায়ৈ) বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি' (ষড়. ৪/৭)।[১৭] 'পাণিনীয়-শিক্ষা' গ্রন্থে ছয়টি বেদাঙ্গকে বেদপুরুষের ছয়টি অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষূনিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে।।
শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।
তস্মাত্ স্বাঙ্গমধীত্যৈব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।"[১৮]

---

১৫. শ.ব্রা.- ১০। ৫। ১। ২; গো.ব্রা.পূ. ১। ২৬,২৭

১৬. মুণ্ড.-১। ১

১৭. বে.মী., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৬

১৮. পা.শি.- ৪১, ৪২

কারিকা দুটির প্রতিপাদ্যহিসাবে বলা হয়েছে, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষ হল বেদের অঙ্গ। আর অঙ্গ সহিত বেদ অধ্যয়ন করলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। অঙ্গ ব্যতীত যেমন অঙ্গীকে কল্পনা করা যায় না, তেমনি ষড়্বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদের জ্ঞান অসম্ভব।

নিম্নে বেদাঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত হল :

ক) শিক্ষা : ষড়ঙ্গের বা ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বেদজ্ঞানের নিমিত্ত বেদাধ্যয়ন আবশ্যক প্রয়োজন। কিন্তু বেদাঙ্গের জ্ঞান ছাড়া বেদজ্ঞান নিষ্ফল। প্রাচীন গুরুশিষ্য পরম্পরায় বেদাধ্যয়নের বিশেষ রীতি ছিল। আচার্য পূর্ব-উত্তর দিকে মুখ করে বসে শিষ্যদের বেদশিক্ষায় আলোকিত করতেন। পূর্ব-উত্তর দিক 'অপরাজিতা'[১৯] নামে অভিহিত। আচার্যের পূর্ব ও উত্তর অভিমুখে বেদশিক্ষাদানের রীতি ছিল বিজ্ঞানসম্মত। কারণ পূর্বদিকে সূর্যোদয় হয় এবং উত্তরায়ণে সূর্যের আলো বাড়ে। এই ব্যাপার পারায়ণ বা শিক্ষা নামে খ্যাত।

শিক্ষ্-ধাতুর উত্তর স্ত্রীত্ব বিবক্ষায় টাপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'শিক্ষা' শব্দটি নিষ্পন্ন। 'শিক্ষা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, সমর্থ হওয়া, সামর্থ্য সঞ্চার করা। ষড়বেদাঙ্গের অন্তর্গত 'শিক্ষা'র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থটি অধিক যুক্তিসম্মত। বেদমন্ত্রের পারায়ণকালে আচার্য অন্তেবাসীদের বেদমন্ত্রের শক্তি সঞ্চার করতেন, তাই 'শিক্ষা'। বেদের বর্ণ, স্বর, মাত্রা প্রভৃতির উচ্চারণ ও প্রয়োগসম্পর্কে যথোচিত তথ্যাবলী যে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাকে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষাকে বেদপুরুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ে 'শিক্ষা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। মাত্রা ৰলম্। সাম সন্তানঃ।"[২০] সায়ণভাষ্যে বলা হয়েছে, "শিক্ষা শিক্ষ্যতেঽনয়েতি বর্ণাদ্যুচ্চারণলক্ষণম্। শিক্ষ্যন্তে ইতি বা শিক্ষা বর্ণাদয়ঃ। শিক্ষৈব শীক্ষা।"[২১] শিক্ষা শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আচার্য সায়ণ অন্যত্র বলেছেন—"শিক্ষ্যন্তে বেদনায়োপদিষ্যন্তে স্বরবর্ণাদয়ো যত্র সা শিক্ষা।" শিক্ষাগ্রন্থে অ-কারাদি বর্ণ, উদাত্তাদি স্বর, হ্রস্বাদি মাত্রা, স্থান-প্রযত্নরূপ

---

১৯. বে.মী., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৫৭

২০. তৈ.উ., দ্বিতীয় অনুবাক,

২১. তদেব,

বল, নিষাদাদি বল, বিকর্ষণাদি সন্তান প্রভৃতির আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়ভেদে শিক্ষাগ্রন্থও বিবিধ।

প্রাতিশাখ্যকেই অনেকে আদিম শিক্ষাগ্রন্থ বলেছেন। যেমন, ঋগ্বেদের শাকলপ্রাতিশাখ্য, সামবেদের প্রাতিশাখ্য হল সামপ্রাতিশাখ্য, পুষ্পসূত্র, ঋক্তন্ত্র ব্যাকরণ। কৃষ্ণযজুর্বেদে তৈত্তিরীয়-প্রাতিশাখ্য, শুক্লযজুর্বেদের ক্যাতায়নবিরচিত বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যসূত্র। অথর্ববেদের অথর্ববেদ-প্রাতিশাখ্যসূত্র এবং শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা। প্রাতিশাখ্যের পরবর্তীকালে বিভিন্ন বেদে ছন্দে বিরচিত শিক্ষাগ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদের 'পাণিনীয়-শিক্ষা', সামবেদের 'নারদশিক্ষা', কৃষ্ণযজুর্বেদের 'ব্যাসশিক্ষা', শুক্লযজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষা' ও অথর্ববেদের 'মাণ্ডূকশিক্ষা'।

খ) কল্প : বেদবিহিত কর্মাদির নির্দেশ যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাকে কল্প বলে। ব্রাহ্মণগ্রন্থ যজ্ঞকর্মের বিবরণমূলক ও আখ্যায়িকাযুক্ত। আখ্যায়িকা অংশটি বাদ দিলে ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানসূচক যে প্রক্রিয়া অংশটি অবশিষ্ট থাকে, তাকেই কল্প বলা হয়। কল্পশাস্ত্র সূত্রাকারে রচিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞীয়কথা বর্ণনামূলক। কিন্তু কল্পসূত্রে যজ্ঞীয়কথা প্রয়োগের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যের সহিত কল্পসাহিত্যের নিবিড় যোগ রয়েছে। কল্পসূত্রের চারটি বিভাগ- i) শ্রৌতসূত্র, ii) গৃহ্যসূত্র, iii) ধর্মসূত্র ও iv) শুল্বসূত্র। কল্পশাস্ত্রকে বেদপুরুষের হস্তের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

গ) নিরুক্ত : বেদপুরুষের শ্রোত্রস্বরূপ নিরুক্ত গ্রন্থটি ষড়বেদাঙ্গের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। নিরুক্তকে অর্থানুশাসন বলা হয়। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিভাগপূর্বক শব্দের ব্যুৎপাদন যেমন ব্যাকরণের কাজ, তেমনই অর্থের অনুরোধে শব্দের বিভাগ নিরুক্তের কাজ। পদসমূহের কথা নির্ অর্থাৎ নিঃশেষভাবে যেখানে আলোচিত হয়, তাকে নিরুক্ত বলে। বৈদিক শব্দরাশির অর্থবত্তা নিরুক্তে দেখানো হয়েছে, তাই নিরুক্ত অর্থানুশাসন শাস্ত্র। নিরুক্ত তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা-i) নৈঘণ্টুক কাণ্ড, ii) নৈগম কাণ্ড ও iii) দৈবত কাণ্ড। নৈঘণ্টুক কাণ্ডে পাঁচটি, নৈগমে ছয়টি ও দৈবতে ছয়টি অধ্যায়, মোট সপ্তদশ অধ্যায় নিরুক্তে বর্তমান।

ঘ) ছন্দ : 'যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ' সর্বানুক্রমণীর এই ছন্দবিষয়ক উদ্ধৃতাংশটির অর্থ হল,

যার দ্বারা অক্ষরের পরিমাপ করা হয়, তা ছন্দ। ছদ্ ধাতু হতে ছন্দ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ আচ্ছাদন করা। ছন্দ যজ্ঞশরীরকে আচ্ছাদন করে। ছন্দজ্ঞান ব্যতীত বেদমন্ত্র পাঠ দুঃষ্কর। অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রগুলির ছন্দবদ্ধতা হেতু, সেগুলির জ্ঞান ছাড়া মন্ত্রের সম্যগ্ উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই ছন্দকে বেদাঙ্গ বলা হয়।

ঋক্, সাম ও অথর্ববেদে ছন্দগুলি শ্লোকাকারে মন্ত্রে নিবিষ্ট। কিন্তু যজুর্বেদের গদ্যময় ছন্দ লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত সপ্ত ছন্দ যথাক্রমে-গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী। ঋগ্বেদের '৪/৫৮/৩' সংখ্যক সূক্তে বৈদিক সাতটি ছন্দকে বেদপুরুষের সাতটি হস্তরূপে কল্পনা করা হয়েছ। তুলনীয় :

"চত্বারি শৃঙ্গাস্ত্রয়োঽস্য পাদা
দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি
মহো দেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।"[২২]

শুক্ল যজর্বেদে ছন্দের স্বরূপবিষয়ে বলা হয়েছে—

"দ্বিপদা যাশ্চতুষ্পদাস্ত্রিপদা যাশ্চ ষট্‌পদাঃ।
বিচ্ছন্দা যাশ্চ সচ্ছন্দাঃ সূচীভিঃ শম্যন্তু ত্বা।।"[২৩]

ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ছন্দবিষয়ে বহু কথা বলা হয়েছে। এছাড়া শাঙ্খায়নের শ্রৌতসূত্রে, পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে, সামবেদের নিদানসূত্রে, কাত্যায়নের সর্বানুক্রমণীতেও ছন্দ বহুভাবে আলোচিত হয়েছে। তবে পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রকেই বৈদিক ও লৌকিক ছন্দের সন্ধিস্থল বলা চলে। গ্রন্থটির পূর্বার্ধে বৈদিকছন্দ এবং উত্তরার্ধে লৌকিক ছন্দ আলোচিত হয়েছে।

ঙ) জ্যোতিষ : বৈদিক যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের যথাযথ কালগত নির্দেশ যে শাস্ত্রের দ্বারা লাভ করা যায়, তাকে জ্যোতিষ বলে। জ্যোতিষকে বেদপুরুষের চক্ষুরূপ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শাস্ত্র সকল বিষয়ের চক্ষুস্বরূপ, সকল শাস্ত্রের চক্ষুস্বরূপ হল বেদ, আর বেদপুরুষের

---

২২. ঋ.-৪। ৫৮। ৩

২৩. শুক্লযজু.- ২৩/৩৪

চক্ষু হল জ্যোতিষ।

শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে বৈদিককর্ম দ্বিবিধ। সেগুলি তিথি, নক্ষত্রবিচারে সম্পাদিত হয়। তাই তিথি, রাশি, নক্ষত্র, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান বৈদিককর্মানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক। দিন, মাস এমনকি সাংবৎসরসাধ্য বৈদিক যাগ লক্ষিত হয়। যেমন, 'অভিপ্লবষড়হ' ও 'পৃষ্ঠষড়হ' যাগ ছয়দিনে সম্পন্ন হয়। আবার 'গবাময়ন' নামক যাগটি সম্পন্ন হতে একবৎসরকালের প্রয়োজন। আবার কিছু কিছু যাগ নির্দিষ্ট কালে নিষ্পন্ন হয়।যেমন, কোন কোন যাগ প্রাতঃকালে, কোন কোন যাগ রাত্রিকালে, কিছু বসন্তকালে, কিছু গ্রীষ্মে, কিছু শরতে নিষ্পন্ন হয়। কাজেই যাগ-যজ্ঞের কালবিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার নিমিত্ত জ্যোতিষের জ্ঞান আবশ্যক। ঋত্বিকের পক্ষেও অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতুপর্যায়, অয়ন, সংবৎসর প্রভৃতির পরিগণনও যজ্ঞকর্মের নিমিত্ত আবশ্যক। তাই বেদের কর্মকাণ্ডের মূল উপজীব্যবিষয়ের কালগত পথনির্দেশক হওয়ায় জ্যোতিষের বেদাঙ্গত্ব অপরিহার্য। জ্যোতিষকে বেদপুরুষের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

বৈদিক সংহিতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে জ্যোতিষবিষয়ে যা বলা হয়েছে, সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে বেদাঙ্গজ্যোতিষ গ্রন্থ রচিত। জ্যোতিষশাস্ত্রের মুখ্যগ্রন্থ হল লগধ প্রণীত 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ'। জ্যোতিষবিষয়ক কিছু বিখ্যাত গ্রন্থ হল, আর্যভট্টের 'আর্যভটীয়', বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', খণ্ডখাদ্য ও ধ্যানগ্রহ, শ্রীপতির 'সিদ্ধান্তশেখর', ভোজদেবের 'রাজমৃগাঙ্গকরণ', ভাস্করাচার্যের 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' প্রভৃতি অন্যতম।

চ) ব্যাকরণ : শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকে প্রধান বলা হয়। 'পাণিনীয়-শিক্ষা' গ্রন্থে ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্।' ব্যাকরণ যে বেদাঙ্গগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার পরিচয় ব্যাকরণকে বেদপুরুষের মুখরূপে তুলনার দ্বারা পাওয়া যায়। মহাভাষ্যেও বেদের মুখ্য অঙ্গরূপে ব্যাকরণের স্তুতির পরিচয় পাওয়া যায়—"ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ। প্রধানঞ্চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি ইতি।"[২৪] মহাভাষ্যকারের এরূপ উক্তি হতে প্রতীত হয় যে, ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে ব্রাহ্মণের দুটি দোষ হয়। প্রথমতঃ ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে

২৪. ম.ভা., প্রথম খণ্ড, পস্পশাহ্নিক, পৃ. ২৩।

ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্য থেকে বিরত থাকা হয়। দ্বিতীয়তঃ ব্যাকরণ অধ্যায়ন না করলে বেদের অর্থজ্ঞান হতে তিনি বঞ্চিত হন। আচার্য ভর্তৃহরিও বাক্যপদীয়গ্রন্থে ব্যাকরণের প্রয়োজন বিষয়ে বলেছেন—

'সাধুত্বজ্ঞানবিষয়া সৈষা ব্যাকরণস্মৃতিঃ।'[২৫]

শব্দার্থের জ্ঞানবশতঃ ব্যাকরণ নিয়মপূর্বক অর্থকে জানিয়ে দেয়। স্বর-সংস্কারবিজ্ঞানে ব্যাকরণের উপযোগ রয়েছে। স্বর বলতে, বেদে নিহিত উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত এবং প্রচিত বা প্রচয়কেই বোঝায়। বেদের অর্থজ্ঞানের নিমিত্ত স্বর প্রভৃতির জ্ঞান আবশ্যক। মহর্ষি পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থটি বৈদিক প্রক্রিয়ার অনুসরণ করায়, এটি বেদাঙ্গব্যাকরণরূপে আখ্যায়িত।

পাণিনি-ব্যাকরণ ও প্রাতিশাখ্যের সম্বন্ধ :

পাণিনিব্যাকরণ একমাত্র ব্যাকরণ যেখানে লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার শব্দসিদ্ধির নিমিত্ত সূত্র রচিত হয়েছে। ব্যাকরণ বেদের অঙ্গ হওয়ায় পাণিনিব্যাকরণ বেদাঙ্গব্যাকরণ। বৈদিক ও লৌকিক উভয়প্রকার পদসংস্কারে সহায়ক হওয়ায় পাণিনীয় শাস্ত্র সামান্যশাস্ত্ররূপে চিহ্নিত। কিন্তু বৈদিক নিয়মের বিশেষত্ব প্রাতিশাখ্যে বর্ণিত হওয়ায়, প্রাতিশাখ্য বিশেষশাস্ত্ররূপে চিহ্নিত। প্রতিবেদ সংহিতায় শাখাবিশেষে আশ্রিত হয়ে যা স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ জ্ঞাপন করে, তা প্রাতিশাখ্য। প্রাতিশাখ্যে শিক্ষা, ছন্দঃ ও ব্যাকরণের সমষ্টিগত আলোচনা থাকায়, একে বেদাঙ্গ আখ্যা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ কোন একটি বেদাঙ্গের পূর্ণাবয়ব প্রাতিশাখ্যের প্রতিপাদ্য না হওয়ায়, এটি বেদাঙ্গপদবাচ্য নয়। তাই প্রাতিশাখ্যকে বেদাঙ্গেতর শাস্ত্র বলা হয়। প্রতি বেদের বিভিন্ন শাখাই প্রাতিশাখ্য নামে পরিচিত। প্রাচীনতম প্রাতিশাখ্যগ্রন্থ হল আচার্য শৌনক বিরচিত 'ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য'। কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত 'তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য'। ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ছাড়া অপরাপর প্রাতিশাখ্যগুলি পাণিনি উত্তরকালীন বা অর্বাচীনকালীন বলে পরিচিত। অপরাপর প্রাতিশাখ্যের তুলনায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও গুরুত্বে ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখে। শিক্ষা, ছন্দঃ ও ব্যাকরণ এই তিনটি বেদাঙ্গের বীজ প্রাতিশাখ্যে নিহিত রয়েছে। তাই প্রাতিশাখ্যকে অঙ্গী ও তিন বেদাঙ্গকে অঙ্গরূপে জানতে হয়। বেদার্থ জ্ঞানের নিমিত্ত প্রাতিশাখ্যের প্রয়োজন।

---

২৫. বাক্য., ১। ১৪১

প্রাতিশাখ্যে শিক্ষা, ছন্দঃ ও ব্যাকরণের সমষ্টিগত আলোচনা থাকায়, তা বেদাঙ্গেতর শাস্ত্ররূপে পরিচিত। প্রাতিশাখ্যের ব্যাপকতা পাণিনিব্যাকরণ অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, পাণিনিব্যাকরণ ও প্রাতিশাখ্যের সম্বন্ধ হল ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব।

পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্বে হেতু :

ক)কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, বাক্ প্রথমে অখণ্ড ছিল। দেবতাদের অনুরোধে দেবরাজ ইন্দ্র তাকে বিভাজন করেন। তাই ব্যাকরণ হল প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির বিভাজন। শব্দশুদ্ধি ও অর্থবুদ্ধিতে ব্যাকরণ অত্যন্ত সহায়ক গ্রন্থ। অর্থবুদ্ধিতে সহায়ক হওয়ায় ব্যাকরণ মুক্তির (স্বর্গের) দ্বার উন্মোচিত করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তাই ব্যাকরণকে বলা হয়েছে— 'বেদানাং বেদম্।'[২৬] মহাভাষ্যে ব্যাকরণ অধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন বিষয়ে বলা হয়েছে—বেদের রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু ও অসন্দেহের নিমিত্ত ব্যাকরণ অধ্যয়ন প্রয়োজন। রক্ষা অর্থাৎ বেদরক্ষা, ঊহ অর্থাৎ সঙ্গতার্থক পদের কল্পনা, আগম অর্থাৎ শ্রুতি বা শাস্ত্রবাক্য, লঘু অর্থাৎ সহজ উপায় এবং অসন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহের নিবৃত্তি। এগুলি ব্যাকরণাধ্যয়নের মুখ্য প্রয়োজন।

খ)গুরু-পরম্পরায় অখণ্ড বেদবাক্য যে ক্রমে পঠিত হয়ে আসছে, তার ক্রম লঙ্ঘিত হলে বেদবাক্য অপ্রামাণ্য হয়ে পড়ে। ব্যাকরণজ্ঞানের অভাববশতঃ কোন ব্যক্তি বেদবাক্যের কোন একটি শব্দের পরিবর্তন করলে সেই বাক্যের বেদত্ব ও প্রামাণ্য খণ্ডিত হয়। তাই বেদরক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণের জ্ঞান আবশ্যক। যেমন, দুহ্ ধাতুর লঙ্-লকারে আত্মনেপদ প্রথমপুরুষ একবচনে পদ হয় 'অদুহত'। কিন্তু বেদে 'অদুহ্র' পদের প্রয়োগ আছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'দেব' শব্দের প্রথম পুরুষ বহুবচনের রূপ 'দেবাঃ'। কিন্তু বেদে 'দেবাসঃ' এরূপ প্রয়োগ আছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'আত্মন্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ 'আত্মনা', কিন্তু আলোচ্যস্থলে বেদে 'ত্মনা' এরূপ পাওয়া যায়। লৌকিক ব্যাকরণে 'রুদ্র' শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'রুদ্রৈঃ' পদ হয়, কিন্তু বেদে 'রুদ্রেভিঃ' এরূপ পদও পরিদৃষ্ট হয়। পাণিনীয় ব্যাকরণে লৌকিক-বৈদিক উভয়প্রকার শব্দশুদ্ধির নিমিত্ত নিয়ম-রীতি বর্ণিত হয়েছে। কাজেই লৌকিক-বৈদিক উভয়প্রকার শব্দের যথার্থজ্ঞাপনে ও বেদরক্ষার নিমিত্ত পাণিনীয় ব্যাকরণের অধ্যয়ন আবশ্যক।

---

২৬. ছা. উ.-৭। ১। ২

গ) বেদবিহিত যাগ মূলতঃ দুই প্রকার। যথা- প্রকৃতি যাগ ও বিকৃতি যাগ। প্রকৃতিযাগে অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে পঠিত মন্ত্র পাওয়া যায়—"অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি।" [বা.সং.- ১। ১৩] অর্থাৎ "অগ্নিদেবতা তোমাকে সেবিত পদার্থ প্রদান করি।" প্রকৃতিযাগে অগ্নিদেবতাবোধক 'অগ্নয়ে' পদের প্রয়োগ রয়েছে। বিকৃতিযাগে উদ্দিষ্ট দেবতা সূর্য হওয়ায়, সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বিধেয়। সেক্ষেত্রে 'সূর্যায়' পদের সন্নিবেশ করতে হবে। তাই ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃতিযাগে পঠিত মন্ত্রকে বিকৃতিযাগে 'সূর্যায় ত্বা জুষ্ঠং নির্বপামি' এভাবে পাঠ করবেন। এই প্রক্রিয়াকে ঊহ বলা হয়। কাজেই ব্যাকরণ অধ্যয়ন ছাড়া ঊহের জ্ঞান অসম্ভব।

ঘ) 'আজ্জসেরসুক্' (পা.সূ. ৭। ১। ৫০) অষ্টাধ্যায়ীস্থিত পাণিনীয় সূত্রটিতে বলা হয়েছে, অবর্ণান্ত অঙ্গের উত্তরবর্তী 'জস্' এর 'অসুক্' আগম হয় বেদবিষয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'জন' শব্দের উত্তর 'জস্' বিভক্তির স্থলে বেদে 'অসুক্' আগম হয়। অতএব বেদে 'জন' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'জনাসঃ' এই রূপ পাওয়া যায়। কিন্তু একই অর্থে 'জনাঃ' শব্দটি লৌকিক-বৈদিক উভয়ত্র পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ইন্দ্রসূক্তের প্রতিমন্ত্রের চতুর্থপাদে '...স জনাস ইন্দ্রঃ' এরূপ প্রয়োগ রয়েছে। লৌকিক সংস্কৃতে 'আত্মন্' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'আত্মনা' এই রূপ হয়। কিন্তু বেদে 'ত্মনা' এই প্রয়োগ পাওয়া যায়। যার বিধন অষ্টাধ্যায়ীতে রয়েছে।

ঙ) 'প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্তব্যা' এই মীমাংসক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকৃতিযাগে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে পঠিত 'অগ্নয়ে ত্বা জুষ্ঠং নির্বপামি' (বাজ.সং.- ১। ১২) মন্ত্রের 'অগ্নয়ে' পদের অনুরূপ বিকৃতিযাগে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতির নিমিত্ত চতুর্থীর একবচনে 'সূর্য্যায়' পদটি ঊহবিধানবশতঃ সিদ্ধ হয়। কাজেই পাণিনিব্যাকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেদরক্ষায় সমর্থ হয়।

চ) বেদে "ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব" এরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়। 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে 'ইন্দ্রস্য শত্রুঃ' এরূপ সমাস হলে সমাসের অন্তোদাত্তত্ববশতঃ মন্ত্রের অর্থ সম্যক্ জানা যায় না। আর যদি 'ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য' এরূপ বহুব্রীহি সমাস হয়, তাহলে- 'ব্রহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্'- সূত্রদ্বারা পূর্বপদের প্রকৃতিস্বরত্বহেতু প্রত্যয়যোগে ধাতুর আদ্যুদাত্ত হয় এবং মন্ত্রের যথার্থ অর্থবিষয়ে সম্যক্ ধারণা পাওয়া যায়। এভাবে অর্থবিশেষকে আশ্রয় করে বৈদিক ও লৌকিক শব্দরাশির স্বর, প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ব্যুৎপত্তি অষ্টাধ্যায়ীতে নিহিত রয়েছে।

ছ) বৈদিক মন্ত্রগুলির পরিস্ফট অর্থ পেতে গেলে কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদানাদি ছয়টি কারক, স্বর, প্রত্যয়, ক্রিয়াপদ প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আবশ্যক। পাণিনীয় সূত্রদ্বারা সেগুলির অর্থবিষয়ে স্বচ্ছতা আসে। যেমন, কর্তৃকারক বিধায়ক পাণিনীয় সূত্র- 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা'। যার অর্থ, অন্য কারুক উপর নির্ভরশীল না হয়ে যে ক্রিয়াসম্পাদন করে, তা কর্তৃকারক রূপে বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের প্রথমসূক্তের (অগ্নিসূক্ত) প্রথম মন্ত্র-

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতরং রত্নধাতমম্।। (ঋ. ১। ১। ১)

—এখানে কর্তা উহ্য, যা 'স্তৌমি' ক্রিয়াদ্বারা সূচিত হয়। 'অগ্নিম্' পদটি কর্মপদ, 'ঈলে' পদটি ক্রিয়াপদ। অপরাপর পদগুলি কর্মের বিশেষণ। 'ঈলে' পদটির অর্থ স্তৌমি বা স্তুতি করি। যার উল্লেখ পাণিনি- ব্যাকরণে রয়েছে। কিন্তু অপাণিনীয় অন্যান্য লৌকিকব্যাকরণে লৌকিক পদসমূহের উল্লেখ রয়েছে। বৈদিক স্বর, ছন্দঃ, প্রকৃতি-প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়েও স্বচ্ছ জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত পাণিনিব্যাকরণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদিক স্বরাদি বিষয়ে নির্দেশ থাকলেও পাণিনীয় ব্যাকরণের ন্যায় পূর্ণতা দিতে পারেনি।

জ) শিক্ষা, ছন্দঃ প্রভৃতি বেদাঙ্গ বেদার্থ-জ্ঞানের নিমিত্ত সহায়ক হয়ে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত সহায়ক হলেও ব্যাকরণের সাহায্য ছাড়া বেদার্থের জ্ঞান না হলে, অন্যান্য বেদাঙ্গের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ব্যাকরণকে 'তপসামুত্তমং তপঃ' অর্থাৎ সকল তপস্যার উত্তম তপস্যা বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে 'তপস্' শব্দের অর্থ হল 'ক্লেশসহিষ্ণুতা'। অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ 'নিয়মে'র অন্তর্গত হল তপস্যা। তাই বলা হয়ে থাকে----'শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়ে-শ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।'[২৭] 'তপঃ' যেমন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলের জনক, ব্যাকরণও তেমন দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলের জনক। আচার্য ভর্তৃহরিও তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে ব্যাকরণকে সকল তপস্যার শ্রেষ্ঠ তপস্যা ও নিত্যস্বরূপ বেদের প্রধান অঙ্গরূপে ব্যাকরণকে স্বীকার করেছেন। তুলনীয় :

"আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।

২৭. যোগ.- ২। ৩২

প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ।।"[২৮]

পণ্ডিতগণ ব্যাকরণকে ছান্দস্ অর্থাৎ বেদের প্রথম অঙ্গ বলে থাকেন। আলোচ্যস্থলে 'প্রথম' শব্দে প্রধান অর্থ বুঝতে হবে।

ঝ)ভগবান শিব ব্যাকরণ উৎপত্তির লক্ষ্যে তাঁর ডমরুতে চতুর্দশবার আঘাত করলে অ ই উ ণ্। ঋ ৯ ক্। প্রভৃতি যে চতুর্দশ সূত্রের উদ্ভব হয়, সেগুলি শিবসূত্র নামে খ্যাত। পাণিনির তপস্যায় সন্তুষ্ট মহেশ্বরের প্রভাবে উৎপন্ন হওয়ায় চতুর্দশ মাহেশ্বরসূত্রের আগমপর্যায়-নিবন্ধনহেতু এবং বেদপারম্পর্যের অক্ষরসমাম্নায়ের প্রবাহনিত্যতাহেতু অণাদি প্রত্যাহারের অপৌরুষেয়ত্ব কল্পিত হয়। কিন্তু অণ্ প্রভৃতি প্রত্যাহারকে আধার করে ব্যাকরণগত বিষয়কে উপস্থাপনের নিমিত্ত পাণিনির দ্বারা যে সংজ্ঞা, পরিভাষা, বিধি, নিয়ম, অতিদেশ ও অধিকারসূত্রগুলির উদ্ভব হয়েছে, সেগুলির পৌরুষেয়ত্ব বিধেয়। ব্যাকরণের মূল হল শব্দানুশাসন, যা পারম্পরিকভাবে বেদরক্ষাকেই বোঝায়। পাণিনীয় সূত্রগুলির দ্বারা বেদস্থিত পদগুলির শুদ্ধতা রক্ষিত হয়। চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রাবলম্বনে আচার্য পাণিনি যে সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্র রচনা করেছেন, এবিষয়ে পাণিনীয় শিক্ষায় বলা হয়েছে—

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।।"[২৯]

অতএব মাহেশ্বরসূত্রের আগমপর্যায়নিবন্ধনহেতু তদাশ্রয়ী পাণিনীয় ব্যাকরণের বেদাঙ্গত্ব প্রতিপাদিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, পাণিনীয় ব্যাকরণেই লৌকিক শব্দাবলীর ন্যায় বৈদিক শব্দরাশির ব্যুৎপত্তি, শব্দগঠন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়েছে। তাই পাণিনীয় ব্যাকরণ সার্বলৌকিক। কিন্তু কাতন্ত্র্য, মুগ্ধবোধ, সারস্বত, হরিনামামৃত প্রভৃতি ব্যাকরণে কেবল লৌকিক শব্দরাশির আলোচনা রয়েছে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ভেদ নির্ণয়ে, পদস্বরূপ ও অর্থবিষয়ে নিশ্চয়ের নিমিত্ত, পদসংহিতাবিচারে, পদজ্ঞানের নিমিত্ত এবং সর্বোপরি লৌকিক ও বৈদিক প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য বিধানকল্পে চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রাধিষ্ঠিত পাণিনীয় ব্যাকরণকে বেদাঙ্গব্যাকরণ বলা যুক্তিযুক্ত।

---

২৮. বাক্য.- ১। ১১

২৯. পা.শি.- ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম অংশ)

সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

(প্রথম অংশ)

সংস্কৃত ব্যাকরণ পরম্পরায় পাণিনি-ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে—বিদ্যা দুই প্রকার। যথা- পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। সেখানে ব্রহ্মবিদ্যাকে পরা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এবং ব্রহ্মবিদ্যা ভিন্ন অপরাপর বিদ্যাকে অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বিদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষামিতি।"[১] অতএব মুণ্ডকোপনিষদনুযায়ী অপরা বিদ্যার মধ্যে ব্যাকরণও একটি অন্যতম বিদ্যা।

সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, আচার্য পাণিনি ছিলেন বৈয়াকরণদিগের কালপর্যালোচনার মূলকেন্দ্রস্বরূপ। কালপর্যায়ের নিরিখে সমস্ত বৈয়াকরণগণ তাই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

ক. প্রাক্-পাণিনি যুগের বৈয়াকরণ

খ. ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণ ও

গ. পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণ।

ক. প্রাক্-পাণিনি যুগের বৈয়াকরণগণও আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত।

যথা— ১. অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত বৈয়াকরণগণ ও

২. অষ্ট্যাধ্যায়ীতে উল্লিখিত বৈয়াকরণগণ।

১. অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্বকালীন বৈয়াকরণগণ :

ব্যাকরণচর্চার প্রথম উদ্ভব কবে? এ বিষয়ে আজও সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা অসম্ভব। তবে ব্যাকরণচর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। সাম প্রাতিশাখ্যরূপে খ্যাত ও আচার্য

১. ঈশাদি. (মুণ্ড.-১।৪-৫), পৃ. ১৪৪

শাকটায়ন বিরচিত 'ঋক্‌তন্ত্র' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে— ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে, ভরদ্বাজ ঋষিগণকে এবং ঋষিগণ ব্রাহ্মণগণকে শব্দশাস্ত্রের উপদেশ দিয়েছেন।

'যথা**হহ**চার্যা ঊচুর্ব্রহ্মা বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পর্তিরিন্দ্রায়, ইন্দ্রো ভরদ্বাজায়, ভরদ্বাজ ঋষিভ্যঃ, ঋষয়ো ব্রাহ্মণেভ্যস্তং খল্বিমমক্ষরসমাম্নায়মিত্যাচক্ষতে।'[২]

পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতানুযায়ী অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী ষোড়শ বৈয়াকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন— (১) ব্রহ্মা, (২) বৃহস্পতি, (৩) ইন্দ্র, (৪) শিব, (৫) বায়ু, (৬) ভরদ্বাজ, (৭) ভাগুরি, (৮) পৌষ্করসাদি, (৯) চারায়ণ, (১০) কাশাকৃস্ন, (১১) শন্তনু, (১২) বৈয়াঘ্রপদ্য, (১৩) মাধ্যন্দিনি, (১৪) রৌঢ়ি, (১৫) শৌনকি ও (১৬) গৌতম। নিম্নে অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত বৈয়াকরণ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচিত হল :

১) সংস্কৃত ব্যকরণ শাস্ত্রের আদিম প্রবক্তা 'ব্রহ্মা' :

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সকল বিদ্যার আদিম প্রবক্তা হলেন ব্রহ্মা। ঋক্‌তন্ত্রেও ব্যাকরণের আদিম প্রবক্তারূপে ব্রহ্মার উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের এ বিষয়ে অভিমত এই যে, জগতে প্রচারিত সকল বিদ্যার বিষয়বস্তু ব্রহ্মা কর্তৃক সর্বপ্রথম বর্ণিত হয়েছে। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক কর্তৃক বিরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থাধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক বর্ণিত বাইশটি শাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—(১) বেদজ্ঞান, (২) ব্রহ্মজ্ঞান, (৩) যোগবিদ্যা, (৪) আয়ুর্বেদ, (৫) হস্ত্যায়ুর্বেদ, (৬) রসতন্ত্র, (৭) ধনুর্বেদ (৮) পদার্থবিজ্ঞান, (৯) ধর্মশাস্ত্র, (১০) অর্থশাস্ত্র, (১১) কামশাস্ত্র, (১২) ব্যাকরণ, (১৩) লিপিজ্ঞান, (১৪) জ্যোতিষশাস্ত্র, (১৫) গণিতশাস্ত্র, (১৬) বাস্তুশাস্ত্র, (১৭) শিল্পশাস্ত্র, (১৮) অশ্বশাস্ত্র, (১৯) নাট্যবেদ, (২০) ইতিহাস পুরাণ, (২১) মীমাংসাশাস্ত্র, (২২) শিবস্তব বা স্তবশাস্ত্র। ঋক্‌তন্ত্ররূপ প্রমাণানুসারে ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে ব্যাকরণশাস্ত্রের উপদেশ দান করেন। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকের মতানুযায়ী ব্রহ্মার কাল বৈক্রমাব্দের ষোড়শ সহস্র বৎসর পূর্বে।

২) ব্যাকরণ শাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রবক্তা : 'বৃহস্পতি'

ঋক্‌তন্ত্র হতে জানা যায় যে, অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রবক্তা

---

২. ঋ.ত.-১।৪

হলেন বৃহস্পতি। বৃহস্পতি হলেন অঙ্গিরস পুত্র। তাই তিনি আঙ্গিরস নামে প্রসিদ্ধ। দেবগণের পুরোহিতরূপে বৃহস্পতি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবিষয়ে প্রমাণ রয়েছে যে, 'বৃহস্পতির্বৈ দেবানাং পুরোহিতঃ।'[৩] মহাভারতের শান্তিপর্বেও অধিকর্তারূপে বৃহস্পতির নামোল্লেখ রয়েছে—'বেদাঙ্গানি বৃহস্পতিঃ।'[৪]

পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণ মহাভাষ্যে উক্ত হয়েছে যে, গুরু বৃহস্পতি শিষ্য ইন্দ্রকে দিব্য সহস্রবর্ষ পর্যন্ত প্রতিপদ ব্যাকরণের উপদেশ দিয়েছেন—'বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম।'[৫]

৩)ব্যাকরণশাস্ত্রের তৃতীয় প্রবক্তা : 'ইন্দ্র'

ব্যাকরণশাস্ত্রের তৃতীয় প্রবক্তা ও আদিম সংস্কর্তা হলেন বৈয়াকরণাচার্য ইন্দ্র। 'ঋক্‌তন্ত্র' ও 'মহাভাষ্য' নামক গ্রন্থ হতে পাওয়া যায় যে, ইন্দ্র হলেন, আচার্য্য বৃহস্পতির শিষ্য। আচার্য ইন্দ্র সর্বপ্রথম বৃহস্পতির কাছে প্রকৃতি-প্রত্যয়ের বিভাগ পূর্বক ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করেন। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় এবিষয়ে বলা হয়েছে—"বাগ্ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদত্। তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্, ইমাং নো বাচং ব্যাকুর্বিতি। তামিন্দ্রো মধ্যতোহবক্রম্য ব্যাকরোত্।"[৬] দক্ষ প্রজাপতি কন্যা অদিতিকে ইন্দ্রের মাতারূপে জানা যায়। মহাভারতে[৭] বলা হয়েছে, ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ (অংশুমান্), ভগ, বিবস্বান্, পূষা, পর্জন্য, ত্বষ্টা, বিষ্ণু প্রভৃতি ইন্দ্রের একাদশ ভ্রাতা ছিল। তাঁরা সকলে অদিতির পুত্র বলে পরিচিত হওয়ায় তাদেরকে আদিত্য বলা হত। ইন্দ্র স্বর্গবাসী দেবতাদিগের রাজা ছিলেন। বৃত্রকে বধ করে তিনি 'মহেন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত হন। মৈত্রায়ণী সংহিতায় এবিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে-"ইন্দ্রো বৈ বৃত্রমহন্ সোঽন্যান্ দেবান্ অত্যমন্যত। স মহেন্দ্রোঽভবত্।"[৮] 'তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোত্'—এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যায়

---

৩. ঐ.ব্রা., ৮।২৬

৪. মহা.ভা., শান্তি পর্ব, ১১২।৩২

৫. ম.ভা., ১।১।আ.১, পৃ. ৫৪

৬. তৈ.সং., ৬।৪।৭

৭. মহা.ভা., আদি পর্ব, ৬৬।১৫-১৬

৮. মৈত্রা.সং.- ৪।৬। ৮

সায়ণাচার্য লিখেছেন—'তামখণ্ডাং বাচং মধ্যে বিচ্ছিদ্য প্রকৃতি-প্রত্যয়-বিভাগং সর্বত্রাকরোত্।' তাই ভাষ্যবচনটির অর্থপর্যালোচনায় বলা যায়—ইন্দ্রই সর্বপ্রথম অখণ্ড বাক্‌কে প্রকৃতি-প্রত্যয়ে বিভাগ করেন। যা বৈয়াকরণের প্রধান কাজ। সুতরাং ইন্দ্রকেই অবশ্যই বৈয়াকরণের মর্যাদা দিতে হয়। অর্বাচীন ব্যাকরণের মধ্যে কাতন্ত্র বা কলাপ বা কৌমার ব্যাকরণ অনেকের মতে ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। বোপদেব তাঁর 'কবিকল্পদ্রুমে' আটজন বৈয়াকরণের নাম সম্বলিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। যথা -

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ।।"[৯]

অর্থাৎ শ্লোকটি হতে আটজন শাব্দিকের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলে— ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র। উক্ত আটজন শাব্দিক পাণিনির পূর্বকালীন না হলেও, অনেকেই পাণিনির পূর্বকলীন, যা স্বয়ং পাণিনিও স্বীকার করেছেন, অষ্টাধ্যায়ীতে তাঁদের নামোল্লেখ দ্বারা।

৪) ব্যাকরণের চতুর্থ প্রবক্তা : শিব

প্রাচীন ব্যাকরণ পরম্পরায় শিব প্রণীত ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। পণ্ডিতগণ বৈয়াকরণাচার্য্য পাণিনিকে শৈব এবং পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণকে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। নন্দিকেশ্বর কাশিকায় বলা হয়েছে, সনক, সনন্দ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপ সিদ্ধপুরুষগণের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাদেব নৃত্যের শেষে নিজ ডমরু চতুর্দশবার বাজিয়েছিলেন।[১০] এবং ডমরু থেকে উদ্ভূত শব্দরাশির দ্বারা 'অ ই উ ণ্' প্রভৃতি প্রত্যাহার সূত্র আচার্য পাণিনি আবিষ্কার করলেন। 'অ ই উ ণ্' প্রভৃতি প্রত্যাহার সূত্র শিবের ডমরু থেকে উদ্ভূত শব্দ দ্বারা হওয়ায় এগুলিকে শিবসূত্র বলা হয়। 'পাণিনীয়শিক্ষা' গ্রন্থে মাহেশ্বর বা শৈব ব্যাকরণের প্রশস্তিস্বরূপ বর্ণিত হয়েছে—

"যেনাক্ষরসমাম্নায়মধিগম্য মহেশ্বরাত্।
কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।।"[১১]

---

৯. ক. ক., পরিভাষা., পৃ. ২

১০. ল.সি.কৌ., পৃ. ১

১১. পা.শি.-৫৩

অতএব মহেশ্বরের নিকট অক্ষর সমাম্নায় প্রাপ্ত হয়ে যিনি সম্পূর্ণ ব্যাকরণশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, সেই পাণিনিকে নমস্কার। অতএব পাণিনি ব্যাকরণের মূলে রয়েছে মাহেশ্বর ব্যাকরণের প্রভাব।

৫) সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের পঞ্চম প্রবক্তা : 'বায়ু'।

ব্যাকরণশাস্ত্রের পঞ্চম প্রবক্তা বলেন বায়ু। বায়ুপুরাণে বায়ুকে শব্দশাস্ত্র বা ব্যাকরণশাস্ত্রের বিশারদ বলা হয়েছে। "তত্রাভিমানী ভগবান্ বায়ুশ্চাতিক্রিয়াত্মকঃ। বাতারণিঃ সমাখ্যাতঃ শব্দশাস্ত্রবিশারদঃ।"[১২] বায়ুর পুত্ররূপে হনুমানকে জানা যায়। বায়ু বা পবনপুত্র হনুমানও যে ব্যাকরণশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন, সে বিষয়ে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে—"নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন ব্রহুধা শ্রুতম্। বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।।"[১৩] হনুমান রামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। অতএব অষ্ট্যাধ্যায়ী অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বায়ু প্রণীত ব্যাকরণ ত্রেতাযুগের, এটি যুধিষ্ঠির মীমাংসাকাদি পণ্ডিতগণের অভিমত।

৬) আচার্য ভরদ্বাজ :

ঋক্তন্ত্র নামক প্রাচীন গ্রন্থে অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণাচার্য আচার্য ভরদ্বাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ভরদ্বাজ ছিলেন ইন্দ্রের শিষ্য[১৪] ও আঙ্গিরস বৃহস্পতির পুত্র। ভরদ্বাজও তৎশিষ্য ঋষিগণকে ব্যাকরণের উপদেশ দিয়েছিলেন।

৭) আচার্য ভাগুরি

অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী ষোড়শ বৈয়াকরণাচার্যের মধ্যে আচার্য ভাগুরির নাম পাওয়া যায়। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে আচার্য ভাগুরির নাম না পাওয়া গেলেও অপরাপর কিছু বৈয়াকরণতত্ত্বমণ্ডিত গ্রন্থে তাঁর প্রসঙ্গে কিছু জ্ঞাতব্য বিদ্যমান। মহাভাষ্যেও ভাগুরি সম্পর্কে উদ্ধৃতি রয়েছে—'বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য....বর্ত্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য।'[১৫] পতঞ্জলির মহাভাষ্য হতে জানা যায় যে, কতিপয় আচার্য হলন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে 'টাপ্' প্রত্যয়

---

১২. বা. পু., ২।৪৪

১৩. বাল্মী. রামা., কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ৩।২৯

১৪. 'ইন্দ্রো ভরদ্বাজায়', ঋ. ত.-১।৪

১৫. ম.ভা., (পা. সূ. ৭।৩।৪৫), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০২-২০৩

স্বীকার করেছেন। অজাদি গণে আচার্য পাণিনি ক্রুঞ্চা, ঊষ্ণিহা, দেববিশা শব্দের প্রয়োগ করেন। পরবর্তীকালে বামন- জয়াদিত্তও 'কাশিকা' গ্রন্থে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝাতে হলন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর 'টাপ্' প্রত্যয় স্বীকার করেছেন। তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ভাগরি' শব্দ হতে জানা যায় যে, ভাগুরির পিতা ছিলেন ভগুর। মহাভাষ্যে 'ভাগুরী' নামটি পাওয়া যায়। তাই মনে করা হয়ে থাকে যে, ভাগুরির ভগিনী হলেন ভাগুরী। 'ভগুরস্যপত্যং পুমান্ ভাগুরিঃ, ভগুরস্যাপত্যং স্ত্রী ভাগুরীতি'। অতএব তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'ভাগুরিঃ' ও 'ভাগুরী' শব্দের দ্বারা ভগুরের পুত্র ও কন্যাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

আনন্দবর্ধন বিরচিত 'ধ্বন্যালোক' নামক গ্রন্থের অভিনবগুপ্তের 'লোচন' টীকায় ভাগুরি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসানামপি স্থায়িসংচারিতা২স্তীত্যাক্ষিপ্য অভ্যুপগমেনৈবোত্তরমবোচদ্ বাঢ়মস্তীতি।'[১৬] ধ্বন্যালোকের টীকা হতে জানা যায় যে ভাগুরি অলঙ্কারশাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। কাশিকাবৃত্তির 'ন্যাস'টীকাকার জিনেন্দ্রবুদ্ধি তাঁর টীকায় আচার্য ভাগুরি সম্পর্কে বলেছেন—

"বষ্টিভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।
আপঞ্চৈব হলন্তানাং যথা বাচা নিশা দিশা।।"[১৭]

অতএব 'ন্যাস'টীকা পর্যালোচনায় অনুমান করা যায় যে, ভাগুরি নামক বৈয়াকারণাচার্য ছিলেন।

৮) আচার্য পৌষ্করসাদি

অষ্টাধ্যায়ীতে আচার্য 'পৌষ্করসাদি'র নামোল্লেখ না থাকলেও মহাভাষ্যে 'পৌষ্করসাদি'র নামোল্লেখ রয়েছে, 'চয়ো দ্বিতীয়া ভবন্তি শরি পরতঃ পৌষ্করসাদেরাচার্যস্য মতেন।'[১৮] অতএব আচার্য পৌষ্করসাদি ব্যাকরণবেত্তা ছিলেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। 'পুষ্করসতো২পত্যং পুমান্ পৌষ্করসাদিঃ' এরূপ তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্ন পৌষ্করসাদি শব্দ হতে অনুমান করা যায় যে, আচার্য পৌষ্করসাদির পিতার নাম 'পুষ্করসত্'। সিদ্ধান্তকৌমুদীর বলমনোরমা টীকায়ও আচার্য পৌষ্করসাদির

---

১৬. ধ্ব., লোচন টীকা, তৃতীয় উদ্দ্যোত, পৃ. ৯৮

১৭. কা., (পা. সূ. ৬। ২। ৩৭), ন্যাস টীকা, সপ্তম কাণ্ড, পৃ. ৩২৯।

১৮. ম. ভা. (পা. সূ. ৮। ৪। আ. ১। ৪৮), ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩০

বিষয়ে বলা হয়েছে—"পুষ্করসদোঽপত্যমত্যির্থে ৰাহ্বাদিত্বাদিঞ্, 'অনুশতিকাদীনাং চ' ইত্যুভয়োঃ পদয়োরাদিৰৃদ্ধিঃ।"[১৯]

৯)আচার্য চারায়ণ :

অষ্টাধ্যায়ীতে অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী আচার্য চারায়ণের ব্যাকরণশাস্ত্র বিষয়ক প্রবচন যদিও স্পষ্টভাবে তেমন পাওয়া যায় না। তবুও কোন কোন গ্রন্থে বৈয়াকরণাচার্য চারায়ণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভাষ্যে 'গোত্রোওরপদস্য চ'[২০] নামক আক্ষেপবার্ত্তিকের আলোচনা প্রসঙ্গে পাণিনি, রৌঢ়ি নামক বৈয়াকরণাচার্যের সহিত চারায়ণের নামোল্লেখ রয়েছে—'কম্বলচারায়ণীয়াঃ। ঔদনপাণিনীয়াঃ। ঘৃতরৌঢ়ীয়াঃ।'[২১] অতএব ভাষ্যোক্ত বচনানুযায়ী চারায়ণ নামক বৈয়াকরণাচার্যের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। যিনি ছিলেন কম্বলপ্রিয়।

'চারায়ণ' শব্দটি তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন অপত্যার্থক শব্দ। 'চর' শব্দটি নড়াদিগণে পঠিত হয়েছে। 'চর' শব্দের উত্তর ফক্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'চারায়ণ' শব্দটি গঠিত হয়। 'নড়াদিভ্যঃ ফক্' প্রভৃতি পাণিনীর সূত্র দ্বারা। এ হতে অনুমান করা যায় যে, চারায়ণের পিতা হলেন 'চর' নামক কোন ব্যক্তি।

১০) আচার্য কাশকৃৎস্ন

অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণাচার্যের মধ্যে আচার্য কাশকৃৎস্নও উল্লেখযোগ্য। আচার্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যগ্রন্থে বৈয়াকরণাচার্যরূপে আচার্য কাশকৃৎস্নের নামোল্লেখ করেছেন-'পাণিনিনা প্রোক্তং পাণিনীয়ম্, আপিশলং, কাশকৃৎস্নমিতি।'[২২] কবিকল্পদ্রুম গ্রন্থে আচার্য বোপদেব প্রসিদ্ধ আটজন বৈয়াকরণাচার্যের মধ্যে আচার্য কাশকৃৎস্নের নামোল্লেখ করেছেন—

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশাকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রাঃ জয়ন্ত্যষ্টাদিশাব্দিকাঃ।।"[২৩]

---

১৯. সি. কৌ., বালমনোরমা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৮৭

২০. ম. ভা., প্রথমভাগ, পৃ. ৫৮৪

২১. ম.ভা. (পা. সূ. ১। ১। ৭৩), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪

২২. তদেব, পা. সূ. ১।১। আ.১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮

২৩. ক. ক., পরিভাষা, পৃ. ২

শ্লোকটিতে উল্লিখিত বৈয়াকরণাচার্যগণের সকলেই পাণিনি পূর্বকালীন না হলেও ইন্দ্র, অপিশলী, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাণিনি পূর্ববর্তী ছিলেন, এবিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। কাশিকাকার বামন-জয়াদিত্তও (পা.সূ. ৫। ১। ৫৮) সূত্রের উদাহরণ প্রসঙ্গে 'ত্রিকং কাশকৃৎস্নম্'[২৪] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কাশকৃৎস্ন নামক আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা আচার্য কাশকৃৎস্ন যে পাণিনি পূর্ববর্তী ষোড়শ বৈয়াকরণার্থের একজন ছিলেন, এ বিষয়ে প্রমাণ মেলে। কাশকৃৎস্ন শব্দটি অপত্যার্থক তদ্ধিতপ্রত্যয় নিষ্পন্ন। অর্থাৎ তাঁর পিতা সম্ভবতঃ কশকৃৎস্ন। 'বৌধায়নশ্রৌতসূত্রানুযায়ী' কাশকৃৎস্ন ছিলেন আচার্য ভৃগুবংশীয় ভার্গব,

"ভৃগুণামেবাদিতো ব্যাখ্যাস্যামঃ....পৌঙ্গলায়নাঃ,
বৈহীনরয়ঃ, কাশকৃৎস্নাঃ, পাণিনির্বাল্মীকি আপিশলিঃ।"[২৫]

পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকের ব্যাকরণ শাস্ত্রাদির পর্যালোচনায় জানা যায় যে, আচার্য কাশকৃৎস্নের কাল ছিল সম্ভবতঃ ৩১০০ বিক্রমাব্দপূর্ব।

১১) আচার্য শন্তনু :

অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত বৈয়াকরণাচার্যগণের মধ্যে আচার্য শন্তনুর নাম উল্লেখযোগ্য। ফিট্‌সূত্রের রচয়িতারূপে আচার্য শন্তনুর পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের চতুর্থভাগে শন্তনু প্রণীত ফিট্‌সূত্রগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ফিট্‌সূত্রগুলি অপাণিনীয় হলেও পাণিনিসম্প্রদায় কর্তৃক আশ্রিত হয়েছে। আচার্য শন্তনু কর্তৃক ফিট্‌সূত্রগুলি বিরচিত হওয়ায়, সূত্রগুলি শান্তনবসূত্ররূপে পরিচিত। ফিট্‌সূত্র প্রসঙ্গে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে—'প্রত্যয়স্বরস্যাবকাশঃ যত্রানুদাত্তা প্রকৃতিঃ। সমত্বম্, সিমত্বম্।'[২৬] ভাষ্যবচনটির দ্বারা 'সম' ও 'সিম' প্রাতিপদিক দুইটির সর্বানুদাত্তত্ব বিহিত হয়েছে। ভাষ্যবচনোদ্ধৃত সর্বানুদাত্তত্ব বিষয়ে 'ত্বত্ত্বসমসিমেত্যনুচ্চানি' ফিট্‌সূত্রে বলা হয়েছে। অতএব ভাষ্যাদি পর্যালোচনায় বলা যায়, ফিট্ সূত্রকার আচার্য শন্তনু ভাষ্যকার পতঞ্জলি অপেক্ষা পূর্বকালীন। ফিট্‌সূত্রবিষয়ে বার্ত্তিককার কাত্যায়নেরও অভিমত-'প্রকৃতিপ্রত্যয়য়োঃ স্বরস্য সাবকাশত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ।'[২৭] অতএব ফিট্‌সূত্র বিষয়ে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের অভিমত হতে বলা যায় যে, আচার্য শন্তনু বার্ত্তিককার কাত্যায়ন অপেক্ষাও পূর্বকালীন।

---

২৪. কা., পা. সূ. ৫। ১। ৫৮
২৫. বৌ. শ্রৌ., প্রবরাধ্যায়-৩
২৬. ম.ভা., ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮
২৭. তদেব

ফিট্‌সূত্রগুলিকে আচার্য শন্তনু চারটি পাদে বিভক্ত করেছেন। ফিটসূত্রের কয়েকটি উদাহরণ, (ক) 'ফিষো২ন্ত উদাত্তঃ'। (খ) 'গেহার্থানামস্ত্রিয়াম্' ইত্যাদি।

১২) আচার্য বৈয়াঘ্রপদ্য

যদিও পাণিনিব্যাকরণে বৈয়াঘ্রপদ্য নামক বৈয়াকরণাচার্যের নামোল্লেখ নেই, তথাপি কাশিকাগ্রন্থে বলা হয়েছে—'গুণং ত্বিগন্তে নপুংসকে ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ।'[২৮] উদ্ধৃতাংশটির দ্বারা বৈয়াঘ্রপদ্য যে ব্যাকরণের প্রবক্তা ছিলেন, এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। অপত্যার্থক বৈয়াঘ্রপদ্য শব্দটির দ্বারা অনুমান করা যায় যে, আচার্য বৈয়াঘ্রপদ্যের পিতা ছিলেন ব্যাঘ্রপাদ্। মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব'[২৯] হতে জানা যায় ব্যাঘ্রপাদ্ মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন। ব্যাঘ্রপাদ্ শব্দের উত্তর যঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা বৈয়াঘ্রপদ্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। শ্রী গুরুপদ হালদার বিরচিত 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস'[৩০] নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, ব্যাঘ্রপাদ্ মহর্ষি বশিষ্ঠের গোত্রাপত্য ছিলেন। অর্থাৎ ব্যাঘ্রপাদ্ পুত্র বৈয়াঘ্রপদ্যকে বশিষ্ঠের পৌত্ররূপে চিহ্নিত করা যায়। কাশিকাগ্রন্থস্থিত উদ্ধৃতি দ্বারা জানা যায় যে, বৈয়াঘ্রপদ্যের ব্যাকরণে দশটি অধ্যায় ছিল। প্রসঙ্গতঃ—'দশকাঃ বৈয়াঘ্রপদীয়াঃ।'[৩১] গ্রন্থটির অন্যত্রও বলা হয়েছে—'দশকং বৈয়াঘ্রপদীয়ম্'।[৩২] অতএব অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত ও পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণাচার্যরূপে ব্যাঘ্রপাদ্ ও তৎপুত্র বৈয়াঘ্রপদ্যের নামোল্লেখ করা যায়।

১৩। আচার্য মাধ্যন্দিনি

বামন-জয়াদিত্ত প্রণীত 'কাশিকা' গ্রন্থে আচার্য মাধ্যন্দিনির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"সম্বোধনে তুশনসস্ত্রিরূপং সান্তং তথা নান্তমথাপ্যদন্তম্।
মাধ্যন্দিনির্বষ্টি গুণং ত্বিগন্তে নপুংসকে ব্যাঘ্রপদাং বরিষ্ঠঃ।।"[৩৩]

অর্থাৎ আচার্য মাধ্যন্দিনি উশন্ শব্দের সম্বোধনে তিনটি রূপ স্বীকার করেছেন। যথা—হে উশনঃ,

---

২৮. কা. বৃ., পা. সূ. ৭। ১। ৯৪

২৯. "ব্যাঘ্রয়োন্যাং ততো জাতা বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
একোনবিংশতিঃ পুত্রাঃ খ্যাতা ব্যাঘ্রপদাদয়ঃ।।"—ম. ভা., অনুশাসন পর্ব, ৫৩। ৩০

৩০. ব্যা. দ. ই., পৃ. ৪৪৪

৩১. কা. বৃ., (পা. সূ. ৪। ২। ৬৫)

৩২. তদেব, পা. সূ.-৫। ১। ৫৮

৩৩. কা., পা. সূ.-৭। ১। ৯৪

হে উশনন্! হে উশন। মাধ্যন্দিনি শব্দটি অপত্যার্থক। তাই অনুমান করা যায়, মাধ্যন্দিনি আচার্যের পিতা হলেন মধ্যন্দিন্। মধ্যন্দিন্ শব্দের উত্তর অপত্যর্থক ইঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা মাধ্যন্দিনি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়।

১৪) আচার্য রৌঢ়ি :

বৈয়াকরণাচার্য রৌঢ়ির নাম যদিও পাণিনীয় গণপাঠে উদ্ধৃত হয়নি, তথাপি কাশিকাকার কর্তৃক পাণিনি পূর্ববর্তী অপিশলি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি বৈয়াকরণ পরম্পরায় আচার্য রৌঢ়ির নাম উল্লিখিত হয়েছে। কাশিকাগ্রন্থে এবিষয়ে উল্লেখ রয়েছে—'আপিশলপাণিনীয়াঃ, পাণিনীয়রৌঢ়ীয়াঃ, রৌঢ়িয়কাশকৃৎস্নাঃ।'[৩৪] অতএব কাশিকাগ্রন্থে বৈয়াকরণ পরম্পরায় আচার্য রৌঢ়ির নামোল্লেখ হেতু তিনি যে অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণাচার্য ছিলেন, এবিষয়ে অনুমান অমূলক নয়।

অপত্যপ্রত্যয়নিষ্পন্ন 'রৌঢ়ি' শব্দ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, বৈয়াকরণাচার্য রৌঢ়ির পিতা হলেন 'রূঢ়'। 'বৃদ্ধির্যস্যাচামাদিস্তদ্বৃদ্ধম্' (পা.সূ. ১। ১। ৭৩) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য পতঞ্জলি গোত্রোত্তরপদের বৃদ্ধসংজ্ঞা প্রসঙ্গে উদাহরণ দিয়েছেন—'ঘৃতরৌঢ়ীয়াঃ'।[৩৫] কাশিকাবৃত্তিতে যার অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে—'ঘৃতপ্রধানো রৌঢ়িঃ ঘৃতরৌঢ়িঃ তস্য ছাত্রাঃ ঘৃতরৌঢ়িয়াঃ।'[৩৬] ভাষ্যাদিগ্রন্থ পর্যালোচনায় বৈয়াকরণাচার্য রৌঢ়ির নাম পাওয়া গেলেও তাঁর গ্রন্থের পরিচয় আজও অজানা।

১৫) আচার্য শৌনকি :

অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত আচার্য শৌনকি সম্পর্কে অধিক কিছু জানা যায় না। তবে চরকসংহিতার টীকাকার আচার্য জজ্ঝটের চিকিৎসাস্থানের ব্যাখ্যায় আচার্য শৌনকির নাম উদ্ধৃত হয়েছে—'কারণশব্দস্তু ব্যুৎপাদিতঃ-করোতেরপি কর্তৃত্বে দীর্ঘত্বং শাস্তি শৌনকিঃ।'[৩৭] বাজসনেয়

---

৩৪. কা. বৃ., পা. সূ.-৬। ২। ৩৬, সপ্তম ভাগ, পৃ. ৩২৪

৩৫. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪

৩৬. কা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২৫

৩৭. চ. সং., সূত্রসংস্থান, ২।২৭ জজ্ঝট টীকা।

প্রাতিশাখ্য হতে শৌনকির বৈয়াকরণসত্তার পরিচয় মেলে। 'শৌনকি' শব্দটিও অপত্যপ্রত্যয়ান্ত। তাই শৌনকির পিতা শৌনক এরূপ অনুমান করা যায়।

১৬) আচার্য গৌতম :

অষ্টাধ্যায়ীতে আচার্য গৌতমের নাম উপলব্ধ না হলেও 'আচার্যোপসর্জনশ্চান্তেবাসী' (পা.সূ ৬। ২। ৩৬) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার কর্তৃক অপরাপর বৈয়াকরণাচার্যের সহিত আচার্য গৌতমের নাম উদ্ধৃত হয়েছে—'আপিশলপাণিনীয়ব্যাডীয়গৌতমীয়াঃ'[৩৮] ইত্যাদি বাক্য দ্বারা। অতএব আপিশল, পাণিনি ও ব্যাড়ি-এই তিনজন বৈয়াকরণাচার্যের সহিত আচার্য গৌতমের নামোল্লেখ হওয়ায়, তিনি যে বৈয়াকরণ ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের নিরশন হয়। গৃহ্যসূত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের রচয়িতারূপে আচার্য গৌতম সুপরিচিত হওয়ায়, তিনি পাণিনি পূর্ববর্তী ও অষ্টাধ্যায়ী অনুল্লিখিত বৈয়াকরণরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(২) অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ :

সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় মণ্ডিত, সুপ্রামাণ্য ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরূপে যেটির অবিকৃত সত্তা প্রথম আমাদের হস্তগত হয় এবং পরবর্তীকালীন বহু অর্বাচীন ব্যাকরণগ্রন্থসমূহের যা ভিত্তিস্থানীয়, তা হল ভগবান শিবের প্রসাদধন্য ও আচার্য পাণিনি কর্তৃক বিরচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক গ্রন্থ। সংস্কৃতব্যাকরণের বিস্ময় সৃষ্টি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক গ্রন্থটি। সূত্রাত্মক গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভাজিত হওয়ায় এরূপ নামকরণ গ্রন্থকার কর্তৃক হয়েছে।। আচার্য পাণিনির বহু পূর্বকালেই ব্যাকরণশাস্ত্রের সূত্রপাত। পাণিনি যে প্রথম বৈয়াকরণ নন, সেবিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে উল্লিখিত আচার্যগণের নামোল্লেখ দ্বারা স্পষ্ট হওয়া যায়। অষ্ট্যাধ্যায়ী গ্রন্থে পাণিনি কর্তৃক দশজন আচার্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা হলেন আপিশলি, কাশ্যপ, গর্গ, গালব, চাক্রবর্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক ও স্ফোটায়ন। অষ্টাধ্যায়ীতে উক্ত আচার্যগণের নামোল্লেখ দ্বারা তাঁরা যে পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

---

৩৮. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৮৯

নিম্নে অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত আচার্যগণের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণিত হল :

১) আপিশলি : অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে পাণিনি 'বা সুপ্যাপিশলেঃ' (পা. সূ. ৬। ১। ৯২) সূত্রের দ্বারা আচার্য আপিশলিকে স্বীকার করেছেন। অষ্ট্যাধ্যায়ী পরবর্তী মহাভাষ্য, কাশিকা, প্রদীপ টীকা প্রভৃতিতেও আচার্য আপিশলির নামোল্লেখ রয়েছে। 'খণ্ডিকাদিভ্যশ্চ' (পা. সূ. ৪। ২। ৪৫) সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার কর্তৃক আপিশলি আচার্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 'এবঞ্চ কত্বাঽপিশলেরাচার্যস্য বিধিরুপপন্নো ভবতি।'[৩৯] 'অনুপসর্জনাত্' (পা.সূ. ৪। ১। ১৪) সূত্রের ভাষ্যেও আপিশলি আচার্যের সম্পর্কে উদ্ধৃতি রয়েছে–'আপিশলমধীতে ব্রাহ্মণী—আপিশলা ব্রাহ্মণী।'[৪০] ভাষ্যবচনে আপিশলি আচার্যের সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ হেতু অনুমান করা যায় যে, পতঞ্জলির সময়ে আপিশলির ব্যাকরণের প্রচলন ছিল। কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ পর্যালোচনায় জানা যায় যে, আপিশলির পিতা হলেন 'আপিশল'। পাণিনি-ব্যাকরণে আপিশলসূত্রের ব্যবহার হতে অনুমান করা যায় যে, পাণিনিসূত্রের সাথে আপিশল ব্যাকরণের সাম্যতা রয়েছে।

আপিশলি যে পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ছিলেন, এবিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে তাঁর নামোল্লেখের দ্বারা স্পষ্ট হওয়া যায়। ভাষ্যস্থিত 'আপিশলমধীতে ব্রাহ্মণী-আপিশল ব্রাহ্মণী' বচনের দ্বারা অনুমান করা হয় যে, সে যুগে কন্যাও আপিশল ব্যাকরণের পাঠ গ্রহণ করতেন।

(২) কাশ্যপ : আচার্য কাশ্যপের নাম অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের একাধিক সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমটি 'তৃষিমৃষিকৃষেঃ কাশ্যপস্য' (পা. সূ. ১। ২ । ২৫), দ্বিতীয়টি 'নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্।' (পা.সূ. ৮। ৪। ৬৭)। তৃতীয়টি 'কাশ্যপকৌশিকাভ্যামৃষিভ্যাং ণিনিঃ' (পা.সূ. ৪।৩। ১০৩) সূত্রানুসারে কাশ্যপপ্রোক্ত ব্যাকরণ 'কাশ্যপি' নামে পরিচিত। বার্ত্তিককারও প্রসঙ্গক্রমে আচার্য কাশ্যপের নাম বার্ত্তিকে উল্লেখ করেছেন—'কাশ্যপকৌশিকগ্রহণং চ কল্পে নিয়মার্থম্।'[৪১] ভাষ্যকারও "কাশ্যপকৌশিকগ্রহণং কল্পে নিয়মার্থং দ্রষ্টব্যম্। কাশ্যপকৌশিকাভ্যামেবেনিঃ কল্পে তদ্বিষয়ো ভবতি নান্যেভ্য ইতি।" ইত্যাদি

---

৩৯. ম.ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৭১

৪০. তদেব, পৃ. ৪৩

৪১. মা.ভা. (পা.সূ. ৪। ২। ৬৬), চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৮

বচনের দ্বারা আচার্য কৌশিককে স্মরণ করেছেন। ত্রিমুনির কাশ্যপ নামের স্বীকারোক্তির দ্বারা কাশ্যপ ত্রিমুনির পূর্ববর্তী যুগের বৈয়াকরণ ছিলেন বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'কাশ্যপ' নামটি গোত্রপ্রত্যয়ান্ত হওয়ায় কাশ্যপের পূর্বপুরুষ 'কশ্যপ' ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। মারীচপুত্রও 'কাশ্যপ' নামে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে 'কাশ্যপ-ব্যাকরণ' উপলব্ধ নয়। ব্যাকরণশাস্ত্র বহির্ভূত কল্প, ছন্দঃশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র প্রভৃতিতে কাশ্যপের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্যের 'অথ পদগোত্রাণি' (৮। ৯৪) সূত্রে কাশ্যপ নামের স্বীকারোক্তি রয়েছে।—

"ভরদ্বাজকমাখ্যাতং ভাগর্বং নাম ভাষ্যতে।
বাসিষ্ঠ উপসর্গস্তু নিপাতঃ কাশ্যপঃ স্মৃতঃ।।"

কারিকার্থ পর্যালোচনায় জানা যায় যে, পুরন্দর বা ইন্দ্রশিষ্য মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশেষভাবে অখ্যাতের, মহর্ষি ভৃগু বিশেষভাবে নামের, মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশেষভাবে উপসর্গের ও মহর্ষি কাশ্যপ বিশেষতঃ নিপাতের আলোচনা করেছিলেন।

(৩) গার্গ্য :

অষ্টাধ্যায়ীর তিনটি সূত্রে আচার্য গার্গ্যের নামের উদ্ধৃতি রয়েছে। যথা----'অড্ গার্গ্য-গালবয়োঃ' (পা.সূ. ৭। ৩। ৯৯), 'ওতো গার্গস্য' (পা. সূ. ৮। ৩ । ২০) এবং 'নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (পা.সূ. ৮। ৪। ৬৭)। ঋক্প্রাতিশাখ্য[৪২] বাজসনেয় প্রাতিশাখ্য, নিরুক্ত প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থে গার্গ্যাচার্য সম্পর্কে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালীন ব্যাকরণশাস্ত্রাদিতে গার্গ্যাচার্য বিষয়ক উদ্ধৃতি হতে অনুমান করা হয় যে, আচার্য গার্গ্যের ব্যাকরণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল। মহাভাষ্যে উপর্যুক্ত সূত্রত্রয়ের মধ্যে 'ওতো গার্গস্য' সূত্রটির ব্যাখ্যা ভাষ্যকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে ও গার্গ্যবচনের যাথার্থ্যতা ব্যাখ্যাত হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্কও তাঁর গ্রন্থে গার্গ্যাচার্যের অভিমত ব্যক্ত করেছেন-'উপসর্গা উচ্চাবচা ভবন্তীতি গার্গ্যঃ।'[৪৩] 'গার্গ্য' শব্দটি অপত্যার্থক প্রত্যয় নিষ্পন্ন। 'গার্গ্য' শব্দের উত্তর তদ্ধিত 'যঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'গার্গ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অতএব বলা যায় যে, গার্গ্যাচার্যের পিতা ছিলেন 'গর্গ'। 'গার্গ্য' শব্দটি যে 'যঞ্' প্রত্যয় নিষ্পন্ন, এ বিষয়ে পাণিনীয় সূত্রেও উল্লেখ রয়েছে-'গর্গ্যাদিভ্যো যঞ্' (পা. সূ. ৪। ১। ১০৫)। অষ্টাধ্যায়ীর

৪২. 'ব্যাড়িশাকল্যগার্গ্যাঃ', ঋ.প্রা.-১৩। ৩১

৪৩. নি.-১। ৩

একাধিক সূত্রে আচার্য গার্গ্যের নাম উল্লিখিত হওয়ায়, এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গার্গ্য পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ছিলেন।

৪) গালব :

অষ্টাধ্যায়ীর চারটি সূত্রে ব্যাকরণবিষয়ে আচার্য গালবের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। যথা-'ইকো হ্রস্বোঽঙ্যো গালবস্য' (পা.সূ. ৬। ৩। ৬১), 'তৃতীয়াদিষু ভাষিতপুংস্কং পুংবদ্ গালবস্য' (পা. সূ. ৭। ১। ৭৪), 'অড্ গার্গ্য-গালবয়োঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৯৯) ও 'নোদাত্তস্বরিতোদয়মগার্গ্যকাশ্যপগালবানাম্' (পা. সূ. ৮। ৪। ৬৭)। অন্য বৈয়াকরণের ন্যায় 'গালব' শব্দটি তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন হলে, মনে করা হয়ে থাকে যে, গালবের পিতা নাম সম্ভবতঃ 'গলব' বা 'গলু' ছিলেন। নিরুক্ত[৪৪], বৃহদ্দেবতা[৪৫] প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও আচার্য গালবের মত উদ্ধৃত হয়েছে। অষ্টাধ্যায়ীর একাধিক সূত্রে আচার্য গালবের নামোল্লেখ দ্বারা এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ও খ্যাতনামা আচার্য ছিলেন। শাকল্যের শিষ্যরূপেও আচার্য গালব পরিচিত ছিলেন।

৫) চাক্রবর্মণ :

অষ্ট্যাধ্যায়ীতে আচার্য চাক্রবর্মণের ব্যাকরণবিষয়ক অভিমত ব্যক্ত হয়েছে—'ঈ চাক্রবর্মণস্য' (পা. সূ. ৬। ১। ১৩০)। মহাভাষ্যেও আচার্য পতঞ্জলি বার্ত্তিককারের অভিমত ব্যক্ত করেছেন—'ঈকারগ্রহণেন নার্থঃ, অবিশেষেণ চাক্রবর্মণস্যাচার্যস্যাপ্লুতবদ্ভবতীতি।'[৪৬] উণাদিসূত্রেও[৪৭] চাক্রবর্মণের উল্লেখ রয়েছে। 'কপশ্চাক্রবর্মণস্য' (৩। ৪২৪) এই উণাদি সূত্রে চাক্রবর্মণের উল্লেখ হেতু মনে করা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রাতিপদিকমাত্রেরই ধাতুজত্ব কল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন। 'চাক্রবর্মণ' শব্দটিও অপত্যপ্রত্যয় নিষ্পন্ন। অর্থাৎ চাক্রবর্মণের পিতা ছিলেন চক্রবর্মা। কাশিকাবৃত্তিতে এবিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, "মপূর্বোঽন্ অবর্ম্মণোঽপি পরতোঽপত্যেঽর্থেন

৪৪. 'শিতিমাংসতো ভেদস্তু ইতি গালবঃ।' নি. ৪।১। খ. ৩, পৃ. ১৬৩ [মুকুন্দ ঝা শর্মা সম্পাদনা]

৪৫. বৃহ. (১। ২৪, ৫। ৩৯, ৬। ৪৩, ৭। ৩৮

৪৬. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩২

৪৭. 'কপশ্চাক্রবর্মণস্য' (উ. ৩।৪২৪)

প্রকৃত্যা ভবতি। অবমর্ণ ইতি কিম্? চক্রুবর্ম্মণোঽপত্যম্, চাক্রুবর্ম্মণঃ।"[৪৮] অষ্টাধ্যায়ী তথা পাণিনীয় প্রস্থানে আচার্য চক্রুবর্মণের উল্লেখ হেতু তাঁকে পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণরূপে মান্যতা দিতে হয়।

৬)ভারদ্বাজ :

আচার্য ভারদ্বাজও পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ছিলেন। 'ঋতো ভারদ্বাজস্য' (পা.সূ. ৭। ২। ৬৩) সূত্রে ব্যাকরণবিষয়ে আচার্য ভারদ্বাজের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। মহাভাষ্যে সূত্রটির অর্থ ব্যাখ্যাত হয়েছে। বার্ত্তিক রচয়িতারূপে আচার্য ভারদ্বাজের পরিচিত রয়েছে। মহাভাষ্যের বহু স্থলে আচার্য পতঞ্জলি ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের উল্লেখ করেছেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিকের সহিত ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার, প্রভেদও বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'দা ধা ঘ্বদাপ্' (পা.সূ. ১। ১। ২০) সূত্র কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক হল : 'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদর্থম্'[৪৯]। সূত্রটির ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক হল-'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদ্বিকৃতার্থম্।[৫০] অন্যত্রও[৫১] কাত্যায়ন প্রণীত বার্ত্তিক ও ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁর ব্যাকরণগ্রন্থ ছিল কি-না, এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। পাণিনিসূত্রে উল্লিখিত ভারদ্বাজ ও বার্ত্তিককার ভারদ্বাজ এক ব্যক্তি কি না—এবিষয়েও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

৭) শাকটায়ান :

অষ্টাধ্যায়ীর তিনটি সূত্রের আচার্য শাকটায়নের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমটি 'লঙঃ শাকটায়নস্য' (পা. সূ. ৩। ৪। ১১১), দ্বিতীয়টি 'ব্যোর্লঘুপ্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য' (পা. সূ. ৮। ৩। ১৮) ও তৃতীয়টি 'ত্রিপ্রভৃতিষু শাকটায়নস্য' (পা. সূ. ৮। ৪। ৫০)। এছাড়াও যাস্কাচার্য 'নিরুক্তে' ও পতঞ্জলি 'মহাভাষ্যে' আচার্য শাকটায়নকে স্মরণ করেছেন। আচার্য যাস্ক নিরুক্তগ্রন্থে 'শাকটায়ন' সম্পর্কে বলেছেন—'তত্র নামাখ্যাতজানীতি শাকটায়ন...'[৫২], 'ন নির্বদ্ধা উপসর্গা অর্থান্নিরাহুরিতি

---

৪৮. কা. বৃ, (পা. সূ. ৬।৪।১৭০), অষ্টম ভাগ, পৃ. ৩৩৯

৪৯. ম.ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮৫

৫০. তদেব, পৃ. ২৮৬

৫১. পা.সূ. ১।১।৫৬, ১।২।২২, ১।৩।৬৭ ইত্যাদি

৫২. নি.- ১।৪

শাকটায়ন...'[৫৩]। নিরুক্তগ্রন্থে আচার্য শাকটায়নের নামোল্লেখ হেতু তাকে যাস্ক তথা পাণিনির পূর্বকালীন বলে ধরা হয়। কারণ নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির নিকটতম পূর্বকালীন ছিলেন। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আচার্য শাকটায়নকে বৈয়াকরণরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন-'বৈয়াকরণানাং চ শাকটায়ন আহ-ধাতুজং নামেতি'।[৫৪] 'উণাদয়ো বহুলম্' (পা. সূ. ৩। ৩। ১) সূত্রের 'ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্' বার্ত্তিকটি ব্যাকরণবিষয়ে শাকটায়নের অভিমত ব্যক্ত করে। বার্ত্তিকটিতে 'তোক' শব্দ পুত্রার্থক, অর্থাৎ শকটের পুত্র। ভাষ্যকার কর্তৃক বার্ত্তিকটির আলোচনাবসরে জানা যায় যে, শাকটায়নের পিতা ছিলেন শকট। যদিও এবিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। নিরুক্ত ও অষ্টাধ্যায়ীতে শাকটায়নের মতের উল্লেখহেতু তাঁকে লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার ভাষার বৈয়াকরণ বলে মান্যতা দিতে হয়। শাকটায়নকে উণাদিসূত্রের রচয়িতারূপেও জানা যায়। বোপদেব বিরচিত 'কবিকল্পদ্রুমে' আটজন প্রাচীন বৈয়াকরণের মধ্যে আচার্য শাকটায়নের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ —

"ইন্দ্রশ্চন্দ্রঃ কাশকৃৎস্নাপিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ।।"[৫৫]

শ্লোকটিতে উক্ত আটজন প্রাচীন শাব্দিক হলেন—ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র। উক্ত শাব্দিকগণের সকলেই পাণিনি পূর্বকালীন না হলেও অধিকাংশ পূর্বকালীন বলে জানা যায়।

৮) শাকল্য :

অষ্টাধ্যায়ীর চারটি সূত্রে আচার্য শাকল্যের বৈয়াকরণ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—'সম্বুদ্ধৌ শাকল্যস্যেতাবনার্ষে' (পা. সূ. ৮। ৩। ১৯), 'ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ' (পা. সূ. ৬। ২। ১২৭), 'লোপঃ শাকল্যস্য' (পা. সূ. ৮। ৩। ১৯) ও 'সর্বত্র শাকল্যস্য' (পা. সূ. ৮। ৪। ৫১)। সূত্রগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'ইকোঽসবর্ণে শাকল্যস্য হ্রস্বশ্চ' সূত্রটির ব্যাখ্যা ভাষ্যকার কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে। 'শাকল্য' নামটি তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন হওয়ায়, মনে করা হয়ে থাকে যে, শাকল্যের পিতা ছিলেন শকল। শাকল্যকৃত ব্যাকরণ অদ্যাবধি হস্তগত না হলেও অষ্টাধ্যায়ী ও প্রাতিশাখ্যগ্রন্থে

---

৫৩. তদেব-১।১

৫৪. ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৬

৫৫. ক. ক., পরিভাষা, পৃ. ২

শাকল্য সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, শাকল্যের বৈদিক ও লৌকিক উভয়বিধ শব্দরাশি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। মহাভাষ্যেও শাকল্যকৃত পদসংহিতার উল্লেখ রয়েছে- 'শাকল্যেন সুকৃতাং সংহিতামনুনিশম্য দেবঃ প্রাবর্ষত্।'[৫৬]

৯) সেনক :

অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে উল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী দশ জন বৈয়াকরণের মধ্যে সেনক একটি পরিচিত নাম। 'গিরেশ্চ সেনকস্য' (পা. সূ. ৫। ৪। ১১২) সূত্রে পাণিনি আচার্য সেনককে স্মরণ করেছেন। অষ্টাধ্যায়ী বহির্ভূত অন্য কোন গ্রন্থে আচার্য সেনকের পরিচয় পাওয়া যায় না। আচার্য সেনক সম্পর্কিত তথ্যের স্বল্পতার কারণে অনুমান করা হয় যে, সেনকের গ্রন্থ বহু পূর্বকাল হতে লোপ পেতে থাকে।

১০) স্ফোটায়ন :

অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণের মধ্যে আচার্য স্ফোটায়নও একজন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ ছিলেন। অষ্টাধ্যায়ীর একটি 'অবঙ্ স্ফোটায়নস্য' (পা. সূ. ৬। ১। ১২৩) সূত্রে আচার্য স্ফোটায়নের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। 'তপরস্তৎকালস্য' (পা. সূ. ১। ১। ৭০) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি স্ফোটবিষয়ক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন—

"ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।
অল্পো মহাংশ্চ কেষাঞ্চিদুভয়ং তৎস্বভাবতঃ।।"[৫৭]

স্ফোটবিষয়ক এরূপ উদ্ধৃতি ও অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে স্ফোটায়নের উল্লেখহেতু অনুমান করা হয় যে, স্ফোটায়ন পাণিনি পূর্ববর্তী বৈয়াকরণ ছিলেন। আচার্য হরদত্ত 'কাশিকা' গ্রন্থের (পা. সূ. ৬। ১। ১২৩) 'পদমঞ্জরী' টীকায় 'স্ফোটায়ন' সম্পর্কে বলেছেন—'স্ফোটো২য়নং পরায়ণং যস্য সঃ স্ফোটায়নঃ, স্ফোটপ্রতিপাদনপরো বৈয়াকরণাচার্যঃ।'[৫৮] স্ফোটায়ন সম্পর্কিত এরূপ তথ্যাবলীর পর্যালোচনায় অনুমান করা হয়ে থাকে যে, স্ফোটায়ন স্ফোটবিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন আচার্য

---

৫৬. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৪। ৮৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৯২

৫৭. তদেব, পা. সূ.-১। ১। ৭০, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪

৫৮. কা., পদমঞ্জরী, সপ্তমভাগ, পৃ. ১৭৫

কর্তৃক স্ফোটলক্ষণের ভিন্নতাও দর্শিত হয়। স্ফোটবিষয়ে কৌণ্ডভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণভূষণার' গ্রন্থে পণ্ডিত কালীকান্ত ঝা বিরচিত 'কমলা' টীকায় বলা হয়েছে—'স্ফুটত্যর্থান্ স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি বা ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোটঃ সার্থকঃ (অর্থবান্) শব্দঃ।'[৫৯] অতএব স্ফোটত্ব হল অর্থপ্রকাশকত্ব। স্ফোটবিষয়ে অপরাপর আচার্যের অভিমত পূর্বে ব্যক্ত হওয়ায় এখন বিরত হলাম। এভাবে অষ্টাধ্যায়ীতে উল্লিখিত পাণিনি পূর্ববর্তী দশজন আচার্য সম্পর্কিত তথ্যাবলীর উপস্থাপন করা হল।

অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে আচার্য যাস্কের নাম পাওয়া না গেলেও যাস্ককে পাণিনির নিকটতম পূর্ববর্তী বলে ধরা হয়। যাস্ক প্রণীত গ্রন্থ হল নিরুক্ত। ব্যাকরণকে যেমন 'শব্দানুশাসন' বা শব্দশাস্ত্র বলা হয়। নিরুক্তকে তেমন 'অর্থানুশাসন' বলা হয়। কারণ বৈদিক শব্দরাশির অর্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা নিরুক্তগ্রন্থের প্রতিপাদ্যবিষয়। পদবিভাগ, মন্ত্রার্থ ও দেবতানিরূপক শাস্ত্র হল নিরুক্ত। অর্থবোধের নিমিত্ত একটি পদের সম্ভাব্য অর্থগুলির নিঃশেষরূপে নির্বচনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ শাস্ত্রকে নিরুক্ত বলা হয়। বৈদিক শব্দরাশির অর্থবোধে আবশ্যকতা হেতু নিরুক্তকে বেদপুরুষের শ্রোত্ররূপ বেদাঙ্গ বলা হয়ে থাকে। যাস্ক ছাড়া পাণিনি পূর্ববর্তী প্রাগুক্ত অনেক বৈয়াকরণ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সুপ্রামাণ্য গ্রন্থরাজি আজও আমাদের হস্তগত হয়নি। পাণিনি পূর্ববর্তীকালের কেবল যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। আচার্য যাস্ক ও পাণিনি প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পারিভাষিক শব্দচয়নে আচার্য যাস্কের প্রভাব পাণিনির উপর স্পষ্টভাবে পড়েছে। নিরুক্ত গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত। যথা- ক) নৈঘন্টুক কাণ্ড, খ) নৈগম কাণ্ড ও গ) দৈবত কাণ্ড। নিঘন্টুর অপবাদ বহির্ভূত সকল শব্দ বেদ থেকে গৃহীত হয়েছে।

খ) ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বৈয়াকরণ :

পাণিনিযুগ বা ত্রিমুণি যুগের বৈয়াকরণগণ হলেন সূত্রকার পাণিনি, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি। সূত্রকার, বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারের স্বল্প কালগত ব্যবধান থাকলেও বার্ত্তিক ও ভাষ্যছাড়া পাণিনিসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য লঙ্ঘিত হওয়ায় পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একত্রে ত্রিমুনি বা পাণিনি সমকালীন বলে ধরা হয়। উক্ত তিন মুনি যে ত্রিমুনি বা পাণিনি-সমকালীন, এবিষয়ে প্রমাণ সূত্রকার পাণিনির 'সংখ্যা বংশ্যেন' (পা.সূ. ২।১।১৯) সূত্রটি। সূত্রটির অর্থ হল—

৫৯. বৈয়া.ভূ., ধাত্বর্থনির্ণয়, পৃ. ৩

বংশ্য অর্থাৎ বিদ্যা প্রযুক্ত অথবা জন্ম প্রযুক্ত বংশে উৎপন্ন ব্যক্তির বাচক সুবন্ত পদের সঙ্গে সংখ্যাবাচক শব্দের বিকল্পে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা-'ত্রয়ঃ মুনয়ঃ (পাণিনি-কাত্যায়ন-পতঞ্জলয়ঃ) বংশ্যাঃ = ত্রিমুনি ব্যাকরণস্য।' বিদ্যাবত্বার অভেদনিরূপণার্থে এক্ষেত্রে ত্রিমুনি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব পাণিনীয় সূত্রটি ত্রিমুনির সমকালীনতার পরিচায়ক। পাণিনিসূত্রের উদাহরণে ত্রিমুনির উল্লেখ থাকায়, অধ্যায়াংশটিতে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

আচার্য পাণিনি :

মহর্ষি পাণিনি শুধুমাত্র 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' বা পাণিনিসম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ নন, সংস্কৃতব্যাকরণাকাশে শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপেই বিবেচিত। 'অষ্ট্যাধায়ী' নামক সূত্রাত্মক গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরা ও কৌমুদী বা প্রক্রিয়া পরম্পরা ভেদে দ্বিবিধ প্রস্থানে বিভক্ত হয়ে 'পাণিনি-সম্প্রদায়' নামে সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাসে আজও গৌরবময় স্থান দখল করে রয়েছে। পাণিনি পূর্ববর্তী বহু বৈয়াকরণদিগের নাম পাওয়া গেলেও এবং পরবর্তীযুগে অপাণিনীয় বহু বৈয়াকরণ সম্প্রদায় গড়ে উঠলেও পাণিনি ব্যাকরণ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা বজায় রেখে চলেছে। তাই পাণিনি ব্যাকরণকে (মূলতঃ অষ্টাধ্যায়ীকে) বহু পণ্ডিত "মানব মস্তিষ্কের বিস্ময়" বলে মনে করে থাকেন। যুক্তিনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপন্যাসে পাণিনি ব্যাকরণ অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দরাশির বিশ্লেষণে এই ব্যাকরণ আজও অনন্য।

ব্যক্তি পরিচয় :

'দা ধা ঘ্বধাপ্' (পা.সূ. ১। ১। ২০) সূত্রের ভাষ্যে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' নামে অভিহিত করেছেন— 'সর্বে সর্বপদাদেশা দাক্ষীপুত্রস্য পাণিনেঃ।'[৬০] অর্থাৎ ভাষ্যমতানুযায়ী মনে করা হয়ে থাকে যে, পাণিনির মাতা ছিলেন 'দাক্ষী'। পুরুষোত্তমদেব বিরচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষ' গ্রন্থে পাণিনির ছয়টি নামের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাণিনিস্ত্বাহিকো দাক্ষীপুত্রঃ শালঙ্কিপাণিনৌ।

শালাত্তরীয়.....

---

৬০. ম.ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯০

১) পাণিন, (২) পাণিনি, (৩) দাক্ষীপুত্র, ৪) শালঙ্কি, ৫) শালাতুরীয় ও ৬) আহিক।
ভাষ্যমতানুরূপ 'ত্রিকাণ্ডশেষ'স্থিত 'দাক্ষীপুত্র' নামটির দ্বারা আচার্য পাণিনির মাতা ছিলেন 'দাক্ষী' এরূপ অনুমান নিরর্থক নয়। 'শালঙ্কি' নামটি পর্যালোচনায় পণ্ডিতগণের অনুমান, পাণিনির পিতা ছিলেন 'শলঙ্ক'। 'শালাতুরীয়' নামটির দ্বারা পণ্ডিতগণের অনুমান, আচার্য পাণিনির নিবাস ছিল 'শালাতুর' গ্রামে। নিম্নে উক্ত ছয়টি নামের নির্বচন ও তাৎপর্য আলোচিত হল :

১) পাণিন : পণিন্-এরূপ 'ন্' কারান্ত শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে 'অণ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'পাণিন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। এটির উল্লেখ অষ্টাধ্যায়ীর ৬। ৪। ১৬৫ সংখ্যক সূত্রে পাওয়া যায় 'গাথি-বিদথি-কেশি-গণি-পাণিনশ্চ'। কাশিকাগ্রন্থেরও ৬। ২। ১৪ সূত্রে নামটির উল্লেখ রয়েছে। আবার পাণিন শব্দের উত্তর অপত্যর্থে 'ছ' প্রত্যয়ের দ্বারা 'পাণিনীয়' শব্দটি উৎপন্ন হয়।

২) পাণিনি : পাণিনি শব্দের নির্বচন দ্বিবিধ প্রকারে সিদ্ধ। প্রথমতঃ পাণিন্ শব্দের উত্তর অপত্যর্থে 'অণ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'পাণিন' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। অনন্তর 'অত ইঞ্' সূত্রদ্বারা পাণিন শব্দের উত্তর অপত্যর্থক 'ইঞ্' প্রত্যয়ে 'পাণিনি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। মহাভাষ্যের প্রদীপ টীকায় পাণিনি সম্পর্কে বলা হয়েছে—"পণিনো২পত্যমিত্যণ্ পাণিনঃ। পাণিনস্যাপত্যং যুবেতি ইঞ্ পাণিনিঃ।"[৬১]
দ্বিতীয়তঃ 'পণিন্' ন্-কারন্ত শব্দের পর্যায় 'পণিন' অ-কারান্ত স্বতন্ত্র শব্দ। তার উত্তর 'অত ইঞ্' (পা.সূ. ৪। ১। ৯৫) সূত্র প্রযুক্ত হয়ে 'ইঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা পাণিনি শব্দ উৎপন্ন হয়। 'পণিপুত্র' শব্দের জ্ঞাপক যে 'পাণিনি', 'পণিন্' অথবা 'পণিন'-এর অপত্য।

৩. দাক্ষীপুত্র : আচার্য পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' নামে বিবিধ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভাষ্যেও পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 'পাণিনীয়-শিক্ষা' গ্রন্থেও আচার্য পাণিনিকে 'দাক্ষীপুত্র' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে 'শঙ্করঃ শাঙ্করীং প্রাদাদ্ দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে।'[৬২]

৪) শালঙ্কি : আচার্য পাণিনির 'শালঙ্কি' নামহেতু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত শর্মার

৬১. মা.ভা., প্রদীপ টীকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৮৪

৬২. পা.শি., শ্লোক-৫৬

অভিমত পাণিনির পিতা নাম শলঙ্ক।[৬৩] 'শলঙ্ক' শব্দের উত্তর অপত্যর্থে 'ইঞ্' প্রত্যয়ের দ্বার 'শালঙ্কি' শব্দটি উৎপন্ন হয়। পৈলাদিগণে 'শালঙ্কি' শব্দটি পঠিত হয়েছে। বামন-জয়াদিত্যের 'কাশিকা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—'পৈলাদিপাঠ এব জ্ঞাপক ইঞ্ঞো ভাবস্য।'[৬৪]

৫) শলাতুরীয় :

'শালতুর' একটি গ্রামবাচক শব্দ। পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পশ্চিমোত্তর সীমান্তপ্রদেশের পেশোয়ার জেলায় ওহিন্দ্-এর প্রায় ৪ মাইল পূর্বোত্তরে অবস্থিত 'লাহুর' গ্রামটি প্রাচীনকালে 'শলাতুর' নামে পরিচিত ছিল। কাবুল-সিন্ধুর সঙ্গমের একটু উত্তরেই এই লাহুর গ্রাম। শলাতুরে বসবাসকারীই শালাতুরীয়। আচার্য পাণিনির শালাতুরীয় নামের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পাণিনি ও তাঁর পূর্বপুরুষের বাসস্থান ছিল 'শলাতুর' গ্রামে। জৈনাচার্য বর্ধমানের 'গণরত্নমহোদধি'তে 'শালাতুরীয়' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হয়েছে—"শলাতুরো নাম গ্রামঃ, সোঽভিজনোঽস্যাঽস্তীতি শালাতুরীয়ঃ, তত্রভবান্ পাণিনিঃ।"[৬৫] অর্থাৎ 'শলাতুর' গ্রামে পাণিনির পূর্ববংশীয়ের আবাস ছিল। সূত্রকার পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে শালাতুরীয়ের নির্বচন দিয়েছেন—'তূদীশলাতুরবর্মতীকূচবারাড্ঢক্ছণ্ঢঞ্যকঃ।'[৬৬] সূত্রটির অর্থ- 'এর অভিজন'-এই অর্থে প্রথমা সমর্থ তূদী, শলাতুর, বর্মতী এবং কুচবার শব্দের উত্তর যথাক্রমে ঢক্, ছণ্, ঢঞ্ এবং যক্ প্রত্যয় হয়। যথা—তূদী অভিজনোঽস্য তৌদেয়ঃ। শালাতুরীয়ঃ। বার্মতেয়ঃ। কৌচবার্যঃ। অতএব 'শলাতুরে ভবঃ' এই অর্থে 'শলাতুর' শব্দের উত্তর 'ছণ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'শালাতুরীয়ঃ' শব্দটি উৎপন্ন হয়। ব্যাকরণ মহাভাষ্যের 'অভিজনশ্চ' (পা.সূ. ৪।৩।৯০) সূত্রের ভাষ্যে নিবাস ও অভিজনের ভেদ প্রদর্শিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে- "নিবাসো নাম যত্র সংপ্রত্যুষ্যতে। অভিজনো নাম যত্র পূর্বৈরুষিতম্।।"[৬৭] আচার্য কৈয়টও প্রদীপটীকায় এবিষয়ে বলেছেন—"যত্র স্বয়ং বসতি স তস্য নিবাসঃ। যত্র পূর্বৰান্ধবানামুষিতং সোঽভিজন ইত্যর্থঃ। নিবাসসাহচর্যাচ্চাভিজনো দেশো গৃহ্যতে ন তু পূর্বে ৰান্ধবাঃ।"[৬৮]

---

৬৩. ম.ভা., নবাহ্নিক, নির্ণয়সাগর সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৪

৬৪. কা. বৃ., পা. সূ.-৪। ১। ৯৯

৬৫. গণরত্ন., পৃ. ১

৬৬. পা. সূ.-৪। ৩। ৯৪

৬৭. ম.ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩

৬৮. তদেব

৬) আহিক : পাণিনির আহিক নামকরণ বিষয়ে অপরাপর গ্রন্থে তেমন কিছু নির্দেশ পাওয়া যায় না। পাণিনির সময়কাল বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতামতের নিরিখে পাণিনির কাল খ্রী.পূ. ৭ম শতাব্দী হতে খ্রী.পূ. ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। V.S.Agrawala পাণিনিকে খ্রী.পূ. ৫০০ অব্দে রেখেছেন। S.Bhattacharya পাণিনিকে খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতকের পরবর্তীকালীন নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। S. K. Belvalkar কে. ভট্টাচার্যের মতে পাণিনি খ্রী.পূ. ৭ম হতে ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। V.N.Gokhale পাণিনির কাল বুদ্ধের পাঁচশত হতে ছয়শত বৎসর পূর্বকালীন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে অধিকাংশ পণ্ডিত পাণিনিকে খ্রী.পূ. ৫ম শতকের লোক বলে মনে করেন। ম্যাকডোনেল ও ভিন্টারনিৎস্-এর মতে পাণিনি খ্রী.পূ. ৫ম শতাব্দীর লোক ছিলেন।

কৃতিত্ব :

আচার্য পাণিনির অন্যতম কৃতিত্বটি হল সূত্রাত্মক অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ। যেখানে প্রায় চার হাজার সূত্র, বত্রিশটি (৩২) পাদ ও আটটি (৮) অধ্যায় রয়েছে। অষ্টাধ্যায়ী ছাড়া একাধিক গ্রন্থ আচার্য পাণিনির নামে পরিচিত। স্বরবিষয়ক 'শিক্ষা' গ্রন্থটিও পাণিনির কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। যা 'পাণিনীয়-শিক্ষা' নামে পরিচিত। তিনি কেবল সূত্রের রচয়িতা নন, সমগ্র ব্যাকরণেরও উপদেষ্টা। 'পাণিনীয়-শিক্ষা' গ্রন্থে এবিষয়ে বলা হয়েছে—'কৃৎস্নং ব্যাকরণং প্রোক্তং তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ।'[৬৯] পণ্ডিতগণের অভিমত শব্দানুশাসনের পূর্ণতার নিমিত্ত পাণিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ, লিঙ্গানুশাসন প্রভৃতির উপদেশ দিয়েছেন। পাণিনিকে 'জাম্ববতী-বিজয়' বা 'পাতাল-বিজয়' নামক একটি কাব্যগ্রন্থেরও রচয়িতা বলে জানা যায়। যুধিষ্ঠির মীমাংসকাদির মতানুযায়ী পাণিনির নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ পরিচিত ছিল। যথা—'দ্বিরূপকোশঃ'; ও 'পূর্বপাণিনীয়ম্'। তবে এগুলির রচয়িতা পাণিনি কি না, এবিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় না।

আচার্য কাত্যায়ন :

ত্রিমুনির দ্বিতীয় মুনি হলেন বার্ত্তিককার কাত্যায়ন। 'বৃত্তি' শব্দ হতে 'বার্ত্তিক' শব্দটি উৎপন্ন

৬৯. পা. শি.-৫৭

হয়েছে। বার্ত্তিক হল—ব্যাখ্যামূলক পরিপূরক সূত্রবিশেষ। পাণিনিসূত্রের 'উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত' বিষয়ের চিন্তন বা ব্যাখ্যাই বার্ত্তিকের কাজ। পুরুষোত্তমদেব বিরচিত 'ত্রিকাণ্ডশেষে' কাত্যায়নকে কাত্য, কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ ও বররুচি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। কাত্যায়ন নামের নির্বচন বৈয়াকরণগণ দেখিয়েছেন—'কতস্যাপত্যং কাত্যস্তস্যাপত্যং কাত্যায়নঃ'। অর্থাৎ কাত্যায়নের বংশপরিচয় হল : কত-কাত্য-কাত্যায়ন। মহাভাষ্যের 'দীপিকা' টীকায় আচার্য ভর্তৃহরি বার্ত্তিককে 'ভাষ্যসূত্র' বলেছেন। বাক্যপদীয়ের টীকায় বার্ত্তিক 'অনুতন্ত্র' নামে পরিচিতি হয়েছে। বার্ত্তিকবিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার অবকাশ থাকায় এক্ষণে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

মহাভাষ্যে বার্ত্তিককাররূপে ক) কাত্য বা কাত্যায়ন, খ) ভারদ্বাজ, গ) সুনাগ, ঘ) ক্রোষ্টা ও ঙ) বাড়বের নাম পাওয়া যায়। মহাভাষ্যের টীকাতেও চ) ব্যাঘ্রভূতি ও ছ) বৈয়াঘ্রপদ্যের নাম পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির মীমাংসক, গোল্ডস্টুকার[৭০] প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী কাত্যায়ণ 'বররুচি' নামে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'কাত্যায়ন' হল তাঁর গোত্র প্রবর্তক নাম। বররুচি কাত্যায়ন 'বাক্যকার' নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' বার্ত্তিকটির ভাষ্যে "প্রিয়তাদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। 'যথা লোকে বেদে চ' ইতি প্রয়োক্তব্যে 'যথা লৌকিকবৈদকেষু' ইতি প্রযুঞ্জতে।"[৭১] বাক্যের বার্ত্তিককার দাক্ষিণাত্যবাসী এরূপ সূচিত হয়।

ত্রিমুনির মধ্যম মুনি হওয়ায় এবং মহাভাষ্যই বার্ত্তিকের প্রথম ও প্রধান আলোচনার বিষয় হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে কাত্যায়নকে পাণিনির পরবর্তী ও পতঞ্জলির পূর্ববর্তীরূপে মান্যতা দিতে হয়। তাই পণ্ডিতগণের অভিমতানুযায়ী পতঞ্জলিকে যদি খ্রী. পূ. ২য় শতকের মনে করা হয়, তাহলে কাত্যায়নকে মধ্যবর্তী সময় খ্রী. পূ. ৪র্থ অথবা ৩য় শতকের বৈয়াকরণ বলে মনে করতে হয়।

আচার্য পতঞ্জলি :

ত্রিমুনির অন্তিম মুনি হলেন ভাষ্যকার পতঞ্জলি। 'যথোত্তরং হি মুনিত্রয়স্য প্রামাণ্যম্'[৭২] বাক্যটির দ্বারা ত্রিমুনির অন্তিম মুনি হওয়ায় সূত্র ও বার্ত্তিক অপেক্ষা ভাষ্য তথা পতঞ্জলির প্রামাণ্য

---

৭০. Pāṇini : A Survey of Research; p. 354

৭১. ম. ভা., (১। ১। অ.১), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬

৭২. ম. ভা., (পা. সূ. ১। ২। ২৯), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯

রক্ষিত হয়। মহাভাষ্যের রচয়িতা পতঞ্জলি ও যোগসূত্রকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি কি না, এবিষয়ে বহু মতপার্থক্য রয়েছে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে শেষনাগের অবতার কল্পনা করে, এই ভাষ্যকে 'ফণিভাষ্য'ও বলা হয়। তিনি 'ফণি' ছাড়াও গোনর্দীয়, নাগনাথ, গোণিকাপুত্র, শেষরাজ প্রভৃতি নামেও পরিচিত।

'বর্তমানে লট্' (পা.সূ. ৩। ২। ১২৩) সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে 'ইহ পুষ্পমিত্রং যাজয়ামঃ'[৭৩]। এখানে পুষ্পমিত্র যদি শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধরাজ পুষ্যমিত্র হন, তাহলে পতঞ্জলিকে খ্রী.পূ. দ্বিতীয় শতকের বলে মান্যতা দিতে হয়। কারণ মগধরাজ পুষ্যমিত্রের সময় হল খ্রী. পূ. ১৮৫ হতে খ্রী. পূ. ১৪৯ শতক।

বার্ত্তিকার্থ পর্যালোচনা ও খণ্ডনাবসরে সূত্রার্থের বিশদীকরণ ও ন্যূনার্থের পরিপূরণই ভাষ্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ভাষ্যের লক্ষণবিষয়ে তাই ভাষ্যকারগণের অভিপ্রায়—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র বাক্যৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।।"[৭৪]

বাক্যপদীয়কার আচার্য ভর্তৃহরি ভাষ্যের অসাধারণত্ব বর্ণনাবসরে বলেছেন —

"কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে।।"[৭৫]

কাশিকা গ্রন্থে 'পদমঞ্জরী' টীকায় হরদত্ত ভাষ্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন 'আক্ষেপসমাধানপরো গ্রন্থো ভাষ্যম্।'[৭৬] বৈয়াকরণাচার্য নাগেশ ভট্ট মহাভাষ্যের মহত্ত্ববিবক্ষায় 'উদ্দ্যোত'টীকায় বলেছেন— 'ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপ্যস্যেষ্ট্যাদিকথনেনাম্বাখ্যাতৃত্বাদিতরভাষ্যবৈলক্ষণ্যেন মহত্ত্বম্।'[৭৭] অর্থাৎ সকল ভাষ্যই ব্যাখ্যামূলক হলেও 'ইষ্টি' প্রভৃতি রচনার কারণেই অন্যান্য শাস্ত্রের ভাষ্য অপেক্ষা মহাভাষ্যের

---

৭৩. ম. ভা. (পা. সূ. ৩। ২। আ. ২। ১২৩), তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫

৭৪. বিষ্ণুধর্মো. পু., তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়

৭৫. বাক্য., প্রকীর্ণ কাণ্ড, কারিকা- ৪৭৭

৭৬. কা. বৃ., পদমঞ্জরী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২

৭৭. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪

পার্থক্য ও মহত্ত্ব রয়েছে। ড. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত মহাভাষ্যের পস্পশাহ্নিকে মহাভাষ্যের মহত্ত্ব প্রতিপাদনকল্পে বলেছেন—"The Mahābhāsya is great in everything-great in bulk, great in intellect, great in power, great in sprendour. It is the final court of appeal of all matters grammatical."[Preface, p. 01]

মহাভাষ্যের বিষয়বস্তু হল অষ্টাধ্যায়ীস্থিত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা। তবে অষ্টাধ্যায়ীর সকল সূত্রের ব্যাখ্যা মহাভাষ্যে বর্ণিত হয়নি। সূত্র ছাড়া বার্ত্তিকের আলোচনা মহাভাষ্যে স্থান পেয়েছে। মহাভাষ্যই প্রথম বার্ত্তিকের অনুসন্ধান দেয়। মহাভাষ্যে মোট ৮৫টি আহ্নিক রয়েছে। 'আহ্নিকে'র নামকরণ বিষয়ে মনে করা হয় যে, এক এক দিনে যতটা পড়ানো হোত বা রচনা হোত, ততটা অংশই এক একটি আহ্নিকের স্থান পেয়েছে। মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকটি 'পস্পশা' নামে খ্যাত। 'পস্পশা' শব্দের অর্থ হল 'প্রস্তাবনা' বা 'উপোদ্‌ঘাত'। বাধন-স্পর্শনার্থক স্পশ্ ধাতুর যঙ্ লুগন্ত টাপ্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'পস্পশা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। প্রথম নয়টি আহ্নিক একত্রে 'নবাহ্নিক' নামে পরিচিত।

মহাভাষ্যের বহু সংস্করণ আজও দেশে-বিদেশে অবস্থান করছে। পাণিনিপ্রস্থানে ত্রিমুনি পরবর্তীকালীন উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল ব্যাকরণগ্রন্থের প্রধান অবলম্বন পতঞ্জলি প্রণীত পাণিনিসূত্রাশ্রয়ী মহাভাষ্য। মহাভাষ্যের উপর বহু টীকাও রচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য টীকাকার হলেন—আচার্য কৈয়ট প্রণীত 'প্রদীপ' বা 'মহাভাষ্যপ্রদীপ' টীকা, যা খুবই গুরুত্বের দাবি রাখে। আচার্য কৈয়ট সম্ভবতঃ খ্রীস্টিয় একাদশ শতাব্দীর ও কাশ্মীরের লোক ছিলেন। খ্রীস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'প্রদীপ'টীকা অবলম্বনে নাগেশ ভট্ট 'উদ্দ্যোত' বা 'মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোত' টীকা রচনা করেন। পরবর্তীকালে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'শব্দকৌস্তুভ' গ্রন্থটিকেও অনেকে মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা গ্রন্থ বলে মনে করেন। পাণিনিসূত্রের ন্যায় মহাভাষ্য হতে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির নানা তথ্য পাওয়া যায়। তাই বৈয়াকরণসম্প্রদায়ে ত্রিমুনির অন্তিম মুনি পতঞ্জলির অবদান অনস্বীকার্য।

'সংগ্রহ'কার ব্যাড়ি :

সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাসে ত্রিমুনি বৈয়াকরণরূপে পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি

সুপ্রসিদ্ধ হলেও ত্রিমুনি বৈয়াকরণের অন্তর্বর্ত্তিকালে 'সংগ্রহ'কার ব্যাড়ির অবদান অস্বীকার করার নয়। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে আচার্য ব্যাড়ির নামোল্লেখ না থাকলেও পাণিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গ্রন্থে আচার্য ব্যাড়ির নামোল্লেখ রয়েছে। আচার্য শৌনক প্রণীত 'ঋক্প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থে আচার্য ব্যাড়ির সম্পর্কযুক্ত অনেক মতবাদ নিহিত রয়েছে।

"সমাপাদ্যং নাম বদন্তি যত্বং তথা ণত্বং সামবশাংশ্চ সন্ধীন্।
উপাচারং লক্ষণতশ্চ সিদ্ধমাচার্য্যা ব্যাড়িশাকল্যগার্গ্যাঃ।।"[৭৮]

উক্ত শ্লোকটির দ্বারা শাকল্য ও গার্গ্যের ন্যায় ব্যাড়ি একজন শাব্দিক ছিলেন বলা যায়। পুরুষোত্তমদেব প্রণীত 'ভাষাবৃত্তি' গ্রন্থে আচার্য গালবের সহিত ব্যাড়ির মত উল্লিখিত রয়েছে—'ইকাং যণ্ভির্ব্যবধানং ব্যার্ড়িগলবয়োরিতি বক্তব্যম্।'[৭৯] মহাভাষ্যে আপিশলি, পাণিনি ও গৌতমের সহিত আচার্য ব্যাড়ির নামোল্লেখ রয়েছে—'আপিশলপাণিনীয়ব্যাড়ীয়গৌতমাঃ।'[৮০] মহাভাষ্যে আচার্য ব্যাড়ির নামোল্লেখ হেতু তাঁকে পতঞ্জলির পূর্বকালীন বলে মানতে হয়। ব্যাড়ির অপর নাম ছিল দাক্ষায়ণ। শোনা যায় যে, দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি ছিলেন দাক্ষীপুত্র পাণিনির মাতুল। একথার সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যদি সত্যতা স্বীকৃত হয় তাহলে ব্যাড়ি ও পাণিনি সমকালীন হয়ে পড়বেন। শৌনকীয় ঋক্প্রাতিশাখ্যে ব্যাড়ির নামোল্লেখ রয়েছে। শৌনক[৮১] পাণিনি পূর্বকালীন হওয়ায় এবং পাণিনীয় ব্যাকরণে ব্যাড়ির নামোল্লেখ হেতু অনুমান করা হয় যে, ব্যাড়ি নামক দুইজন আচার্য ছিলেন, প্রথমজন পাণিনি পূর্বকালীন প্রাচীন ব্যাড়ি এবং দ্বিতীয়জন হলেন, পাণিনি সমকালীন দাক্ষয়ণ ব্যাড়ি। তবে প্রাচীন ব্যাড়ির গ্রন্থসম্পর্কে সুপ্রামাণ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। মহাভাষ্যে 'সংগ্রহ'গ্রন্থের উল্লেখ ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে 'সংগ্রহে তাবত্কার্যপ্রতিদ্বন্দ্বিভাবান্নন্যামহে নিত্যপর্যায়বাচিনো গ্রহণমিতি'।[৮২] বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, 'সংগ্রহ' গ্রন্থটি লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ব্যাকরণ গ্রন্থ ছিল। যেখানে ব্যাকরণের বিবিধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। 'উভয়প্রাপ্তৌ কর্মণি' (পা.সূ. ২।৩।৬৬) সূত্রের ভাষ্যের 'সংগ্রহ'গ্রন্থের প্রশংসা করে পতঞ্জলি বলেছেন 'শোভনা খলু দাক্ষায়ণস্য সংগ্রহস্য কৃতিঃ।'[৮৩] সংগ্রহ গ্রন্থ বিষয়ে আচার্য নাগেশ ভট্টের

---

৭৮. ঋ.প্রা.- ১৩। ৩১

৭৯. ভাষা.- ৬। ১। ৭০

৮০. ম.ভা., পা.সূ. ৬। ২। ৩৬, পৃ. ১৮৯

৮১. 'শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি' (পা.সূ. ৪। ৩। ১০৬)

৮২. ম.ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০

৮৩. ম.ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৮

অভিমত 'সংগ্রহো ব্যাড়িকৃতো লক্ষশ্লোকসংখ্যো গ্রন্থ ইতি প্রসিদ্ধিঃ।'[৮৪] ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে 'সংগ্রহে'র লক্ষণপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সূত্রভাষ্যয়োঃ।
নিৰন্ধো যঃ সমাসেন সঙ্গ্রহং তং বিদুর্বুধাঃ।"[৮৫]

পাণিনির 'স্বাগতাদীনাং চ' (পা.সূ. ৭। ৩। ৭) সূত্রের স্বাগতাদিগণে ব্যাড়ি নামটি পাওয়া যায়। ব্যাড়ির পিতা ছিলেন ব্যড়। ব্যাড়ির নামান্তর 'দাক্ষায়ণ' হওয়ায় তাঁর পিতা 'দক্ষ' এরূপ অনুমান করা যায়। দক্ষ ছিলেন পাণিনির মাতামহ এবং পাণিনির মাতা দাক্ষীর পিতা। অতএব দাক্ষায়ণ হলেন পাণিনির মাতুল, ভাষ্যাদি গ্রন্থ পর্যালোচনায় এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 'স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ' (পা.সূ. ১। ২। ৬৪) সূত্রের উপর কাত্যায়ন প্রণীত বার্ত্তিক হল—'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িঃ।'[৮৬] বার্ত্তিকটির উপর পতঞ্জলি ভাষ্যে বলেছেন—'দ্রব্যাভিধানং ব্যাড়িরাচার্যো ন্যায্যং মন্যতে দ্রব্যমভিধীয়তে ইতি।'[৮৭] বার্ত্তিক ও ভাষ্যবচনের নিরিখে বলা যায় যে, প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ভেদে শব্দ (প্রাতিপাদিক) পাঁচ প্রকার। যথা— জাতি, দ্রব্য (ব্যক্তি), লিঙ্গ, সংখ্যা ও কারক। তন্মধ্যে আচার্য ব্যাড়ি হলেন দ্রব্যপদার্থবাদী।

যদিও দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি প্রণীত 'সংগ্রহ' গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় না, তথাপি ভাষ্যকারাদির মতের নিরিখে বলা যায় যে, 'সংগ্রহ' গ্রন্থটি যথার্থ অর্থে একটি 'মহাগ্রন্থ' ছিল।

গ) পাণিনি পরবর্তী যুগের বৈয়াকরণ :

পাণিনি পরবর্তী সময়ে অনেক ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। সেগুলি সংস্কৃত ব্যাকরণের ইতিহাসে খুবই মূল্যবান। পাণিনি উত্তরকালীন ব্যাকরণনিচয়— (১) পাণিনীয় ও (২) অপাণিনীয় এই দুই প্রকার ভেদে বিভক্ত।

---

৮৪. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, উদ্দ্যোত টীকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৮

৮৫. না.শা.-৬। ৯

৮৬. ম.ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৪

৮৭. তদেব

(১) পাণিনীয় ব্যাকরণ বলতে শুধু পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি নয়, ত্রিমুনি ব্যাকরণের ব্যাখ্যাকারী পরবর্তীকালীন বিভিন্ন বৈয়াকরণও পাণিনীয় প্রস্থানের অন্তর্গত। পাণিনীয় প্রস্থানে মূল ও আকরগ্রন্থ হল অষ্ট্যাধ্যায়ী। পাণিনীয় ব্যাকরণে সূত্রপাঠেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। পাণিনীয় প্রস্থান আবার দুই প্রকার ভেদে বিভিক্ত। যথা— অ) অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরা ও

আ) কৌমুদী পরম্পরা বা প্রক্রিয়া পরম্পরা।

অর্থাৎ বলা যায় যে, অষ্টাধ্যায়ীস্থ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা পদ্ধতির উপর উপর্যুক্ত দুইটি ভেদের নামকরণ করা হয়েছে। পাণিনি পরবর্তীকালে যে সমস্ত ব্যাকরণে সূত্রের আলোচনা বা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অষ্টাধ্যায়ীর ক্রমকেই অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলি অষ্ট্যাধয়ী পরম্পরার গ্রন্থ। আবার পাণিনি উত্তরকালে যে সমস্ত ব্যাকরণে সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কৌমুদী অর্থাৎ প্রক্রিয়াকৌমুদী বা সিদ্ধান্তকৌমুদীর ক্রমকেই অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলি কৌমুদী পরম্পরার গ্রন্থ।

অষ্টাধ্যায়ী প্রস্থান ও কৌমুদীপ্রস্থানের বৈয়াকরণগণ বৃত্তিকাররূপেই প্রসিদ্ধ। পরার্থাভিধানকেই বৃত্তি বলা হলেও এখানে সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাই বৃত্তিপদবাচ্য। বামন-জয়াদিত্য প্রণীত 'কাশিকাবৃত্তি'র অন্যতম টীকাকার আচার্য হরদত্ত 'পদমঞ্জরী' টীকায় 'বৃত্তি' প্রসঙ্গে বলেছেন—'সূত্রার্থপ্রধানো গ্রন্থো বৃত্তিঃ'।[৮৮] অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে বৃত্তি বলতে সূত্রব্যাখ্যাকেই বোঝানো হয়েছে।

এক্ষণে বৃত্তিগ্রন্থগুলির পরিচয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। (১) অষ্ট্যাধ্যায়ী পরম্পরায় রচিত বৃত্তিগ্রন্থগুলি হল—মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত 'মহাভাষ্য', বামন ও জয়াদিত্য রচিত 'কাশিকাবৃত্তি', পুরুষোত্তমদেব রচিত 'ভাষাবৃত্তি', শরণদেব রচিত 'দুর্ঘটবৃত্তি', ভট্টোজি দীক্ষিত রচিত 'শব্দকৌস্তুভ'। অষ্টাধ্যায়ীস্থ সূত্রের উপর অনেক বৈয়াকরণ বার্ত্তিক রচনা করেন। বৃত্তির ব্যাখ্যাকেই বার্ত্তিক বলা হয়ে থাকে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রের বার্ত্তিকাররূপে কাত্যায়ন, ভারদ্বাজ, সুনাগ, ক্রোষ্টা, বাডব, ব্যাঘ্রভূতি, বৈয়াঘ্রপদ্য, গোনর্দীয় প্রমুখ বৈয়াকরণের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কাশিকাবৃত্তি' গ্রন্থের উপর জিনেন্দ্রবুদ্ধি 'ন্যাস' টীকা রচনা করেন ও হরদত্ত 'পদমঞ্জরী' টীকা রচনা করেন। মহাভাষ্যের উপরও আচার্য কৈয়ট 'প্রদীপ' টীকা রচনা করেন। 'প্রদীপ' টীকার উপর আবার নাগেশ ভট্ট কর্তৃক 'উদ্দ্যোত'

৮৮. কা.বৃ., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২

টীকা রচিত হয়।

পাণিনীয় প্রস্থানে অনেক প্রক্রিয়া গ্রন্থও উপলব্ধ হয়। প্রক্রিয়া গ্রন্থের অন্যতম হল—রামচন্দ্র রচিত 'প্রক্রিয়াকৌমুদী', ভট্টোজি দীক্ষিত বিরচিত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'। প্রক্রিয়াগ্রন্থের প্রাচীন নিদর্শন হল ধর্মকীর্তি বিরচিত 'রূপাবতার'। গ্রন্থটির অধ্যায় 'অবতার' নামে প্রসিদ্ধ। বিমল সরস্বতী কর্তৃক রচিত 'রূপমালা' গ্রন্থটিও প্রক্রিয়াগ্রন্থের নিদর্শন। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর বহু টীকা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। স্বয়ং ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকা রচিত হয়েছে। 'প্রৌঢ়মনোরমা'র উপর হরি দীক্ষিতের 'বৃহচ্ছব্দরত্ন' এবং নাগেশাচার্যের 'লঘুশব্দরত্ন' পাওয়া যায়। নাগেশ ভট্ট কর্তৃক 'বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর' ও 'লঘুশব্দেন্দুশেখর' নামক দুইখানি টীকা রচিত হয়েছে সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর। আবার জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতী কর্তৃক রচিত হয়েছে 'তত্ত্ববোধিনী' ও বাসুদেব দীক্ষিত কর্তৃক 'বালমনোরমা' টীকা রচিত হয়েছে। বরদরাজের অপর দুইটি প্রক্রিয়া গ্রন্থের নিদর্শন হল 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' ও 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী'। তবে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থটি পাণিনীয় প্রক্রিয়াপ্রস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সিদ্ধান্তকৌমুদীকে আশ্রয় করে আবার বহু টীকা গ্রন্থও রচিত হয়েছে। ভট্টোজি দীক্ষিত স্বয়ং সিদ্ধান্তকৌমুদীর উপর 'প্রৌঢ়মনোরমা' নামক টীকা রচনা করেন, যেটি টীকাগ্রন্থগুলির অন্যতম ও প্রধান। আচার্য হরি দীক্ষিত আবার প্রৌঢ়মনোরমার উপর 'বৃহচ্ছব্দরত্ন' নামক টীকা ও নাগেশ ভট্ট 'লঘুশব্দরত্ন' নামক টীকা রচনা করেন। নাগেশ ভট্টের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর অপর দুইটি টীকাগ্রন্থ হল—'বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর' ও 'লঘুশব্দেন্দুশেখর'। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র অপর দুই উল্লেখযোগ্য টীকা হল—বাসুদেব দীক্ষিতের 'বালমনোরমা' ও জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্ববোধনী' টীকা। ব্যাকরণের প্রক্রিয়া ও পরিষ্কার দুটি দিকই ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক পরিস্ফুট হয়েছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বিষয়বস্তুর নিরিখে ব্যাকরণের তিনটি অংশ। যথা-প্রক্রিয়া, পরিষ্কার ও দর্শন।

পাণিনীয় ব্যাকরণে সূত্রপাঠ প্রধান অঙ্গরূপেই বিবেচিত। কিন্তু 'পাণিনীয় ব্যাকরণ' শব্দে শুধুমাত্র সূত্রপাঠ বা অষ্টাধ্যায়ীস্থিত সূত্রগুলি নয়, সূত্রপাঠের সহিত সম্পর্কযুক্ত পাণিনীয় ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ ও লিঙ্গানুশাসনকে বোঝানো হয়ে থাকে। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে এগুলি একত্রে পঞ্চাঙ্গব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। তবে পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণে সূত্রপাঠ প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়। অপর

চারটি পাঠকেই 'খিলপাঠ' বা 'পরিশিষ্টাংশ' বলা হয়ে থাকে। পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণের কথা শুধুমাত্র পাণিনীয় সম্প্রদায়ে নয়, পাণিনি উত্তরকালীন কাতন্ত্রাদি অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়েও প্রসিদ্ধ ছিল।

নিম্নে ত্রিমুনি উত্তরকালীন অ) অষ্টাধ্যায়ী ও আ) প্রক্রিয়া পরম্পরার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসম্পর্কিত তথ্য পরিবেশিত হল :

অ) অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরা বা সূত্রক্রমের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনিচয়:

কাশিকাবৃত্তি :

মহাভাষ্য পরবর্তী অষ্টাধ্যায়ীক্রম অবলম্বনে রচিত বৃত্তিগ্রন্থগুলির অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ হল 'কাশিকাবৃত্তি'। বৃত্তিগ্রন্থটি জয়াদিত্ত ও বামন কর্তৃক রচিত। 'কাশিকা' নামের তাৎপর্য কথনে বিভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। হরদত্ত মিশ্র 'কাশিকা' গ্রন্থের 'পদমঞ্জরী' টীকায় বলেছেন—''কাশিকেতি দেশতোঽভিধানম্। কাশিষু ভবা।''[৮৯] সৃষ্টিধরাচার্যও কাশিকা সম্পর্কে বলেছেন—"কাশয়তি প্রকাশয়তি সূত্রার্থমিতি কাশিকা, জয়াদিত্যবিরচিতা বৃত্তিঃ। কাশ্যাং ভবা বা।" অর্থাৎ যা সূত্রার্থের প্রকাশিকা তা কাশিকা। অথবা, যা কাশীধামে বিরচিতা তা কাশিকা। গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন জয়াদিত্য ও বামন নামক দুই আচার্য। পণ্ডিত বালশাস্ত্রীর মতে, গ্রন্থটির প্রথম চার অধ্যায় জয়াদিত্য কর্তৃক রচিত এবং অন্তিম চার অধ্যায় বামন নামক আচার্য কর্তৃক রচিত। তবে এই মতেরও ভিন্নতা লক্ষিত হয়।

অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রক্রম গ্রন্থটিতে অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থটি অষ্টাধ্যায়ীর ন্যায় আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রই গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে এবং সূত্রের উপর রচিত বৃত্তিই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্যবিষয়। অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে রচিত বৃত্তিগ্রন্থগুলির মধ্যে 'কাশিকাবৃত্তি' হল উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীনবৃত্তি। বৃত্তিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে কাশিকা চিহ্নিত। 'কাশিকাবৃত্তি'র উপর অনেক টীকাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। যেমন বাঙালী বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি বিরচিত 'ন্যাস' টীকা প্রাচীন টীকারূপে চিহ্নিত। 'ন্যাস' টীকার প্রকৃত নাম 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'। যার সময়কাল আনুমানিক খ্রীস্টিয় অষ্টম শতক। মহাকবি মাঘের 'শিশুপালবধ' কাব্যেও 'ন্যাস' টীকার উল্লেখ

৮৯. কা.বৃ., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪

রয়েছে—'অনুৎসূত্রপদন্যাসাসদ্‌বৃত্তিঃ সন্নিৰন্ধনা'।[৯০] 'ন্যাস' টীকা আশ্রয়ে আবার মল্লিনাথ, মৈত্রেয়রক্ষিত প্রভৃতির গ্রন্থেরও পরিচয় পাওয়া যায়। মল্লিনাথের টীকা হল—'ন্যাসোদ্দ্যোত', মৈত্রেয় রক্ষিত কর্তৃক টীকা হল 'তন্ত্রপ্রদীপ'। পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যবাসী হরদত্ত কর্তৃক 'কাশিকাবৃত্তি'র উপর 'পদমঞ্জরী' নামক উল্লেখযোগ্য টীকা রচিত হয়।

বৃত্তিগ্রন্থের মধ্যে অপর এক বাঙালী বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেবের 'ভাষাবৃত্তি'ও উল্লেখযোগ্য। 'ভাষাবৃত্তি'র অপর নাম 'লঘুবৃত্তি'। 'ভাষাবৃত্তি' বা 'লঘুবৃত্তি' ছাড়াও পুরুষোত্তমদেব কর্তৃক 'পরিভাষাবৃত্তি' ও 'জ্ঞাপকসমুচ্চয়' নামক অপর দুই ব্যাকরণগ্রন্থও রচিত হয়। শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি' গ্রন্থে 'ভাষাবৃত্তি' গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে। তাই অনুমান করা হয় যে, 'ভাষাবৃত্তি' 'দুর্ঘটবৃত্তি'র পূর্বকালীন। পুরুষোত্তমদেব পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। 'ভাষাবৃত্তি'র উপর সম্ভবতঃ খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতকে সৃষ্টিধর চক্রবর্তী কর্তৃক 'ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃত্তি' নামক টীকা রচিত হয়। লেখরাজ শর্মার পুরুষোত্তমদেবকৃত 'ভাষাবৃত্তি' বা 'বিবেচনাত্মক এবং তুলনাত্মক অধ্যয়ন' নামক হিন্দি ভাষায় রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থে টীকাটির পরিচয় পাওয়া যায়।

বৃত্তিগ্রন্থগুলির মধ্যে শরণদেবের 'দুর্ঘটবৃত্তি'ও একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। গ্রন্থটির শুরুতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণামাঞ্জলি নিবেদন হেতু, মনে করা হয়ে থাকে যে, ধর্মমতের ভিত্তিতে তিনি বুদ্ধ ছিলেন। সংস্কৃতভাষায় প্রযুক্ত বহু দুরূহ প্রাচীন শব্দাবলীর সাধুত্বজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটিতে বহু প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতির সাক্ষ্য মেলে।

খ্রীস্টিয় ষোড়শ শতকের শেষভাগ হতে খ্রীস্টিয় সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে আবির্ভূত ভট্টোজি দীক্ষিতের 'শব্দকৌস্তভ' গ্রন্থটি অষ্টাধ্যায়ী প্রস্থানের একটি অন্যতম গ্রন্থরূপে বিবেচিত। ভট্টোজি দীক্ষিতের প্রক্রিয়া প্রস্থানের গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' অপেক্ষা 'শব্দকৌস্তভ' গ্রন্থটি পূর্বকালীন। প্রক্রিয়াপ্রস্থানের অন্যতম রূপকার ভট্টোজি দীক্ষিত সম্পর্কে পরে আলোচনার অবকাশ থাকায়, এখন তাঁর পরিচয় দান হতে বিরত হলাম। গ্রন্থটি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা রূপে প্রসিদ্ধ। বৃত্তিগ্রন্থরূপেও গ্রন্থটির প্রসিদ্ধি রয়েছে। গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়।

---

৯০. শিশু., ২। ১১২

আ) প্রক্রিয়া পরম্পরার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনিচয় :

পাণিনীয় প্রস্থানে সূত্রক্রম পূর্বকালীন হলেও যুগপ্রয়োজনের বিচারে শব্দ তথা পদের রূপসিদ্ধিকে প্রাধান্য দিতেই সূত্রগুলিকে প্রকরণানুসারে সজ্জিকরণের নিমিত্ত পরবর্তীকালে বৈয়াকরণগণ প্রক্রিয়াক্রমের গ্রন্থ রচনা করেন। প্রক্রিয়াক্রমে প্রকৃত-প্রত্যয় বিভাগপূর্বক পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রক্রিয়াগ্রন্থ প্রসঙ্গে শেষ শ্রীকৃষ্ণ 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' গ্রন্থের 'প্রকাশ' টীকায় বলেছেন—'প্রক্রিয়ন্তে প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি-বিভাগেন ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা যাভিস্তাঃ, প্রক্রিয়াব্যাকরণগ্রন্থাঃ'।[৯১] পাণিনীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা অপাণিনীয় ব্যাকরণসম্প্রদায়ে প্রথম প্রক্রিয়াক্রমের গ্রন্থের সন্ধান মেলে। পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রথম পাণিনীয় প্রস্থানে প্রক্রিয়াক্রমের উদ্ভব হয়। অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের কাতন্ত্র, চান্দ্র প্রভৃতি ব্যাকরণে প্রক্রিয়াক্রমের প্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়। কাতন্ত্র, চান্দ্র প্রভৃতি প্রক্রিয়াগ্রন্থ যখন লাঘবপ্রিয় ব্যক্তিগণের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করল, তখন পাণিনীয় ব্যাকরণের জনপ্রিয়তার লক্ষ্যে বৈয়াকরণগণ পুনরায় পাণিনিসূত্রের পুনর্বিন্যাসে প্রয়াসী হলেন। আনুমানিক খ্রীস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মকীর্তির 'রূপাবতার' নামক গ্রন্থটি পাণিনীয় সম্প্রদায়ের প্রথম প্রক্রিয়াগ্রন্থ। গ্রন্থটির অধ্যায় 'অবতার' নামে পরিচিত। অষ্টাধ্যায়ীর সকল সূত্রই গ্রন্থটিতে স্থান পায়নি। প্রায় আড়াই হাজার পাণিনীয় সূত্র গ্রন্থটিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

আনুমানিক খ্রীস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিমল সরস্বতীর 'রূপমালা' গ্রন্থটিও পাণিনীয় প্রস্থানে প্রক্রিয়াগ্রন্থের নিদর্শন। গ্রন্থটিতেও অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র আলোচিত হয়নি। সংজ্ঞামালা, সন্ধিমালা প্রভৃতি নামে গ্রন্থটির প্রকরণগুলি অভিহিত।

আনুমানিক খ্রীস্টিয় পঞ্চদশ শতকে কৃষ্ণাচার্যের পুত্র রামচন্দ্রের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' প্রক্রিয়াগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে রচিত 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' গ্রন্থটি ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র পূর্বকালীন পাণিনীয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রক্রিয়াগ্রন্থরূপে বিবেচিত। গ্রন্থটিতে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র আলোচিত না হলেও, প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি আলোচিত হয়েছে। 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র উপর একাধিক টীকাগ্রন্থও রচিত হয়। শ্রীশেষকৃষ্ণ কর্তৃক

৯১. প্র.কৌ., প্রকাশ টীকা, সংজ্ঞা প্রকরণ

‘প্রক্রিয়াকৌমুদী’র উপর ‘প্রকাশ’ টীকা রচিত হয়। নৃসিংহ পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের ‘প্রসাদ’ টীকাও উল্লেখযোগ্য। চক্রপাণি দত্তের ‘প্রক্রিয়া প্রদীপ’ও একটি উল্লেখযোগ্য টীকা। ‘প্রক্রিয়াকৌমুদী’র অপর টীকাকারদের মধ্যে নৃসিংহ, জয়ন্ত, কাশীনাথ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

পাণিনীয় প্রস্থানে প্রক্রিয়াগ্রন্থের সর্বশ্রেষ্ঠ ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত ‘বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী’ গ্রন্থটি। প্রক্রিয়াপ্রস্থানে ‘বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী’ গ্রন্থটি হল প্রথম ও প্রধান গ্রন্থ, যেখানে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র আলোচিত হয়েছে। ভট্টোজি দীক্ষিত একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পিতার নাম লক্ষ্মীধর এবং ভ্রাতা হলেন রঙ্গোজি ভট্ট। রঙ্গোজি ভট্টের পুত্র হলেন কৌণ্ড ভট্ট। ভট্টোজি দীক্ষিতের দুই পুত্র, যথা—ভানুজি দীক্ষিত ও বীরেশ্বর দীক্ষিত। বীরেশ্বর দীক্ষিতের পুত্র হলেন হরি দীক্ষিত এবং তাঁর শিষ্য হলেন নাগেশাচার্য ও নাগেশভট্ট। **নিম্নে বংশবৃত্তান্তটি ছকে দেখানো হল** :

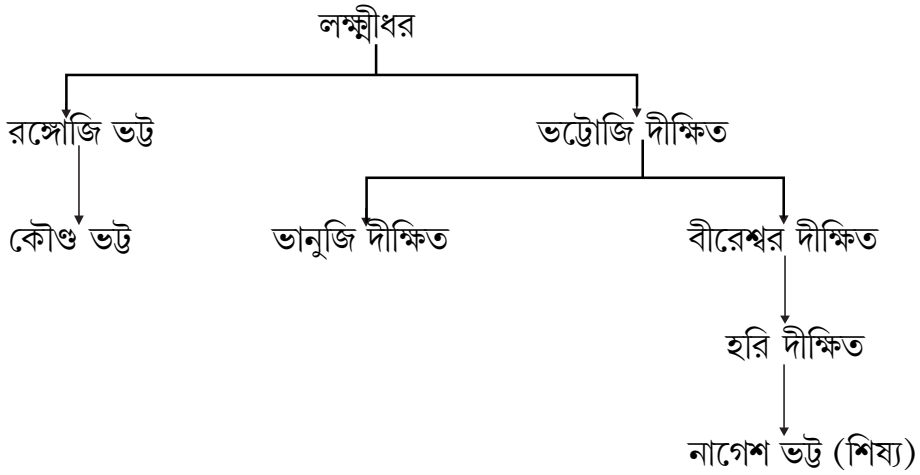

ভট্টোজি দীক্ষিতের কাল সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও অনুমান করা হয়ে থাকে যে, খ্রীস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হতে খ্রীস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ভট্টোজি দীক্ষিতের কাল ছিল। এবিষয়ে কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভট্টোজি দীক্ষিতের গুরু ছিলেন ‘প্রক্রিয়াকৌমুদী’র ‘প্রকাশ’ টীকার রচয়িতা শেষকৃষ্ণ বা শেষশ্রীকৃষ্ণ, যাঁর সময়কাল খ্রীস্টিয় ষোড়শ শতাব্দী। অপর কারণ এই যে, স্বকীয় গুরু শেষকৃষ্ণের মত খণ্ডন করার কারণে ‘প্রৌঢ়মনোরমাকুচমর্দনম্’ গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ ভট্টোজি দীক্ষিতকে ‘গুরুদ্রোহী’ শব্দে নিন্দা করেছেন। মোঘল সম্রাট সাজাহানের (শাহ্-জাঁ-হানের) রাজত্বকালে (খ্রী. ১৬২৮-খ্রী. ১৬৫৮) তাঁর রাজসভায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ভট্টোজি দীক্ষিতের

কালনির্ণয়ের এটি একটি বলিষ্ঠ যুক্তি বলা যেতে পারে। P.V.Kane তাঁর 'History of Sanskrit Poetics' গ্রন্থে ভট্টোজি দীক্ষিতের কাল হিসাবে খ্রীস্টিয় ১৫৮০ হতে খ্রীস্টিয় ১৬৩০ অব্দকে[৯২] চিহ্নিত করেছেন। ভট্টোজি দীক্ষিতের একাধিক গুরুর পরিচয় পাওয়া যায়। যথা-অপ্পয় দীক্ষিত, শেষশ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি।

ভট্টোজী দীক্ষিত বিরচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বহুল প্রচলিত। বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে পাণিনীয় প্রস্থানের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র বহুল চর্চা চলছে। গ্রন্থটি মূলতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত। যথা-পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ। প্রতিটি অর্ধ আবার কয়েকটি প্রকরণে বিভক্ত। সংজ্ঞা-প্রকরণ, পরিভাষা-প্রকরণ, সন্ধি-প্রকরণ, সুবন্ত-প্রকরণ, অব্যয়-প্রকরণ, স্ত্রী-প্রত্যয় প্রকরণ, কারক-প্রকরণ, সমাস-প্রকরণ, তদ্ধিত-প্রকরণ প্রভৃতি পূর্বার্ধের অন্তর্গত। এবং তিঙন্ত-প্রকরণ, কৃদন্ত-প্রকরণ, বৈদিক প্রক্রিয়া, উণাদি, স্বর-প্রক্রিয়া প্রভৃতি উত্তরার্ধের অন্তর্গত। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থটিতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র আলোচিত হয়েছে। পাণিনীয় সূত্রাবলম্বনে তিনি বৃত্তি রচনা করেন। সূত্রের গূঢ়ার্থ বৃত্তিতে আলোচিত হয়। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি পূর্ববর্তী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থের স্থানে স্থানে আলোচিত হয়ে গ্রন্থটির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশেষতঃ 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' নীতির প্রতিফলন ঘটেছে গ্রন্থটিতে। সর্বোপরি 'সিদ্ধান্তকৌমুদীর' উপর 'প্রৌঢ়মনোরমা' নামক টীকা রচনা করে ভট্টোজি দীক্ষিত যেমন নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করেছেন, তেমন গ্রন্থটিও সম্পূর্ণ করেছেন।

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর একাধিক টীকাও রচিত হয়েছে। ভট্টোজি দীক্ষিত স্বয়ং 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র অর্থ পরিষ্কারের নিমিত্ত 'প্রৌঢ়মনোরমা' টীকা রচনা করেন। 'প্রৌঢ়মনোরমা'র উপর আবার আচার্য হরি দীক্ষিত 'বৃহচ্ছব্দরত্ন' ও নাগেশাচার্য 'লঘুশব্দরত্ন' নামক টীকা রচনা করেন। এছাড়াও নাগেশভট্টের অপর দুই উল্লেখযোগ্য টীকা গ্রন্থ হল—'বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখর' ও 'লঘুশব্দেন্দুশেখর'। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র অপর দুই উল্লেখযোগ্য টীকা হল—জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর 'তত্ত্ববোধিনী' ও বাসুদেব দীক্ষিতের 'বালমনোরমা' টীকা। 'তত্ত্ববোধিনী'র উপর পরবর্তীকালে জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য নীলকণ্ঠ বাজপেয়ি 'গূঢ়ার্থদীপিকা' নামক টীকা রচনা করেন এবং

৯২. H.S.P (M.L.B.D), p. 324

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর 'সুখবোধিনী' নামক অপর একটি টীকা রচনা করেন। আচার্য রামানন্দ কর্তৃক 'তত্ত্বদীপিকা' নামক টীকা রচিত হয়। ইন্দ্রদত্ত উপাধ্যায়ের 'ফক্কিকাপ্রকাশ' নামক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ফক্কিকাগুলির ব্যাখ্যামূলক একটি বিশেষ ধরণের টীকার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও সিদ্ধান্তকৌমুদীর আরোও কিছু স্বল্পখ্যাত টীকা রচিত হয়েছে।

ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র উপর প্রভূত টীকাগ্রন্থ রচিত হলেও গ্রন্থকারের নিজস্ব কৃতিত্ব 'প্রৌঢ়মনোরমা'র খণ্ডনার্থে কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। ভট্টোজি দীক্ষিত 'প্রৌঢ়মনোরমা' গ্রন্থে নিজ গুরু শেষকৃষ্ণের মতও খণ্ডন করেন। তাই শেষকৃষ্ণের পুত্র-শিষ্যেরা ভট্টোজি দীক্ষিতের 'প্রৌঢ়মনোরমা' খণ্ডনে প্রয়াসী হন। যেমন, শেষবীরেশ্বরের 'প্রৌঢ়মনোরমাখণ্ডন', চক্রপাণি দত্তের 'প্রৌঢ়মনোরমাখণ্ডন', পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'প্রৌঢ়মনোরমাকুচমর্দন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সারস্বরূপ পরবর্তীকালে কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন, আচার্য বরদরাজের 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী', 'মধ্যসিদ্ধান্তকৌমুদী' এপ্রসঙ্গেরই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পাণিনীয় প্রক্রিয়াপ্রস্থানের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' ও পুর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়াগ্রন্থ ছাড়াও অপর একটি প্রক্রিয়াগ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, নারায়ণ ভট্ট প্রণীত 'প্রক্রিয়াসর্বস্ব'। নারায়ণ ভট্ট সম্পর্কে জানা যায়, তিনি কেরলের অধিবাসী ছিলেন। গ্রন্থটি কুড়িটি খণ্ডে বিভক্ত। 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র ন্যায় গ্রন্থটিতে অষ্টাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্র স্থান পেয়েছে। 'প্রক্রিয়াকৌমুদী'র টীকাকাররূপে আচর্য বর্মদেবের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনীয় প্রস্থানে প্রক্রিয়া পরম্পরার প্রভূত গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া গেলেও আজও সমগ্র ভারতবর্ষে পাণিনীয় ব্যাকরণচর্চার ধারা 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'কে কেন্দ্র করে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রয়েছে।

পাণিনীয় ব্যাকরণ তথা সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্র কেবলমাত্র সূত্রাত্মক ছিল না। ব্যাকরণের ব্যাপ্তি সূত্রসহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলি নিয়েই। পাণিনীয় প্রস্থানে সূত্রই প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত হলেও গণপাঠ, ধাতুপাঠ, উণাদিপাঠ ও লিঙ্গানুশাসন ব্যাকরণের অপরাপর অঙ্গরূপে বিবেচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে সূত্রপাঠ সহিত উক্ত চারটি পাঠই একত্রে পঞ্চাঙ্গব্যাকরণ নামে খ্যাত। তবে 'সূত্রপাঠ'ই ব্যাকরণের প্রধান অঙ্গরূপে বিবেচিত এবং অপর চারটি পাঠই 'খিল' বা 'পরিশিষ্ট' নামে খ্যাত।

2)পাণিনি পরবর্তী অপাণিনীয় ব্যাকরণ :

ভাষা পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ব্যাকরণের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যাকরণ-বিষয়ক জ্ঞানলাভের সাথে সাথে ব্যাকরণের ইতিহাসের জ্ঞানও আবশ্যক। সংস্কৃত ব্যাকরণাকাশে পাণিনীয় ও অপাণিনীয়— দ্বিবিধ ব্যাকরণগ্রন্থ অধিক প্রসিদ্ধ। গুরুত্বের বিচারে পাণিনীয় ব্যাকরণ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করলেও পাণিনি পরবর্ত্তিকালীন অপাণিনীয় ব্যাকরণগুলির অবদান অস্বীকার করা যায় না। পাণিনি পরবর্তী অপাণিনীয় ব্যাকরণগ্রন্থগুলি ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকাকে পাণিনিব্যাকরণের কাঠিন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

সংস্কৃতভাষাকে সমৃদ্ধ করার নিমিত্ত অতি প্রাচীন কাল হতে বহু সম্প্রদায়ের বহু ব্যাকরণের আবির্ভাব ঘটেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি যেমন পাণিনির বহু পূর্বে অতি প্রাচীনকালে ঘটেছিল, তেমন পাণিনি পরবর্তী কালেও বহু লৌকিক ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়। অপাণিনীয় ও অপ্রধান ব্যাকরণের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা দুষ্কর হলেও সেগুলির সংখ্যা খুব কম নয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ের প্রখ্যাত লেখক ড. শ্রীপাদকৃষ্ণ বেল্‌ভাল্‌কর (Dr. S.K. Belvalkar) অর্বাচীন ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের বিষয়ে বলেছেন—"On the lowest calculation there are yet current in various parts of India nearly a dozen different schools of sanskrit Grammar..."[৯৩] অতএব পাণিনি উত্তরকালীন অপাণিনীয় ও অপ্রধান ব্যাকরণ ছাড়া ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। পাণিনি পরবর্তীকালে রচিত যেসমস্ত অপাণিনীয় ব্যাকরণ লুপ্ত হয়নি, সেগুলি প্রচলিত ও অপ্রচলিতভেদে দ্বিবিধ। অর্বাচীন ব্যাকরণগুলিতে কেবলমাত্র লৌকিক শব্দের অনুশাসন রয়েছে। এবং এবিষয়ে জ্ঞাতব্য যে, অর্বাচীন গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ ব্যাকরণই বঙ্গীয় বৈয়াকরণদিগের দ্বারা বিরচিত। অর্বাচীন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণ সম্প্রদায়গুলি হল : শর্ববর্মা বিরচিত 'কাতন্ত্র' বা 'কলাপ ব্যাকরণ', বোপদেব বিরচিত 'মুগ্ধবোধব্যাকরণ', চন্দ্রাচার্য বা চন্দ্রগোমী বিরচিত 'চান্দ্রব্যাকরণ', দেবনন্দী বিরচিত 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ', পণ্ডিত ভোজরাজ বিরচিত 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ', ক্রমদীশ্বরবিরচিত 'সংক্ষিপ্তসারব্যাকরণ', অনুভূতি স্বরূপাচার্য বিরচিত 'সারস্বত ব্যাকরণ', পদ্মনাভ দত্ত বিরচিত 'সুপদ্মব্যাকরণ', বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীবগোস্বামী বিরচিত

৯৩. S.S.G., p. 1

‘হরিনামামৃত ব্যাকরণ’। পাণিনি পরবর্তী অপাণিনীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে বর্ণিত হল :

কাতন্ত্র বা কলাপ বা কৌমার ব্যাকরণ :

পাণিনির উত্তরকালীন ব্যাকরণগুলির মধ্যে মৌলিকত্ব ও জনপ্রিয়তার বিচারে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণ অগ্রগণ্য। কাতন্ত্র ব্যাকরণকে কেন্দ্র করে গঠিত সম্প্রদায়ই কাতন্ত্র সম্প্রদায় নামে খ্যাত। ব্যাকরণটি চারটি নামে পরিচিত। যথা—‘কাতন্ত্র’, ‘কলাপ’, ‘কলাপক’, ও ‘কৌমার’। ব্যাকরণটির দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—কাশ্মীরের বাররুচ সম্প্রদায় এবং বঙ্গদেশের দৌর্গ সম্প্রদায়। বর্তমানে প্রাপ্ত কাতন্ত্র ব্যাকরণের রচয়িতা হলেন শর্ববর্মা।

‘কাতন্ত্র’ শব্দের অর্থ ‘লঘুতন্ত্র’। ‘কাতন্ত্র’= কা+তন্ত্র। ‘কা’ বর্ণটি ‘ঈষদ্’ বা ‘লঘু’ অর্থবাচী ‘কু’ এর আদেশ। এবং ‘তন্ত্র’ শব্দের অর্থ হল ‘সূত্র’ বা ‘পদ্ধতি’। অতএব ‘কাতন্ত্র’ শব্দের অর্থ হল ‘সংক্ষিপ্ত সূত্রাত্মক ব্যাকরণ’ বা ‘সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ পদ্ধতি’। প্রাথমিক স্তরে ‘সন্ধি, ‘নাম’, ‘কারক’ ও ‘আখ্যাত’ নামে চারটি ভাগে ব্যাকরণটি বিভক্ত। কাতন্ত্র ব্যাকরণের ‘কলাপ’ নামকরণ বিষয়ে দৌর্গ সম্প্রদায়ের জনশ্রুতি যে, পিতা শঙ্করের নির্দেশে কুমার কার্ত্তিক নিজের বাহন ময়ূরের পুচ্ছে বা শিখীরে এই ব্যাকরণ লেখেন। ময়ূরের পুচ্ছের নামান্তর কলাপ হওয়ায়, এই ব্যাকরণ কলাপ ব্যাকরণ নামে খ্যাত। আবার বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে এমন কিংবদন্তীও রয়েছে যে, কুমার কার্ত্তিকেয়র আদেশানুসারে শর্ববর্মা কর্তৃক এই ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল। তাই এই ব্যাকরণ ‘কৌমার’ নামেও প্রসিদ্ধ।

কাতন্ত্র ব্যাকরণের উপর বহু টীকা, টিপ্পনীও রচিত হয়েছে। শর্ববর্মা কর্তৃক কাতন্ত্রব্যাকরণের উপর ‘বৃহদ্‌বৃত্তি’ রচিত হয়েছে। দুর্গসিংহের ‘দুর্গবৃত্তি’, ত্রিলোচন দাসের ‘কাতন্ত্রপঞ্জিকা’, বর্ধমানের ‘কাতন্ত্রবিস্তর’, জগদ্ধর ভট্টের ‘বালবোধিনী’, সুষেণ বিদ্যাভূষণের ‘কলাপচন্দ্র’ প্রভৃতি অন্যতম। ব্যাকরণটির উপর প্রভূত টীকা-টীপ্পনীর সাক্ষ্য হতে অপাণিনীয় ব্যাকারণগুলির মধ্যে ‘কাতন্ত্রব্যাকরণ সম্প্রদায়ের’ উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ :

বোপদেব বিরচিত 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপে পরিচিত। বঙ্গপ্রদেশে বহুল প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে কলাপের পর মুগ্ধবোধের স্থান। বোপদেবের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম ছিল কেশব ও তাঁর গুরু হলেন ধনেশ বা ধনেশ্বর, যিনি ছিলেন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চিকিৎসক। বিভিন্ন পণ্ডিতের মতপর্যালোচনায় জানা যায় যে, বোপদেব মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত Dr. S.K.Belvalkar তাঁর 'Systems of Sanskrit Grammar' গ্রন্থে বোপদেবের জন্মস্থান প্রসঙ্গে বলেছেন—"Bopadeva's birth-place is said to have been somewhere near the modern Daulatabad in the Maharastra, then ruled by the Yādavas of Devagiri."[৯৪] মুগ্ধবোধের পুষ্পিকায় বোপদেব সম্পর্কে উদ্ধৃতি রয়েছে যে—

"বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্‌কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদম্।।"[৯৫]

অর্থাৎ বেদপদের আস্পদ্ বিপ্র বোপদেবকর্তৃক এই ব্যাকরণ রচিত। বেদপদের অবস্থান সম্পর্কে G.B.Palsule পুণা হতে মুদ্রিত 'Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute' (Vol. XXXIV, 1953) নামক Journal-এর 'Identificatin of Vedapada' নিবন্ধে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, 'বেদপদ'ই আধুনিক 'Bedoda'—বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের সর্বোত্তরে অবস্থিত আদিলাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর। তার প্রায় ১০ মাইল পূর্বে বরদা নদীর অবস্থান। 'Bedoda' শব্দটি সেখানে 'Bedud' নামে পরিচিত। এই 'বেদপদ'ই বোপদেবের সময়ে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল।

খ্রীস্টিয় চতুর্দশ শতকের মল্লিনাথের রচনাতে বোপদেবের রচনা হতে উদ্ধৃতি রয়েছে। তাই মনে করা হয়ে থাকে যে, বোপদেব খ্রীস্টিয় চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বকালীন। এছাড়া বোপদেব সম্পর্কিত অপরাপর তথ্যের ভিত্তিতে, তাঁকে খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলে অনুমান করা হয়।

---

৯৪. S.S.G., p. 87

৯৫. মুগ্ধ., পৃ. ৮১৬ [জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য সম্পাদনা]

হেমাদ্রি বিরচিত 'কৈবল্যদীপিকা' নামক গ্রন্থ হতে জানা যায়, বোপদেব ব্যাকরণশাস্ত্র বিষয়ে দশটি, বৈদ্যকশাস্ত্র বিষয়ে নয়টি, তিথি নির্ণয় প্রসঙ্গে একটি, সাহিত্য বিষয়ে তিনটি এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ বিষয়ে তিনটি, মোট ২৬ (ছাব্বিশ)টি গ্রন্থ রচনা করেন। বোপদেবের ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থগুলির মধ্যে 'মুগ্ধবোধব্যাকরণ'টি প্রধান গ্রন্থরূপে বিবেচিত। 'মুগ্ধবোধ' ছাড়াও তাঁর 'কবিকল্পদ্রুম' ও 'কাব্যকামধেনু' গ্রন্থেও স্থান বিশেষে ব্যাকরণের আলোচনা রয়েছে। আবার রামচন্দ্র বিরচিত 'প্রক্রিয়া কৌমুদী'র টীকাকার বিঠ্ঠলাচার্য 'বিচারচিন্তামণি' নামক অপর একটি ব্যাকরণগ্রন্থ বোপদেব কর্তৃক রচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে দশটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে চারটি করে পাদ এবং ১১৮৪টি সূত্র রয়েছে। কোন কোন সংস্করণে এটি ১৭টি পাদের পরিচয় পাওয়া যায়। সমগ্র ব্যাকরণশাস্ত্রের সংক্ষেপে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এটিতে বিশেষ রীতির অনুসরণ করা হয়েছে। অপাণিনীয় ব্যাকরণগুলির মধ্যে মুগ্ধবোধ সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ব্যাকরণের বিষয়বস্তুগুলি এটিতে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। যথা-সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দ, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, ধাতু ও কৃৎ প্রকরণ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপর প্রভূত টীকাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। টীকাকার হিসাবে রামচন্দ্র তর্কবাগীশ, দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ, কাশীশ্বর ভট্টাচার্য, ভরতমল্লিক, দেবিদাস চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। টীকাগুলির মধ্যে রামচন্দ্র তর্কবাগীশের 'প্রমোদজননী' নামান্তর 'অশোকমালিকা' ও দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশের 'সুবোধা' টীকাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চান্দ্র ব্যাকরণ :

পাণিনি উত্তরকালীন অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে চান্দ্র ব্যাকরণ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপে পরিচিত। চান্দ্র ব্যাকরণের রচিয়তা কে? এবিষয়ে কোথাও 'চন্দ্র', কোথাও 'চন্দ্রাচার্য', আবার কোথাও 'চন্দ্রগোমী'র নাম পাওয়া যায়। এই তিন ব্যক্তি একই ব্যক্তি কিনা, এবিষয়ে মতান্তর রয়েছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের (১৭। ৭৮), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সংস্করণে (১৬। ৭৮) 'ভারতভাবদীপ' টীকায় আচার্য নীলকণ্ঠের উক্তি—'নিশাকরশ্চন্দ্রশ্চান্দ্রব্যাকরণপ্রণেতা'। অর্থাৎ চান্দ্র ব্যাকরণের রচয়িতা নিশাকর চন্দ্র। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগোমীও দাক্ষিণাত্যের পাতঞ্জল মহাভাষ্যের সংস্পর্শে আসেন এবং নিজের ব্যাকরণ রচনা করেন। তবে চন্দ্রাচার্য যে

চন্দ্রগোমী নন, এবিষয়ে সুপ্রমাণ্য তথ্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। ব্যাকরণের প্রাচীন উল্লেখ প্রসঙ্গে আটটি ব্যাকরণ উল্লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে চান্দ্র ব্যাকরণ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপে পরিচিতি।

চান্দ্র ব্যাকরণ প্রণেতা চন্দ্রাচার্য বা চন্দ্রগোমীর সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানা না থাকলেও, একথা জানা যায় যে, তিনি একজন বৌদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। কল্‌হনের 'রাজতরঙ্গিনী' হতে জানা যায়—পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পঠন-পাঠন কালক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে, কেবল দাক্ষিণাত্যে তা সীমিত হয়ে পড়লে, চন্দ্রাচার্য তা উদ্ধার করেন, এবং ব্যাপক প্রচারে প্রয়াসী হন এবং পরে কৃত্রিমতা দোষ রহিতভাবে নিজেও একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। প্রসঙ্গতঃ

"চন্দ্রাচার্যাদিভির্ল্লব্ধা দেশাত্তস্মাত্তদাগমম্।'
প্রাবর্তিতং মহাভাষ্যং স্বং চ ব্যাকরণং কৃতম্।।"[৯৬]

চান্দ্র ব্যাকরণে রচয়িতার বংশপরিচয় ও কাল বিষয়ে সঠিক তথ্যের অভাবহেতু তাঁর সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। তবে পরবর্তীকালীন গ্রন্থাদিতে তাঁর নামোল্লেখ হেতু, অনুমানের ভিত্তিতে তাঁর কাল সম্পর্কে একটি রূপরেখা অঙ্কন করা যায়। ড. বেলভালকার তাঁর "Systems of Sanskirt Grammar" গ্রন্থে চন্দ্রাচার্য বা 'চন্দ্রগোমী' সম্পর্কে বলেছেন—"This give us 650 A.D. as the lower limit for Chandragomin."[৯৭] পূর্বোক্ত রাজতরঙ্গিনীর সাক্ষ্য হতে মহাভাষ্যের উদ্ধারবিষয়ে চন্দ্রাচার্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত হওয়ায় এবং ঘটনাটি কাশ্মীরের রাজা অভিমন্যুর সমকালীন হওয়ায় চন্দ্রাচার্যকে খ্রীস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণ বলে মানতে হয়। কারণ স্যার অরেল স্টাইন (Sr. Aurel Stein)-এর মতে অভিমুন্য পঞ্চম শতাব্দীর রাজা ছিলেন।

বর্তমানে উপলব্ধ চান্দ্র ব্যাকরণের অধ্যায় সংখ্যা ৬টি, পাদসংখ্যা প্রতি অধ্যায়ে ৪টি এবং সূত্রসংখ্যা ৩০৯৯টি। চান্দ্র ব্যাকরণের প্রত্যাহারগুলি পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রত্যাহার সূত্রের অনুরূপ। তবে এখানে ১৩টি প্রত্যাহার সূত্র বর্তমান। পাণিনীয় ব্যাকরণের 'হ য ব র ট্' ও 'ল ণ্' প্রত্যাহার দুটি চান্দ্র ব্যাকরণে 'হযবরলণ্' নামক একটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ব্যাকরণের সম্পূর্ণতা বিধানের

---

৯৬. রাজ.-১। ১৭৬

৯৭. S.S.G., p. 48

লক্ষ্যে তিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ ও লিঙ্গানুশাসন রচনা করেন।

চন্দ্রাচার্য নিজ ব্যাকরণের উপর 'স্বোপজ্ঞবৃত্তি' রচনা করেন। বৌদ্ধভিক্ষু কাশ্যপ কর্তৃক ব্যাকরণটির উপর 'ৰালৰোধিনী' নামক টীকা রচিত হয়েছে। চান্দ্র ব্যাকরণের সম্পাদক হিসাবে বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ড. ব্রুনো লিবিশ (Dr. Bruno Liebich) কর্তৃক সূত্র ও বৃত্তিসহিত সম্পাদনা পাওয়া যায়। তাছাড়া ড. ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক চন্দ্র ব্যাকরণের বৃত্তিসহিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ :

অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ' একট উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপে পরিচিত। ব্যাকরণটির নামোল্লেখের দ্বারাই এটি যে জৈন সম্প্রদায়ের ব্যাকরণ ছিল, তা স্পষ্ট হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে জৈনাচার্য কর্তৃক রচিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ'কে প্রাচীনতম ব্যাকরণ বলা হয়ে থাকে। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ বিষয়ে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্বে এটি ইন্দ্র ব্যাকরণ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে প্রাচীন ইন্দ্র ব্যাকরণের সাথে এটির ভিন্নতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত জৈনদিগের ইন্দ্রব্যাকরণ অর্থাৎ 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণ' এরূপ নামকরণ করা হয়। ব্যাকরণটির রচয়িতা 'দেবনন্দী', যিনি 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' নামেও পরিচিত। তবে 'কাশিকা' গ্রন্থের 'ন্যাস' টীকাকার 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' ও আলোচ্য ব্যাকরণের রচয়িতা 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' পৃথক ব্যক্তি বলেই পরিচিত। কারণ 'ন্যাস' টীকাকার 'জিনেন্দ্রবুদ্ধি' 'বোধিসত্ত্বদেশীয়াচার্য' অর্থাৎ বৌদ্ধ ছিলেন। পক্ষান্তরে 'জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে'র রচয়িতা দেবনন্দী দিগম্বর সম্প্রদায়ভূক্ত জৈন ছিলেন। জৈন সম্প্রদায়ের অপর দুই উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ অভিনব বা জৈন শাকটায়ন ও হৈমকে শেতাম্বর সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ বলে মনে করা হয়।

জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে পাঁচটি অধ্যায় ও তিন হাজারেরও অধিক সূত্রসংখ্যা রয়েছে। ব্যাকরণটির দুইটি সূত্রপাঠ প্রচলিত। একটি দেবনন্দী প্রণীত মূল সূত্রপাঠ এবং অপরটি গুণনন্দী প্রণীত পরিবর্ধিত পাঠ। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রভাব সুস্পষ্ট, স্থান বিশেষে চান্দ্র ব্যাকরণেরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের সূত্রপাঠকে অবলম্বন করে অভয়নন্দী কর্তৃক 'মহাবৃত্তি' নামক একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গুণনন্দিকৃত জৈনেন্দ্র ব্যাকরণের পরিবর্ধিত পাঠ 'শব্দার্ণব'

নামে পরিচিত। ব্যাকরণটিতে সংজ্ঞা বিষয়ে অভিনবত্ব রয়েছে। গ্রন্থটিতে কৃত্রিম আক্ষরিক সংজ্ঞার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে' সংজ্ঞার অভিনবত্ব থাকলেও জৈনেন্দ্র ব্যাকরণে সংজ্ঞা বোঝাতে অধিক পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়েছে।

জৈন শাকটায়ন ব্যাকরণ :

জৈন সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ হল জৈন শাকটায়ন ব্যাকরণ। 'অভিনব শাকটায়ন' নামেও ব্যাকরণ গ্রন্থটি পরিচিত। শাকটায়নকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভূক্ত বলা হয়ে থাকে। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে উল্লিখিত প্রাচীন বৈয়াকরণ শাকটায়নের সহিত আলোচ্য ব্যাকরণ প্রণেতা শাকটায়নের ভিন্নতা লক্ষিত হয়েছে। জৈন শাকটায়ন ব্যাকরণ 'শব্দানুশাসন' নামে অভিহিত। গ্রন্থটিতে চারটি অধ্যায়, ষোল (১৬)টি পাদ ও তিন হাজারেরও অধিক (শ্রী কালিজীবন দেবশর্মার মতে ৩২৩৬ টি) সূত্রসংখ্যা রয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে সংজ্ঞা, পরিভাষা, সন্ধি বিষয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ষত্ব-ণত্ববিধান এবং শব্দরূপ বিষয়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্ত্রী প্রত্যয় ও কারক বিষয়ে, চতুর্থাধ্যায়ে পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ বিষয়ে, দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয়পাদে সমাস বিষয়ে, তৃতীয়পাদে দ্বিরুক্ত প্লুতবিধি বিষয়ে, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে তদ্ধিত বিষয়ে, চতুর্থাধ্যায়ের প্রথমপাদে তিঙন্তবিধি বিষয়ে এবং দ্বিতীয় হতে চতুর্থপাদে কৃদ্‌বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। শাকটায়ন স্বয়ং তাঁর ব্যাকরণের উপর যে বৃত্তি রচনা করেন, তা 'অমোঘবৃত্তি' নামে পরিচিত। খ্রীস্টিয় নবম শতাব্দীকে শাকটায়নের কাল বলে ধরা হয়ে থাকে। আচার্য সায়ণ 'মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে' 'শাকটায়ন ন্যাস' (১। ৭) ও 'অমোঘন্যাস' (৬। ১০) নামক দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। 'শাকটায়ন ন্যাসে'র রচয়িতা হলেন প্রভাচন্দ্র নামক জনৈক জৈন বৈয়াকরণ। দয়াপাল কর্তৃক রচিত 'রূপসিদ্ধি'কেই ব্যাকরণটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়ে থাকে। আবার খ্রীস্টিয় ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর অভয়চন্দ্র সূরি কর্তৃক বিরচিত 'প্রক্রিয়াসংগ্রহ'কে শাকটায়ন ব্যাকরণ অর্থাৎ 'শব্দানুশাসনে'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা হয়ে থাকে।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ব্যাকরণ :

মহাপণ্ডিত ও পরম বিদ্যোৎসাহী রাজা ভোজ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামক ব্যাকরণ রচনা করেন। রাজার পিতা হলেন মালবের পরমারবংশীয় নরপতি সিন্ধুল ও মাতা রত্নাবতীর রাজা

বজ্রাঙ্কুশের কন্যা শশিপ্রভা। ঐতিহাসিক স্মিথের মতে[৯৮] ভোজের রাজত্বকাল ছিল খ্রীস্টিয় ১০১৮-১০৬০ শতাব্দী অর্থাৎ একাদশশতক। ভোজরাজ ধারা নগরীর রাজা বা 'ধারেশ্বর' নামে পরিচিত। জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, কোষ, ধর্ম, শিল্প, দর্শন, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে ভোজরাজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পাণিনি ব্যাকরণ আবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। গ্রন্থটিতে ধাতুপাঠ ছাড়া ব্যাকরণের অপর সমস্ত বিষয় সূত্রপাঠে আলোচিত হয়েছে। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থে আটটি অধ্যায়, প্রতি অধ্যায়ে চারটি করে পাদ ও ছয় হাজারেরও অধিক সূত্রসংখ্যা রয়েছে। পণ্ডিত কালীজীবন দেবশর্মার মতে, ব্যাকরণটির সূত্রসংখ্যা ৬৪২৮। ব্যাকরণটি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যাকরণটিতে অষ্টাধ্যায়ীর কিছু সূত্র অবিকল গৃহীত হয়েছে। আবার পাণিনিসূত্রের সংযোজন ও বিয়োজনের বহু পরিচয় আছে।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ :

পাণিনি উত্তরকালীন অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণটি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপে প্রসিদ্ধ। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণসম্প্রদায়ে তিনজন বৈয়াকরণ অধিক প্রসিদ্ধ। যাঁদেরকে আবার 'ত্রিমুনি' নামে অভিহিত করা হয়, তাঁরা হলেন সূত্রকার ক্রমদীশ্বর, ব্যাকরণটির পরিশোধিত 'রসবতী' নামক বৃত্তির রচয়িতা জুমরনন্দী ও সমগ্র ব্যাকরণের টীকাকার গোয়ীচন্দ্র। পণ্ডিত গুরুপদ হালদার তাঁর 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে ক্রমদীশ্বরকে বঙ্গীয় বলেছেন—

"ক্রমদীশ্বরবিপ্রেণ বঙ্গীয়েন ততঃ পরম্।
সংক্ষিপ্তসারনাম্না তু মহদ্ ব্যাকরণং কৃতম্।।"[৯৯]

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সূত্রগুলি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা বিষয়ক। গ্রন্থটির নাম 'সংক্ষিপ্তসার' হলেও সূত্রসংখ্যার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ব্যাকরণটিতে আটটি পাদ ও পাঁচ হাজারেরও অধিক সূত্রসংখ্যা রয়েছে। ব্যাকরণটির অষ্টমপাদে প্রাকৃতভাষা বিষয়ক সূত্র রয়েছে। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে এক একটি পাদে এক এক বিষয়ের সূত্র স্থান পেয়েছে। যেমন, প্রথম পাদে সন্ধি বিষয়ে, দ্বিতীয়পাদে

৯৮. V. A. Smith-Early History of India, 3rd Edition, p. 395

৯৯. ব্যা. দ. ই., উদ্দেশ প্রকরণ, পৃ. ৪৫৫

তিঙন্ত বিষয়ে, তৃতীয়পাদে কৃদন্ত বিষয়ে, চতুর্থপাদে তদ্ধিত বিষয়ে, পঞ্চম পাদে কারক বিষয়ে, ষষ্ঠ পাদে সুবন্ত বিষয়ে, সপ্তম পাদে সমাস বিষয়ে ও অষ্টম পাদে প্রাকৃত ভাষা বিষয়ে সূত্রসমূহ স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণে মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, চান্দ্র প্রভৃতি ব্যাকরণের প্রভাব সুবিদিত।

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে ক্রমদীশ্বর কর্তৃক রচিত 'সূত্রানুগাবৃত্তি' একটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি। জুমরনন্দীর 'জৌমরবৃত্তি' বা 'রসবতীবৃত্তি'ও একটি প্রসিদ্ধ বৃত্তিরূপে পরিচিত। এছাড়া সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ অবলম্বনে কিছু টীকাগ্রন্থও রচিত হয়। যেমন, গোপাল চক্রবর্তীর 'সারার্থদীপিকা', চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কার ও হরিরাম বাচস্পতির 'অর্থবোধিনী' প্রভৃতি।

সারস্বত ব্যাকরণ :

পাণিনি পরবর্তীকালীন অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে 'সারস্বত ব্যাকরণ' একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণরূপেই প্রসিদ্ধ। সারস্বত ব্যাকরণ বিষয়ে কিংবদন্তী আছে যে, অপশব্দ প্রয়োগের নিমিত্ত অনুভূতি স্বরূপাচার্য বিদ্বজ্জনবর্গের অপহাসের পাত্র হলে, উক্ত অপশব্দের সাধুত্বজ্ঞাপনের নিমিত্ত তিনি বাগ্‌দেবীর উপাসনায় রত হন। তাঁর উপাসনায় সন্তুষ্ট বাগ্‌দেবী তাঁকে সাত শত (৭০০) সূত্র দান করেন। বাগ্‌দেবী প্রদত্ত সাত শত (৭০০) সূত্রকে অবলম্বন করে অনুভূতি স্বরূপাচার্য কাশীধামে 'সারস্বত-ব্যাকরণ' রচনা করেন। ব্যাকরণটিতে গ্রন্থাকারের পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও তাঁর নামের দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। ব্যাকরণটি 'সূত্রসপ্তশতী' বা সাতশত শ্লোকাত্মক হলেও বর্তমানে প্রাপ্ত ব্যাকরণে প্রায় ১৬০০ সূত্র স্থান পেয়েছে। সহজ-সরল উপায়ে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণটি রচিত হয়েছে। সংজ্ঞা, সন্ধি, স্ত্রী প্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রত্যয় ও কৃৎপ্রত্যয় বিধায়ক সূত্র ব্যাকরণটির আলোচ্য বিষয়।

ব্যাকরণটির উপর বহু টীকা-টীপ্পনী মূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, নরেন্দ্রমুনির ছাত্র মণ্ডনাচার্যের 'সারস্বত মণ্ডন', গোবিন্দাচার্যের 'পদচন্দ্রিকা', শ্রীরাম ভট্টের 'বিদ্বৎপ্রবোধিনী', অমৃত ভারতীর 'সুবোধিনী', জগন্নাথের 'সারপ্রদীপিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সারস্বত ব্যাকরণের বৃত্তিকারগণের মধ্যে হরিদ্বারী, বেদান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, রামাশ্রম প্রভৃতি অগ্রগণ্য।

সুপদ্ম ব্যাকরণ :

অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ে পদ্মনাভ দত্ত বিরচিত সুপদ্ম ব্যাকরণও একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ। পদ্মনাভের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন মিথিলার 'ভোর' গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতার নাম ছিল দামোদর। পিতামহ হলেন ভবদত্ত এবং প্রপিতামহ শ্রীদত্ত।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে সহজসরলভাবে সুপদ্ম ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। তাই অষ্টাধ্যায়ীকে সুপদ্ম ব্যাকরণের ভিত্তিস্থানীয় বলা চলে। সুপদ্ম ব্যাকরণের সূত্রসংখ্যা প্রায় ২৮০০। তবে বিভিন্ন সংস্করণে সূত্রসংখ্যার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাধ্যায়ীর অনুকরণে ও সরল প্রক্রিয়ায় প্রকরণভেদে গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য আলোচিত হয়েছে। যথা— সংজ্ঞা, সন্ধি, ষত্ব, ণত্ব, কারক বিভক্তি, সুবন্ত, সুবন্তসর্বনাম, সনন্তাদি, ঙিৎ, কৃৎ, অট্ কৃৎ, সমাস, অলুক ও তদ্ধিত।

পদ্মনাভ দত্ত স্বয়ং সুপদ্ম ব্যাকরণের উপর 'সুপদ্ম বিবরণ' নামক টীকা রচনা করেন। আচার্য বিষ্ণু মিশ্র সুপদ্মব্যাকরণের অন্যতম ব্যাখ্যাকর্তারূপে পরিচিত। তাঁর ব্যাখ্যা 'সুপদ্মমকরন্দ' নামে পরিচিত। যা কুড়িটি বিভাগে বিভক্ত ও প্রতিটি বিভাগ 'বিন্দু' নামে পরিচিত। রূপনারায়ণ সেন নামক এক বৈদ্যবংশজ পণ্ডিত সুপদ্মব্যাকরণের সমাস ও কারকাধ্যায়কে অবলম্বন করে শ্লোকাকারে যথাক্রমে 'সমাস সংগ্রহ' ও 'সুপদ্মষট্কারক' নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পদ্মনাভ দত্ত কেবল 'সুপদ্মব্যাকরণে'র রচিয়তা নন, তিনি ব্যাকরণ ও কাব্যের বহু কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর অপরাপর কৃতিত্ব হল— সুপদ্মপঞ্জিকা, প্রয়োগদীপিকা, উণাদিবৃত্তি, যঙ্লুগাদিবৃত্তি, ধাতুকৌমুদী বা ধাতুচন্দ্রিকা, পরিভাষাবৃত্তি, এছাড়া কাব্যের মধ্যে গোপালচরিত, আনন্দলহরী, ছন্দোরত্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হরিনামামৃত ব্যাকরণ :

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে পুনরুত্থান ঘটে, তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় নামে খ্যাত। 'হরিনামামৃত ব্যাকরণ'ই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ব্যাকরণচর্চার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও অন্যতম গ্রন্থরূপে পরিচিত। গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, গ্রন্থটিতে ব্যাকরণচর্চার মধ্য দিয়ে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের বর্ণনা রয়েছে। বর্তমানে প্রাপ্য হরিনামামৃত ব্যাকরণের বৃহৎ সংস্করণ শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত।

হরিনামামৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ও বৃহৎরূপে দুটি সংস্করণের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সংক্ষিপ্ত হরিনামামৃত ব্যাকরণের সমগ্রটাই বৃহৎ হরিনামামৃত ব্যাকরণে সংকলিত। টীকাকার হরেকৃষ্ণাচার্যের মতে—সনাতন গোস্বামী কর্তৃক হরিনামামৃতের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি প্রথমে রচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক সেটি পরিবর্ধন স্বরূপ বর্তমান বৃহৎ সংস্করণটি পাওয়া যায়। আবার এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়। তবে সর্বত্র হরিনামামৃত ব্যাকরণের রচয়িতারূপে শ্রীজীব গোস্বামীর নাম পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার রামকেলি নামক গ্রামে যজুর্বেদের ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে শ্রীজীব গোস্বামী ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর পিতা শ্রীবল্লভ বা অনুপম ছিলেন বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের মতাবলম্বী বৈষ্ণবাচার্য ছিলেন।

হরিনামামৃত ব্যাকরণের বৃহৎ সংস্করণ ৭টি প্রকরণে বিন্যস্ত। যথা—(১) সংজ্ঞা-সন্ধি প্রকরণ, (২) বিষ্ণুপাদ প্রকরণ, (৩) আখ্যাত প্রকরণ, (৪) কারক প্রকরণ, (৫) কৃদন্ত প্রকরণ, (৬) সমাস প্রকরণ ও (৭) তদ্ধিত প্রকরণ। হরিনামামৃতের লঘুসংস্করণে ৭৫৭টি সূত্র বিদ্যমান এবং বৃহৎসংস্করণে ব্যাকরণটির সূত্রসংখ্যা ৩১৯২টি।

ব্যাকরণটির একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল, সূত্রগুলিতে লাঘবের দিকে জোর না দিয়ে হরিভক্তির দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূত্র পর্যালোচনায় এবিষয়ে পরিষ্কার হওয়া যায়। যেমন ব্যাকরণটিতে 'বামন'শব্দে হ্রস্ব বোঝানো হয়েছে। অনুরূপে 'ত্রিবিক্রম' = দীর্ঘ। 'মহাপুরুষ' = প্লুত, 'বিরিঞ্চি' = আদেশ, 'বিষ্ণু'= আগম 'হর'=লোপ, 'বিষ্ণুভক্তি'=বিভক্তি, 'পুরুষোত্তম লিঙ্গ'=পুংলিঙ্গ। 'লক্ষ্মীলিঙ্গ'=স্ত্রীলিঙ্গ, 'ব্রহ্মলিঙ্গ' = ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতি।

শ্রীজীব গোস্বামী ব্যাকরণ বহির্ভূত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ভক্তিরসাত্মক কাব্যাদিরও রচয়িতা ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ 'ষট্সন্দর্ভ', 'গোপালচম্পূ' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। হরিনামামৃত ব্যাকরণ সাম্প্রদায়িক ব্যাকরণ নামে পরিচিত। ব্যাকরণটির উপর বিশেষ উল্লেখযোগ্য টীকা-টীপ্পনীর তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাণিনীয় ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য লৌকিক ব্যাকরণের সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণের

কারকতত্ত্বের পর্যালোচনা :

সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে আচার্য পাণিনিকৃত 'অষ্টাধ্যায়ী' হল প্রথম একটি সর্বাঙ্গপূর্ণ ব্যাকরণগ্রন্থ, যেখানে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দসিদ্ধির নিমিত্ত নীতিনির্দেশ রয়েছে। অন্য কোন ব্যাকরণে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দের গঠনতত্ত্বের আলোচনা বর্ণিত হয়নি। 'অষ্টাধ্যায়ী' হল প্রথম গ্রন্থ, যেখানে সর্বপ্রথম শব্দের বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের আলোচনা বিধৃত রয়েছে। প্রকৃতি-প্রত্যয়ের ভেদ নির্ণয়ে, শব্দসিদ্ধির প্রকারনির্ধারণে সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ বিশুদ্ধ পদ্ধতির নির্মাণে, যার তুলনা বিশ্বের অন্য কোন ব্যাকরণের সাথে সম্ভব হয় না, তা হল পাণিনি-ব্যাকরণ। পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যান্য ব্যাকরণের তুলনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সূত্রের ছয় প্রকার ভেদের সমন্বয় সর্বপ্রথম পাণিনীয় ব্যাকরণে লক্ষিত হয়। অত্যন্ত সরল ও মনোরম শৈলীর দ্বারা আচার্য পাণিনি সূত্র রচনা করেছিলেন, যাতে আমরা অনায়াসেই সেই সূত্রের অর্থ অনুধাবন করতে পারি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও ভাষ্যে পাণিনি সম্পর্কে লিখেছেন—"প্রমাণভূত আচার্যো দর্ভপাবিত্রপাণিঃ শূচাববকাশে প্রাঙ্মুখ উপবিশ্য মহতা প্রযত্নেন সূত্রাণি প্রণয়তি স্ম। তত্রাশক্যং বর্ণেনাপ্যনর্থকেন ভবিতুম্, কিং পুনরিয়তা সূত্রেণ।"[১০০]

সমগ্র সংস্কৃত ভাষার মানচিত্র একটি লঘুগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা হল অষ্টাধ্যায়ী। অষ্টাধ্যায়ী হল একটি প্রকরণ গ্রন্থ। গ্রন্থটির সূত্রগুলি প্রকরণে ও ছোট ছোট উপবিভাগে বিভক্ত। অপরদিকে সিদ্ধান্তকৌমুদী একটি প্রক্রিয়াগ্রন্থ। **এখন প্রকরণ ও প্রক্রিয়ার ভেদ প্রদর্শিত হল :** প্রকরণের বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোজনের নিমিত্ত সামগ্রী আবশ্যক। যেমন, তণ্ডুল, জল, শাক, হাঁড়ি ইত্যাদি। পাকশালায় সকল সামগ্রী একটি স্থানে থাকে না। পৃথক পৃথক কোশে থাকে। সকল সামগ্রী একটি কোশে থাকলে অব্যবস্থা হতে পারে। তাই সাবধানপূর্বক পৃথক পৃথক কোশে বস্তু রাখা হয়। অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থটি তেমন ভাষার পাকশালার ন্যায়। ভাষা নির্মাণের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী প্রয়োজন হয়, সমস্তই এই গ্রন্থে বিদ্যমান। সমস্ত সামগ্রী শ্রেণী অনুযায়ী পৃথক পৃথক কোশে রক্ষিত হয়। সেই কোশগুলি প্রকরণ নামে খ্যাত। যেমন—ণত্ব প্রকরণ, ষত্বপ্রকরণ, দ্বিতপ্রকরণ, সম্প্রসারণ প্রকরণ, কারক প্রকরণ, সমাস প্রকরণ ইত্যাদি।

---

১০০. মা.ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৬১

ভোজনের নিমিত্ত কেবল সামগ্রী আবশ্যক নয়, মার্গনির্দেশেরও আবশ্যকতা থাকে। যেমন—ওদন নির্মাণের নিমিত্ত প্রথমতঃ তণ্ডুল প্রক্ষালন, অনন্তর জলে স্থাপন ইত্যাদি। ভাষার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াও তেমন। পদনির্মাণের নিমিত্ত সে সোপানের আবশ্যকতা থাকে, সেই ক্রমেই সূচনা হল প্রক্রিয়া। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'গচ্ছতি' পদটি নিষ্পাদনে যে সূত্রগুলির আবশ্যকতা রয়েছে, সেগুলির ক্রমান্বয়ে 'গচ্ছতি' পদটি নিষ্পাদনই প্রক্রিয়া।

পাণিনি কর্তৃক প্রকরণরীতিতে সূত্রগুলি লিখনের নিমিত্ত, সূত্রগুলির লঘুত্ব স্থাপিত হয়েছে, প্রকরণরীতির অভ্যাসে সূত্রনৈপুণ্য দেখা যায়। অপরদিকে প্রক্রিয়া পরম্পরায় সূত্রগুলি বিক্ষিপ্তভাবে গ্রহণ করে পদ সৃষ্টি হয়। তাই প্রক্রিয়ারীতিতে সূত্রক্রম লঙ্ঘিত হয়।

পাণিনীয় ব্যাকরণে পারিভাষিক শব্দগুলির প্রথম স্বার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। এর পূর্বে অন্য কোন ব্যাকরণে এরূপ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগের পরিচয় লক্ষিত হয় না। পাণিনি পরবর্তী বৈয়াকরণগণও ব্যাকরণ রচনায় পাণিনিকে অনুসরণ করেছেন।

ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত ব্যাকরণের কারকতত্ত্বের জ্ঞানও অপরিহার্য ও বহুচর্চিত। সেজন্য অপাণিনীয় ব্যাকরণের সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণের কতিপয় কারকতত্ত্বের আলোচনা প্রদত্ত হল :

বোপদেব বিরচিত 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণটি অপাণিনীয় ব্যাকরণগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতায় মণ্ডিত হয়েছে। বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দসমূহের ব্যবহারে গ্রন্থটি স্বতন্ত্র হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথমা বিভক্তি বিধায়ক প্রথম সূত্র হল—"ল্যর্থসম্বুদ্ধ্যুক্তার্থে প্রী'।[১০১] সূত্রে 'প্রী' শব্দে প্রথমা এবং 'লি' শব্দে লিঙ্গ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ লিঙ্গের অর্থে, সম্বোধনে এবং প্রত্যয় কর্তৃক কারক উক্ত হলে (লিঙ্গের উত্তর) প্রথমা বিভক্তি হয়। যেখানে লিঙ্গার্থ ছাড়া কারকার্থ বিবক্ষিত হয় না, সেখানে লিঙ্গে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা—কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। হে বিষ্ণো। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কারকাদি না হলে, কেবল ব্যক্তিবাচক, দ্রব্যবাচক, গুণবাচক, ক্রিয়াবাচক বা ভাববাচক ও জাতিবাচক পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দকে লিঙ্গার্থ বলা হয়। উপর্যুক্ত উদাহরণে 'কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ ও জ্ঞানম্' পদে লিঙ্গার্থে প্রথমা বিভক্তি হয়েছে এবং 'বিষ্ণো' পদে সম্বোধনে প্রথমা হয়েছে।

---

১০১. মুগ্ধ., স্যাদ্যন্তাধ্যায়, সূত্র-২৮০

পাণিনীয় ব্যাকরণে (অষ্টাধ্যায়ী) প্রথমা বিভক্তি বিধায়ক সূত্রগুলি হলঃ

i) 'প্রাতিপাদিকার্থ-লিঙ্গ- পরিমাণ-বচনামাত্রে প্রথমা।' (পা.সূ. ২। ৩। ৪৬)

ii) 'সম্বোধনে চ' (পা.সূ. ২। ৩। ৪৭)।

অর্থাৎ পাণিনি-ব্যাকরণে প্রথমা বিভক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র পৃথক পৃথকভাবে ও সুস্পষ্টরূপে দেখানো হয়েছে। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে লিঙ্গার্থ ছাড়া কারকার্থ বিবক্ষিত না হওয়ায় 'কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ ও জ্ঞানম্' পদে লিঙ্গে প্রথমা দেখানো হলেও পাণিনি ব্যাকরণে নির্দিষ্ট অনিয়ত লিঙ্গ শব্দ 'তট' পদের লিঙ্গ এখানে দর্শিত হয়নি। তাই পাণিনি ব্যাকরণের অধিক প্রমাণ্য স্বীকৃত হয়। যেহেতু এটির সর্বজনগ্রাহ্যতা ও ব্যাপকতা বিদ্যমান।

চতুর্থীবিভক্তি বিধায়ক বোপদেবকৃত 'মুগ্ধবোধে'র সূত্র হল : 'যস্মৈ দিৎসাসূয়াক্রোধের্ষ্যারুচিদ্রোহস্থাহ্নুশ্লাঘস্পৃহি শপ্রাধীক্ষাপ্রতিশ্রুপ্রত্যনুগ্ধার্য্যর্থা ভং চী তাদর্থ্যে চ।'[১০২] সূত্রে 'ভং' শব্দের দ্বারা সম্প্রদান এবং 'চী' শব্দের দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি সূচিত হয়েছে। অর্থাৎ যার প্রতি দান করার ইচ্ছা বোঝায় এবং অসূয়া, ক্রোধ, ঈর্ষা, রুচি, দ্রোহ এবং স্থা-হ্নু-শ্লাঘ্-স্পৃহি-শপ্, রাধ্, ইক্ষ্, আ ও প্রতি পূর্বক শ্রু ও অনুপূর্বক গ্ধৃ ও ধারি ধাতুর যে অর্থ প্রকাশিত হয়, তার সম্প্রদান (ভ) সংজ্ঞা হয় এবং তাতে চতুর্থী (চী) বিভক্তি হয়। এবং তাদর্থ্যে অর্থাৎ নিমিত্তার্থে ও নিবৃত্ত্যর্থে চতুর্থী হয়।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণানুযায়ী সম্প্রদান হল, স্বস্বত্বত্যাগপূর্বক পরস্বত্ব উৎপাদন। সম্প্রদানের এরূপ লক্ষণ হলে, 'শিষ্যায় চপেটাং দদাতি' এরূপ উদাহরণে 'শিষ্যায়' পদের চতুর্থী বিষয়ে মুগ্ধবোধসম্মত সম্প্রদান সূত্রের অব্যাপ্তি লক্ষিত হয়। কিন্তু পাণিনিকৃত 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' (পা.সূ. ১। ৪। ৩২) সম্প্রদান সূত্রের দ্বারা দানার্থক ধাতুর কর্ম (চপেটাম্) দ্বারা যাকে সম্বন্ধ করতে ইচ্ছা করেন, তা সম্প্রদান—এই অর্থে 'শিষ্যায়' পদের সম্প্রদান হয় এবং 'চতুর্থী সম্প্রাদনে' (পা.সূ ২। ৩। ১৩) সূত্র দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি হয়। কিন্তু 'পত্যে শেতে' এই বাক্যে দানার্থক ধাতু ও তার কর্ম না থাকায়, 'পত্যে' পদে কিভাবে চতুর্থী হল? এরূপ উদাহরণের সম্প্রদান বিবক্ষায় বার্ত্তিককারের অভিমত 'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্।' অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়াদ্বারা

১০২. তদেব, সূত্র-২৯৪

যাকে অভিপ্রায় করেন। অর্থাৎ কর্তা যার উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাও সম্প্রদান। তাই 'পত্যে' পদে সম্প্রদানে চতুর্থী হল। 'পত্যে শেতে' উদাহরণ বাক্যটির 'পত্যে' পদের সম্প্রদান বিবক্ষায় মুগ্ধবোধ ব্যাকরণসম্মত কোন সূত্র নেই। তাই পাণিনীয় ব্যাকরণের প্রামাণ্য সর্বাগ্রে গ্রহণযোগ্য।

সারস্বত ব্যাকরণে তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক সূত্র হল—'কর্তরি প্রধানে ক্রিয়াশ্রয়ে সাধনে চ।'[১০৩] অর্থাৎ প্রধানে বা কর্তায় ও ক্রিয়াসিদ্ধির উপকারকে বা করণে তৃতীয়া হয়। প্রশ্ন হতে পারে কেমন কর্তায় তৃতীয়া? উত্তরস্বরূপ বলা হয়, প্রধানে বা মুখ্যক্রিয়ার আশ্রয় যে কর্তা, তাতে তৃতীয়া হয় এবং ক্রিয়াসিদ্ধির উপকারকে বা কার্যের সাহায্যকারক করণ কারকে বা সাধনে তৃতীয়া হয়। সারস্বত ব্যাকরণে 'করণ' শব্দটির পরিবর্তে 'সাধন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

করণের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে অনুভূতি স্বরূপাচার্য উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা যত্র করণং তত্তদা স্মৃতম্।"[১০৪]

কিন্তু আচার্য পাণিনির তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক সূত্র হল—'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' (পা. সূ. ২।৩।১৮)। সূত্রটিতে 'অনভিহিতে' পদটির অনুবৃত্তি হয়। অর্থাৎ অনুক্ত কর্তায় ও করণে তৃতীয়া হয়। পানিনি-ব্যাকরণে কর্তৃকারক ও করণকারক প্রসঙ্গে দুটি স্বতন্ত্র সূত্র বিদ্যমান। কিন্তু সারস্বত ব্যাকরণের মূলে তৃতীয়া বিভক্তি বিধানপ্রসঙ্গে 'কর্তরি প্রধানে ক্রিয়াশ্রয়ে সাধনে চ' সূত্রটি বলা হয়েছে। পাণিনি-ব্যাকরণে তৃতীয়া বিভক্তিবিধায়ক সূত্রে বলা হয়েছে—অনভিহিতে কর্তায় ও করণে তৃতীয়া হয়। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু অনুভূতিস্বরূপাচার্যের সারস্বত ব্যাকরণে কর্তায় ও করণে তৃতীয়াবিভক্তি প্রসঙ্গে 'অনভিহিতে' প্রসঙ্গটি লিপিকৃত হয়নি। তবে বাসুদেব ভট্টের 'প্রসাদ'টীকায় অনভিহিত প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ—"তত্র তাবত্কর্তা দ্বিবিধঃ স্বতন্ত্রঃ প্রয়োজকশ্চ। স্বতন্ত্রোঽভিহিতানভিহিতভেদাত্ দ্বিবিধঃ।...তত্রাভিহিতে প্রথমাঽভিধানাদনভিহিতে কর্তরি তৃতীয়া।"[১০৫]

---

১০৩. সারস্বত., কারকপ্রক্রিয়া, পৃ. ২১৪

১০৪. তদেব, পৃ. ২১৫

১০৫. সারস্বত., কারকপ্রক্রিয়া, পৃ. ২১৪

সারস্বত ব্যাকরণে চতুর্থী বিভক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'দানপাত্রে সম্প্রাদানকারকে চতুর্থী'। এবং সম্প্রদান কারক বিষয়ে বলা হয়েছে----'সম্যক্ শ্রেয়োবুদ্ধ্যা প্রদীয়তে যস্মৈ তত্সম্প্রদানকারকম্।' অর্থাৎ শ্রেয়বুদ্ধিতে কাউকে কিছু দান করলে, তাকে সম্প্রদান বলা হয়। আবার বলা হয়েছে-'যস্মৈ দত্তে আমুস্মিকফলপ্রাপ্তির্ভবতি তত্ সম্প্রদানমুচ্যতে।'[১০৬] 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি'-এক্ষেত্রে 'দা' ধাতুর অর্থ ভক্তি অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অর্পণ বুঝিয়েছে। শ্রেয়বুদ্ধিতে সম্যক্ভাবে প্রদান না হওয়ায় 'রজকস্য' পদে সম্প্রদানে চতুর্থী না হয়ে সম্বন্ধ বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়েছে। দান ও সম্প্রদানবিষয়ে সারস্বত ব্যাকরণে বলা হয়েছে—

"দদাতি দণ্ডং পুরুষো মহীপতের্ন চাত্র ভক্তির্ন চ দানকামনা।
যদ্দীয়তে বাসনয়া সুপাত্রে ত্ সম্প্রদানং কথিতং মুনীন্দ্রৈঃ।।"[১০৭]

সম্প্রদান কারকের লক্ষণপ্রসঙ্গে কলাপ ব্যাকরণে বলা হয়েছে—'যস্মৈ দিৎসা রোচতে ধারয়তে বা তত্ সম্প্রদানম্'। অর্থাৎ যাকে দিতে ইচ্ছা হয়, যার রুচি হয়, অথবা যার নিকট ধার (ঋণ) করে, সে সম্প্রদান হয়।

'দিৎসা' অর্থে সম্প্রদানের উদাহরণ □ নৃপঃ বিপ্রায় গাং দদাতি।
'রোচতে'„ „ „ □ দেবদত্তায় মোদকঃ রোচতে।
'ধারয়তে' „ „ „ □ বিষ্ণুমিত্রায় গাং ধারয়তে।

কলাপ ব্যাকরণে সম্প্রদান কারকের তিন প্রকার ভেদ, দর্শিত হয়েছে। যথা—প্রেরক, অনুমন্তৃক ও অনিরাকর্তৃক। বাক্যপদীয়ের 'সাধনসমুদ্দেশ' অংশে[১০৮] আচার্য ভর্তৃহরি সম্প্রদানের এই তিন প্রকার ভেদ স্বীকার করেছেন। প্রেরক সম্প্রদান হল ত্যাগের দ্বারা ব্যাপ্ত। উদাহরণ—'ব্রাহ্মণায় গাং দদাতি।' বাক্যটির তাৎপর্য হল, ব্রাহ্মণ গরু প্রার্থনা করছেন। সেই প্রার্থনায় প্রেরিত হয়ে ব্রাহ্মণকে গো দান করা হচ্ছে। অনুমন্তৃক সম্প্রদান হল, যেখানে দাতা গ্রহীতার নিকট দান বিষয়ে অনুমতি গ্রহণ করেন, সেই দান অনুমন্তৃক সম্প্রদান। উদাহরণ—'উপাধ্যায়ায় গাং দদাতি'। এক্ষেত্রে শিষ্য (দাতা) উপাধ্যায়কে গরু 'দান করতে চাই' এরূপ অনুরোধ করছে। অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে

১০৬. সারস্বত., কারকপ্রক্রিয়া, চন্দ্রকীর্তি টীকা, পৃ. ২১৫

১০৭. তদেব

১০৮. বাক্য.- ৩।৭।১২৯

দান বিষয়ে অনুমতি রয়েছে। অতএব এটি অনুমন্তৃক সম্প্রদান। আবার যেখানে প্রার্থনাও নেই, নিরাকরণও নেই। কেবল কর্তব্যরূপে দীয়মান, তা অনিরাকর্তৃক সম্প্রদান। উদাহরণ- 'আদিত্যায় পুষ্পং দদাতি।' আলোচ্য স্থলে আদিত্যকে পুষ্প দান বিষয়ে কোন অনুমতি নেই, প্রার্থনাও নেই। আবার নিরাকরণও নেই, কেবল কর্তব্যরূপে পুষ্পদান করা হচ্ছে। তাই এস্থলে অনিরাকর্তৃক সম্প্রদান হল। আলোচ্য স্থলে সম্প্রদানের অন্বর্থসংজ্ঞা বোঝালে, সম্যক বা প্রকর্ষরূপে দান, অর্থাৎ স্বস্বত্বত্যাগ পূর্বক দান বোঝাত। কিন্তু তা নয়। তাই বলা হয়ে থাকে, সম্প্রদান হল, পূজার অনুগ্রহ কামনায় নিজ স্বত্বপরিত্যাগপূর্বক পর স্বত্বোৎপাদন। কিন্তু পূজা কথার অর্থ কী? এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ভাবশুদ্ধিপূর্বক গুরু, দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যথাক্রমে ধ্যান, প্রণাম ও দানের সম্মান প্রদর্শনকে পূজা বলা হয়।—এভাবে সম্প্রদানের ভেদগুলি কলাপ ব্যাকরণে সুন্দরভাবে উপন্যস্ত হয়েছে।

সম্প্রদান বিষয়ে পাণিনীয় ব্যাকরণ অনেক আগেই এই জটিল তত্ত্ব হতে সহজেই মুক্তি দিয়েছে। কারো কারো মতে, দানের স্বত্ব হস্তান্তর হলেই ঐ দানের গ্রহীতাই সম্প্রদান বাচ্য হয়। সূর্যকে অর্ঘ্যদান, আচার্যকে দক্ষিণাদান, ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান সমস্তই তার মধ্যে পড়ে।[১০৯] মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্প্রদান বলতে, স্বত্বত্যাগের প্রসঙ্গ উপেক্ষা করে 'দা' ধাতুর সাথে সম্পর্কযুক্ত দেয় বস্তুর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। 'রজকায় বস্ত্রং দদাতি', 'শিষ্যায় চপেটাং দদাতি', 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাত্' সর্বত্র সম্প্রদান চিহ্নিত হয়েছে। আবার সকর্মক ও অকর্মক যে কোন ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মহাভাষ্যে সম্প্রদান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন—'পত্যে শেতে', 'পুত্রায় চন্দ্রং দর্শয়তি', 'যুদ্ধায় সংনহ্যতে' প্রভৃতি। আবার বিশেষ কিছু ধাতুর ব্যবহারে পারিভাষিক সম্প্রদানের স্থল হিসাবে চতুর্থী বিভক্তি নির্ণীত হয়েছে। যেমন, 'মোদকঃ বালকায় রোচতে', 'পুষ্পেভ্যঃ স্পৃহয়তি', 'দেবদত্তায় ধারয়তি' ইত্যাদি।

তাই দেখা যায়, কলাপ ব্যাকরণে সম্প্রদানের বিভিন্ন স্থল একত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু

---

১০৯. "অনিরাকরণাৎ কর্তুস্ত্যাগাঙ্গং কর্মণেপ্সিতম্।

প্রেরণানুমতিভ্যাং চ লভতে সম্প্রদানতাম্।।" (বাক্য.-৩।৭।১২৯)

টীকাকার হেলরাজ এখানে ত্যাগ বলতে বুঝিয়েছেন—'ত্যাগো দীয়মানস্য স্বনিবৃত্ত্যা পরস্বত্বাপাদনম্।

পাণিনি-ব্যাকরণে সম্প্রদানাদি বিভিন্ন কারকবিষয়ে পৃথক পৃথক সূত্র স্থান পেয়েছে। কলাপ ব্যাকরণে কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতির বিস্তৃত বঙ্গানুবাদের সহিত মূল পুস্তক মিলিয়ে পাণিনীয় সূত্রগুলির অর্থ উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, গ্রন্থকারের অভিমত, পাণিনীয় সূত্রগুলির তাৎপর্য সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম না করে, কলাপের কারকাদি ভাগ অধ্যায়ন করলে, তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ব্যাকরণ শিক্ষার্থীদের নিকট কারকাদির সুস্পষ্টজ্ঞানবিষয়ে পাণিনি-ব্যাকরণ অধিক গ্রহণযোগ্য। অতএব কলাপ ব্যাকরণ পাণিনিসূত্রের অনুকরণে রচিত পরবর্তিকালীন ব্যাকরণ।

লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ভাষা সম্যক্‌ বিচার করে বৈজ্ঞানিকরীতিতে পাণিনীয় ব্যাকরণের উৎপত্তির পর প্রাচীন সমস্ত ব্যাকরণ বিস্মৃতির পর্যায়ে এসেছে। অষ্টাধ্যায়ী পর্যালোচনায় জানা যায় যে, পাণিনি ব্যাকরণে শুধুমাত্র তদানীন্তন ভাষা নয়, তদানীন্তন ভৌগোলিক বিষয়, সামাজিক আচার-ব্যবহার, অর্থনৈতিক চিত্র, ধর্মদর্শন, রাজতন্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে।

সূত্রের প্রধান লক্ষণ অল্পাক্ষরত্ব তা প্রথম পাণিনিসূত্রে উপলব্ধ হয়। সূত্রের অল্পাক্ষরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত পাণিনি কর্তৃক বহু উপায় অনুসৃত হয়েছে। সেগুলির প্রথম উপায় হল, **প্রত্যাহার পদ্ধতি**। প্রত্যয়াদির অন্তে উপলভ্যমান হলের, অনুনাসিক অচের এবং অন্য কোন কোন ল-শ-ক বর্গাক্ষরের ইত্‌ সংজ্ঞা পাণিনি কর্তৃক বিহিত হয়েছে। অন্ত্য ইত্‌ বর্ণকে সঙ্গে নিয়ে আদি বর্ণ মধ্যবর্তী বর্ণ ও নিজেকে গ্রহণ করবে। যাকে পাণিনি প্রত্যাহার বলেছেন। যেমন, অণ্‌, অচ্‌, হল্‌ প্রভৃতি।

দ্বিতীয় উপায় হল, **পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্মাণ**। যেমন 'টি', 'ঘু', 'নদী', 'নিষ্ঠা' প্রভৃতি সংজ্ঞা নির্মাণ। কোন শব্দের অন্ত্য অচ্‌কে আদি করে অন্তভাগকে 'টি' সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। যেমন, 'মনস্‌' শব্দের অন্তিম অচ্‌ অর্থাৎ ন-কারস্থিত 'অ' কারকে সঙ্গে নিয়ে 'স্‌' পর্যন্ত অর্থাৎ 'অস্‌' হল শব্দটির টি' সংজ্ঞা।

সংক্ষিপ্তকরণের অভিপ্রায়ে পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে কিছু বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন, ক) প্রকৃতিভাব, খ) একাদেশ, গ) পূর্বরূপ, ঘ) পররূপ, ঙ) আগম ও চ) আদেশ।

তৃতীয় উপায় হল, **অনুবৃত্তি**। পূর্বসূত্র হতে গৃহীত পদের স্বীকৃতিই অনুবৃত্তি। অনুবৃত্তির দ্বারা সূত্র নির্মাণে মহান্ লাঘব হয়। যেমন, 'কারকে' (পা.সূ. ১।৪।২৩) সূত্রটি সমস্ত কারকবিধায়ক সূত্রে অনুবৃত্ত হয়।

চতুর্থ উপায় হল, **সমান কার্যের কিছু শব্দের একটি গণে পাঠ করে তৎসম্বন্ধি কার্যের বিধান**। যথা, 'অজ', 'এড়ক' ইত্যাদি শব্দের একটি গণে পাঠ করে সেই সকল শব্দের উত্তর 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা.সূ. ৪।১।৪) সূত্রের দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গে 'টাপ্' বিধান করা হয়।

পাণিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিসূত্র, লিঙ্গানুশাসন প্রভৃতি রচিত করে অষ্টাধ্যায়ীর অনুবন্ধরূপে নিযুক্ত করেন। ধাতুপাঠগত ধাতুগুলির অর্থ কালান্তরে অন্য পণ্ডিতদের দ্বারাও নির্দিষ্ট হয়েছে। পাণিনি সেই সমস্ত অনেক শিষ্যের সহিত মধ্যস্থতায় অষ্টাধ্যায়ীর ধাতুপাঠ রচনা করেন।

বৈদিক ও লৌকিক ভাষা সম্যকভাবে অনুশীলন করে, প্রাচীন সমস্ত ব্যাকরণের বিষয় গ্রহণ করে, স্বরপ্রক্রিয়ার সূক্ষ্মবিষয়গুলি গ্রহণ করে, পাণিনি অতিবিস্তৃত সংস্কৃতভাষার সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ রচনা করেন। পাণিনীয় ব্যাকরণপাঠে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আশ্চর্যান্বিত হন। পাণিনীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের সহায়তায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব রচনা করেন। তাই ব্যাকরণচর্চার নিমিত্ত পাণিনীয় ব্যাকরণ সর্বাঙ্গসুন্দর ও অপরিহার্য ব্যাকরণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় অংশ)

পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় অংশ)

পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ

ভারতীয় আস্তিক দর্শনে বেদ হল প্রমাণশাস্ত্র। বেদের প্রামাণ্যের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। যথা, আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শনরূপেই প্রসিদ্ধ ষড়বিধ দর্শনের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ দর্শন উল্লিখিত না হলেও, এটিকে আস্তিক দর্শন রূপে স্বীকার করতে হয়। কারণ ব্যাকরণ দর্শনের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণ বেদপ্রামাণ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মাধবাচার্য প্রণীত 'সর্বদর্শনসংগ্রহঃ' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত ব্যাকরণ দর্শন বিষয়ক আলোচনা 'পাণিনি-দর্শন' নামে খ্যাত। তাই 'পাণিনিদর্শন'কে আস্তিক দর্শনরূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যাকরণকে 'বেদানাং বেদম্'[১] বলা হয়েছে। শব্দশাস্ত্রকারগণ ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে ব্যাকরণকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন। এবিষয়ে প্রসিদ্ধ উদ্ধৃতি—'মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্'[২], 'প্রধানং চ ষট্স্বঙ্গেষু ব্যাকরণম্'[৩]। 'প্রধানে কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি।'[৪] ব্যাকরণের মুখ্য প্রয়োজন বিষয়ে 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে বলা হয়েছে—'রক্ষোহাগমলঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্'[৫]। তাই বেদের জ্ঞানের জন্য ব্যাকরণাধ্যয়ন আবশ্যক। 'পাণিনীয় ব্যাকরণে দার্শনিকতার বীজ' শীর্ষক বর্তমান অধ্যায়াংশটিতে আমার আলোচনা পাণিনীয় ব্যাকরণ-প্রস্থান অবলম্বনে আলোচিত হয়েছে।

দর্শন শব্দের অর্থ :

জ্ঞানার্থক 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর কর্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা দর্শন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যার মুখ্যার্থ হল-

---

১. ছান্দো. (৭।১।২), পৃ. ৬৩

২. পা. শি., পৃ. ৪২

৩. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩

৪. তদেব

৫. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, পৃ. ১৩

চোখে দেখা বা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের করণ হল চক্ষুরিন্দ্রিয়। কিন্তু জ্ঞানার্থক 'দৃশ্' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা শাস্ত্রবাচক দর্শন শব্দটি গঠিত হয়। যার অর্থ তত্ত্বদর্শন, জগৎ ও জীবের স্বরূপ উপলব্ধি। লাক্ষণিক অর্থে সত্যের উপলব্ধিই দর্শন এবং বিশিষ্ট অর্থে দর্শন হল, জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত তত্ত্বোপলব্ধি।

পাণিনীয় ব্যাকরণে প্রতিফলিত দার্শনিক তত্ত্ব :

ব্যাকরণবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত—'লক্ষ্য-লক্ষণে ব্যাকরণম্'[৬]। লক্ষ্য হল শব্দ এবং লক্ষণ হল সূত্র। বৈয়াকরণদের দুইটি সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। একদল বৈয়াকরণ আছেন, যাঁরা সূত্রকে প্রাধান্য দেন, তাঁরা হলেন লক্ষণৈকচক্ষুষ্ক। অপর দল, যাঁরা উদাহরণকে প্রাধান্য দেন, তাঁরা হলেন লক্ষ্যৈকচক্ষুষ্ক। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নিয়মের দ্বারা বন্ধনের নিমিত্ত আচার্য পাণিনি সূত্র রচনা করেন। আর ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে নিয়মের দ্বারা বন্ধনের নিমিত্ত পাণিনীয় সূত্র যখন যথেষ্ট নয়, অথবা পাণিনীয় সূত্র থাকলেও, সেগুলি সুধীবৃন্দের বোধের পক্ষে যথেষ্ট নয়, তখন বার্ত্তিককার (কাত্যায়ন) সূত্রের উপর বার্ত্তিক* রচনা করেন। কিন্তু ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব বীজরূপে প্রথম পতঞ্জলি প্রণীত 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আচার্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন—

"কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিৰন্ধনে।।"[৭]

পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি প্রণীত ব্যাকরণ 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণ' নামেই প্রসিদ্ধ। 'অথ শব্দানুশাসনম্'-এই বাক্য দ্বারা 'মহাভাষ্যে'র সূচনা হয়। অনুবন্ধচতুষ্টয় হল- অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন। বিষয় ও প্রয়োজনের জ্ঞানের পর সম্বন্ধ ও অধিকারীর জ্ঞান অনায়াসে হয়। 'অথ শব্দানুশাসনম্' এই বাক্যের দ্বারা মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যাকরণশাস্ত্রের বিষয় ও প্রয়োজন উল্লেখ করেছেন। ব্যাকরণশাস্ত্রের অপর নাম 'শব্দানুশাসনশাস্ত্র'। এখানে শব্দ বলতে 'সাধুশব্দ' এবং

---

* উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকম্প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞাঃ মনীষিণঃ।। (পরাশর উপপুরাণ)

---

৬. ম. ভা., প্রথম কাণ্ড, পৃ. ৭৯

৭. বাক্য., প্রকীর্ণ কাণ্ড, কারিকা-৪৭৭

'অনুশাসন' শব্দের দ্বারা ব্যাকরণশাস্ত্রের অনুশাসনকে বোঝানো হয়েছে। যদিও ন্যায়-বৈশেষিকাদি দর্শনে শব্দ অনিত্য, কিন্তু শাব্দিকগণ শব্দকে নিত্য বলেছেন। ভাষ্যকার 'একঃ পূর্বপরয়োঃ' (পা.সূ.-৬। ১। ৮৪) সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন—'একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌জ্ঞাতঃ শাস্ত্রান্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্‌ ভবতি।'[৮] অর্থাৎ একটি শব্দও যদি সঠিকভাবে জানা যায় এবং শাস্ত্রপূর্বক তার সঠিক প্রয়োগ হয়, তাহলে ইহজগতে ও স্বর্গলোকে কামধেনুর ন্যায় ফলবতী হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তখন কোন কামনাই আর অপূর্ণ থাকে না। ব্যাকরণের দ্বারাই শব্দের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। অতএব ব্যাকরণই মোক্ষসাধনশাস্ত্র।

'তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাত্'[৯] সূত্রটিতে পাণিনি শব্দের নিত্যতাকে সমর্থন করেছেন। 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে'[১০] বার্ত্তিকটিতেও মহাভাষ্যকার কর্তৃক শব্দ, অর্থ ও শব্দার্থ সম্বন্ধের নিত্যত্ব সমর্থিত হয়েছে। ভাষ্যকার পতঞ্জলিও 'অয়ং খলু নিত্যশব্দো নাবশ্যং কূটস্থেষ্ববিচালিষু ভাবেষু বর্ত্ততে'...[১১] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। বৈয়াকরণগণ শব্দ বলতে স্ফোটাত্মক শব্দকে বুঝিয়েছেন। স্ফোটই শব্দের স্বরূপ। পাণিনীয় দর্শনের মূলীভূত সিদ্ধান্ত হল স্ফোটতত্ত্ব। স্ফোট প্রসঙ্গে আচার্যগণ বলেছেন- যা থেকে অর্থের অভিব্যক্তি হয়, তা হল স্ফোট। ভট্টোজি দীক্ষিত 'শব্দকৌস্তুভ' গ্রন্থে স্ফোট প্রসঙ্গে বলেছেন—'স্ফুটত্যর্থো২স্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা স্ফোটো নাম পক্ষভেদেন অবিদ্যৈব ব্রহ্মৈব বা'[১২]। স্ফোট প্রসঙ্গে আচার্য কৌণ্ড ভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণভূষণসার' গ্রন্থের পণ্ডিত কালীকান্ত ঝা বিরচিত 'কমলা' টীকায় বলা হয়েছে—"স্ফুটত্যর্থান্ স্ফুটত্যর্থো২স্মাদিতি বা ব্যুত্পত্ত্যা স্ফোটঃ সার্থকঃ (অর্থবান্) শব্দঃ'[১৩]। অতএব স্ফোটত্ব হল অর্থ প্রকাশকত্ব। শাব্দিক মতে শব্দের স্বরূপই স্ফোট। তাঁরা শব্দের নিত্যতা স্বীকার করেছেন। বৈয়াকরণ মতে, জ্ঞেয় বিষয় হল চৈতন্যাত্মক শব্দব্রহ্ম এবং চৈতন্য হল

---

৮. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৮৪

৯. পা. সূ.-১। ২। ৫৩

১০.ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, পৃ. ৫৯

১১.ম. ভা., ঐ, পৃ. ৬২

১২.শ. কৌ., প্রথম ভাগ, পৃ. ১০

১৩. বৈয়া. ভূ., ধাত্বর্থনির্ণয়, পৃ. ৩

শব্দাত্মক। যেহেতু শব্দ ব্যতিরিক্ত জ্ঞান অসম্ভব। বৈয়াকরণগণ শব্দাদ্বৈতবাদী। চৈতন্যের শব্দময়ত্ব তাঁরা স্বীকার করেছেন। এপ্রসঙ্গে বাক্যপদীয়ে বলা হয়েছে —

"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।।"[১৪]

অর্থাৎ জগতে এমন কোন জ্ঞান নেই, যা শব্দানুগম ব্যতিরেক সম্ভব। সকল প্রকার জ্ঞানই যেন শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে ভাসমান হয়ে ওঠে।

শব্দ কী? এপ্রসঙ্গে মহাভাষ্যকার বলেছেন----'যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গূলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি, স শব্দঃ'[১৫]। এভাবে মহাভাষ্যকার শব্দের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। ভাষ্য বচনটির প্রদীপ টীকায় আচার্য কৈয়ট স্ফোটের কথা উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত ভার্গব শাস্ত্রী বিরচিত 'প্রভা'টীকায়ও এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'যেনেতি করণে তৃতীয়া, যেন প্রকাশিতেন স্ফোটেন সাস্নাদিমতাং জ্ঞানং ভবতি স স্ফোটঃ শব্দ ইত্যর্থঃ"[১৬]। 'অ ই উ ণ্' এই মাহেশ্বর সূত্রের ভাষ্যেও বলা হয়েছে 'শ্রোত্রোপলব্ধির্বুদ্ধির্নির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেণাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ। একং চ পুনরাকাশম্'[১৭]। ভাষ্যবচনটিতে শব্দের লক্ষণ বলে স্ফোটরূপ শব্দকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বৈয়াকরণ মতে শব্দের বিনাশ হয় না, কিন্তু ধ্বনি বিনাশশীল। অতএব ধ্বনি অনিত্য।

ন্যায়মতে, শব্দ হল শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকাশের গুণ বিশেষ। তা অনিত্য, অব্যাপ্যবৃত্তি এবং দ্বিক্ষণস্থায়ী। ন্যায় মাতানুযায়ী শব্দ আকাশবৃত্তি এবং অর্থ ভূতলবৃত্তি। ন্যায় মতে, শক্তিবিশিষ্ট শব্দই পদ এবং পদের সহিত পদার্থের সম্বন্ধই শক্তি। তাঁরা বলে থাকেন, এই পদ থেকে এরূপ অর্থ বোধিত হোক, এরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম সংকেত। আবার নব্য নৈয়ায়িকদিগের মতে ঈশ্বরেচ্ছামাত্রই শক্তি নয়। যেমন পিতা কর্তৃক পুত্রের নামকরণ। এক্ষেত্রে ঈশ্বরেচ্ছা জ্ঞাপিত হয় না। উত্তরে প্রাচীনগণ বলেন—পুত্রের নামকরণ বিষয়ে যাজ্ঞিকেরা বলে থাকেন—'দশম্যুত্তরকালে পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাত্...'।[১৭/১] অর্থাৎ পুত্র জন্মের দশ দিন পর পিতা পুত্রের

---

১৪. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-১২৩
১৫. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, পৃ. ১৭
১৬. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭
১৭. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, প্রত্যাহারাহ্নিক, পৃ. ৯৭
১৭/১. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৮

নামকরণ করবেন। তাই পুত্রের নামকরণ বেদ বিহিত হওয়ায়, এক্ষেত্রে ঈশ্বরেচ্ছায় বিরোধ হয় না। পক্ষান্তরে নব্য নৈয়ায়িকদিগের অভিমত বৈয়াকরণস্বীকৃত 'ঘু', 'টি', 'নদী', 'উপধা', 'উপসর্জন', 'কারক' প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সমস্যার সমাধানকল্পে ইচ্ছামাত্রকেই শক্তি বলে স্বীকার করেন। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পদ থেকে কোন নির্দিষ্ট অর্থের বোধের নিমিত্ত কোন আপ্ত ব্যক্তির ইচ্ছাই শক্তিরূপে গৃহীত হবে। পদজন্য পদার্থোপলব্ধিতে শক্তিজ্ঞানই সহকারী কারণ এবং পদজ্ঞান শাব্দবোধের প্রতি করণ। এপ্রসঙ্গে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে বলেছেন—

"পদজ্ঞানন্তু করণং দ্বারং তত্র পদার্থধীঃ।
শাব্দবোধঃ ফলং তত্র শক্তিধীঃ সহকারিণী।।"[১৮]

শক্তির জ্ঞান কীভাবে হয়? এপ্রসঙ্গে প্রাচীনগণ বলেছেন—

"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ।।"[১৯]

অর্থাৎ ব্যাকরণ, উপমান, কোশ, আপ্তবাক্য (তত্ত্বদর্শন, কারুণ্য, ইন্দ্রিয়পটুত্ব ও অনালস্যবিশিষ্ট পুরুষের উচ্চারিত বাক্য), ব্যবহার (অনুমান), বাক্যশেষ, বিবৃতি(বিবরণ সমানার্থক পদের দ্বারা প্রযুক্ত পদের অর্থ কথন), সিদ্ধপদের (প্রসিদ্ধার্থক পদের) সান্নিধ্য হতে শক্তির জ্ঞান হয়। নৈয়ায়িকগণ স্ফোট স্বীকার করেন নি। তাঁরা বৈয়াকরণদের স্ফোটবাদ ও বর্ণবাদীদের শব্দনিত্যতা স্বীকার করেন নি। তাঁরা বলেন বর্ণের ক্রমোচ্চারণ দ্বারা যেহেতু পদের অর্থ জানা যায়, তাই বর্ণাতিরিক্ত স্ফোট কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। নৈয়ায়িকগণের অভিমত, শব্দ দ্বিক্ষণস্থায়ী এবং তা সংস্কাররূপে অবস্থান করে। অন্তিম বর্ণের উচ্চারণে পূর্ব সংস্কারের স্মৃতি হয় এবং স্মৃতি হতে শাব্দবোধ জন্মায়।

নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের প্রত্যুত্তরে বৈয়াকরণগণ বলে থাকেন, স্মৃতিমূলক জ্ঞান অযথার্থ এবং স্ফোট স্বীকারে স্মৃতির কোনো প্রয়োজন হয় না। বর্ণসমুদায় হতে অর্থের জ্ঞান হয়। ন্যায়, বৈষেশিক ও মীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্ত শাব্দিকগণ স্বীকার করেন না। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণগণ ধ্বনি বা

---

১৮. ভা. প., শব্দখণ্ড, কারিকা-৮১

১৯. ভা. প., সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পৃ. ৪১৮-৪১৯

বর্ণকেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জক বলেছেন। তাঁদের অভিমত, প্রথম বর্ণরূপ ধ্বনি হতে অস্পষ্টভাবে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি ধ্বনি হতে স্ফোট ক্রমশঃ স্পষ্টতর হতে থাকে। চরম বা অন্তিম ধ্বনির দ্বারা স্পষ্টরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়। পূর্ব পূর্ব ধ্বনি হতে স্ফোটের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি হলেও স্পষ্টরূপে স্ফোটের অভিব্যক্তি না হওয়া পর্যন্ত অর্থের প্রতীতি হয় না। স্ফোট স্বীকারে স্মৃতির কোনো প্রয়োজন থাকে না। এ হতে নৈয়ায়িক অপেক্ষা স্ফোটবাদী বৈয়াকরণদিগের মতের উৎকর্ষতা সাধিত হয়। অতএব শব্দ নিত্য। নিরুক্তকার যাস্কাচার্যও শব্দের নিত্যানিত্য বিষয়ে পূর্বপক্ষীয় মত উপস্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্তীহিসাবে স্বমতের উপস্থাপন করেছে। প্রথমে তিনি পূর্বপক্ষরূপে আচার্য ঔদুম্বরায়ণের মত উদ্ধৃত করেছেন—'ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনম্ ঔদুম্বরায়ণঃ'।[১৯/১] অর্থাৎ বচন ইন্দ্রিয়েই নিত্য। আলোচ্য স্থলে বচন শব্দের অর্থ-'বাক্য, পদ বা বর্ণ' তিনটিই হতে পারে। ইন্দ্রিয়নিত্য শব্দের অর্থ হল, ইন্দ্রিয়েই যা নিত্য অর্থাৎ উচ্চারণকাল বা শ্রবণকালই যার স্থায়িত্ব। ঔদুম্বরায়ণের মতানুযায়ী শব্দ অনিত্য হলে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত-শব্দের এই চার প্রকার ভেদ উপপন্ন হয় না। তাই বচন শব্দের অর্থ 'বাক্য' হলে, উক্ত দোষ পরিহার হয়। এভাবে শব্দ বিষয়ে আচার্য যাস্ক পূর্বপক্ষের মত উপস্থাপন পূর্বক স্বমত প্রসঙ্গে বলেছেন—"ব্যাপ্তিমত্ত্বাত্তু শব্দস্য।'[২০] অর্থাৎ এক অবিনাশী নিত্য শব্দ শ্রোতা ও বক্তার বুদ্ধিকে ব্যাপ্য করে অবস্থান করে। বস্তুতঃ বক্তা ও শ্রোতার বুদ্ধিকে ব্যাপ্য করে থাকে বলে শব্দ ব্যাপ্তিমান্। শব্দ উচ্চারণের পরমুহূর্তেই শ্রোতার বুদ্ধিস্থ নাম, আখ্যাত প্রভৃতি শব্দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন পূর্বক বিনষ্ট হলেও সংস্কার রূপে তা বুদ্ধিতে অবস্থান করে এবং তারই স্মৃতি সম্ভব হয় এবং স্মৃতিপূর্বক শব্দের চার প্রকার বিভাগ গণনা করা হয়ে থাকে। অতএব নিরুক্তকার শব্দের নিত্যত্ব সমর্থন করেন। বস্তুতঃ অনিত্য ধ্বনিভূত শব্দের দ্বারা অভিব্যক্ত বুদ্ধিনিষ্ঠ অখণ্ড শব্দই স্ফোট।

স্ফোটের উল্লেখ পতঞ্জলি প্রণীত 'মহাভাষ্যে', ভর্তৃহরি বিরচিত 'বাক্যপদীয়ে', নাগেশ ভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে, কৌণ্ড ভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণভূষণসার' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'তপরস্তৎকালস্য'[২১] এই পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার কর্তৃক স্ফোট আলোচিত হয়েছে।

১৯/১. নি., প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১৩

২০. নি.-১। ১। ২। ৪

২১. পা. সূ.,-১। ১। ৭০।

স্ফোট প্রসঙ্গে আচার্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন—

"বিতর্কিতঃ পুরা বুদ্ধ্যা ক্বচিদর্থে নিবেশিতঃ।
করণেভ্যো বিবৃত্তেন ধ্বনিনা সোঽনুগৃহ্যতে।"[২২]

প্রযোক্তা পুরুষের বুদ্ধিস্থিতঃ বীজরূপ শব্দ বিশেষ উচ্চারণের পূর্বে তা বুদ্ধির দ্বারা বিবর্তিত হয়। উপর্যুক্ত কারিকার 'পুরা বুদ্ধ্যা ক্বচিদর্থে নিবেশিতঃ' উক্তির দ্বারা স্ফোট স্বরূপ নিত্য শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। নাগেশ ভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে "তত্র বাক্যস্ফোটো মুখ্যঃ। লোকে তস্যৈবার্থবোধকত্বাত্, তেনৈবার্থসমপ্তেশ্চ।"[২৩] উদ্ধৃতাংশটিতেও স্ফোটের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থেও স্ফোট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"ননু কোঽয়ং স্ফোটঃ। উচ্যতে। চতুর্বিধা হি বাগস্তি। পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী চ। তত্র মূলাধারস্থপবনসংস্কারীভূতা মূলাধারস্থা শব্দব্রহ্মরূপা স্পন্দনশূন্যা বিন্দুরূপিণী পরাবাগুচ্যতে। নাভিপর্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনাভিব্যক্তা মনোগোচরীভূতা পশ্যন্তী বাগুচ্যতে। এতদ্দ্বয়ং বাগ্ব্রহ্ম যোগিনাং সমাধৌ নির্বিকল্পকজ্ঞানবিষয় ইত্যুচ্যতে।..."[২৪] ইত্যাদি অংশের দ্বারাও স্ফোট উল্লিখিত হয়েছে।

বর্ণ, পদ ও বাক্যভেদে স্ফোট তিন প্রকার। এই তিন প্রকার স্ফোট আবার ব্যক্তি ও জাতিভেদে দ্বিবিধ। আবার অখণ্ড পদস্ফোট ও অখণ্ড বাক্যস্ফোট—একত্রে স্ফোট আট প্রকার। ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'শব্দকৌস্তুভ' গ্রন্থে স্ফোটের আট প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। কৌণ্ড ভট্ট বিরচিত 'বৈয়াকরণভূষণসার' গ্রন্থে, নাগেশ ভট্ট বিরচিত 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থেও স্ফোটের আট প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে। যথা—বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট, বর্ণজাতিস্ফোট, পদজাতিস্ফোট, বাক্যজাতিস্ফোট, অখণ্ডপদস্ফোট ও অখণ্ডবাক্যস্ফোট। স্ফোটের আট প্রকার ভেদের মধ্যে বাক্য স্ফোট প্রধান। শাব্দিকগণ ধ্বনি ও স্ফোটের ভেদ দেখিয়েছেন। ধ্বনির উচ্চারণ হয়, কিন্তু স্ফোটের উচ্চারণ হয় না। 'তপরস্তৎকালস্য' (পা.সূ. ১। ১। ৭০)- সূত্রটির ভাষ্যে মহাভাষ্যকার ধ্বনি ও স্ফোটের পার্থক্য দেখিয়েছেন—'এবং তর্হি স্ফোটঃ শব্দঃ, ধ্বনিঃ শব্দগুণঃ।'[২৫] ধ্বনি ও স্ফোটের আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য্য ভর্তৃহরি 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থে বলেছেন—

---

২২. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-৪৭
২৩. বৈয়া. সি. লঘু., পৃ. ১
২৪. প. ল. ম., পৃ. ৯১
২৫. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬৩

"দ্বাবুপাদানশব্দেষু শব্দৌ শব্দবিদো বিদুঃ।
একো নিমিত্তং শব্দানামপরোঽর্থে প্রযুজ্যতে।।"[২৬]

অর্থাৎ শাব্দিকগণ উপাদান শব্দের মধ্যে দুইটি পৃথক শব্দ স্বীকার করেছেন। একটি শব্দগুলির নিমিত্ত এবং অপরটি অর্থ বোঝাবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে শব্দটি অপর শব্দের নিমিত্ত, তা হল 'ধ্বনি' এবং যা অর্থের প্রবৃত্তির নিমিত্ত, তা হল 'স্ফোট'। অতএব 'ধ্বনি' শব্দটি স্ফোটরূপ শব্দের নিমিত্ত এবং স্ফোটরূপ অপর শব্দটি অর্থজ্ঞানের প্রতি নিমিত্ত। এখানে নিমিত্ত শব্দের দ্বারা স্ফোটের প্রকাশক অর্থ বুঝতে হবে। নিমিত্ত শব্দের দ্বারা কারণ অর্থ স্বীকার করলে স্ফোটের ও অর্থের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ হয়ে যাবে।

নিম্নে স্ফোটের ভেদগুলি সংক্ষেপে আলোচিত হল :—

বর্ণস্ফোট : বর্ণগুলিও কখনও কখনও অর্থের বোধক হয়। একাক্ষর কোষে বর্ণের অর্থবত্তা দেখানো হয়েছে। যেমন—'অ' কার বিষ্ণুদেবতার বাচক, 'উ'-কার মহেশ্বরের বাচক, 'ম'-কার ব্রহ্মার বাচক, 'ই'-কার কামদেবের বাচক। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মঙ্গলাচরণ অংশে শ্রীমদ্ দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ ও শ্রী রাম তর্কবাগীশ কৃত টীকায় 'ওম্' শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলির অর্থবত্তা বিষয়ে বলা হয়েছে—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ।।"[২৭]

একটি বর্ণরূপেই প্রতিফলিত ধাতু, প্রাতিপদিক, প্রত্যয়, নিপাতেরও অর্থবত্তা রয়েছে। একথা কাত্যায়ন, পতঞ্জলি উভয়েই স্বীকার করেছেন।----'অর্থবন্তো বর্ণা ধাতুপ্রাতিপদিকপ্রত্যয়নিপাতানামেক- বর্ণানামর্থদর্শনাত্'।[২৮] ইত্যাদি বার্তিকের দ্বারা একটি বর্ণবিশিষ্ট ধাতু, প্রাতিপদিকের অর্থবত্তা স্বীকৃত হয়েছে। ভাষ্যকার পতঞ্জলিও দেখিয়েছেন—

"ধাতব একবর্ণা অর্থবন্তো দৃশ্যন্তে—এতি, অধ্যেতি, অধীত ইতি।
প্রাতিপদিকান্যেকবর্ণান্যর্থবন্তি-আভ্যাম্, এভিঃ, এষু।

---

২৬. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-৪৪

২৭. মুগ্ধ. ব্যা., পৃ. ২

২৮. ম. ভা., প্রত্যাহারাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, অর্থবত্তাসাধকপ্রথমবার্ত্তিক, পৃ. ১৩১

প্রত্যয়া একবর্ণা অর্থবন্তঃ- ঔপগবঃ, কাপটবঃ।
নিপাতা একবর্ণা অর্থবন্তঃ- অ-অপেহি, ই-ইন্দ্র পশ্য,
উ-উত্তিষ্ঠ, অ-অপক্রাম।"[২৯]

অতএব বর্ণের অর্থবত্তা আছে, একথা প্রমাণসিদ্ধ। কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণ যে বর্ণস্ফোট স্বীকার করেছিলেন, এবিষয়ে তাঁদের রচনাগুলিই প্রমাণ।

খ) পদস্ফোট : বর্ণের অর্থবত্তা থাকলেও, লোকযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত বর্ণসমুদায়ে রচিত পদের অর্থবত্তা অতিসহজেই অনুমিত হয়। মানুষ সর্বদা 'ক'কার থেকে কূপ বা 'য'কার থেকে যূপ অর্থ বোঝে না। কিন্তু 'ক্ ঊ প্ অ'-এই চারটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'কূপ' পদ হতে কূপার্থের প্রতীতি হয়। অনুরূপভাবে যূপার্থের। লোকব্যবহারের নিমিত্ত কেবলমাত্র প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। 'পচতি', 'দেবদত্তঃ' প্রভৃতি পদে প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের কোন স্বতন্ত্র অর্থ নেই। সুতরাং পদের অর্থবত্তা রয়েছে। পদ হল বর্ণসমূহাত্মক এবং স্ফোটস্বরূপ।

গ) বাক্যস্ফোট : শাব্দিকগণ বলে থাকেন, পদের সমষ্টি হল বাক্য। পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ভাবে প্রযুক্ত হলে, তা হতে লোকের ব্যবহারোপযোগী অর্থের বোধ হয় না। আমরা নিজের অভিমত বিষয় অপরকে বোঝানোর জন্য বাক্যের ব্যবহার করে থাকি। আবার অন্যেরাও আমাদিগকে বোঝবার নিমিত্ত বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে লোকব্যবহারের নিমিত্ত একটি পদের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য পদও ঊহ্য থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেমন আছিস্'? শুনে বন্ধুটি উত্তর দিল 'ভালো'। এখানে মনে করা হতে পারে 'ভালো' পদটির দ্বারা দ্বিতীয় বন্ধুটি মনের ভাব প্রকাশ করল। কিন্তু এখানে 'আছি' পদটি ঊহ্য আছে। প্রথম বন্ধুটি 'আছি' পদটিকে ধরে নিয়েই অর্থবোধ করেছেন। অতএব অর্থজ্ঞানের অনুকূল শক্তি বাক্যে থাকায়, বাক্যই স্ফোট।

ঘ) অখণ্ডপদস্ফোট : পদ অখণ্ড। সুতরাং পদের কোন অবয়ব নেই। বর্ণবাদীগণ যেমন বর্ণের কোন অবয়ব স্বীকার করেন না। অর্থাৎ বর্ণ অখণ্ড ও নিরবয়ব বলেন। তেমনই

২৯. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩১

অখণ্ডপদস্ফোটবাদীগণ পদকে অখণ্ড বলে স্বীকার করেন। পদে অনেক সময় বর্ণের বিকার হলেও অর্থের বিকার ঘটে না। যেমন—'তিষ্ঠতি', 'তিষ্ঠতঃ', 'তিষ্ঠন্তি' প্রভৃতি পদের ক্ষেত্রে বর্ণবিকার স্পষ্ট হলেও অর্থবোধে কোন হানি ঘটে না। তাছাড়া সমাসের ক্ষেত্রে একাধিক পদ মিলিয়ে যখন সমস্তপদ গঠিত হয়। যেমন—'রাজপুরুষ' এই সমস্ত পদের উচ্চারণকালে সমাসঘটক 'রাজন্' ও 'পুরুষ' পদ দুটি পৃথকভাবে উচ্চারিত হয় না, একত্রে উচ্চারিত হয়। অখণ্ডপদের অর্থ প্রকাশিকা শক্তি বিদ্যমান এবং অখণ্ডপদ হতে অর্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে শাব্দিকগণ অখণ্ডপদস্ফোট স্বীকার করেন।

(ঙ) অখণ্ডবাক্যস্ফোট : পদের যেমন কোন অবয়ব নেই, বাক্যেরও তেমনই কোন অবয়ব নেই। পদের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। অখণ্ডবাক্যের কিন্তু অর্থপ্রকাশের অনুকূল শক্তি ও পারমার্থিক সত্তা বিদ্যমান। ব্যবহারের সুবিধা ও প্রক্রিয়া নির্বাহের নিমিত্ত বাক্যে পদের অস্তিত্ব এবং পদে বর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। একই আলোক যেমন দৃশ্যবস্তু ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়,[৩০] তেমনি ব্যাকরণশাস্ত্রে একটি নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য আকাঙ্ক্ষাযুক্ত ও বর্ণের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।[৩১] অতএব অখণ্ডবাক্যই অর্থবোধের বাচক হওয়ায় অখণ্ডবাক্যই স্ফোট।

চ) বর্ণজাতিস্ফোট: বর্ণ অসংখ্য হওয়ায় প্রতিটি বর্ণে আলাদাভাবে অর্থবোধকত্ব স্বীকার করতে গৌরব হয়। যেমন 'দাশরথি' প্রভৃতি শব্দে 'ই' (ইঞ্)-কার অপত্যার্থবোধক জানা যায়। কিন্তু ই-কারাদি ব্যক্তিসমূহে পৃথক্ পৃথক্ শক্তি কল্পনা করলে, ই-কারাদি ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় কল্পনার গৌরব ও অব্যবস্থা হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই আচার্যগণ বর্ণজাতিস্ফোট স্বীকার করেছেন। কারণ ব্যক্তি অসংখ্য হলেও জাতি বা আকৃতির দ্বারা সেগুলি অনুগত হয় বলে, অব্যবস্থা আর থাকে না। অ-বর্ণ বা ই-বর্ণ ব্যক্তিভেদে অসংখ্য হলেও 'অত্ব' বা 'ইত্ব' জাতি যথাক্রমে সমস্ত অ-বর্ণে বা ই-বর্ণে থেকে সমস্ত অ-বর্ণ বা ই-বর্ণকে অনুগত করে। ইহাই বর্ণজাতি স্ফোট। আচার্য্য

---

৩০. "যথৈক এব সর্বার্থপ্রকাশঃ প্রবিভজ্যতে।
দৃশ্যভেদানুকারেণ বাক্যার্থানুগমস্তথা।।" বাক্য.-২। ৭

৩১. "তথৈবৈকস্য বাক্যস্য নিরাকাঙ্ক্ষস্য সর্বতঃ।
শব্দান্তরৈঃ সমাখ্যানং সাকাঙ্ক্ষৈবনুগম্যতে।।" বাক্য.-২। ৯

কাত্যায়ন বর্ণজাতিস্ফোট স্বীকার করেন।[৩২] বর্ণজাতিস্ফোটের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও প্রত্যয়কে অনেক দার্শনিক বর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে প্রকৃতি ও প্রত্যয় অর্থের বাচক নয়, কিন্তু প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতি অর্থের বাচক। অতএব প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত জাতি বর্ণস্ফোটরূপে বিবেচিত।

ছ) পদজাতিস্ফোট: পদ হল প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের সমষ্টি। প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে যেসমস্ত পৃথক পৃথক জাতি রয়েছে, সেগুলি অর্থের বাচক নয় বা সেগুলিতে অর্থপ্রকাশের অনুকূল শক্তি নেই। প্রকৃতি ও প্রত্যয় দ্বারা গঠিত যে পদ, সেই পদে যে জাতি থাকে, তা অর্থের বাচক। অতএব পদগতজাতি পদজাতিস্ফোটরূপে বিবেচ্য।

জ) বাক্যজাতিস্ফোট: শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হলেও দেখা যায় মানুষের বাগ্‌ব্যাপার শব্দের দ্বারা সম্পন্ন হয় না, তা বাক্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নিজের মনের অভিপ্রায় অন্যের কাছে প্রকাশ করা হয় বাক্যের মাধ্যমে। আবার অর্থপ্রকাশের অনুকূল শক্তি বাক্যে থাকে না। সমান অর্থবিশিষ্ট বিভিন্ন বাক্যে যে জাতি থাকে, তার দ্বারা অর্থের প্রকাশ হয়। অতএব বাক্যজাতিই অর্থবোধের বাচক এবং এটি স্ফোটরূপে বিবেচ্য।

শব্দাদ্বৈতবাদী বৈয়াকরণগণের মুখ্য আচার্য ভর্তৃহরি আট প্রকার স্ফোটের মধ্যে অখণ্ড বাক্যস্ফোটকেই মুখ্য বলে অভিহিত করেছেন। জাতিস্ফোটকেই তিনি স্বীকার করেননি। তবে কোন কোন সম্প্রদায় যে প্রাচীনকালে জাতিস্ফোট স্বীকার করতেন, তা বাক্যপদীয় হতে জানা যায়।

"অনেকব্যক্ত্যভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ স্ফোট ইতি স্মৃতা।
কৈশ্চিদ্ ব্যক্তয় এবাস্যা ধ্বনিত্বেন প্রকল্পিতাঃ।।"[৩৩]

অর্থাৎ সমানাকার অনেক গোব্যক্তি যেমন গোত্ব প্রভৃতি জাতি দ্বারা অভিব্যক্ত, তেমনই সমানাকার অনেক শব্দের বাচক সেই শব্দনিষ্ঠ জাতি। স্ফোটের অভিব্যক্তির কারণ হল ধ্বনি। বৈয়াকরণাচার্য বোপদেব যে এই জাতিস্ফোট স্বীকার করেছিলেন, তা 'শব্দকৌস্তুভে'র পস্পশাহ্নিক অংশ এবং

---

৩২. 'আকৃতিগ্রহণাত্ সিদ্ধম্।' —প্রত্যাহারসূত্র ১, বার্ত্তিক।

৩৩. বাক্য., ১। ৯৩

'বৈয়াকরণভূষণসার'গ্রন্থের স্ফোটনির্ণয়ের ৭১ নং কারিকা থেকে জানা যায়—

"শক্যত্ব ইব শক্তত্বে জাতের্লাঘবমীক্ষ্যতাম্।
ঔপাধিকো বা ভেদোঽস্তু বর্ণানাং তারমন্দবত্।।"[৩৪]

আবার আচার্য ভর্তৃহরি যে অখণ্ডবাক্যস্ফোটকেই স্বীকার করতেন, তা বাক্যপদীয় হতে জানা যায়।—

"পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ন চ।
বাক্যাত্পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন।"[৩৫]

অর্থাৎ পদে যেমন বর্ণের অস্তিত্ব নেই, বর্ণেও অবয়বের অবস্থান নেই। (এবং) বাক্য হতে পদসমূহের অত্যন্ত ভেদও সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে বাক্য বলতে অখণ্ডবাক্যকেই বুঝতে হবে। আচার্যগণ অখণ্ড বাক্যস্ফোটকেই পারমার্থিক বলে স্বীকার করেছেন। স্ফোটস্বরূপ শব্দের প্রসঙ্গে চারপ্রকার বাক্ নাগেশাচার্য স্বীকার করেন। যথা- পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। মহাভাষ্যেও শব্দের এই চার প্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে।—

"চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।।"[৩৬]

ভর্তৃহরির মতে, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে স্ফোট প্রকাশিত হয়, তা বৈখরী নামে অভিহিত হয়। বৈখরী বাক্-এর পূর্বে বক্তার হৃদয়ে যে স্ফোটের অভিব্যক্তি হয়, যা অর্থবিশেষের ব্যঞ্জক, তা মধ্যমা সংজ্ঞায় অভিহিত। মধ্যমা বাক্ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, বুদ্ধিগ্রাহ্য। আর যে বাক্ লোকব্যবহারের অতীত ও পারমার্থিক সত্, তা পশ্যন্তী বাক্ নামে খ্যাত। ভর্তৃহরি পরা বাক্ স্বীকার না করলেও, অপরাপর বৈয়াকরণাচার্যগণ পরা বাক্ স্বীকার করেন।

নিম্নে বাক্চতুষ্টয় সংক্ষেপে আলোচিত হল :

---

৩৪. শ. কৌ., স্ফোটনিরূপম্, পৃ. ৭/ বৈয়া. ভু., স্ফোটনির্ণয়ঃ, পৃ. ২৫০

৩৫. বাক্য., ১। ৭৩

৩৬. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, পৃ. ৪২

ক) পরা বাক্ : শব্দের মূলীভূত উপাদান হল পরাবাক্ তত্ত্ব। পরা বাক্ শব্দব্রহ্মস্বরূপা। পরা বাক্ সূক্ষ্ম, জ্যোতিস্বরূপা, শব্দার্থের সম্পর্করহিত, ক্রিয়াবিহীন ও বিন্দুরূপ। নাগেশাচার্য পরা বাক্‌কে ব্রহ্মতুল্য, বাক্য ও মনের অগোচরীভূত বলে উল্লেখ করেন। পরা বাক্-এর অবস্থান মূলচক্রে। এটি যোগিগণের নির্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে।

খ)পশ্যন্তী বাক্ : নাভিপর্যন্ত আগত বায়ুর দ্বারা অভিব্যক্ত বাক্ হল পশ্যন্তী। পশ্যন্তী বাক্ শ্রবণাদির অগোচর, কিন্তু মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'তদেব নাভিপর্যন্তমাগচ্ছতা তেন বায়ুনাঽভিব্যক্তং মনোবিষয়ঃ পশ্যন্তীত্যুচ্যতে।'[৩৭] পশ্যন্তী বাক্‌কেও লোকব্যবহারের অতীত ও পারমার্থিক সৎ ধরা হয়। লঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে পরা ও পশ্যন্তী বাক্ সম্পর্কে বলা হয়েছে-'এতদ্ দ্বয়ং সূক্ষ্মতরমীশ্বরাধিদৈবং যোগিনাং সমাধৌ নির্বিকল্পকসবিকল্পকজ্ঞানবিষয় ইত্যুচ্যতে।'[৩৮] অর্থাৎ এই দুটি বাক্ সূক্ষ্মতর, ঈশ্বরস্বরূপ। যোগিগণের সমাধিতে যথাক্রমে নির্বিকল্প ও সবিকল্প জ্ঞানের বিষয় হয়। পশ্যন্তী বাক্‌কেই ভর্তৃহরি পরা বাক্ বুঝিয়েছেন। পশ্যন্তী বাক্‌ই অনাদি, অনন্ত, চৈতন্যস্বরূপ, সর্ববিকারবর্জিত পরমব্রহ্ম। তাই তিনি পরা বাক্ স্বীকারে কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি।

গ)মধ্যমা বাক্ : নাভিস্থিত পশ্যন্তী বাক্ যখন প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে চালিত হয়ে হৃদয়ে অবস্থান করে, তার দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মধ্যমা বাক্। মধ্যমা বাক্ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, কিন্তু মন ও বুদ্ধিগ্রাহ্য। শব্দোচ্চারণের পূর্বে মধ্যমা বাকের সাহায্যে মৈত্রী, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অনুমান হয়। মধ্যমা বাক্ অর্থবাচক স্ফোটাত্মক শব্দের ব্যঞ্জক। পরা ও পশ্যন্তী বাক্ সূক্ষ্মতম, কিন্তু অপরের শ্রবণগোচর না হওয়ায় মধ্যমাবাক্ সূক্ষ্মতর।

ঘ) বৈখরী বাক্ : বাক্‌তত্ত্বের স্থূলরূপ হল বৈখরী বাক্। কণ্ঠ হতে মুখনিঃসৃত শব্দ যখন অন্যের (অপরের) শ্রবণের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন তা বৈখরী সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। যার উল্লেখ বাক্যপদীয়ে রয়েছে।—

---

৩৭. ল. ম., স্ফোটনিরূপণে শব্দসৃষ্টিপ্রক্রিয়া, পৃ. ১৭৬

৩৮. তদেব

"অন্তঃকরণতত্ত্বস্য বায়ুরাশ্রয়তাং গতঃ।
তদ্ধর্মেণ সমাবিষ্টস্তেজসৈব বিবর্ততে।।"[৩৯]

(অর্থাৎ অন্তঃকরণতত্ত্বের আশ্রয়ভূত বায়ু তার অর্থাৎ মনঃ বা অন্তঃকরণের ধর্মের দ্বারা সমাবিষ্ট হয়ে তেজ বা জঠর অগ্নির সহিত বাহ্য স্থূল শব্দাকারে বিবর্তিত হয়ে থাকে।)

বাক্‌চতুষ্টয়ের পূর্বোল্লিখিত অবস্থান বিষয়ে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—

"পরাবাঙ্‌মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা।।
বৈখর্যা হি কৃতো নাদঃ পরশ্রবণগোচরঃ।
মধ্যময়া কৃতো নাদঃ স্ফোটব্যঞ্জক উচ্যতে।।"[৪০]

ন্যায়মতে, পদ ও পদার্থের সম্বন্ধই বৃত্তি। বৃত্তি দুই প্রকার যথা শক্তি ও লক্ষণা। এই শক্তি আবার ঈশ্বরেচ্ছারূপা। একথা প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেছেন। প্রাভাকর মীমাংসকগণ 'শক্তি' নামে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ এই মত নিরসনের জন্য প্রাচীনগণ ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তি বলে দাবি করেন। অতএব ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি নামে অভিহিত। ঈশ্বরেচ্ছাকে অর্থপ্রতিপাদক শক্তিরূপে স্বীকার করা হলে, যাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁদের পক্ষে ঈশ্বরেচ্ছাকে শক্তিরূপে মানা অসম্ভব। ফলে তাঁদের শব্দবোধও ব্যাহত হবে। 'অদেঙ্ গুণঃ',[৪১] 'বৃদ্ধিরাদৈচ্'[৪২] প্রভৃতি পাণিনীয় সূত্রে গুণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি পদে ঈশ্বরেচ্ছা নেই। তাই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত নব্য নৈয়ায়িকগণ নির্দিষ্ট পদ হতে নির্দিষ্ট অর্থবোধের নিমিত্ত যেকোন আপ্তব্যক্তির ইচ্ছাকেই শক্তিরূপে গ্রহণ করেছেন।

বৈয়াকরণগণ পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধরূপেই অভিহিত করেছেন। যেহেতু শব্দকে আশ্রয় করে বক্তা ভাব প্রকাশ করেন এবং শ্রোতা ভাব গ্রহণ করেন। তাই শাব্দিকগণের

---

৩৯. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-১১৪

৪০. প. ল. ম., পৃ. ৯৫

৪১. পা. সূ.-১। ১। ২

৪২. পা. সূ.-১। ১। ১

প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থক শব্দে। ব্যাকরণদর্শনে 'অর্থ' পদে শব্দার্থকে বুঝতে হয়। এই শব্দার্থ বুদ্ধিস্থ। নাগেশাচার্য্য 'লঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন—শক্যার্থ বৌদ্ধসত্তাযুক্ত, বাহ্যসত্তা থাকুক বা না থাকুক। তাঁর মতে, বৌদ্ধপদার্থ স্বীকৃত না হলে—'শশশৃঙ্গং নাস্তি' (শশশৃঙ্গ নেই) অথবা 'অঙ্কুরো জায়তে' (অঙ্কুর উৎপন্ন হচ্ছে) ইত্যাদি বাক্যের শাব্দবোধ সম্ভব হত না। শাব্দিকগণ দেখিয়েছেন, 'শশশৃঙ্গ নেই' এই বাক্যের অর্থ-বুদ্ধিতে সৎ বা সংস্কার রূপে বিদ্যমান শশশৃঙ্গের বাহ্যসত্তায় অভাব রয়েছে। অনুরূপভাবে 'অঙ্কুরো জায়তে' বাক্যটির অর্থ বুদ্ধিতে সংস্কাররূপে বিদ্যমান অঙ্কুরের প্রকাশ ঘটেছে। অতএব বৈয়াকরণদৃষ্টিতে বাহ্য ঘট প্রভৃতি ঘটাদি পদের অর্থ নয়, কিন্তু বুদ্ধিস্থিত ঘট প্রভৃতি ঘটাদি পদের অর্থ।

অর্থপ্রসঙ্গে আচার্য্য ভর্তৃহরি বলেছেন— শব্দশ্রবণের পর যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাই সেই শব্দটির অর্থ।

"যস্মিংস্ত্বুচ্চরিতে শব্দে যদা যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
তমাহুরর্থং তস্যৈব নান্যদর্থস্য লক্ষণম্।।"[৪৩]

সহৃদয়গণ শব্দের এরূপ অর্থ সাদরে গ্রহণ করেন। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অর্থতত্ত্বের দুইটি বিভাগ। যথা- শব্দার্থ ও বস্তুর্থ। ব্যাকরণদর্শনে অর্থপদের দ্বারা শব্দার্থই জ্ঞাপিত হয়েছে। এই শব্দার্থ বুদ্ধিস্থ বা বৌদ্ধশব্দার্থ। অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা পরিকল্পিত অর্থকে গ্রহণ করে শব্দের ব্যবহার হয়। মামীংসক কুমারিল ভট্টের মতে, যে শব্দের সঙ্গে যে অর্থ বাচ্যরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তা সেই শব্দের অর্থ।—

"তত্র যোঽন্বেতি যং শব্দমর্থস্তস্য ভবেদসৌ।
অন্যথানুপপত্ত্যা হি শক্তিস্তত্রাবতিষ্ঠতে।।"[৪৪]

আচার্য ভর্তৃহরিকৃত ব্যবহারিক অর্থলক্ষণও জয়ন্ত ভট্টের 'ন্যায়মঞ্জরী'তে উল্লেখ রয়েছে— 'যে শব্দের দ্বারা যে অর্থ শ্রোতার প্রতীত হয়, তা সেই শব্দটির অর্থ।'

"অয়মস্য পদস্যার্থ ইতি কেচিত্ স তেন বা।
যোঽর্থঃ প্রতীয়তে যস্মাত্ স তস্যার্থ ইতি স্মৃতঃ।।"[৪৫]

---

৪৩. বাক্য., প্রকীর্ণকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ড, কারিকা-২৯

৪৪. শ্লো. বা., বাক্যাধিকরণ, কারিকা-১৬০

৪৫. ন্যা. ম., প্রমাণপ্রকরণ, পঞ্চমাহ্নিক, পৃ. ২৯৯

অর্থজ্ঞানের কারণতা প্রসঙ্গে ভর্তৃহরির অভিমত, শ্রোতার অর্থজ্ঞানের প্রতি বক্তার উচ্চারিত শব্দই কারণ। শব্দ ব্যাপারের মাধ্যমে বক্তার বুদ্ধিরূপ অর্থ শ্রোতার বুদ্ধ্যর্থরূপে ভাসমান হয়।

"শব্দঃ কারণমর্থস্য স হি তেনোপজন্যতে।
তথা চ বুদ্ধিবিষয়াদর্থাচ্ছব্দঃ প্রতীয়তে।।"[৪৬]

নৈয়ায়িক মতে, শব্দ অনিত্য এবং সেই শব্দ হল আকাশের গুণ। তাঁরা আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন—এই পাঁচটি দ্রব্য ও পৃথিব্যাদি চারটি দ্রব্যের পরমাণুকে নিত্য বলে স্বীকার করেন। কিন্তু শব্দ অনিত্য। শব্দ হল আপ্তের উপদেশ। এখানে শব্দ বলতে বাচক শব্দকে বুঝতে হবে। আপ্ত হল বিশিষ্ট বক্তা। নৈয়ায়িক মতে শব্দ দুই প্রকার—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গঁ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র হতে উদ্ভূত শব্দই ধ্বনি। বাগ্‌যন্ত্র থেকে উদ্ভূত ধ্বনি হল বর্ণ, যা অর্থের প্রকাশক। মীমাংসকগণ বর্ণের নিত্যতা স্বীকার করেন। তাঁরা শব্দের বাচ্যার্থকেই জাতি বলেন। সেই জাতিও নিত্য। মীমাংসকগণ জাতিকে আকৃতিরূপে স্বীকার করেছেন। মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকের 'আকৃতিবাদ' অংশে কুমারিল ভট্টপাদের এবিষয়ে উক্তি— 'জাতিমেবাকৃতিং প্রাহুর্ব্যক্তিরাক্রিয়তে যয়া।'[৪৭]

ন্যায়মতে, জাত্যবচ্ছিন্ন ব্যক্তিই শব্দার্থ। কিন্তু বৈয়াকরণ মতে, শব্দার্থ হল— প্রাতিপদিকার্থ। যা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। যথা- জাতি, ব্যক্তি, লিঙ্গ, সংখ্যা ও কারক। ন্যায়মতে, জ্ঞান বা প্রতীতির বিষয় হল পদার্থ। পদের দ্বারা যাকে বোঝানো হয়, তা হল পদার্থ। জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব পদার্থের লক্ষণ। নৈয়ায়িক হলেন বাহ্যার্থবাদী। কিন্তু বৈয়াকরণমতে শব্দার্থ হল বৌদ্ধ বা বুদ্ধিস্থ।*

বৈয়াকরণগণ শব্দব্রহ্মবাদী। শব্দব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে আচার্য ভর্তৃহরি বাক্যপদীয়ে বলেছেন— "অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।"[৪৮]

---

* প্রাচীন ও নবীনভেদে দুটি বৈয়াকরণ সম্প্রদায় লক্ষ্য করা যায়। নাগেশ ভট্টের পূর্ববর্তী বৈয়াকরণগণ হলেন প্রাচীন এবং নাগেশ ভট্টের পরবর্তী বৈয়াকরণগণ নবীন সম্প্রদায়ভুক্ত।

---

৪৬. বাক্য.-৩। ৩। ৩২

৪৭. মী. শ্লো. বা., পৃ. ৫৪০

৪৮. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-১

ভর্তৃহরিনির্দিষ্ট শব্দব্রহ্ম শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল শব্দ নয়, কিন্তু স্ফোটাত্মক নিত্য শব্দ। বিবর্ত্তের লক্ষণপ্রসঙ্গে সদানন্দযোগীন্দ্র-'বেদান্তসার' গ্রন্থে বলেছেন—'অতত্ত্বতো ঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ'।[৪৯] বাস্তবিকই বস্তুর অন্যরূপের অভাব থাকা সত্ত্বেও যখন অন্যরূপের প্রকাশ ঘটে, তখন সেই অন্যরূপে প্রকাশ হওয়াকেই বিবর্ত্ত বলা হয়। 'বিবর্ত্ত' বিষয়ে বেদান্তসার গ্রন্থের 'সুবোধিনী' টীকায় বলা হয়েছে- "বিবর্ত্তভাবস্তু বস্তুনঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যাপ্রতীতিঃ, যথা—রজ্জুঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতিভাসতে। অত্র বেদান্তে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভানস্য পরিণামভাবঃ ন অঙ্গীক্রিয়তে, দুগ্ধাদিবৎ ব্রহ্মণঃ (অপি) বিকারিত্বপ্রসঙ্গাত্ অনিত্যত্বাদিদোষাপত্তেঃ। বিবর্ত্তভাবাঙ্গীকারে তু নায়ং দোষঃ, ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভান মিথ্যাত্বেন বিকারিত্বাভাত্।"[৫০]

বৈয়াকরণদৃষ্টিতে ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ এবং তা শব্দাত্মকও বটে। যা হতে প্রক্রিয়ারূপে মিথ্যাভূত জগতের উৎপত্তি বা বিবর্ত্ত ঘটে। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপে যেভাবে অভিহিত করেছেন, তেমনই আচার্য ভর্তৃহরি অর্থরূপে প্রতীয়মান জগৎকে শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুতঃ একই শব্দাত্মক ব্রহ্ম অবিদ্যাবশতঃ এবং শক্তির ভেদবশতঃ ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এবিষয়ে ভর্তৃহরির অভিমত—

"একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াত্।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ত্ততে।।"[৫১]

যদিও শব্দব্রহ্ম তদাশ্রিত শক্তিসমূহ হতে ভিন্ন নয়, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ তা ভিন্ন বলে প্রতীত হয়। একই আত্মা অবিদ্যাবশতঃ ভিন্নদেশে যেমন বাঙালী, মারাঠী, গুজরাঠী, নেপালী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়, তেমনই একই শব্দব্রহ্ম অবিদ্যাবশতঃ ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি রূপে প্রতীত হয়।

ন্যায়মতে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে অবস্থিত সম্বন্ধ অনিত্য। শব্দ ও অর্থের মধ্যে অবস্থিত শাব্দবোধের অনুকূল সম্বন্ধ হল বৃত্তি। বৃত্তি শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় হল, □বৃ □ ক্তিন্। যার অর্থ

৪৯. বেদান্ত., পৃ. ১৩৬

৫০. তদেব

৫১. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-২

থাকা বা অবস্থান করা। মহাভাষ্যে যে বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে—'অথ যে বৃত্তিং বর্তয়ন্তি'।[৫২] নৈয়ায়িক দৃষ্টিতে ব্যাপার, সন্নিকর্ষ, প্রবৃত্তি, পদ ও পদার্থের সম্বন্ধ, চিত্তের পরিণাম প্রভৃতি অর্থে 'বৃত্তি' শব্দের ব্যবহার হয়। তবে আলোচ্য স্থলে 'বৃত্তি' শব্দের দ্বারা আমরা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধকেই বুঝবো। আবার 'বৃত্তি' বিষয়ে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে—'পরার্থাভিধানং বৃত্তিরিত্যাহুঃ।'[৫৩] ভাষ্যবচনটিতে 'পর' শব্দের অর্থ সমস্যমান পদ ভিন্ন। অতএব সমস্যমান পদ বহির্ভূত ভিন্নার্থের জ্ঞাপক হল বৃত্তি। এই মতের সমর্থনে 'তত্ত্ববোধিনী' টীকায় বলা হয়েছে---- "প্রত্যয়ান্তর্ভাবেণাপরপদার্থান্তর্ভাবেন বা যো বিশিষ্টো২র্থঃ স পরার্থঃ। স চাভিধীয়তে যেন তত্পরার্থাভিধানম্।"[৫৪]

যেমন, জগত্= □গম্ + ক্বিপ্। এখানে গম্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ের অন্তর্ভাব বশতঃ গম্ ধাতুর অর্থ পরিত্যক্ত হয়ে জগত্ এই ভিন্নার্থ জ্ঞাপিত হল। অতএব 'জগত্' বৃত্তির উদাহরণ। সিদ্ধান্তকৌমুদীর 'বালমনোরমা' টীকায় বৃত্তিবিষয়ে বলা হয়েছে—'বিগ্রহবাক্যাবয়বপদার্থেভ্যঃ পরঃ অন্যঃ যো২য়ং বিশিষ্টৈকার্থঃ তত্ প্রতিপাদিকা বৃত্তিরিত্যর্থঃ।'[৫৫] মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' টীকায় কৈয়টাচার্যও বৃত্তি বিষয়ে বলেছেন—"পরস্য শব্দস্য যো২র্থস্তস্যাভিধানং শব্দান্তরেণ যত্র সা বৃত্তিরিত্যর্থঃ। যথা 'রাজপুরুষঃ' ইত্যত্র রাজশব্দেন বাক্যবস্থায়ামনুক্তঃ পুরুষার্থো২ভিধীয়তে।"[৫৬] শাব্দবোধের প্রতি বৃত্তিজ্ঞান আবশ্যক প্রয়োজন। বৃত্তিজ্ঞান ছাড়া শব্দবোধ হয় না।

প্রাচীন বৈয়াকরণগণ বৃত্তির পাঁচটি ভেদ স্বীকার করেন। এবিষয়ে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে বলা হয়েছে—'কৃত্তদ্ধিতসমাসৈকশেষসনাদ্যন্তধাতুরূপাঃ পঞ্চ বৃত্তয়ঃ।'[৫৭] অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ ও সনাদ্যন্ত ধাতুরূপ এই পাঁচ প্রকার বৃত্তি।

নিম্নে পাঁচ প্রকার বৃত্তি সংক্ষেপে আলোচিত হল :

ক) কৃদ্বৃত্তি : ধাতুর সহিত কৃৎ প্রত্যয়ের সংযোগবশতঃ যে বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপিত হয়, তা

---

৫২. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৮

৫৩. তদেব

৫৪. সি. কৌ., তত্ত্ববোধিনী, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২১৫

৫৫. সি. কৌ., বালমনোরমা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ঐ

৫৬. ম. ভা., প্রদীপ টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৮

৫৭. সি. কৌ., দীক্ষিতবৃত্তি, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২১৫

কৃদ্বৃত্তির উদাহরণ। যথা— 'জগত্'। 'জগত্' এই প্রাতিপদিকটির প্রকৃতি-প্রত্যয় হল- √গম্ + ক্বিপ্। 'গম্' ধাতুর অর্থ এবং 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ের অর্থ পৃথকভাবে গৃহীত না হয়ে ভিন্নার্থে প্রযুক্ত হয়ে 'জগত্' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অতএব 'জগত্' শব্দটি কৃদ্বৃত্তির উদাহরণ।

খ) তদ্ধিত বৃত্তি : প্রাতিপদিকের সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয়ের যোগবশতঃ নিষ্পন্ন শব্দে যে বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপিত হয়, তা হল তদ্ধিত বৃত্তি। যথা—'দাশরথিঃ'। দাশরথস্য অপত্যং পুমান্-এই অর্থে দশরথ শব্দের উত্তর অপত্যর্থে 'ইঞ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'দাশরথিঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ, দশরথের পুত্র। 'দাশরথিঃ' শব্দে 'দশরথ' ও 'ইঞ্' প্রত্যয়ের ভিন্নার্থ জ্ঞাপিত হয়। অতএব 'দাশরথিঃ' তদ্ধিত বৃত্তির উদাহরণ।

গ) সমাস বৃত্তি : সমাস বৃত্তির উদাহরণ- 'বীণাপাণিঃ'। সমাসটির বিগ্রহবাক্য— 'বীণা পাণৌ যস্যাঃ সা'। কিন্তু বিগ্রহবাক্যস্থিত পদগুলির অর্থ গৃহীত না হয়ে, 'বীণাপাণিঃ' অর্থাৎ সরস্বতী এই ভিন্নার্থের গ্রহণ হয়েছে। অতএব 'বীণাপাণিঃ' সমাস বৃত্তির উদাহরণ।

ঘ) সনাদ্যন্ত ধাতু : সন্নন্ত, যঙন্ত, নামধাতু প্রভৃতি ধাতুর ক্ষেত্রে প্রত্যয়াদির সংযোগবশতঃ বিশিষ্টার্থ জ্ঞাপিত হয়। সন্নন্ত বৃত্তির উদাহরণ- 'পিপাসতি'। 'পিপাসতি' ক্রিয়াপদের ব্যুৎপত্তি হল— √পা-সন্ + লট্ তি। পা ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থক 'সন্' প্রত্যয়ের যোগে বর্তমান কালে প্রথম পুরুষ একবচনে ভিন্নার্থক 'পিপাসতি' পদটি নিষ্পন্ন হয়।

যঙন্ত বৃত্তির উদাহরণ - 'জঙ্গম্যতে', 'পাপঠ্যতে' ইত্যাদি। পদদুটির বিগ্রহবাক্য 'কুটিলং গচ্ছতি', 'পুনঃ পুনঃ পঠতি'। কুটিল ভাবে গমন করতে গম্ ধাতুর উত্তর 'যঙ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগবশতঃ প্রথম পুরুষ একবচনে ভিন্নার্থক 'জঙ্গম্যতে' পদটি নিষ্পন্ন হয়। অনুরূপভাবে বার বার পড়ছে, এই অর্থে পঠ্ ধাতুর উত্তর যঙ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগবশতঃ প্রথম পুরুষ একবচনে ভিন্নার্থক 'পাপঠ্যতে' ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়। অতএব আলোচ্য উদাহরণে 'জঙ্গম্যতে' ও 'পাপঠ্যতে' যঙন্ত বৃত্তির উদাহরণ।

নামধাতুরূপ বৃত্তির উদাহরণ—'পুত্রীয়তি' নামধাতুটির বিগ্রহবাক্য হল—'আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি'। নিজের পুত্রকামনা করে এই অর্থে পুত্র শব্দের উত্তর 'ক্যচ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগবশতঃ

'পুত্রীয়তি' নামক ভিন্নার্থদ্যোতক নামধাতুটি নিষ্পন্ন হয়। অতএব 'পুত্রীয়তি' নামধাতুরূপ বৃত্তির উদাহরণ।

ঙ) একশেষ বৃত্তি : একাধিক পদের মিলনবশতঃ নূতন অর্থ বিশিষ্ট যে একপদ পাওয়া যায়, তা হল একশেষ বৃত্তি। যথা—'পিতরৌ'। 'পিতরৌ' পদটির বিগ্রহবাক্য হল 'পিতা চ মাতা চ'। পিতা ও মাতার মধ্যে একটিমাত্র অবশিষ্ট থেকে উভয়ার্থদ্যোতক 'পিতরৌ' পদটি উৎপন্ন হল। অতএব 'পিতরৌ' পদটি একশেষ বৃত্তির উদাহরণ।

নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণার অন্যতর সম্বন্ধকেই বৃত্তি বলেছেন—'বৃত্তিশ্চ শক্তি-লক্ষণান্যতর-সম্বন্ধঃ।'[৫৮] শক্তি ও লক্ষণা ব্যতিরিক্ত তৃতীয় কোন বৃত্তি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেননি। শক্তি নামক বৃত্তিটির নামান্তর সংকেত; অভিধা। আলঙ্কারিকগণ ব্যঞ্জনা নামক যে তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করেন, ন্যায়মতে অনুমানের দ্বারা ব্যঞ্জনাবৃত্তিলব্ধ অর্থ লাভ করা যায়। অতএব ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বৈয়াকরণ মতে শব্দার্থের সম্বন্ধই বৃত্তি। তাঁদের মতে বৃত্তি তিন প্রকার। যথা - শক্তি, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। যদিও নাগেশাচার্য লক্ষণা বৃত্তি খণ্ডন করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে দুইটি বৃত্তি স্বীকৃত নয় বলে, বৃত্তির তিনটি ভেদ স্বীকার করা হয়েছে।

নিম্নে বৃত্তিত্রয় সংক্ষেপে আলোচিত হল :

শক্তি ঃ প্রাতিপদিকার্থের সংখ্যা বিষয়ে ভারতীয় আচার্যগণ নানা মত পোষণ করে থাকেন। কেউ কেউ বলে প্রাতিপদিকার্থ একটি। কেউ বা দুইটি। আবার কেউ কেউ তিনটি, চারটি, পাঁচটি প্রাতিপদিকার্থ স্বীকার করেন। জাতিবাদিগণ জাতিকেই প্রাতিপদিকার্থ বলে স্বীকার করেন। আবার ব্যক্তিবাদিগণ ব্যক্তিকেই প্রাতিপদিকার্থ বলে স্বীকার করেন। এঁদের মতে প্রাতিপদিকার্থ একটি। আবার কেউ কেউ জাতি ও ব্যক্তিকেই প্রাতিপদিকার্থ বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা জাতি ও ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকার করেছেন। 'এই শব্দ হতে এই অর্থ বুঝবে' এরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই প্রাচীন মতে শক্তি। আর নব্যমতে ইচ্ছামাত্রই শক্তি। কাজেই পদ শক্তিবিশিষ্ট হওয়ায়, শক্তপদই বাচক।

---

৫৮. ভা. প., শক্তিপরীক্ষা, পৃ. ৪১৩

কিন্তু বৈয়াকরণমতে শক্তি হল বাক্য-বাচকভাবরূপ। শক্তি ও সম্বন্ধ পরস্পর ভিন্ন। আচার্য নাগেশের মতে, বাচ্য-বাচক ভাবরূপ শক্তি সম্বন্ধ হতে ভিন্ন সম্বন্ধান্তরবিশেষ। আর সম্বন্ধ হল শক্তির গ্রাহক ইতরেতরাধ্যাসমূলক তাদাত্ম্য। এবিষয়ে লঘুমঞ্জুষাগ্রন্থে বলা হয়েছে—"তস্মাত্ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধান্তরমেব শক্তিঃ বাচ্যবাচকভাবপর্যায়া। তদ্গ্রাহকঞ্চেতরেতরাধ্যাসমূলকং তাদাত্ম্যম্।"[৫৯] এভাবে নৈয়ায়িক স্বীকৃত ইচ্ছাই শক্তি, এই মত খণ্ডিত হয়। শাব্দিকগণ শব্দ ও অর্থের বাস্তব তাদাত্ম্য স্বীকার করেননি। কিন্তু অর্থরূপে শব্দের বিবর্তন বা পরিবর্তনকে তাদাত্ম্য বলেছেন। যদিও শব্দ ও অর্থের ভেদ রয়েছে। তথাপি উভয়ের মধ্যে কাল্পনিক অভেদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত শব্দার্থের তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয়েছে। লঘুমঞ্জুষাগ্রন্থে তাদাত্ম্যের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'তাদাত্ম্যঞ্চ তদ্ভিন্নত্বে সতি তদভেদেন প্রতীয়মানত্বম্।'[৬০] শব্দার্থের ব্যবহার আরোপিত তাদাত্ম্য। যেহেতু 'শব্দ বল' এর উত্তর ঘট। 'এর অর্থ বল' এর উত্তর কলস। অতএব শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রকাশ হয় শব্দের দ্বারা। সেজন্য শব্দ ও অর্থের মধ্যে আরোপিত তাদাত্ম্য স্বীকার করা হয়। শাব্দিকগণ শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধের ব্যবহারিক প্রবাহ নিত্যতা স্বীকার করেছেন। শব্দার্থ সম্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশের কাল বিষয়ে সাধারণ মানুষের জ্ঞানের অভাব হেতু, শব্দার্থ সম্বন্ধের ব্যবহারিক নিত্যতা বৈয়াকরণগণ স্বীকার করেছেন। নব্য নৈয়ায়িকগণ ইচ্ছামাত্রকেই শক্তি বলেন। প্রত্যুত্তরে শাব্দিকগণ বলেছেন, ইচ্ছার অধিকরণ আত্মা। আত্মা দ্বিবিধ। যথা— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ইচ্ছা একপ্রকার গুণবিশেষ। তার অধিকরণ আত্মা। কিন্তু জীবাত্মার শক্তি নেই। তা বাচ্য-বাচকভাবরূপ। এভাবে নৈয়ায়িক স্বীকৃত শক্তি, শাব্দিকমতে খণ্ডিত হল।

সেই শক্তি তিন প্রকার। যথা-রূঢ়ি, যোগ ও যোগরূঢ়ি। এবিষয়ে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—"সা চ শক্তিস্ত্রিধা। রূঢ়ির্যোগোযোগরূঢ়িশ্চ।"[৬১] **রূঢ়ি**শক্তির লক্ষণপ্রসঙ্গে সেখানে বলা হয়েছে ----''শাস্ত্রকল্পিতাবয়বার্থভানাভাবে সমুদায়ার্থনিরূপিতশক্তী রূঢিঃ, যথা---- মাণিনূপুরাদৌ।"[৬২] অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগরূপ শাস্ত্রপরিকল্পিত অবয়বার্থ দ্বারা শব্দের অর্থ

৫৯. ল. ম., প্রথম ভাগ, পৃ. ২৬

৬০. তদেব, পৃ. ৩৮

৬১. প. ল. ম., পৃ. ৪৮

৬২. তদেব

নির্দিষ্ট না হয়ে যদি সমুদায়ের দ্বারা অর্থ নিরূপিত হয়। এরূপ শক্তি হল রূঢ়ি। যথা—মণি, নূপুর প্রভৃতি। কারণ মণি, নূপুর প্রভৃতি শব্দের অর্থ অবয়বের দ্বারা পাওয়া যায় না। কিন্তু সমুদায়ের দ্বারা অর্থ পর্যবসিত হয়। শব্দার্থের এরূপ শক্তিকে রূঢ়ি বলা হয়। **যোগশক্তি** প্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে আচার্য নাগেশ বলেছেন—'শাস্ত্রকল্পিতাবয়বার্থনিরূপিতা শক্তির্যোগঃ, যথা পাচকাদৌ।'[৬৩] অর্থাৎ শাস্ত্রকল্পিত অবয়বার্থের দ্বারা যেখানে শক্তি কল্পিত হয়, তা হল যোগশক্তি। যথা-পাচক প্রভৃতি। পাচক শব্দটির অবয়বার্থ বিশ্লেষণে 'পাককর্তা' এরূপ জ্ঞান হয়। অতএব যোগশক্তি হল অবয়বার্থ প্রধান। যোগরূঢ়ি শক্তি প্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জুষাতে বলা হয়েছে--- 'শাস্ত্রকল্পিতাবয়বার্থান্বিতবিশেষ্যভূতার্থনিরূপিতা শক্তির্যোগরূঢ়ির্যথা পঙ্কজপদে। তত্র পঙ্কজনিকর্তৃপদ্মমিতি বোধঃ।'[৬৪] অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা শাস্ত্রকল্পিত অবয়বার্থের সহিত একটি বিশিষ্টার্থের বোধ হয়, তা যোগরূঢ়ি। যেমন- পঙ্কজ। পঙ্কজ শব্দটির অবয়বার্থ বা যৌগিক অর্থ, যা পঙ্কে জন্মায়। যেখানে পদ্মবহির্ভূত শেওলা প্রভৃতি আরোও কিছু রয়েছে। কিন্তু বিশিষ্টার্থ গ্রহণে পদ্মেরই বোধ হয়। এরূপ শক্তিকে যোগরূঢি বলা হয়। কেউ কেউ এক্ষেত্রে লক্ষণাবৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আচার্য নাগেশ এক্ষেত্রে লক্ষণাবৃত্তিকে অস্বীকার করেছেন। কারণ যেক্ষেত্রে শক্যার্থের অনুপপত্তি হয়, সেক্ষেত্রে লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে শক্যার্থেরই গ্রহণ রয়েছে, যেহেতু পদ্মও পঙ্কে জন্মায়।

লক্ষণা : পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে নাগেশ কর্তৃক লক্ষণার কোন পৃথক লক্ষণ দেওয়া হয়নি। যেহেতু তিনি লক্ষণাবৃত্তি অঙ্গীকার করেননি। তাই গ্রন্থটিতে লক্ষণাবিষয়ে নৈয়ায়িক অভিমত ব্যক্ত করে পরে তা খণ্ডন করা হয়েছে। লক্ষণা বিষয়ে নৈয়ায়িক অভিমত—'স্বশক্যসম্বন্ধো লক্ষণা।'[৬৫] অর্থাৎ শক্যার্থের সহিত অপর অর্থের যে সম্বন্ধ, তাকে লক্ষণা বলা হয়। লক্ষণাবিষয়ে সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

"মুখ্যার্থবোধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়ে প্রয়োজনাদ্ বাসৌ লক্ষণা শক্তিরার্পিতা।।"[৬৬]

---

৬৩. তদেব

৬৪. তদেব

৬৫. প. ল. ম., প্রথম ভাগ, পৃ. ৫৮

৬৬. সা. দ., দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক-৯

অর্থাৎ যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থ প্রতীত হয়, তা লক্ষণাবৃত্তি। লক্ষণাবৃত্তি প্রতিফলিত অর্থ হল লক্ষ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের জ্ঞাপক পদ হল লক্ষ্যক। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' এই বাক্যে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ হল জলপ্রবাহ। 'ঘোষঃ' শব্দের শক্যার্থ ঘোষপল্লী। কিন্তু গঙ্গার জলপ্রবাহে ঘোষপল্লীর বসবাস অসম্ভব হওয়ায়, অন্বয়ের অনুপপত্তি হেতু অর্থবোধ বা শাব্দবোধ সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু লক্ষণা স্বীকারে অন্বয়ের অনুপপত্তি ঘটে না। সেক্ষেত্রে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' বাক্যটির অর্থ 'গঙ্গার তীরে ঘোষপল্লী বাস করে'। 'গঙ্গা' শব্দে জলপ্রবাহরূপ অর্থ হল শক্যার্থ। আর শক্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ জলপ্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত 'তীর' হল লক্ষ্যার্থ। সম্বন্ধ বলতে এক্ষেত্রে সামীপ্যসম্বন্ধকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সামীপ্যসম্বন্ধই লক্ষণা এবং জলপ্রবাহ সমীপস্থ 'তীর'ই গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যার্থ।

লক্ষণা দুই প্রকার। যথা---গৌণী ও শুদ্ধা। গৌণী ও শুদ্ধা লক্ষণার লক্ষণপ্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—"স্বনিরূপিতসাদৃশ্যাধিকরণত্বসম্বন্ধে শক্যসম্বন্ধ্যর্থপ্রতিপাদিকা গৌণী। তদতিরিক্তসম্বন্ধেন শাক্যসম্বন্ধ্যর্থপ্রতিপাদিকা শুদ্ধা।"[৬৭] অর্থাৎ স্বনিরূপিত বা শক্যার্থের দ্বারা নিরূপিত সাদৃশ্যের অধিকরণ হওয়ারূপ যে সম্বন্ধ, তার দ্বারা শক্যসম্বন্ধযুক্ত অর্থ প্রতিপাদিত হয়। সাদৃশ্যাতিরিক্ত সম্বন্ধের দ্বারা শক্যসম্বন্ধযুক্ত অর্থের প্রতিপাদিকা হল শুদ্ধা লক্ষণা। 'গৌর্বাহীকঃ' শব্দোচ্চারণে গরুর জাড্যামন্দাদি গুণের সঙ্গে বাহীকের জাড্যামন্দাদি গুণের প্রতীতি হয়। অতএব এক্ষেত্রে গৌণী লক্ষণার দ্বারা শব্দবোধ হয়। শুদ্ধা লক্ষণার উদাহরণ হল—'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। এস্থলে সাদৃশ্যাতিরিক্ত সামীপ্যসম্বন্ধের দ্বারা শক্যসম্বন্ধযুক্ত অর্থের প্রতীতি হয়। অন্য প্রকারেও লক্ষণার দুই প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যায়। যথা—(ক) অজহৎস্বার্থা ও (খ) জহৎস্বার্থা।

ক) অজহৎস্বার্থা লক্ষণার লক্ষণবিষয়ে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—'স্বার্থসংবলিত-পরার্থাভিধায়িকা২জহত্স্বার্থা।'[৬৮] অর্থাৎ যে লক্ষণায় শক্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয়, তা অজহৎস্বার্থা। 'ছত্রিণো যান্তি', 'কুন্তান্ প্রবেশয়', 'যষ্টীঃ প্রবেশয়', 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাক্রমে ছত্র সহিত সেনা, কুন্তাস্ত্র সহিত পুরুষ, যষ্টি সহিত পুরুষ, কাক সহিত সকল

৬৭. প. ল. ম., পৃ. ৫৮

৬৮. তদেব, পৃ. ৬০

প্রকার উপঘাতকের জ্ঞান হয়। অতএব এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে লক্ষণার আশ্রয় নেওয়া হয়, তা হল অজহৎস্বার্থা।

খ) জহৎস্বার্থা লক্ষণার লক্ষণপ্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—'স্বার্থপরিত্যাগে-নেতরার্থাভিধায়িকাঽন্যা।'[৬৯] অর্থাৎ শক্যার্থ পরিত্যক্ত হয়ে অন্য অর্থ জ্ঞাপিত হয় যে লক্ষণার দ্বারা,তা জহৎস্বার্থা। যথা— 'গৌর্বাহীক'। এক্ষেত্রে গো শব্দের প্রাণীরূপ শক্যার্থ পরিত্যক্ত হয়ে জড়বুদ্ধিরূপ অন্য অর্থ জ্ঞাপিত হয়। অতএব এটি জহৎস্বার্থা লক্ষণার উদাহরণ।

লক্ষণার হেতুও নানাবিধ হয়ে থাকে। পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে লক্ষণার হেতুবিষয়ে বলা হয়েছে—

"তাত্স্থ্যাত্তথৈব তাদ্ধর্ম্যাত্তত্সামীপ্যাত্তথৈব চ।
তত্সাহচর্যাত্তাদর্থ্যাজ্ জ্ঞেয়া বৈ লক্ষণা বুধৈঃ।।"[৭০]

অর্থাৎ তাৎস্থ, তাদ্ধর্ম্য, তৎসামীপ্য, তৎসাহচার্য ও তাদর্থ প্রভৃতি অর্থে পণ্ডিতগণ লক্ষণার প্রয়োগ করে থাকেন।

তাৎস্থ অর্থে লক্ষণার উদাহরণ—'মঞ্চা হসন্তি', 'গ্রামঃ পলায়িতঃ' অর্থাৎ মঞ্চ হাসছে, গ্রাম পালিয়েছে। মঞ্চ হাসছে- এই বাক্য দ্বারা মঞ্চস্থ শিশুকে (ব্যক্তি) বোঝানো হয়। অনুরূপভাবে 'গ্রাম পালিয়েছে'-এই বাক্যের দ্বারা গ্রামস্থ ব্যক্তিকে বোঝানা হয়। 'তাৎস্থ' কথার অর্থ- সেখানে যে আছে।

তাদ্ধর্ম্য অর্থে লক্ষণার উদাহরণ—'সিংহো মাণবকঃ', 'গৌর্বাহীকঃ' ইত্যাদি। 'সিংহো মাণবকঃ' বলতে সিংহের ন্যায় শৌর্যাদি ধর্ম মানবে আছে বোঝায়। 'গৌর্বাহিক' বলতে গরুর ন্যায় জড়বুদ্ধি প্রভৃতি ধর্ম বাহীকে আছে বোঝায়। অতএব এগুলি তাদ্ধর্ম্যের উদাহরণ।

তৎসামীপ্য অর্থে লক্ষণার উদাহরণ— 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী'। 'গঙ্গায় ঘোষপল্লী' বলতে গঙ্গার তীরে (নিকটে) ঘোষপল্লী বিদ্যমান বোঝায়। এটি তৎসামীপ্য লক্ষণা।

---

৬৯. তদেব

৭০. তদেব, পৃ. ৬২

তৎসাহচর্য অর্থে লক্ষণার উদাহরণ— 'যষ্টীঃ প্রবেশয়' অর্থাৎ 'যষ্টিগুলিকে প্রবেশ করাও।' এক্ষেত্রে লক্ষণার দ্বারা যষ্টিধারী ব্যক্তিগুলিকে প্রবেশ করাও এরূপ অর্থ দ্যোতিত হয়।

তাদর্থ্য অর্থে লক্ষণার উদাহরণ— 'ইন্দ্রার্থা স্থূণা ইন্দ্রঃ'। অর্থাৎ ইন্দ্রের নিমিত্ত কাষ্ঠখণ্ড। ইন্দ্রের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় যে কাষ্ঠখণ্ড, তা ইন্দ্রপদবাচ্য। অতএব এটি তাদার্থ্যে লক্ষণার উদাহরণ।

অন্বয়ের অনুপপত্তির প্রতিসন্ধানকে কেউ কেউ লক্ষণার বীজ বলেছেন। প্রাচীনগণ অন্বয়ের অনুপপত্তির সন্ধানের নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বা নব্যবৈয়াকরণগণ তাৎপর্যের অনুপপত্তির প্রতিসন্ধানকে লক্ষণার বীজ বলেন। নব্যনৈয়ায়িকগণও এই মত পোষণ করেন। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বাক্যে অন্বয়ের অনুপপত্তির সন্ধানবশতঃ লক্ষণা স্বীকার করলে 'ঘোষ'পদে মকরাদিতে অতিব্যাপ্তি হত। আবার 'গঙ্গায়াং পাপী গচ্ছতি' ইত্যাদি বাক্যে অন্বয়ের অনুপপত্তির কারণে লক্ষণা স্বীকার করলে গঙ্গাপদের দ্বারা নরকাদিতে লক্ষণার আপত্তি হয়। কিন্তু তাৎপর্যের অনুপপত্তির কারণে লক্ষণা স্বীকার করলে, 'পাপী' শব্দে 'ভূতপূর্ব পাপী' অর্থ গৃহীত হয়। যিনি পাপ স্খলনের নিমিত্ত গঙ্গায় গমন করছেন। তাই তাৎপর্যের অনুপপত্তির কারণে লক্ষণা স্বীকারই শ্রেয়— এটি নব্যদিগের অভিমত।

প্রাচীনগণ জহদজহল্লক্ষণা নামক অতিরিক্ত একপ্রকার লক্ষণা স্বীকার করেছেন। শক্যার্থের কিঞ্চিদংশ গ্রহণ এবং কিঞ্চিদংশ পরিত্যাগ হয় যে লক্ষণায় তা জহদজহল্লক্ষণা। 'গ্রামো দগ্ধঃ', 'পটো দগ্ধঃ' অর্থাৎ গ্রামদগ্ধ হয়েছে, পট দগ্ধ হয়েছে, ইত্যাদি ক্ষেত্রে জহদজহল্লক্ষণার দ্বারা যথাক্রমে গ্রামের একদেশ দগ্ধ হয়েছে, পটের একদেশ দগ্ধ হয়েছে—এরূপ জ্ঞান হয়। আচার্য নাগেশ জহদজহল্লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন, অতিপ্রসিদ্ধ 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা। বাক্যটির অর্থ—তিনিই তুমি আছ। 'তৎ' পদের অর্থ-সর্বজ্ঞত্ব ও চেতনত্ব। 'ত্বম্'পদের অর্থ স্বল্পজ্ঞত্ব ও চেতনত্ব। উভয়েই কিঞ্চিদংশ পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব ও স্বল্পজ্ঞত্ব পরিত্যাগ করে, শুদ্ধচৈতন্যাংশে অন্বিত হল। অতএব 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটি জহদজহল্লক্ষণার উদাহরণ। এবং অদ্বৈতবেদান্তিগণের সিদ্ধান্তও রক্ষিত হয়।

নৈয়ায়িকগণ লক্ষণা স্বীকার করলেও নাগেশ লক্ষণা স্বীকারের প্রয়োজন খণ্ডন করেছেন।

তাঁর মতে তাৎপর্যের দ্বারা সকল শব্দ সকল অর্থের বাচক হয়। তিনি লক্ষণাকে পরিত্যজ্যা ও জঘন্যাবৃত্তি বলে উল্লেখ করেছেন। বৃত্তিদ্বয় অর্থাৎ শক্তি ও লক্ষণা স্বীকারে তাদের অবচ্ছেদক হেতুদ্বয় স্বীকারে কল্পনার গৌরব হওয়ায় লক্ষণাবৃত্তি খণ্ডন করেছেন—'বৃত্তিদ্বয়াবচ্ছেদকদ্বয়কল্পনে গৌরবাত্, জঘন্যাবৃত্তিকল্পনায়া অন্যায্যত্বাচ্চ।'[৭১]

'তাৎপর্য থাকলে সকল (শব্দ) সকল অর্থের বাচক হয়' এই ভাষ্যবচন অনুযায়ী আচার্য নাগেশ আবার শব্দের দুই প্রকার শক্তি স্বীকার করেছেন। প্রসিদ্ধা ও অপ্রসিদ্ধা শক্তি। প্রসিদ্ধা শক্তিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'আমন্দবুদ্ধিবেদ্যাত্বং প্রসিদ্ধাত্বম্।'[৭২] অর্থাৎ মন্দবুদ্ধিপর্যন্ত সকল ব্যক্তি যা বুঝতে পারে, তা প্রসিদ্ধা শক্তি। অপ্রসিদ্ধা শক্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে---- 'সহৃদয়হৃদয়মাত্রবেদ্যাত্বমপ্রসিদ্ধাত্বম্।'[৭৩] অর্থাৎ যা কেবলমাত্র সহৃদয়ের (বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের) বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তা হল অপ্রসিদ্ধা শক্তি। 'গঙ্গা' পদের প্রসিদ্ধা শক্তির দ্বারা জলপ্রবাহ রূপ অর্থ প্রতীত হয় এবং অপ্রসিদ্ধা শক্তির দ্বারা তীররূপ অর্থ প্রতীত হয়।

ব্যঞ্জনা : শক্তি ও লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশিত না হলে, সেক্ষেত্রে ব্যঞ্জনাবৃত্তির সাহায্য নিতে হয়। ব্যঞ্জনাবৃত্তি প্রতিফলিত অর্থ হল—ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের বাচক শব্দ হল ব্যঞ্জক। আলঙ্কারিকগণ ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠবৃত্তি বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, অভিধা ও লক্ষণাবৃত্তি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদনের পর বিরত হলে সহৃদয়গণ যে বৃত্তির দ্বারা মুখ্যার্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত অতিরিক্ত অর্থ বুঝে থাকেন, তা ব্যঞ্জনাবৃত্তি। ব্যঞ্জনাবৃত্তিবিষয়ে পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে---- 'মুখ্যার্থবাধ-নিরপেক্ষবোধজনকো মুখ্যার্থসম্বন্ধাসম্বন্ধসাধারণঃ প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধার্থবিষয়কো বক্ত্রাদিবৈশিষ্ট্যজ্ঞানপ্রতিভাদ্যুদ্বুদ্ধঃ সংস্কারবিশেষো ব্যঞ্জনা।'[৭৪] মুখার্থ বাধিত হোক্ বা না হোক্, মুখ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকুক্ বা না থাকুক্, প্রসিদ্ধ হোক্ বা অপ্রসিদ্ধই হোক্? বাচ্যাদি ব্যতিরিক্ত যে অর্থ বক্তা প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যহেতু উপলব্ধ হয়, তার উদ্বোধক সংস্কারবিশেষই ব্যঞ্জনা।

---

৭১. প. ল. ম., লক্ষণানিরূপণ, পৃ. ৭৩

৭২. তদেব

৭৩. তদেব

৭৪. তদেব

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যে অভিধাবৃত্তির দ্বারা 'জলপ্রবাহ' রূপ অর্থ প্রতিফলিত হয়। লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'গঙ্গাতীর' এরূপ অর্থ প্রতীত হয় এবং ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা 'শীতত্বপাবনত্ব'রূপ অর্থ প্রতিফলিত হয়।

আলঙ্কারিগণ ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করলেও নৈয়ায়িকগণ ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেননি। নৈয়ায়িক মতে ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা যে অভিনব অর্থ প্রতীত হয়, তা দ্বিতীয় প্রমাণ অনুমানের দ্বারা পাওয়া সম্ভব। অতএব অতিরিক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বৈয়াকরণগণ নৈয়ায়িকমত অবলম্বন করেননি। তাঁরা ব্যঞ্জনাবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তারা লক্ষণা ব্যতিরিক্ত ব্যঞ্জনাবৃত্তি স্বীকার করেন। কারণ লক্ষণবৃত্তিতে মুখ্যার্থ বাধিত হয়ে লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে মুখ্যার্থসম্বন্ধযুক্ত অন্য উৎকষ্ট অর্থের প্রতীতি হয়। যা লক্ষণার অন্তর্গত নয়।

নৈয়ায়িক ও বৈয়াকরণ দৃষ্টিতে কারকার্থ বিচার :

কারক কথার অর্থ হল ক্রিয়ার জনক। 'কারক' এটি একটি অন্বর্থ সংজ্ঞা। কারকের লক্ষণ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে পর্যবসিত হওয়ায়, এটি একটি অন্বর্থসংজ্ঞা। যা ক্রিয়ার নিষ্পাদক, সম্পাদক, নির্বর্ত্তক বা জনক তাকে কারক বলা হয়।

পাণিনি কারকবিষয়ে 'কারকে' (পা. সূ. ১। ৪। ২৩) এরূপ অধিকার সূত্র রচনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, সংজ্ঞা নির্দেশ প্রথমান্ত পদের দ্বারা হয়ে থাকে। সপ্তম্যন্ত পদের দ্বারা নয়। এবিষয়ে প্রদীপ টীকায় বলা হয়েছে—'সপ্তমীনির্দেশান্ন তাবত্ সংজ্ঞাত্বেনাধিকারঃ। সংজ্ঞায়া ভাব্যমানত্বাত্ প্রথমানির্দেশস্য ন্যায্যত্বাত্।'[৭৫] 'কারকে' শব্দের অর্থ 'ক্রিয়ায়াম্' অর্থাৎ 'কারকে'পদে বিষয়সপ্তমীর নির্দেশ রয়েছে। উদ্দ্যোতটীকায় এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'কারকে ইত্যস্য ক্রিয়ায়ামিত্যর্থো বিষয়সপ্তমী চেয়মিতি ভাবঃ'।[৭৬] অনুযোগভাষ্যরূপে বলা হয়েছে 'কারকে' এরূপ

৭৫. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪০

৭৬. তদেব

সপ্তমী নির্দেশ আছে বলে সংজ্ঞাপক্ষ মানা যায় না। সমাধানভাষ্যের প্রদীপটীকায় বলা হয়েছে—'শাস্ত্রে লোকে প্রসিদ্ধ্যভাবাদ্ভূতবিভক্ত্যনুপপত্ত্যা ভাব্যমানবিভক্তে প্রথমায়াঃ স্থানে সপ্তমী কৃতেতি ভাবঃ।'[৭৭] 'কারকে' এরূপ অধিকার সূত্রের দ্বারা সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ের নির্দেশ থাকে। এবিষয়ে আক্ষেপ বার্ত্তিক—'কারক ইতি সংজ্ঞানির্দেশশ্চেত্সংজ্ঞিনো নির্দেশঃ'।[৭৮] ভাষ্যে কারকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যা সাধক বা নির্বর্তক, তা কারক সংজ্ঞা লাভ করে। 'সাধকং নির্বর্তকং কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্।'[৭৯] আচার্য পতঞ্জলি শুধুমাত্র 'কারকে' এরূপ সংজ্ঞা নিদের্শ করেননি। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যালোচনায় তিনি এটিকে মহাসংজ্ঞা বলেছেন। মহাসংজ্ঞার প্রয়োজনকল্পে আচার্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলেছেন—'কারক ইতি মহতী সংজ্ঞা ক্রিয়তে। সংজ্ঞা চ নাম যতো ন লঘীয়ঃ। কুত এতত্? লঘ্বর্থং হি সংজ্ঞাকরণম্। তত্র মহত্যাঃ সংজ্ঞায়াঃ করণে এতত্ প্রয়োজনম্-অন্বর্থসংজ্ঞা যথা বিজ্ঞায়তে-করোতীতি কারকমিতি।'[৮০] এখন প্রশ্ন ওঠে যে, ক্রিয়ার সাধক যে ধ্রুবাদি তা কারকসংজ্ঞা লাভ করে এবং অপাদান সংজ্ঞাও লাভ করে। তাই কারকের ক্ষেত্রে যুগপদ্ দুটি সংজ্ঞার প্রসক্তি হয়। প্রদীপ টীকায় এরই সমাধানকল্পে বলা হয়েছে, 'ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্' এরূপ যোগবিভাগের দ্বারা কারকসংজ্ঞা নিষ্পন্ন হয়। তাহলে অর্থ দাঁড়াবে-অপায় থাকলে যা ধ্রুব তা কারক হয় এবং সেই কারকের আবার অপাদান সংজ্ঞা হয়। তাই যোগবিভাগের দ্বারা কারকলক্ষণে যুগপদ্ দুটি সংজ্ঞা ব্যর্থ হয়।

'কারোতীতি কারকম্'-এরূপ কারকের লক্ষণ বললে, কেবলমাত্র কর্তাতেই কারকের লক্ষণ পর্যবসিত হত এবং অন্যান্য কারক কর্তার রূপভেদ বলে পর্যবসিত হত। এ বিষয়ে বাক্যপদীয় গ্রন্থের তৃতীয় কাণ্ডে বলা হয়েছে—

"নিমিত্তভেদাদেকৈব ভিন্না শক্তিঃ প্রতীয়তে।
যোঢ়া কর্ত্তৃত্বমেবাহুস্তৎপ্রবৃত্তের্নিবন্ধনম্।।"[৮১]

আচার্য ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণাচার্য ক্রিয়ানিবৃত্তি বিষয়ে দ্রব্যের শক্তিকেই কারক নামে অভিহিত করেছেন। 'বাক্যপদীয়ে' এবিষয়ে বলা হয়েছে—'ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্থ্যং সাধনং বিদুঃ।'[৮২]

---

৭৭. তদেব
৭৮. তদেব
৭৯. তদেব
৮০. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪২
৮১. বাক্য., পদকাণ্ড, সাধনসমুদ্দেশ, কারিকা-৩৭
৮২. তদেব, কারিকা-১

শ্রীমত্ কৌণ্ডভট্ট প্রণীত 'বৈয়াকরণভূষণসার' গ্রন্থে ব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটির 'সুবর্থনির্ণয়' নামক অংশে কারকবিষয়ে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সেখানে প্রথম কারিকায় বলা হয়েছে—

"আশ্রয়োঽবাধিরুদ্দেশ্যঃ সম্বন্ধঃ শক্তিরেব বা।
যথাযথং বিভক্ত্যর্থঃ সুপাং কর্মেতি ভাষ্যতঃ।"[৮৩]

অর্থাৎ সুপের অর্থ কর্ম প্রভৃতি কারক এবং আশ্রয়, অবধি, উদ্দেশ্য এবং সম্বন্ধ বা শক্তি দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অর্থ। 'বহুষু বহুবচনম্' (পা. সূ. ১। ৪। ২১) সূত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে বার্ত্তিকে এপ্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে- 'সুপাং কর্মাদয়োপ্যর্থাঃ সংখ্যা চৈব, তথা তিঙাম্।'[৮৪] অর্থাৎ সুপের অর্থ সংখ্যা এবং কর্ম প্রভৃতি কারক, তেমনি তিঙেরও। 'কর্মাদয়োপ্যর্থাঃ' ইত্যাদি ভাষ্যোক্তি হতে জানা যায় যে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির অর্থ হল 'আশ্রয়'। 'চৈত্রঃ স্থাল্যামোদনং পচতি' এই উদাহরণবাক্যে 'পচতি' ক্রিয়ার পচ্ ধাতুর অর্থ ফল বা ব্যাপার। ফলের সাক্ষাৎ আশ্রয় হল কর্ম (ওদন) এবং ব্যাপারের সাক্ষাৎ আশ্রয় হল কর্তা (চৈত্র)। 'স্থালী' কর্ম তণ্ডুলের পরম্পরায় আশ্রয়। আবার 'গৃহে চৈত্রঃ স্থাল্যামোদনং পচতি।' অর্থাৎ চৈত্র গৃহে স্থালীতে ভাত রান্না করছেন। এরূপ উদাহরণ বাক্যে ব্যাপারের আশ্রয় যে কর্তা, তার আশ্রয় গৃহ। অতএব দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তির অর্থ আশ্রয়। 'বৃক্ষাত্ পর্ণং পততি' উদাহরণবাক্যে 'বৃক্ষাঽবধিকপর্ণকর্তৃকং পতনম্' এরূপ অর্থ উপলব্ধি হওয়ায়, অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ 'অবধি' এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। আবার 'বিপ্রায় গাং দদাতি'-এরূপ উদাহরণবাক্যের 'বিপ্রোদ্দেশ্যকং গোকর্মকং দানম্' এরূপ অর্থ প্রতীত হওয়ায় সম্প্রদানের চতুর্থী বিভক্তির অর্থ পাওয়া যায় 'উদ্দেশ্য'। 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই উদাহরণবাক্যের 'রাজসম্বন্ধবান্ পুরুষঃ' এরূপ অর্থের জ্ঞান হওয়ায়, ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থরূপে যা জানা যায়, তা হল 'সম্বন্ধ'। আবার 'কর্তৃকমণোঃ কৃতিঃ'-এক্ষেত্রে ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ কর্তৃত্ব ও কর্মত্বরূপ শক্তি। ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর 'কারকচক্র' গ্রন্থে কারকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব পর্যালোচনা করেছেন। তিনি কারকপ্রসঙ্গে বলেছেন—'তত্র ক্রিয়ানিমিত্তত্বং কারকত্বমিতি ন সামান্যলক্ষণম্'।[৮৫] অর্থাৎ ক্রিয়ার নিমিত্ত যা, তা কারক, এই সামান্যলক্ষণ বলা চলে না। ক্রিয়ার

৮৩. বৈয়া. ভূ., সুবর্থনির্ণয়, পৃ. ১০৩

৮৪. ম. ভা., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৩৯

৮৫. কা. চ., পৃ. ১

যা নিমিত্ত বা ক্রিয়ার যা করণ, যেটি ক্রিয়ার কারণ হয়, সেটি কারক হয়- এটি বৈয়াকরণদিগের অভিমত। কিন্তু বৈয়াকরণদিগের অভিমত নৈয়ায়িকসিদ্ধান্ত বিরোধী। কারকার্থের নির্ণয় যে গ্রন্থ হতে হয়, তা কারকচক্র। ন্যায়মতে কারকের লক্ষণ হল— 'বিভক্ত্যর্থদ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্বং মুখ্যভাক্তসাধারণং কারকত্বম্।'[৮৬] অথবা 'বিভক্ত্যর্থদ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্বং কারকত্বম্।'[৮৭] অর্থাৎ বিভক্তির অর্থকে ব্যাপার করে ক্রিয়ার সঙ্গে যার অন্বয় মুখ্য বা গৌণ, তাকে কারক বলা হয়।

'মৈত্রঃ তণ্ডুলং পচতি।' এই উদাহরণবাক্যে মৈত্রঃ পদে 'সু' বিভক্তির অর্থদ্বারা এবং 'তণ্ডুলম্' পদে 'অম্' বিভক্তির অর্থদ্বারা 'পচতি' ক্রিয়ার সহিত যথাক্রমে মুখ্য ও গৌণভাবে পদদুটি অন্বিত হওয়ায় কর্তৃকারক ও কর্মকারক হয়েছে। আবার 'মৈত্রঃ চৈত্রস্য তণ্ডুলং পচতি'—এই উদাহরণবাক্যে নৈয়ায়িকগণ দেখিয়েছেন- 'তণ্ডুলম্' পদটি 'অম্' বিভক্তির অর্থদ্বারা ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হচ্ছে এবং 'চৈত্রস্য' পদটি 'ঙস্' বিভক্তির সম্বন্ধরূপ অর্থদ্বারা তণ্ডুলের সহিত অন্বিত হচ্ছে। তাই পরম্পরা সম্বন্ধে 'চৈত্রস্য' পদটি ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হচ্ছে। 'মৈত্রঃ' পদটি পূর্ববত্ 'সু' বিভক্তির অর্থ দ্বারা ক্রিয়ার সহিত মুখ্যভাবে অন্বিত হচ্ছে। উদাহরণবাক্যটি ছকের সাহায্যে নিম্নে বর্ণিত হল:—

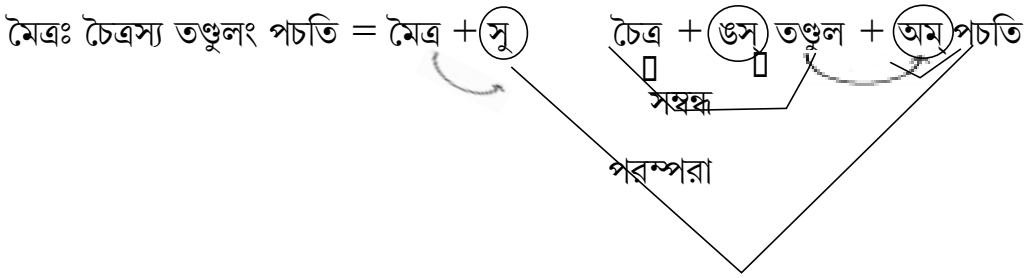

আবার, নৈয়ায়িকগণের অভিমত, 'ওদনস্য ভোক্তা', 'মৈত্রস্য পাকঃ' ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, তা কারকষষ্ঠী। 'ওদনস্য' পদে কর্মে ষষ্ঠী এবং 'মৈত্রস্য' পদে কর্তায় ষষ্ঠী হয়েছে। এবিষয়ে পাণিনীয় সূত্র—'কর্তৃকমণোঃ কৃতি' (পা. সূ. ২।৩।৬৫)। অর্থাৎ কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগে কর্তা ও কর্মে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। অতএব 'ওদনস্য' পদে কর্মরূপ অর্থে এবং 'মৈত্রস্য' পদে কর্তারূপ অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। নৈয়ায়িকগণের এরূপ অভিপ্রায়ে বৈয়াকরণগণ

৮৬. তদেব, পৃ. ২

৮৭. তদেব

বলেন—'গুরুবিপ্রতপস্বি- দুর্গতানাং প্রতিকুর্ব্বীত ভিষক্ স্বভেজজৈঃ'।[৮৮] অর্থাৎ চিকিৎসক নিজের ঔষধ দিয়ে গুরু, ব্রাহ্মণ, তপস্বী, দুর্গতদের রোগশান্তি করবেন। এক্ষেত্রে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ ছাড়াই ষষ্ঠী বিভক্তি হচ্ছে। উপর্যুক্ত 'গুরুবিপ্রতপস্বিদুর্গতানাম্' পদে বিভক্ত্যর্থ দ্বারা ক্রিয়ান্বয়িত্ব হচ্ছে না, তাই এটি সম্বন্ধে ষষ্ঠী। বৈয়াকরণ মতে, সাক্ষাৎ ক্রিয়ান্বয়িত্ব কারকের সংজ্ঞা হলে 'মৈত্রঃ চৈত্রস্য তণ্ডুলং পচতি'-বাক্যের 'চৈত্রস্য' পদে সাক্ষাৎ ক্রিয়ান্বয়িত্বের অভাবহেতু কারকলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হচ্ছে না। তাই 'চৈত্রস্য' পদটি সম্বন্ধে ষষ্ঠীর উদাহরণ।

আচার্য ভর্তৃহরিও তাঁর বাক্যপদীয়গ্রন্থে কারক বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত রেখেছেন। 'সাধনসমুদ্দেশঃ' অংশে সাধন শব্দের দ্বারা তিনি কারকার্থকে বুঝিয়েছেন। সাধন শব্দটির অর্থ সামর্থ্য বা শক্তি।

সাধ্ ধাতুর উত্তর ভাবর্থে ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা সাধন শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সাধন সম্পর্কে তিনি বাক্যপদীয়ে বলেছেন—

"স্বাশ্রয়ে সমবেতানাং তদ্বদেবাশ্রয়ান্তরে।
ক্রিয়াণামভিনিষ্পত্তৌ সামর্থ্যং সাধনং বিদুঃ।।"[৮৯]

অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে ও অন্যের আশ্রয়ে সমবেত ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে যে সামর্থ্য তাকে সাধন বলা হয়। ভাষ্যকার বলেছেন ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে দ্রব্যের শক্তি হল সাধন। 'উপসর্গাচ্ছন্দসি ধাত্বর্থে' (পা. সূ. ৫। ১। ১১৮) সূত্রের 'সাধনেঽয়ং ভবন্ লিঙ্গসংখ্যাভ্যাং যোক্ষ্যতে।'[৯০] ভাষ্যবচনের দ্বারা দ্রব্যের সাধনত্ব উক্ত হয়েছে। আচার্য কৈয়টের প্রদীপটীকায়ও বলা হয়েছে—'সাধনশাব্দেনাত্র শক্ত্যাধারো দ্রব্যং বিবক্ষিতম্'।[৯১]

কর্তৃবাচ্যে কর্তৃত্বশক্তিরূপ সামর্থ্য নিজের আশ্রয়ে সমবেত ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে সমর্থ হওয়ায় সেটি সাধন এবং কর্মবাচ্যে কর্মত্ব শক্তিরূপ সামর্থ্য নিজের আশ্রয়ে সমবেত ক্রিয়ানিষ্পত্তিতে সমর্থ হওয়ায় সেটিও সাধন। তাই কর্তৃ ও কর্মবাচ্যে ক্রিয়া স্বাশ্রয় সমবেত। কিন্তু কর্তা কর্ম ভিন্ন অন্যান্য সাধনগুলি স্বাশ্রয়ান্তর সমবেত।

---

৮৮. কা. চ., পৃ. ৫
৮৯. বাক্য., সাধনসমুদ্দেশ, কারিকা-১
৯০. ম. ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩
৯১. ম. ভা., প্রদীপ টীকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৩

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—'চৈত্রঃ পচতি'। এক্ষেত্রে পচ্ ধাতুর দুই প্রকার অর্থ। যথা-ফল ও ব্যাপার। হাঁড়ি বসানো, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি হল ব্যাপার এবং তণ্ডুলের অবয়বশৈথিল্য প্রভৃতি হল ফল। আলোচ্য উদাহরণবাক্যে 'চৈত্রঃ' পদটি নিজ আশ্রয়ে সমবেত 'পচতি' ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে সমর্থ, তাই এটি কর্তৃসাধন এবং বাক্যটি কর্তৃবাচ্যরূপেই বিবেচিত। আবার "চৈত্রেণ অন্নং পচ্যতে'-এই বাক্যে 'অন্নম্' পদটি নিজ আশ্রয়ে সমবেত 'পচ্যতে' ক্রিয়ার নিষ্পত্তিতে সমর্থ। তাই এটি কর্মসাধন এবং বাক্যটি কর্মবাচ্যরূপেই বিবেচিত। তিঙের আশ্রয় হল কর্তা ও কর্ম। 'কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনত্তি' এই উদাহরণবাক্যে 'কুঠারেণ' পদে নিজের আশ্রয় ব্যতিরিক্ত অন্যের আশ্রয়ে সমবেত ক্রিয়ার ফলরূপ ব্যাপারের সিদ্ধিতে সাধনত্ব রয়েছে। করণত্ব হল ফলরূপ ক্রিয়ার সাধন। অতএব 'কুঠারেণ' পদে করণত্ব সাধন হয়েছে। করণের লক্ষণপ্রসঙ্গে বাক্যপদীয়ের সাধনসমুদ্দেশ অংশে বলা হয়েছে

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্‌ব্যাপরাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্মৃতম্।।"[৯২]

নাগেশ ভট্ট প্রণীত 'পরমলঘুমঞ্জুষা' গ্রন্থেও কারকবিষয়ে তথ্য রয়েছে। সেখানে একটি কারিকায় ছয়টি কারকের নির্দেশ রয়েছে—

"কর্তা কর্ম চ করণং সম্প্রদানং তথৈব চ।
আপাদানাধিকরণমিত্যাহুঃ কারকাণি ষট্।।"[৯৩]

প্রশ্ন হতে পারে কারকের সংজ্ঞা কি? এ বিষয়ে নাগেশ ভট্ট বলেছেন—'তত্র ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বং কারকত্বম্।'[৯৪] অর্থাৎ ক্রিয়ার নির্বর্ত্তক বা নিষ্পাদক হল কারক। 'কারকে' (পা. সূ. ১। ৪। ২৩) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও বলেছেন—'সাধকং নির্বর্তকং কারকসংজ্ঞং ভবতীতি বক্তব্যম্।'[৯৫] তাঁর মতে 'কারক' শব্দের অন্বর্থসংজ্ঞা যদি গৃহীত হয়, 'করোতীতি কারকম্' এই ব্যুৎপত্ত্যনুযায়ী কেবলমাত্র কর্তারই গ্রহণ হবে, অন্য কারকের হবে না। তাই 'ক্রিয়ার নিষ্পাদক কারক' এই মত গৃহীত হয়।

---

৯২. বাক্য., সাধনসমুদ্দেশ, কর্ত্রধিকারঃ, পৃ. ২৭৩
৯৩. প. ল. ম., কারকনিরূপণ, পৃ. ২৫২।
৯৪. তদেব
৯৫. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪০

কর্তৃকারক বিষয়ে পাণিনীয় সূত্র— 'স্বতন্ত্রঃ কর্তা' (পা. সূ. ১। ৪। ৫৪)। স্বাতন্ত্র্য বলতে প্রাধান্য বোঝায়। কর্তৃকারকের লক্ষণপ্রসঙ্গে পরমলঘুমঞ্জূষাকার বলেছেন---- 'প্রকৃতধাতুবাচ্যব্যাপারাশ্রয়ত্বং কর্তৃত্বম্।'[৯৬] অর্থাৎ প্রকৃত ধাতুর যে বাচ্যার্থ, তা ব্যাপারের আশ্রয় এবং কর্তা। 'দেবদত্তঃ পচতি' এই বাক্যে পচ্ ধাতু থেকে পাকক্রিয়ারূপ বাচ্যত্ব হয়। তার আশ্রয় কর্তা। কিন্তু কারকের ক্ষেত্রে এরূপ নয়।

সমাসবৃত্তিবিচার :

সম্-□অস্ (দিবাদি) + ঘঞ্ প্রত্যয়ের দ্বারা সমাস শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। সমাস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল সংক্ষেপ। তাই বলা হয়ে থাকে 'সমসনং সমাসঃ'। অর্থাৎ সংক্ষেপীকরণই সমাস। সমাসবিষয়ক পাণিনীয় সূত্র, 'সমর্থঃ পদবিধিঃ' (পা. সূ. ২। ১ । ১)। ৰাল মনোরমা টীকায় সংগতার্থকে সামর্থ্য বলা হয়েছে—'সংগতার্থঃ সমর্থঃ, সংসৃষ্টার্থঃ সমর্থ ইতি ব্যুৎপত্তেঃ'[৯৭]। সমর্থ শব্দটির অর্থ শক্তিবিশিষ্ট। সমর্থের ভাব সামর্থ। পদের বিধি পদবিধি। তাই বলা হয়ে থাকে—'পদসংৰন্ধী যো বিধিঃ স সমর্থাশ্রিতো ৰোধ্যঃ।'[৯৮] সামর্থ্য দুই প্রকার, ব্যপেক্ষালক্ষণ ও একার্থীভাবলক্ষণ। অর্থবোধবিশিষ্ট একাধিক পদের আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিবশতঃ যে পরস্পর সম্বন্ধ, তা ব্যপেক্ষালক্ষণ সামর্থ্য। যথা-'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ'। 'রাজপুরুষঃ' এই সমাসবদ্ধ পদে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এই বাক্যে অর্থবোধবিশিষ্ট পদদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিবশতঃ অণ্বয় সাধিত হয়। তাই বাক্যটি ব্যপেক্ষালক্ষণ সামর্থ্যের উদাহরণ। একার্থীভাবলক্ষণ সামর্থ্য হল- প্রক্রিয়াদশায় পৃথক অর্থযুক্তরূপে গৃহীত পদগুলি বিশিষ্টৈকার্থস্বরূপ একপদে পরিণত হলে, এরূপ সামর্থ্যকে বোঝানো হয়। যেমন- 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এরূপ ব্যপেক্ষালক্ষণযুক্ত সামর্থ্য বিশিষ্ট পদদ্বয় মিলিত হয়ে 'রাজপুরুষঃ' এরূপ বিশিষ্ট অর্থযুক্ত একপদে পরিণত হওয়াই একার্থীলক্ষণসামর্থের উদাহরণ।

সমাসবৃত্তি দুইপ্রকা। যথা-জহৎস্বার্থা ও অজৎস্বার্থা। জহৎস্বার্থা শব্দের ব্যুৎপত্তি হল- 'জহতি

৯৬. প. ল. ম., কারক নিরূপণ, পৃ. ২৫৩

৯৭. বৈ. সি. কৌ., বালমনোরমা টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২

৯৮. বৈ. সি. কৌ., দীক্ষিতবৃত্তি, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১

ত্যজন্তি স্বানি পদানি অর্থং যস্যাং সা।'[৯৯] অর্থাৎ যে বৃত্তিতে পদগুলি নিজ অর্থ বা অবয়বার্থ ত্যাগ করে, তা জহৎস্বার্থা। অজহৎস্বার্থা শব্দের ব্যুৎপত্তি হল—'ন জহতি ত্যজন্তি স্বানি পদানি অর্থং যস্যাং সা।'[১০০] অর্থাৎ যে বৃত্তিতে পদগুলি নিজ অর্থ বা অবয়বার্থ ত্যাগ না করে সমুদায়ার্থ জ্ঞাপন করে, তা অজৎস্বার্থা বৃত্তি, জহৎস্বার্থা বৃত্তির লক্ষণস্বরূপ পরমলঘুমঞ্জুষা গ্রন্থে বলা হয়েছে—'অবয়বার্থনিরপেক্ষত্বে সতি সমুদায়ার্থবোধিকাত্বং জহৎস্বার্থাত্বম্'।[১০১] অর্থাৎ অবয়বার্থকে (প্রকৃত, প্রত্যয়াদি) অপেক্ষা না করে সমুদায়ের অর্থ যার দ্বারা জ্ঞাপিত হয়, তা জহৎস্বার্থা বৃত্তি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, 'রথন্তর'। 'রথন্তর' শব্দে 'অন্যঃ রথঃ' এরূপ অবয়াবার্থ গৃহীত না হয়ে, সমুদায়ার্থরূপে সামের ভেদকে বোঝানো হয়। তাই এটি জহৎস্বার্থা বৃত্তির উদাহরণ। অপর একটি উদাহরণ— 'শুশ্রূষা'। শব্দটির ব্যুৎপত্তি '□শ্র-সন্ আ'। এক্ষেত্রে অবয়বার্থ গৃহীত হলে □শ্রু-ধাতুর শোনা অর্থ, 'সন্' প্রত্যয়ের ইচ্ছার্থ প্রভৃতি দ্যোতিত হত। অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছা বোঝাতো। তা না হয়ে 'সেবা' এই সমুদায়ার্থ জ্ঞাপিত হল। তাই 'শুশ্রূষা' শব্দটি জহৎস্বার্থা বৃত্তির উদাহরণ। অজহৎস্বার্থা বৃত্তির লক্ষণবিষয়েও বলা হয়েছে---- 'অবয়বার্থসংবলিতসমুদায়ার্থবোধিকাত্বমজহৎস্বার্থাত্বম্।'[১০২] অর্থাৎ যে বৃত্তিতে অবয়বার্থ ও সমুদায়ার্থ উভয়ই জ্ঞাপিত হয়, তা অজহৎস্বার্থা বৃত্তি। যথা—'রাজপুরুষঃ'। 'রাজপুরুষঃ' শব্দে 'রাজ্ঞঃ পুরুষঃ' এরূপ অবয়বে রাজা ও পুরুষের ধর্ম আছে। আবার সমাসবদ্ধ পদটিতে রাজার লোক এরূপ সমুদায়ের অর্থও আছে। তাই 'রাজপুরুষঃ' শব্দটি অজহৎস্বার্থা বৃত্তির উদাহরণ।

কৃৎ, তদ্ধিত, সনাদ্যন্ত ধাতু, একশেষ ও সমাস এই পাঁচটি বৃত্তি জহৎস্বার্থা। 'সমর্থঃ পদবিধিঃ' (পা. সূ. ২। ১। ১) সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার দুই প্রকার সামর্থ্যের কথা বলেছেন, ব্যপেক্ষালক্ষণ ও একার্থীভাবলক্ষণ। তাঁর অভিমত-একার্থীভাবলক্ষণ সামর্থ্য বার্ত্তিকের দ্বারা অনুগম্য হয়। তাহলে 'ধবখদিরৌ' পদে ধবসহিত খদির, 'নিষ্কৌশাম্বি' পদে কৌশাম্বী থেকে নিষ্ক্রান্ত, 'গোরথ'পদে গোযুক্তরথ, 'ঘৃতঘট' পদে ঘৃতপূর্ণ ঘট ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শব্দের সহিত যুক্ত অর্থও বার্ত্তিকে

৯৯. প. ল. ম., সমাসাদিবৃত্ত্যর্থ, কিরণাবলী সংস্কৃত ব্যাখ্যা, পৃ. ৩০৫

১০০. তদেব

১০১. প. ল. ম., সমাসাদিবৃত্ত্যর্থ, পৃ. ৩০৫

১০২. তদেব

বলার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমুদায়ে শক্তিস্বীকারে বার্ত্তিকের প্রয়োজন হয় না।

নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ ব্যপেক্ষাবাদী বলে চিহ্নিত। যেহেতু তাঁরা সমুদায়ে শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁরা সমাসে শক্তি স্বীকারে বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বলেন 'রাজপুরুষঃ' ইত্যাদি উদাহরণে লক্ষণার দ্বারা রাজসম্বন্ধবিশিষ্ট অভিন্ন পুরুষের বোধ হয়। অর্থাৎ 'রাজপুরুষঃ' এক্ষেত্রে 'রাজ' পদে রাজসম্বন্ধী থেকে অভিন্ন পুরুষের জ্ঞান হয়। কিন্তু ব্যপেক্ষাবাদীদের অভিমত- 'ঋদ্ধস্য রাজপুরুষঃ' এক্ষেত্রে সমাস হতে পারে না। যেহেতু 'রাজ' শব্দ পদার্থের অংশমাত্র। বলা হয়ে থাকে, পদার্থ পদার্থের সহিত অন্বিত হয়, কিন্তু পদার্থের একদেশের সাথে নয়—'পদার্থঃ পদার্থেনান্বেতি ন তু পদার্থৈকদেশেনেত্যুক্তেঃ'।[১০৩] আবার বলা হয়ে থাকে, বিশেষণযুক্ত পদের বৃত্তি হয় না এবং বৃত্তিবিশিষ্ট পদের বিশেষণযোগ হয় না,'সবিশেষণানাং বৃত্তির্ন বৃত্তস্য চ বিশেষণযোগো ন'।[১০৪] ঘনস্যামঃ (ঘন ইব শ্যামঃ), নিষ্কৌশাম্বিঃ (নিষ্ক্রান্তঃ কৌশাম্ব্যাঃ), গৌরথঃ (গোযুক্তো রথঃ) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইবাদি প্রয়োগ প্রতীত হয় না, যেহেতু লক্ষণাগ্রহণে ইবাদি উক্ত হয়। কিন্তু 'দেবদত্তস্য গুরুকুলম্' ইত্যাদি উদাহরণে বৃত্তিযুক্ত পদের (গুরৌঃ কুলম্ = গুরুকুলম্) বিশেষণ (দেবদত্তস্য) কিভাবে প্রযুক্ত হয়? উত্তরস্বরূপ ভাষ্যকার বলেছেন— বৃত্তিযুক্তপদের বিশেষণযোগ হয়। যদি গমকত্ব থাকে। 'যত্র চ গমকো ভবতি, ভবতি তত্র বৃত্তিঃ'।[১০৫]

ব্যাকরণে প্রমাণতত্ত্ব বিচার :

প্র-পূর্বক মা ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ভারতীয় দর্শনে 'মান' শব্দের দ্বারা প্রমাণ সূচিত হয়। যথার্থজ্ঞানের করণই প্রমাণ শব্দের দ্বারা সূচিত হয়। যথার্থজ্ঞান 'প্রমা' শব্দবাচ্য। তাই বলা হয়ে থাকে 'প্রমাকরণং প্রমাণম্'। প্রমাণ স্বীকারে ভারতীয় দর্শনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সাংখ্যদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। যোগদর্শনেও এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। প্রাভাকর মীমাংসাদর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান ও অর্থাপত্তি এই পাঁচ প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। ভট্টমীমাংসা মতে প্রমাণ ছয় প্রকার।

---

১০৩. প. ল. ম., সমাসাদিবৃত্ত্যর্থ, পৃ. ৩০৭

১০৪. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২০

১০৫. তদেব

যথা-প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। ন্যায়দর্শনে চার প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। বৈশেষিক দর্শনে দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। যথা- প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

ব্যাকরণকে দর্শনরূপে স্বীকারে প্রমাণের জ্ঞান আবশ্যক। প্রমাণতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধ হয়। যদিও শাব্দিকমতে প্রমাণবিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, তথাপি ভাষ্যাদি পর্যালোচনার দ্বারা ব্যাকরণসম্মত প্রমাণ বিষয়ে অনুমান করা যায়। শাব্দিকমতে প্রমাণ পাঁচ প্রকার। যথা-প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। 'নীচৈরনুদাত্তঃ' (পা. সূ. ১। ২। ৩০) পাণিনীয় সূত্রের ভাষ্যে 'ননু চ প্রত্যক্ষমুপলভ্যন্তে'[১০৬] এই বচনের দ্বারা শাব্দিকগণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ে অভিমত প্রকাশিত হয়। 'পরোক্ষে লিট্' (পা. সূ. ৩। ২। ১১৫) সূত্রের ভাষ্যেও 'মনসা প্রযুক্তানীন্দ্রিয়ান্যুপলব্ধৌ কারণানি ভবন্তি'[১০৭] ভাষ্যবচনটির দ্বারাও বৈয়াকরণস্বীকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমিত হয়। এছাড়া উপদেশেঽজনুনাসিক ইত্' (পা. সূঃ ১। ৩। ২) সূত্রের 'প্রত্যক্ষমাখ্যানমুপদেশঃ। গুণৈঃ প্রাপণমুদ্দেশঃ।।"[১০৮] ভাষ্যবচনের দ্বারা', 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ'। (পা. সূ. ২। ১। ২৪) সূত্রের ভাষ্যে 'অন্যথাজাতীয়কঃ খল্বপি প্রত্যক্ষেণার্থসংপ্রত্যয়ঃ অন্যথাজাতীয়কঃ সম্বন্ধাদ্। রাজ্ঞঃসখা রাজসখঃ। সম্বন্ধাদেতদ্দান্তব্যম্-নূনং রাজাপ্যস্য সখেতি।'[১০৯] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা, 'হেতুমতি চ' (পা. সূ. ৩। ১। ২৬) সূত্রের 'এতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি প্রত্যক্ষং চ ৰলিং ৰন্ধয়ন্তীতি।'[১১০] বাক্যের দ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয়ে শাব্দিকগণের অভিমত প্রকাশিত হয়।

নৈয়ায়িক স্বীকৃত প্রমাণচতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'ক্ষিত্যাদিকং সকর্তৃকং কার্যত্বাত্ ঘটবত্' ইত্যাদি বাক্যের ঘটরূপ কার্য বস্তুর কর্তা যেমন কুম্ভকার, তেমন অনুমান প্রমাণের দ্বারা নৈয়ায়িকগণ পৃথিব্যাদির কর্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করেছেন। বৈয়াকরণগণও অনুমান প্রমাণ

---

১০৬. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫

১০৭. ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯১

১০৮. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৬

১০৯. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭০

১১০. ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৯

স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ অনুমান প্রমাণকে নিজশাস্ত্রে মান্যতা দিয়েছেন। মহর্ষি পাণিনির পরিভাষা সূত্রগুলির যথার্থজ্ঞানের নিমিত্ত অনুমান প্রমাণ আবশ্যক। ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়েও অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সকল বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব। এককালাবচ্ছেদে সকল বিষয়ের দর্শন অসম্ভব হওয়ায় অনুমান প্রমাণের দ্বারা সকল বিষয়ের জ্ঞান উপলব্ধি হয়। এ বিষয়ে বাক্যপদীয়ে বলা হয়েছে—

"দুর্লভং কস্যচিল্লোকে সর্বাবয়বদর্শনাত্।
কৈশ্চিত্ ত্ববয়বৈর্দৃষ্টৈরর্থঃ কৃত্স্নোঽনুমীয়তে।।"[১১১]

মহাভাষ্যেও অনুমান প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। 'ভূবাদয়ো ধাতবঃ' (পা. সূ. ১।৩।১) সূত্রের ভাষ্যে 'কোঽসাবনুমানঃ'[১১২] বাক্যের দ্বারা অনুমান প্রমাণ পণিনি স্বীকৃত, একথা বলা যায়। 'শেষে প্রথমঃ' (পা. সূ. ১।৪।১০৮) সূত্রের 'ক্রিয়াপৃথক্ত্বে চ দ্রব্যপৃথক্ত্বদর্শনমনুমানমুত্তরত্রানেকশেষভাবস্য'[১১৩] ইত্যাদি বাক্যদ্বারা মহাভাষ্যে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়।

শব্দপ্রমাণকে বৈয়াকরণদৃষ্টিতে একটি মুখ্যপ্রমাণ বলা যায়। শব্দপ্রমাণবিষয়ে বৈয়াকরণগণের মতদ্বৈধতা লক্ষ্য করা যায় না। মহাভাষ্যে শব্দপ্রমাণবিষয়ে বলা হয়েছে—"শব্দপ্রমাণকা বয়ম্, যচ্ছব্দ আহ তদস্মাকং প্রমাণম্। শব্দশ্চ শব্দজ্ঞানে ধর্মমাহ, নাপশব্দজ্ঞানেঽধর্মম্।'[১১৪] 'শব্দপ্রমাণকা বয়ম্'- ভাষ্যবচনটির দ্বারা ভাষ্যকার প্রভৃতি শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। আচার্য ভর্তৃহরিও বাক্যপদীয়ে শব্দপ্রমাণের সপক্ষে বলেছেন, জগতে এমন কোন জ্ঞান নাই, যা শব্দানুগম ব্যতিরেকে সম্ভব। সকল প্রকার জ্ঞানই যেন শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ হয়ে ভাসমান হয়ে ওঠে। তুলনীয় :

"ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে।।"[১১৫]

'ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে' ইত্যাদি বাক্য পর্যালোচনায় শব্দপ্রমাণ বিষয়ে বৈয়াকরণদিগের সম্মতি

---

১১১. বাক্য., দ্বিতীয় কাণ্ড, কারিকা-১৫৮

১১২. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১১৫

১১৩. তদেব পৃ. ৩০৩

১১৪. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৫

১১৫. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-১২৩

প্রকাশিত হয়। বৈয়াকরণ গ্রন্থরাশির পর্যালোচনায় বৈয়াকরণসম্মত প্রমাণগুলির মধ্যে শব্দপ্রমাণকে বলশালিরূপে গণ্য করা যায়।

বৈয়াকরণগণ অর্থপত্তিকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন, একথা বলা যায়। 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' (পা. সূ. ১। ১। ৭১) সংজ্ঞাসূত্রের ভাষ্যে 'সম্বন্ধিশব্দৈর্বা তুল্যম্'[১১৬] ভাষ্যবার্ত্তিক প্রভৃতির পর্যালোচনায় অর্থাপত্তির পরিচয় পাওয়ায়। অতএব শাব্দিকমতে অর্থাপত্তিও প্রমাণ।

শাব্দিকগণ অনুপলিব্ধিকেও প্রমাণরূপে স্বীকার করেছেন। 'তস্য ভাবস্ত্বতলৌ' (পা. সূ. ৫। ১। ১১৯) সূত্রের 'ন হ্যন্যদুপলভ্যতে'[১১৭] ভাষ্যবচন পর্যালোচনায় প্রদীপ টীকায় 'এবং তর্হ্যুপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্য সর্বদাঽনুপলম্ভাদসত্ত্বনিশ্চয়োঽস্তু'[১১৮] বাক্যের দ্বারা এবং উদ্দ্যোত টীকায় 'এবঞ্চানুপলব্ধিপ্রমাণেনান্যত্বাভাবনিশ্চয় ইত্যর্থঃ।"[১১৯] বাক্য দ্বারা অনুপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাষ্যাদি পর্যালোচনার দ্বারা শাব্দিকসম্মত উপর্যুক্ত প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যায়। দর্শনে প্রমাণতত্ত্ব আলোচিত হয়। যেহেতু প্রমাণ ছাড়া প্রমেয়ের জ্ঞান অসম্ভব। 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ মানসিদ্ধিশ্চ লক্ষণাত্' বাক্যদ্বারা শাব্দিকগণ কর্তৃক ব্যাকরণেও প্রমাণ স্বীকৃত হওয়ায়, ব্যাকরণও দর্শন পদবাচ্য। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়। নাগেশভট্টের লঘুমঞ্জুষা, পরমলঘুমঞ্জুষা ইত্যাদি গ্রন্থ।

ব্যাকরণ যে দর্শনপদবাচ্য, তার অন্যতম পরিচয় মাধবাচার্য প্রণীত 'সর্বদর্শনসংগ্রহে' 'পাণিনিদর্শনে'র আত্মপ্রকাশ। 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'র 'পাণিনিদর্শন' অংশেই পাণিনিব্যাকরণের দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে যে, অন্যান্য আধ্যাত্মিকশাস্ত্র বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ব্যাকরণদর্শনের গুরুত্ব কতখানি? এবিষয়ে বলা যায় যে, ব্যাকরণ দর্শনের ঐহিক ও আমুষ্মিক এই উভয়বিধ ফল থাকায় মন্দবুদ্ধিব্যক্তি কর্তৃকও আধ্যাত্মিকশাস্ত্র অপেক্ষা 'ব্যাকরণদর্শনে'র গুরুত্ব উপলব্ধ হয়।

---

১১৬. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৬৬

১১৭. ম. ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৭

১১৮-১১৯. তদেব

তৃতীয় অধ্যায়

পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ

তৃতীয় অধ্যায়

পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ

সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ত্রিমুনি ব্যাকরণ' একান্ত উল্লেখযোগ্য ও প্রামাণ্য ব্যাকরণরূপে পরিচিত। সূত্রকার পাণিনি, বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ও ভাষ্যকার পতঞ্জলি 'ত্রিমুনি' শব্দে অভিহিত ও তাঁদের কৃতিত্বস্বরূপ সূত্র, বার্ত্তিক ও ভাষ্য 'ত্রিমুনিব্যাকরণ' নামে প্রসিদ্ধ। সূত্রকার পাণিনি ভগবান শিবের প্রসাদধন্য হয়ে চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রাবলম্বনে প্রায় চার হাজার সূত্র সমন্বিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন সূত্রের অব্যাপ্তি ও অস্পষ্টতা দূরীকরণের নিমিত্ত বার্ত্তিক রচনা করেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি সূত্র ও বার্ত্তিকের পরিপূরক ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন।

বার্ত্তিক রচনার ইতিহাস :

পাণিনি পূর্ববর্তী ব্যাকরণসমূহে বার্ত্তিকের প্রচলন ছিল কি না, এবিষয়ে মতান্তর রয়েছে। তবে মহাভাষ্যস্থিত ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকগুলি[১] যদি পাণিনি স্বীকৃত ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণের হয়ে থাকে, তাহলে একথা বলা যায় যে, সূত্রাধিষ্ঠিত বার্ত্তিক প্রবচনশৈলী পাণিনি পূর্বযুগে বিদ্যমান ছিল। বার্ত্তিক শব্দের মূল 'বৃত্তি' শব্দটি পাণিনীয়াষ্টকের গ্রন্থবাচী রূপ। এহতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বার্ত্তিকের ব্যবহার পাণিনি পূর্বযুগে বিদ্যমান ছিল।

সংস্কৃত বাঙ্ময়ে বার্ত্তিকাশ্রয়ী গ্রন্থগুলি দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকারের বার্ত্তিক গ্রন্থগুলি সূত্রকে আশ্রয় করে রচিত হয়। আবার সেই সূত্র ও বার্ত্তিক আশ্রয়ে ভাষ্য রচিত হয়। এই ধরণের বার্ত্তিক গ্রন্থগুলি ব্যাকরণশাস্ত্রে উপলব্ধ। অপর ধরণের বার্ত্তিক গ্রন্থগুলি ভাষ্যকে আশ্রয় করে রচিত হয়। এই ধরণের বার্ত্তিক গ্রন্থগুলি ন্যায়-দর্শনাদি শাস্ত্রে উপলব্ধ।

বার্ত্তিক শব্দের নির্বচন ও বার্ত্তিকের প্রয়োজন :

বার্ত্তিক শব্দটি 'বৃত্তি' শব্দ হতে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাত্ ঠক্' (পা.সূ. ৪।২।৬০)

---

১. ম. ভা., পা. সূ. ১। ১। ২০, ১। ২। ২২, ১। ৩। ৬৭, ৩। ১। ৩৮, ৪৭, ৮৯; ৪। ১। ৭৯

সূত্র দ্বারা 'বৃত্তি' শব্দের উত্তর ঠক্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'বার্ত্তিক' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবৃত্তির নিমিত্ত 'বৃত্তি' শব্দটির ব্যবহার হয়। কিন্তু 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ কী? এপ্রসঙ্গে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে, 'কা পুনর্বৃত্তিঃ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ।'[২] পরবর্তীকালে আচার্য কৈয়ট পা. সূ.-৪।২।৬০ সূত্রের স্বরচিত 'প্রদীপ' টীকায় বার্ত্তিক সম্বন্ধে বলেছেন—'লাঘবেন শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যর্থঃ'[৩]। কিন্তু বৃত্তি কী? এপ্রসঙ্গে 'কাশিকা' গ্রন্থের 'পদমঞ্জরী' টীকায় হরদত্ত বলেছেন— 'সূত্রার্থপ্রধানো গ্রন্থো বৃত্তিঃ।'[৪] 'বৃত্তি' শব্দের এরূপ অর্থের দ্বারা প্রতীত হয় যে, শাস্ত্রপ্রবৃত্তি কেবল সূত্রের মাধ্যমে হয় না। শাস্ত্রপ্রবৃত্তির নিমিত্ত সূত্রব্যাখ্যানেরও প্রয়োজন। তাই 'বৃত্তি' শব্দে প্রতিফলিত 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তি' সূত্রব্যাখ্যানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সূত্রব্যাখ্যান বা সূত্রতাৎপর্য পদচ্ছেদ, বিভক্তি, অনুবৃত্তি, উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ প্রভৃতির দ্বারা হয়ে থাকে, যেগুলি 'বৃত্তি'পদবাচ্য। বার্ত্তিক শব্দের দ্বারা 'বৃত্তি'শব্দের এরূপ অর্থের প্রতীতি হয়।

'বার্ত্তিক' কী? এপ্রসঙ্গে বৃত্তি শব্দের উপর্যুক্ত অর্থের প্রকাশে বলা হয়ে থাকে—'বৃত্তের্ব্যাখ্যানং বার্ত্তিকম্'[৫]। এক্ষেত্রে 'ব্যাখ্যান' শব্দের অর্থ কী? এবিষয়ে মহাভাষ্যে বলা হয়েছে—"ন কেবলানি চর্চাপদানি ব্যাখ্যানম্- বৃদ্ধিঃ-আত্-ঐজিতি। কিং তর্হি? উদাহরণং প্রত্যুদাহরণং বাক্যাধ্যাহারঃ- ইত্যেতত্সমুদিতং ব্যাখ্যানং ভবতি।"[৬] তাই 'ব্যাখ্যান' শব্দে উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যাধ্যাহার প্রভৃতির সমুদায়কেই বোঝায়। ভাষ্যকার অনেক স্থলে 'আখ্যান' শব্দের সঙ্গে 'বি' উপসর্গের সন্নিবেশ ঘটিয়ে অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। কিন্তু সর্বত্র মূলার্থই অনুসৃত হয়েছে। যেমন-ব্যাখ্যান, অন্বাখ্যান, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। তাই বার্ত্তিক হল- ব্যাখ্যান, অন্বাখ্যান, অক্রিয়মান বিধান ও ক্রিয়মাণ প্রত্যাখ্যানাত্মক বচন। ব্যাকরণশাস্ত্রে ব্যাখ্যানবিষয়ে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, ব্যাখ্যানের পাঁচটি অবয়ব। যথা, পদচ্ছেদ, পদের অর্থ নিরূপণ, বিগ্রহবাক্য (ব্যাসবাক্য), বাক্যযোজনা ও পূর্বপক্ষ সমাধান। প্রসঙ্গতঃ—

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহঃ বাক্যযোজনা।
পূর্বপক্ষসমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।।"[৭]

---

২. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০
৩. তদেব
৪. কা., পদমঞ্জরী, প্রথম ভাগ, পৃ. ২
৫. স. ব্যা. শা. ই., প্রথম ভাগ, পৃ. ১৯৪
৬. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০
৭. ভা. বৃ., ভূমিকা, পৃ. ১৬

অতএব 'বৃত্তি' হল 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তি' এবং 'বৃত্তি'র ব্যাখ্যানই 'বার্ত্তিক'। এই দৃষ্টিতে সূত্রের নিমিত্ত 'বৃত্তিসূত্রে'রও ব্যবহার হয়ে থাকে।

বার্ত্তিকের প্রয়োজন :

পাণিনীয় সূত্রের পূর্ণতা বিধানার্থে বার্ত্তিকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যে সমস্ত শুদ্ধপদের প্রয়োগ ভাষাতে আছে, যেগুলির সিদ্ধির নিমিত্ত পাণিনি কোন সূত্র রচনা করেননি, করলেও তা সহজবোধ্য নয়, সেগুলির বিধানকল্পে বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। সূত্র ও কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক আশ্রয়ে পতঞ্জলি মহাভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। বার্ত্তিক-পরিভাষা প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে—

"প্রয়োজনং সংশয়নির্ণয়ৌ চ ব্যাখ্যাবিশেষো গুরুলাঘবং চ।

কৃতব্যুদাসোঽকৃতশাসনং চ স বার্ত্তিকো ধর্মগুণোঽষ্টকশ্চ।।' (বিষ্ণধর্ম.পু.-৩/৬)

অর্থাৎ বার্ত্তিকের আট প্রকার ধর্ম হল, ১) প্রয়োজন, ২) সংশয়, ৩) নির্ণয়, ৪) ব্যাখ্যাবিশেষ, ৫) গুরু, ৬) লাঘব, ৭) কৃতব্যুদাস ও ৮) অকৃতশাসন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের বার্ত্তিকের আট প্রকার ধর্মের সহিত পরবর্তীকালে মহাভাষ্যে প্রতিফলিত বার্ত্তিকের সাম্যতা লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের বার্ত্তিকের 'প্রয়োজন, সংশয় ও নির্ণয়' এই তিনটি ধর্মের সহিত ভাষ্যে প্রতিফলিত বার্ত্তিকের 'অন্বাখ্যান' নামক ধর্মের সাদৃশ্য প্রতিফলিত হয়। আবার, বিষ্ণুধর্মোত্তরের 'ব্যাখ্যাবিশেষ, গুরু ও লাঘব' বৈশিষ্ট্য তিনটির ভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের 'ব্যাখ্যান বা বাক্যাধ্যাহার' নামক বৈশিষ্ট্যের সাম্যতা রয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরের 'কৃতব্যুদাস' নামক বৈশিষ্ট্যটি ভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের 'প্রত্যাখ্যান' নামক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে ও বিষ্ণুধর্মোত্তরের 'অকৃতশাসন' বৈশিষ্ট্যটি ভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের 'অক্রিয়মান বিধানে'র সহিত সাদৃশ্য গুণযুক্ত। বিষ্ণধর্মোত্তর পুরাণে বার্ত্তিকের বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যাকরণ বার্ত্তিকের অধিক সাম্যতাহেতু মনে করা হয়ে থাকে যে, বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের বার্ত্তিকগুলি ব্যাকরণ-বার্ত্তিকের নিরিখে রচিত হয়েছিল।

বৈয়াকরণগণ সর্বপ্রথম সূত্র ও বার্ত্তিকের ভেদ সাধন করেন। সূত্র শাস্ত্রপ্রবৃত্তির সাধন। কিন্তু কেবল সূত্রের দ্বারা শব্দের প্রতিপত্তি হয় না, ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়। সূত্র ও বার্ত্তিকের ভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত আচার্য ভর্তৃহরি ভাষ্যদীপিকায় বলেছেন—'ভাষ্যসূত্রে গুরুলাঘবস্যানাশ্রিতত্বাত্।' অর্থাৎ ভাষ্যে গৌরব হয় ও সূত্রে লাঘব হয়। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি তিন আচার্যের উদ্দেশ্য

ছিল শব্দসিদ্ধি। সূত্রকারের অভিপ্রায় ছিল যথাসম্ভব অল্প অক্ষরবিশিষ্ট সূত্রের দ্বারা শব্দসিদ্ধি অর্থাৎ সংক্ষেপীকরণ। কিন্তু পাণিনির সংক্ষেপীকরণের কিছু নিয়মের অব্যাপ্তি ছিল। কাত্যায়ন যথাসম্ভব কম নিয়মের দ্বারা যেগুলির পূর্ণতা বিধানের চেষ্টা করেন। সূত্রের ব্যাখ্যান বার্ত্তিক হওয়ায়, সূত্রের পূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে সূত্রকেন্দ্রিক যে উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, প্রয়োজন, সেগুলির বিধানের নিমিত্ত বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। তাই বার্ত্তিককার পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যাতামাত্র, শত্রুও নন, মিত্রও নন। বার্ত্তিককার ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভূক্ত এবং কাশকৃস্ন প্রণীত ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত।

বার্ত্তিকলক্ষণ :

বার্ত্তিকলক্ষণবিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন বৈয়াকরণের মতবৈমত্যের সূক্ষ্ম পরিচয় পাওয়া যায়। পরাশর উপপুরাণে বার্ত্তিকের লক্ষণস্বরূপ বলা হয়েছে —

"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ।।"[৮]

মহর্ষি পাণিনি কর্তৃক উক্ত অর্থাৎ কথিত, অনুক্ত অর্থাৎ অকথিত এবং দুরুক্ত অর্থাৎ কষ্ট পূর্বক উক্ত হয়েছে যে বিষয়, সেই বিষয়ের চিন্তা বা আলোচনা যে গ্রন্থে থাকে, তাকে বার্ত্তিক বলে। হেমচন্দ্র তাঁর শব্দানুশাসনশাস্ত্রে বার্ত্তিকের লক্ষণ দিয়েছেন—

"উক্তানুক্তদুরুক্তানাং ব্যক্তিকারী তু বার্ত্তিকম্।'[৯]

বার্ত্তিকলক্ষণবিষয়ে রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে বলেছেন—'উক্তানুক্তদুরুক্তচিন্তা বার্ত্তিকম্'[১০] আচার্য নাগেশ মহাভাষ্যের 'উদ্যোত' টীকায় বার্ত্তিকের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন— "উক্তা২নুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং হি বার্ত্তিককারত্বম্'।[১১] আবার অন্যত্র তিনি বার্ত্তিকের লক্ষণ দিয়েছেন—'সূত্রে২নুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্।'[১২] কাশিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জরী' টীকায় আচার্য হরদত্ত বার্ত্তিক প্রসঙ্গে বলেছেন—

---

৮. পরা. উপ., অধ্যায়-৭

৯. ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৯০

১০. কাব্য., দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ১৯২

১১. ম. ভা., পা. সূ.-৭।৩।৫৯, উদ্দ্যোত টীকা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১২

১২. তদেব, পা. সূ.-১। ১। ১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫৬

"যদ্বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তত্স্ফুটম্।

বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং ভাষ্যকৃত্।।"[১৩]

এখানে 'বাক্যকার' শব্দে 'বার্ত্তিককার' এরূপ বুঝতে হবে। আবার 'ক্ত্বিতি চ' (পা.সূ. ১।১।৫) সূত্রের 'পদমঞ্জরী' টীকায় বার্ত্তিকবিষয়ে তাঁর অভিমত— 'সূত্রকারেণানুক্তং বার্ত্তিককার আহ, তদুক্তং চ দূষয়তি, এবং ভাষ্যকারো বার্ত্তিককারেণ'।[১৪] উদ্ধৃতাংশটিতে 'তদুক্ত' শব্দে 'দুরুক্ত' বুঝতে হবে।

বার্ত্তিকের উপর্যুক্ত লক্ষণের সমন্বয়ে বলা যায় যে, পাণিনীয় সূত্রে যে বিষয় উক্ত হয়েছে, যে বিষয় উক্ত হয়নি এবং যে বিষয় দুরুক্ত হয়েছে বা যে বিষয় বলা উচিৎ হয়নি, সেই বিষয়ের চিন্তা যে গ্রন্থে থাকে, তাকে বার্ত্তিক বলা হয়। বার্ত্তিকলক্ষণে 'চিন্তা' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে, সিদ্ধান্তকৌমুদীর ধাতুপাঠের চুরাদিগণ প্রকরণে 'চিতি স্মৃত্যাম্' (১৫৩৫) এরূপ পাঠ রয়েছে। তাই ধাত্বর্থ বিচারে বলা চলে, উক্ত, অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়ের চিন্তন বা স্মরণ যেখানে করা হয়, তাকে বার্ত্তিক বলে।

বার্ত্তিকের প্রকার :

ব্যাকরণ শাস্ত্রের বার্ত্তিকগুলি সূত্রাত্মক, কতিপয় ক্ষেত্রে সেগুলি কারিকা বা শ্লোকের আকারেও বর্ণিত হয়েছে। মহাভাষ্যে সূত্রাত্মক বার্ত্তিক ও শ্লোকবার্ত্তিকের পরিচয় পাওয়া যায়। দর্শনাদি শাস্ত্রেও বার্ত্তিক উপলব্ধ। সেক্ষেত্রে ভাষ্যকে আশ্রয় করে বার্ত্তিক রচিত হয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে প্রমাণ-বার্ত্তিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া মীমাংসা শাস্ত্রে প্রতিফলিত বার্ত্তিক শ্লোকবার্ত্তিক নামে পরিচিত।

বার্ত্তিক জ্ঞাপনার্থে বাক্য, ব্যাখ্যানসূত্র, ভাষ্যসূত্র, অনুতন্ত্র ও অনুস্মৃতি শব্দের প্রয়োগ :

পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিকের সমার্থক বাক্য, ব্যাখ্যানসূত্র, ভাষ্যসূত্র, অনুতন্ত্র ও অনুস্মৃতি শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। নিম্নে বার্ত্তিকের সমার্থক শব্দগুলির বিষয়ে ও সেগুলির প্রয়োগচিত্র বিষয়ে আলোচনা প্রদর্শিত হল :

বাক্য : বার্ত্তিক জ্ঞাপনার্থে 'বাক্য' শব্দের প্রয়োগ আচার্য কৈয়ট প্রণীত মহাভাষ্যের 'প্রদীপ'

১৩. কা., পদমঞ্জরী, প্রথম ভাগ, পৃ. ৬

১৪. তদেব, পৃ. ৭৫

টীকায় বর্ণিত হয়েছে। 'স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুস্কংদনূঙ্সমানাধিকরণে স্ত্রিয়ামপূরণীপ্রিয়াদিষু' (পা.সূ. ৬। ৩। ৩৪) সূত্রের 'প্রদীপ' টীকায় বার্ত্তিক শব্দটি 'বাক্য' শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে— 'সূত্রব্যাখ্যানার্থত্বাদ্বাক্যানাং বিস্পষ্টার্থমুভয়োরুপাদানমিত্যর্থঃ।'[১৫] 'সমঃ সুটি' (পা.সূ. ৮। ৩। ৫) সূত্রের 'প্রদীপ' টীকায়ও বার্ত্তিক জ্ঞাপনার্থে 'বাক্য' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে- 'তুল্যবিচারত্বাদ্ভাষ্যে ত্রিপাঠীং পঠিত্বা বাক্যং পঠিতম্—সম্পুকানামিতি।'[১৬] 'কাশিকা' গ্রন্থের 'ন্যাস' টীকায়ও বার্ত্তিক জ্ঞাপনার্থে 'বাক্য' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে—'ভাষ্যং কাত্যায়নপ্রণীতানাং বাক্যানাং বিবরণং পতঞ্জলিপ্রণীতম্'[১৭]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশের নিরিখে 'বাক্য' শব্দ যে বার্ত্তিকের সমার্থক, তার প্রমাণ মেলে এবং 'বাক্যকার' হিসাবে কাত্যায়নের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়। 'বার্ত্তিক' শব্দের স্থলে 'বাক্য' শব্দের প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলা যায়, বাক্য হতে গেলে ক্রিয়াপদের প্রয়োজন। সূত্রে যার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বার্ত্তিকের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায়, বার্ত্তিকের 'বাক্য' এরূপ পরিচিতির প্রাসঙ্গিকতা থাকে।

ব্যাখ্যানসূত্র :

'বার্ত্তিক' শব্দের স্থলে 'ব্যাখ্যানসূত্র' শব্দের প্রয়োগ মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' টীকায় বর্ণিত হয়েছে। 'স্বরিতো বাঽনুদাত্তে পদাদৌ' (পা. সূ. ৮।২। ৬) সূত্রের 'প্রদীপ' টীকায় এপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে— 'ব্যাখ্যানসূত্রেষু লাঘবাঽনাদরাত্'।[১৮] উদ্ধৃতাংশটিতে 'ব্যাখ্যানসূত্র' শব্দে 'বার্ত্তিক' সূচিত হয়েছে। সূত্রের ব্যাখ্যান বার্ত্তিক হওয়ায়, বার্ত্তিক 'ব্যাখ্যানসূত্র' শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে।

অনুতন্ত্র :

আচার্য ভর্তৃহরি স্বরচিত 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থের 'ব্রহ্মকাণ্ডে' শব্দ, অর্থ ও উভয়ের সম্বন্ধের নিত্যতা প্রসঙ্গে 'বার্ত্তিক' শব্দের জ্ঞাপনের নিমিত্ত 'অনুতন্ত্র' শব্দের ব্যবহার করেছেন, যথা—

---

১৫. ম. ভা., প্রদীপ টীকা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৭

১৬. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৪

১৭. কা., ন্যাস টীকা, প্রথম ভাগ, পৃ. ২

১৮. ম. ভা., প্রদীপ টীকা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯৪

"নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাস্তত্রাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণামনুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ।।"[১৯]

কারিকাটিতে 'সূত্রাণামনুতন্ত্রাণাং ভাষ্যাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ' বাক্যে ব্যাকরণের সূত্র, অনুতন্ত্র (বার্ত্তিক) ও ভাষ্যের কথা বলা হয়েছে, দর্শনাদির নয়।

অনুস্মৃতি :

সায়ণাচার্য প্রণীত ধাতুবৃত্তিতে বার্ত্তিক শব্দের স্থলে 'অনুস্মৃতি' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়— 'অনুস্মৃতৌ কারশব্দস্য স্থানে করশব্দঃ পঠ্যতে।' 'অনুস্মৃতি' ও 'অনুতন্ত্র' শব্দ দুটি পাণিনীয় প্রস্থানের অভিপ্রেত, যেহেতু বার্ত্তিক সূত্রের অনুসরণ করে। তাই বার্ত্তিকের নাম অনুস্মৃতি, অনুতন্ত্র।

মহাভাষ্যে সর্বপ্রথম বার্ত্তিকের সন্ধান পাওয়া যায়। সূত্র, বার্ত্তিক ও ভাষ্যকে আশ্রয় করে পাণিনীয় প্রস্থান ক্রমশঃ পল্লবিত হয়। পরবর্তীকালে পাণিনীয় প্রস্থানের দুটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়। প্রথমটি অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরার বামন ও জয়াদিত্য বিরচিত 'কাশিকা' গ্রন্থ ও দ্বিতীয়টি ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'। 'কাশিকা' ও 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থের বার্ত্তিকগুলির অধিকাংশই বাচ্যম্, বক্তব্যম্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। যেমন 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সমাস প্রকরণে তৎপুরুষ সমাস বিধায়ক 'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ' (পা.সূ. ২। ১। ৩৬) সূত্রের বার্ত্তিক হল—'অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্'। কাশিকা গ্রন্থে 'অর্থেন নিত্যসমাসবচনং সর্বলিঙ্গতা চ বক্তব্যা' এরূপ বার্ত্তিক পাওয়া যায়। আবার 'পঞ্চমী ভয়েন' (পা.সূ. ২। ১। ৩৭) সূত্রের বার্ত্তিক হল— 'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বাচ্যম্'। কাশিকা গ্রন্থে 'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বক্তব্যম্' এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

ভাষ্যরচনার দুই প্রকার শৈলী উপলব্ধ হয়। পাণিনিসূত্রকে আশ্রয় করে শঙ্কাপূর্বক ভাষ্যে কোথাও 'কিং চাতঃ'। কোথাও বা 'কশ্চাত্র বিশেষঃ' এরূপ বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ উপলব্ধ হয়। বাক্যদুটির দ্বারা ভাষ্যকার ভাষ্য ও বার্ত্তিক বিষয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। শঙ্কা স্থাপনের পর ভাষ্যবচনে 'কিং চাতঃ' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ থাকলে, এরপর বিচার ভাষ্যকার কর্তৃক হয়ে থাকে।

---

১৯. বাক্য., ব্রহ্মকাণ্ড, কারিকা-২৩

আর শঙ্কা স্থাপনের পর 'কশ্চাত্র বিশেষঃ' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ থাকলে, তার পর বার্ত্তিককারের মত ব্যক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অব্যয় সংজ্ঞা বিধায়ক 'কৃন্মেজন্ত' (পা. সূ. ১। ১। ৩৯) সূত্রের আক্ষেপভাষ্যে বলা হয়েছে—"কথমিদং বিজ্ঞায়তে- কৃদ্যো মকারান্ত ইতি, আহোস্বিত্- কৃদন্তং যত্ মকারান্তমিতি। কিং চাতঃ? যদি বিজ্ঞায়তে- কৃদ্যো মান্ত ইতি, 'কারয়াংচকার হারয়াংচকার' ইত্যত্র ন প্রাপ্নোতি। অথ বিজ্ঞায়তে- কৃদন্তং যন্মান্তমিতি, 'প্রতামৌ প্রতামঃ' অত্রাপি প্রাপ্নোতি।"[২০] এক্ষেত্রে ভাষ্যকার কর্তৃক বিচার প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আবার প্রগৃহ্যসংজ্ঞা বিধায়ক 'ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্যম্' (পা.সূ. ১। ১। ১১) সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে "কথং পুনরিদং বিজ্ঞায়তে-ঈদাদয়ো যদ্দ্বিবচনমিতি, আহোস্বিদীদাদ্যন্তং যদ্দ্বিবচনমিতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ? ঈদাদয়ো দ্বিবচনং প্রগৃহ্যা ইতি চেদন্ত্যস্য বিধিঃ।"[২১] এস্থলে 'কশ্চাত্র বিশেষঃ?' বাক্যের দ্বারা প্রথমপক্ষে দোষ প্রদর্শন পূর্বক বার্ত্তিককারের অভিমত ব্যাক্ত হয়েছে।

উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ভাষ্যকার বার্ত্তিক হতে ভাষ্যের ভেদ প্রদর্শনের নিমিত্ত 'কিং চাতঃ' ও 'কশ্চাত্র বিশেষঃ' বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ করেছেন।

---

২০. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬

২১. তদেব, পৃ. ২৬০-২৬১

চতুর্থ অধ্যায়

কাত্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ অধ্যায়
।। কাত্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য।।

পাণিনি-ব্যাকরণে উপলব্ধ বার্ত্তিকের মধ্যে সর্বাধিক বার্ত্তিকের রচয়িতা ও পাণিনিসূত্রের মুখ্য ব্যাখ্যাতারূপে আচার্য কাত্যায়ন সুবিদিত। কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ পাণিনি-ব্যাকরণের মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে বিবেচিত। আচার্য নাগেশ[১], পদমঞ্জরী টীকাকার হরদত্ত[২], ভর্তৃহরি[৩], পতঞ্জলি[৪] প্রমুখ বৈয়াকরণ বার্ত্তিককারকে 'বাক্যকার' নামে সম্বোধন করেছেন। বার্ত্তিক একাধিক নামে পরিচিত। যথা, বাক্য, ব্যাখ্যানসূত্র, ভাষ্যসূত্র, অনুতন্ত্র, অনুস্মৃতি প্রভৃতি। মহাভাষ্যে যে সমস্ত বার্ত্তিক পাওয়া যায়, সকল বার্ত্তিকের রচয়িতা কাত্যায়ন নন। বার্ত্তিক ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে কাত্যায়ন ছাড়া অন্যান্য বার্ত্তিককারের অভিমত ভাষ্যকার মহাভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন। সেই সমস্ত চিত্র হতে মহাভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের রচয়িতারূপে কাত্যায়ন ছাড়াও একাধিক বার্ত্তিককারের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে পতঞ্জলি বার্ত্তিকে বার্ত্তিককারের নামোল্লেখ করেছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে নাম নির্দেশ ছাড়া বার্ত্তিক উদ্ধৃত করেছেন। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক স্বরচিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস' গ্রন্থে বার্ত্তিককাররূপে (১) কাত্যায়ন, (২) ভারদ্বাজ, (৩) সুনাগ, (৪) ক্রোষ্টা, (৫) বাডব, (৬) ব্যাঘ্রভূতি, (৭) বৈয়াঘ্রপদ্য, (৮) গোনর্দীয়, (৯) গোণিকাপুত্র, (১০) সৌর্য ভগবান, (১১) কুণরবাডব প্রভৃতি বার্ত্তিককারের নামোল্লেখ করেছেন। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হতে তাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়।

নিম্নে উল্লিখিত বার্ত্তিককারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত হল ঃ

১) কাত্যায়ন

---

১. 'বাক্যকারো বার্তিকমারভতে'—ম. ভা., পা. সূ. ৬।১।১৩৫, উদ্দ্যোত টীকা, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩৫

২. "যদ্বিস্মৃতমদৃষ্টং বা সূত্রকারেণ তত্স্ফুটম্।
বাক্যকারো ব্রবীত্যেবং তেনাদৃষ্টং চ ভাষ্যকৃত্।।"—কাশিকাবৃত্তি, পদমঞ্জরী, প্রথম ভাগ, পৃ. ৬

৩. 'এষা ভাষ্যকারস্য কল্পনা ন বাক্যকারস্য।' মহাভাষ্য দীপিকা
'যদেবোক্তং বাক্যকারেণ বৃত্তিসমবায়ার্থ উপদেশঃ।' মহাভাষ্য দীপিকা

৪. 'ন স্ম পুরাদ্যতন ইতি ব্রুবতা কাত্যায়নেনেহ'—ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২

পাণিনি-ব্যাকরণের অন্যতম ও মুখ্য বার্ত্তিক রচয়িতা হলেন আচার্য কাত্যায়ন। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রাবলম্বনে রচিত বার্ত্তিকের অধিকাংশই কাত্যায়ন কর্তৃক রচিত। মহাভাষ্যের দুটি স্থানে পতঞ্জলি কাত্যায়নকে 'বার্ত্তিককার' নামে অভিহিত করেছেন। (পা. সূ. ৩। ২। ১১৮) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি কাত্যায়নপ্রসঙ্গে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—"ন স্ম পুরানদ্যতন ইতি ব্রুবতা কাত্যায়নেনেহ। স্যাদিবিধিঃ পুরান্তো যদ্যবিশেষেণ ভবতি, কিং বার্ত্তিককারঃ প্রতিষেধেন করোতি—ন স্ম পুরানদ্যতন ইতি।"[৫] আবার (পা. সূ. ৭। ১। ১) সূত্রের ভাষ্যে বলা হয়েছে—"সিদ্ধত্যেবং যত্ত্বিদং বার্তিককারঃ পঠতি 'বিপ্রতিষেধাট্টাপো ৰলীয়স্ত্বম্' ইতি এতদসংগৃহীতং ভবতি।"[৬] জিনেন্দ্রবুদ্ধির ন্যাস টীকায়ও 'এতচ্চ কাত্যায়নপ্রভৃতীনাম্প্রমাণভূতানাং বচনাদ্বিজ্ঞায়তে।'[৭] বাক্যের দ্বারা বার্ত্তিককার কাত্যায়নের প্রামাণ্য সূচিত হয়।

মহাভাষ্যে বার্ত্তিককারের একাধিক নাম পাওয়া যায়। যথা, কাত্য, কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ,বররুচি প্রভৃতি। সংস্কৃতবাঙ্ময়ে 'কাত্যায়ন' নামে বহু পুরুষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। যথা, কৌশিক কাত্যায়ন, আঙ্গিরস কাত্যায়ন, ভার্গব কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্যপুত্র কাত্যায়ন প্রভৃতি। মহাভাষ্যে আচার্য পতঞ্জলি কর্তৃক উচ্চারিত 'প্রোবাচ ভগবাংস্তু কাত্যঃ'[৮] বচনের দ্বারা বার্ত্তিককার কাত্যায়নের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাভাষ্যস্থ 'সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে' বার্ত্তিকটি বার্ত্তিককারের প্রথম বার্ত্তিক বলে শাব্দিকগণ মনে করে থাকেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হল 'স্বর্গারোহণকাব্য', যা 'বাররুচ কাব্য' নামেও পরিচিত। অর্থাৎ কাত্যায়নের অপর নাম হল 'বররুচি'। মহাভাষ্যের (পা. সূ. ৪। ৩ । ১০১) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি বাররুচ কাব্যের উল্লেখ করেছেন—'যত্তেন কৃতং ন চ তেন প্রোক্তম্—বাররুচং কাব্যম্।'[৯] এছাড়া কাত্যায়নকে 'ভ্রাজসংজ্ঞক শ্লোক'[১০], ছন্দঃশাস্ত্র, 'উভয়সারিকা' নামক ভাণ জাতীয় কাব্যেরও রচয়িতা বলে জানা যায়।

---

৫. ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২

৬. তদেব, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৭

৭. কা. বৃ., পা. সূ.-৬। ৩। ৫০, ন্যাস টীকা

৮. ম. ভা., তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬১

৯. ম. ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫

১০. ম. ভা., উদ্দ্যোত টীকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৬

২) **ভারদ্বাজ**

আচার্য ভারদ্বাজও ব্যাকরণ বার্ত্তিকের রচয়িতা ছিলেন। মহাভাষ্যের অনেক স্থানে আচার্য পতঞ্জলি কর্তৃক ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের উল্লেখ রয়েছে। পাণিনীয় সূত্রাবলম্বনে ভরদ্বাজ বার্ত্তিক রচনা করেন। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত বার্ত্তিক পর্যালোচনায় ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল। কাত্যায়ন সূত্রলক্ষণ অনুযায়ী বার্ত্তিক রচনা করেন। অর্থাৎ কাত্যায়নীর বার্ত্তিক সূত্রাত্মক ছিল। কাত্যায়নীর ও ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের উদাহরণ[১১] হল ঃ

কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক - 'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদর্থম্'।

ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক - 'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদ্বিকৃতার্থম্'।

ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকপ্রণেতা কোন ভারদ্বাজ, এবিষয়ে আজও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

৩) **সুনাগ**

আচার্য সুনাগও বার্ত্তিকের রচয়িতা ছিলেন। সুনাগপ্রণীত বার্ত্তিক সৌনাগবার্ত্তিক নামে পরিচিত। মহাভাষ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, সৌনাগবার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ী অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। মহাভাষ্যের অনেক সূত্রব্যাখ্যায় সৌনাগবার্ত্তিক[১২] উদ্ধৃত হয়েছে। সুনাগ যে কাত্যায়নের পরবর্তীকালীন ছিলেন ও কাত্যায়ন অপেক্ষা বিস্তৃত বার্ত্তিক রচনা করেন, এবিষয়ে কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপ টীকা হতে আমরা জানতে পারি - 'কাত্যায়নাভিপ্রায়মেব প্রদর্শয়িতুং সৌনাগৈরতিবিস্তরেণ পঠিতমিত্যর্থঃ।'[১৩] ব্যাকরণমহাভাষ্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, পাণিনিসুত্রাবলম্বনে 'সৌনাগবার্ত্তিক' রচিত হয়েছিল এবং সৌনাগবার্ত্তিক কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল। যথা---'এবং হি সৌনাগাঃ পঠন্তি---

---

১১. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ২০

১২. ম. ভা., পা. সূ.-২। ২। ১৮, ৩। ২। ৫৬, ৪। ১। ৭৪, ৪। ১। ৮৭ ইত্যাদি

১৩. ম. ভা., পা. সূ.-২। ২। ১৮, প্রদীপ টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬

‘নঞস্নঞীক্ক্যংস্তরুণতলুনানামুপসংখ্যানম্’ ইতি।’[১৪] আবার ‘ওমাঙোশ্চ’ সূত্রব্যাখ্যায় পতঞ্জলি সূত্রস্থ ‘চ’কার প্রত্যখ্যানপ্রসঙ্গে আচার্য সুনাগের অভিমত ব্যক্ত করেছেন—‘এবং হি সৌনাগাঃ পঠন্তি—চোঽনর্থকোঽনধিকারাদেঙঃ।’[১৫] কাশিকাগ্রন্থে সূত্রব্যাখ্যায় সৌনাগমত উদ্ধৃত হয়েছে—‘সৌনাগাঃ কর্মণি নিষ্ঠায়াং শকেরিটমিচ্ছন্তি বিকল্পেন।’[১৬]

৪) **ক্রোষ্টা**

আচার্য ক্রোষ্টা যে বার্ত্তিক রচয়িতা ছিলেন, এবিষয়ে আমরা মহাভাষ্য হতে জানতে পারি। তবে মহাভাষ্যে ক্রোষ্টা প্রণীত বার্ত্তিকের অধিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ‘ইকো গুণবৃদ্ধী’ সূত্রের ব্যাখ্যানকালে পতঞ্জলি ক্রোষ্ট্রীয় বার্ত্তিক উদ্ধৃত করেছেন—‘পরিভাষান্তরমিতি চ মত্বা ক্রোষ্ট্রীয়াঃ পঠন্তি—নিয়মাদিকো গুণবৃদ্ধী ভবতো বিপ্রতিষেধেন।’[১৭] বার্ত্তিকটি পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ক্রোষ্ট্রীয় বার্ত্তিক অষ্টাধ্যায়ী সূত্রাবলম্বনে রচিত হয়েছে।

৫) **বাড়ব**

মহাভাষ্যের ‘প্লুতাবৈচ ইদুতৌ’ সূত্রব্যাখ্যায় আচার্য বাড়বের অভিমত ব্যক্ত হয়েছে—‘অনিষ্টিজ্ঞো বাড়বঃ পঠতি’[১৮]। এ প্রসঙ্গে আচার্য নাগেশ ‘উদ্দ্যোত’ টীকায় বলেছেন—‘সিদ্ধং ত্বিদুতোরিতি বার্তিকং বাড়বস্য।’[১৯] ভাষ্য ও উদ্দ্যোত টীকা পর্যালোচনায় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ‘তত্রাঽয়থেষ্টপ্রসঙ্গঃ’ বার্ত্তিকটি আচার্য বাড়ব কর্তৃক রচিত। বার্ত্তিককার বাড়বের বিষয়ে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানা যায় না।

৬) **ব্যাঘ্রভূতি**

---

১৪. ম. ভা., পা. সূ.-৪। ১। ৮৭, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০৩

১৫. তদেব, পা. সূ.-৬।১।৯৫, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৭

১৬. কা. বৃ., পা. সূ.-৭। ২। ১৭, নবম ভাগ, পৃ. ৪২

১৭. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ৩, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৮৬

১৮. ম. ভা., পা. সূ.-৮। ২। ১০৬, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯

১৯. তদেব

পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক রচয়িতা হিসাবে আচার্য ব্যাঘ্রভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। মহাভাষ্যে সাক্ষাৎভাবে ব্যাঘ্রভূতির উল্লেখ না থাকলেও কৈয়টপ্রণীত প্রদীপ টীকায় ব্যাঘ্রভূতির উল্লেখ রয়েছে। মহাভাষ্যে 'অদো জগ্ধির্ল্যপ্তি কিতি' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'জগ্ধিবিধির্ল্যপি যত্তদকস্মাত্...' ইত্যাদি একটি শ্লোকবার্ত্তিক উদ্ধৃত হয়েছে। বার্ত্তিকটির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'প্রদীপ' টীকায় আচার্য কৈয়ট কর্তৃক উক্ত হয়েছে—'অয়মেবার্থো ব্যাঘ্রভূতিনাপ্যুক্ত ইত্যাহ-জগ্ধিবিধিরিতি।'[২০] আচার্য কৈয়টের মতানুযায়ী বলা যায় যে, ব্যাঘ্রভূতি-ই শ্লোকবার্ত্তিকটির রচয়িতা। পণ্ডিত গুরুপদ হালদার মহাশয় তাঁর 'ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে ব্যাঘ্রভূতিকে পাণিনির শিষ্য[২১] বলে উল্লেখ করেছেন।

৭) **বৈয়াঘ্রপদ্য**

পণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিককাররূপে আচার্য বৈয়াঘ্রপদ্যের নামও উল্লেখযোগ্য। মহাভাষ্যে বার্ত্তিককার হিসাবে বৈয়াঘ্রপদ্যের নাম অনেকস্থানে উদ্ধৃত হয়েছে। 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (প. সূ. ৮ । ২ । ১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কাশিকাগ্রন্থে 'শুষ্কিকা শুষ্কজঙ্ঘা চ...' একটি শ্লোক-বার্ত্তিক উদ্ধৃত হয়েছে। ভট্টোজি দীক্ষিত শব্দকৌস্তুভে এপ্রসঙ্গে বলেছেন---'অতএব শুষ্কিকা...ইতি বৈয়াঘ্রপদীয়বার্তিকে জিশব্দ পঠ্যতে।'[২২] দীক্ষিত মতানুযায়ী বার্ত্তিকটি বৈয়াঘ্রপদ্য কর্তৃক রচিত। দীক্ষিতবচনের সত্যতা প্রমাণিত হলে বৈয়াঘ্রপদ্য পাণিনি উত্তরকালীন হবেন।

৮) **গোনর্দীয়**

পাণিনীয় সূত্রাবলম্বনে আচার্য গোনর্দীয় বার্ত্তিক রচনা করেন। মহাভাষ্যে সূত্রব্যাখ্যায় গোনর্দীয়ের মত উদ্ধৃত হয়েছে—'গোনর্দীয়স্ত্বাহ—সত্যমেতত্, সতি ত্বন্যস্মিন্নিতি।'[২৩] 'ন বহুব্রীহৌ' সূত্রব্যাখ্যায় প্রত্যাখ্যান ভাষ্যরূপে শ্লোকাকারে গোনর্দীয়ের মত ব্যক্ত হয়েছে—

---

২০. ম. ভা., পা. সূ.-২। ৪। ৩৬, প্রদীপ টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫৩

২১. ব্যা. দ. ই., পৃ. ৪৪৪

২২. শ. কৌ., পা. সূ.-১। ১। ৫৬

২৩. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ২১, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯৮

"গোনর্দীয়স্ত্বাহ—অকচ্স্বরৌ তু কর্তব্যৌ মুক্তসংশয়ম্।
ত্বকল্পিতৃকো মকল্পিতৃক ইত্যেব ভবিতব্যমিতি।।"[২৪]

মহাভাষ্যের অন্যত্রও সূত্রব্যাখ্যায় আচার্য গোনর্দীয়ের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোনর্দীয় যে প্রতিষ্ঠিত বৈয়াকরণ ছিলেন, মহাভাষ্যে পর্যালোচনা এবিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

শব্দগঠনতত্ত্বালোচনায় অনুমান করা হয়ে থাকে যে, গোনর্দীয় নামটি দেশবাচক ছিল। পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসক প্রণীত 'সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কা ইতিহাস' গ্রন্থে[২৫] গোনর্দীয়কে 'গোনর্দ' দেশীয় বলে স্বীকার করা হয়েছে। 'কাশিকা'গ্রন্থে 'এঙ্ প্রাচাং দেশে' (পা. সূ. ১। ১। ৭৫) সূত্রের ন্যাস টীকায় গোনর্দীয়কে প্রাচ্যদেশীয়[২৬] বলা হয়েছে।

৯) গোণিকাপুত্র

মহাভাষ্যে 'অকথিতঞ্চ' (পা. সূ. ১। ৪ । ৫১) সূত্রব্যাখ্যায় আচার্য গোণিকাপুত্রের নামোল্লেখ রয়েছে-'উভয়থা গোণিকাপুত্রঃ।'[২৭] ভাষ্যস্থ বচনানুযায়ী অনুমান করা হয় যে, গোণিকাপুত্র বৈয়াকরণাচার্য ছিলেন। উদ্দ্যোত টীকায় গোণিকাপুত্র সম্পর্কে আচার্য নাগেশের অভিমত—'গোণিকাপুত্রো ভাষ্যকার ইত্যাহুঃ।'[২৮] তবে গোণিকাপুত্র সম্পর্কে অন্য বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না।

১০) সৌর্য ভগবান্

পাণিনীয় প্রস্থানের বার্ত্তিককাররূপে আচার্য সৌর্য ভগবানের পরিচয় মেলে। মহাভাষ্যে সৌর্য ভগবানের উক্তির সাক্ষ্য মেলে—'তত্র সৌর্যভগবতোক্তমনিষ্টজ্ঞো বাডবঃ পঠতি।'[২৯] মহাভাষ্যের প্রদীপ টীকা হতে জানা যায় যে, 'সৌর্য' শব্দটি একটি নগরের নাম ছিল—'সৌর্যং নাম নগরং

---

২৪. ম. ভা., পা. সূ.-১। ১। ২৯, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯

২৫. সং. ব্যা. শা. ই., প্রথম ভাগ, পৃ. ৩০১

২৬. কা., পা. সূ.-১। ১। ৭৫, ন্যাস টীকা, প্রথম ভাগ, পৃ. ২২৬

২৭. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৪। ৫১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭২

২৮. ম. ভা., উদ্দ্যোত টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৩

২৯. ম. ভা., পা. সূ.-৮। ২। ১০৬, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪৯

তত্রত্যেনাচার্যেণেদমুক্তম্'।[৩০] সৌর্যভগবান্ 'সৌর্য' নগরের অধিবাসী ছিলেন। কাশিকাগ্রন্থেও সৌর্য নগরের[৩১] পরিচয় পাওয়া যায়।

১১) কুণরবাড়ব

আচার্য কুণরবাড়ব ও বাড়ব একই ব্যক্তি কি না, এবিষয়ে বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায়। তবে মহাভাষ্য পর্যালোচনায় অনুমান করা হয় যে, বাড়ব ও কুণরবাড়ব ভিন্ন ব্যক্তি হবেন। 'শমি ধাতোঃ সংজ্ঞায়াম্' (পা. সূ. ৩। ২। ১৪) সূত্রের বার্ত্তিকোক্ত প্রয়োজন প্রত্যাখ্যানভাষ্যে বলা হয়েছে—'কুণরবাড়বস্ত্বাহ—নৈষা শংকরা। শংগরৈষা। কুত এতত্? গৃণাতিঃ শব্দকর্মা। তস্যৈব প্রয়োগঃ।'[৩২] ভাষ্যবচনে কুণরবাড়বের মতের উল্লেখ হতে পাণিনীয় প্রস্থানের বার্ত্তিককার হিসাবে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

উপরি উল্লিখিত বার্ত্তিককারগণ ছাড়াও মহাভাষ্যে 'অন্য', 'অপর' শব্দের দ্বারা নামবিহীন অপরাপর আচার্যের মত উদ্ধৃত হয়েছে।

মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বার্ত্তিককারের সংখ্যাধিক্য বিষয়ে যেমন সুস্পষ্ট হওয়া যায়, তেমনই কাত্যায়নকে পাণিনি-ব্যাকরণের মুখ্য বার্ত্তিক-নির্মাতারূপে জানা যায়। ভাষ্যকার মহাভাষ্যে কাত্যায়নীয় বার্ত্তিকের মুখ্য স্থান দিলেও অন্যান্য বার্ত্তিককারের অভিমত ব্যক্ত করতে ভোলেন নি।

মহাভাষ্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনায় বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পর্যায়বাচক একাধিক নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—কাত্য, কাত্যায়ন, পুনর্বসু, মেধাজিৎ, বররুচি প্রভৃতি। নিম্নে বার্ত্তিককারের পর্যায়বাচী নামগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল ঃ

কাত্য

'কাত্য' নামটি গোত্র প্রত্যয়ান্ত। মহাভাষ্যে 'আতোঽনুসর্গে কঃ' (পা. সূ. ৩। ২। ৩) সূত্রের

---

৩০. তদেব

৩১. কা. বৃ., তৃতীয় ভাগ, পৃ. ১০৬

৩২. ম. ভা., পা. সূ.-৩। ২। ১৪, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

ভাষ্যে পতঞ্জলি বার্ত্তিককার 'কাত্য'কে স্মরণ করেছেন—'প্রোবাচ ভগবান্‌কাত্যস্তেনাসিদ্ধির্যণস্তু তে।'[৩৩] 'উদ্দ্যোত' টীকায়ও বলা হয়েছে—'যতোঽনাদিষ্টাদচঃ পূর্বত্বে স্থানিবত্ত্বমতো ভগবান্‌কাত্যঃ সংপ্রসারণিভ্যো ডং প্রোবাচেত্যন্বয়ঃ।'[৩৪]

কাত্যায়ন

পূজ্য ব্যক্তির সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত যুবপ্রত্যয়ান্ত 'কাত্যায়ন' নামটির প্রয়োগ হয়। মহাভাষ্যে বার্ত্তিককার হিসাবে 'কত্যায়ন'[৩৫] এই নামের উল্লেখ রয়েছে। পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক রচয়িতা হিসাবে 'কাত্যায়ন' নামটি অধিক পরিচিত।

মেধাজিৎ

মেধাজিৎ নামটির প্রয়োগ তেমন পাওয়া যায় না।

বররুচি

মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থের বহুস্থানে বার্ত্তিককার কাত্যায়নের 'বররুচি' নামের প্রয়োগ রয়েছে। মহাভাষ্যে 'বাররুচ কাব্যে'র[৩৬] উল্লেখ রয়েছে। বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে পাণিনি সূত্রাধিষ্ঠিত বার্ত্তিকের প্রণেতারূপে বররুচি কাত্যায়নকে স্বীকার করা হয়। স্কন্দপুরাণে নাগরখণ্ডে (১৩০। ৭১) কাত্যায়নকে যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র এবং বররুচিকে কাত্যায়নের পুত্র বলা হয়েছে।

।। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের পরিচয়।।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনায় দুটি মুখ্য সম্প্রদায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—মাহেশ্বর সম্প্রদায় ও ঐন্দ্র সম্প্রদায়। আপিশলি এবং পাণিনি-ব্যাকরণ মাহেশ্বর

---

৩৩. তদেব, পা. সূ.-৩। ২। ৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬১

৩৪. তদেব, উদ্দ্যোত টীকা

৩৫. 'পুরাদ্যতন ইতি ব্রুবতা কাত্যায়নেনেহ'-ম. ভা., পা. সূ.-৩। ২। ১১৮, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২

৩৬. ম. ভা., পা. সূ.-৪। ৩। ১০১, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২১৫

সম্প্রদায়ভূক্ত। ঐন্দ্রসম্প্রদায়ভূক্ত ব্যাকরণ হল কাশকৃৎস্ন, কাতন্ত্র প্রভৃতি ব্যাকরণ। কাশকৃৎস্ন প্রণীত ব্যাকরণে ১৪০টি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিক রচনার শৈলী কাশকৃৎস্নের ব্যাকরণ অবলম্বনে হয়েছে। অর্থাৎ কাশকৃৎস্নের ব্যাকরণ অবলম্বনে কাত্যায়ন পূরক বার্ত্তিক রচনা করেন। মহাভাষ্যে পাণিনীয় সূত্রব্যাখ্যায় এবিষয়ে সন্দেহের নিরসন হয়। 'তদ্বিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' (পা. সূ. ২। ১। ৫০) সূত্রে ভাষ্যকারের 'কিং পুনর্দ্বিগুসংজ্ঞা প্রত্যয়োত্তরপদয়োর্ভবতি?' প্রশ্নের উত্তরে আচার্য কৈয়টের অভিমত — 'কাশকৃৎস্নস্য "প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ" ইতি সূত্রম্। তদ্বিচারয়তি। পাণিনীয়ং তু পশ্চাদ্বিচারয়িষ্যতি।'[৩৭] কৈয়টাচার্যের উক্তি হতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োঃ সমাহারে' সূত্রটি কাশকৃৎস্নের ছিল। কাত্যায়ন সূত্রটির বিচারের নিমিত্ত বার্ত্তিক রচনা করেন। সূত্রটির উপর কাত্যায়নের বার্ত্তিক হল 'দ্বিগুসংজ্ঞা প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেদিতরেতরাশ্রয়ত্বাদপ্রসিদ্ধিঃ।' এর দ্বারা বার্ত্তিককার ইতরেতরাশ্রয় দোষ দেখিয়েছেন এবং তার সমাধান 'সিদ্ধং তু প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি বচনাত্' বার্ত্তিকের দ্বারা সাধন করেছেন। অর্থাত্ বার্ত্তিককার পাণিনিসূত্রের উপর আক্ষেপপূর্বক যে দোষ দেখিয়েছেন এবং কাশকৃৎস্নেরও সূত্রের উপর যে দোষ দেখিয়েছেন, তার সমাধান 'সিদ্ধং তু প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি বচনাত্' বার্ত্তিকের দ্বারা সাধন করেছেন। এহতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, বার্ত্তিকার পাণিনিসূত্রের উপর দোষ সমাধানের নিমিত্ত কাশকৃৎস্নের সূত্রের সহায়তা গ্রহণ করেন। মহাভাষ্যস্থ বার্ত্তিকের এই তথ্য হতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনার নিমিত্ত কাশকৃৎস্নের ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ কাত্যায়ন ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন।

মহাভাষ্যস্থ 'যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধঃ' বার্ত্তিকটির পর্যালোচনায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকাদির[৩৮] মতানুযায়ী যাজ্ঞবল্ক্য পৌত্র তথা কাত্যায়নের পুত্র 'বররুচি কাত্যায়ন'ই অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিককার। পাশ্চাত্য পণ্ডিত George Cardona তাঁর 'Pāṇini : A Survey of Research' গ্রন্থে[৩৯] কাত্যায়নের প্রকৃত নাম 'বররুচি' স্বীকার করেছেন। আবার মহাভাষ্যের

৩৭. ম. ভা., পা. সূ.-২। ১। ৫০, প্রদীপ টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

৩৮. স. ব্যা. শা. ই., প্রথম ভাগ, পৃ. ২৮৭

৩৯. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৬

পস্পশাহ্নিকের 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু'[৪০] বার্ত্তিকের "প্রিয়তদ্ধিতা দাক্ষিণাত্যাঃ। 'যথা লোকে বেদে চ' ইতি প্রয়োক্তব্যে 'যথা লৌকিকবৈদিকেষু' ইতি প্রযুঞ্জতে।" ভাষ্যবচনের দ্বারা বার্ত্তিককার দাক্ষিণাত্যবাসী এরূপ সূচিত হয়। কাত্যায়ন শাখার অধ্যয়ন মহারাষ্ট্রে রয়েছে। কথাসরিৎসাগরে[৪১] কাত্যায়নকে 'কৌশাম্বী' নিবাসী বলা হয়েছে। কৌশাম্বী একটি প্রাচীন গ্রামের নাম। এটি যমুনা নদীর ধারে ও এলাহাবাদ হতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে ছিল। মহাভাষ্যে পতঞ্জলি বার্ত্তিককার কাত্য বা কাত্যায়নের উদ্দেশ্যে 'ভগবন্'[৪২] শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এরূপ সম্বোধনই বার্ত্তিককারের প্রামাণ্যতারই পরিচায়ক। কাত্যায়ন শুধুমাত্র বার্ত্তিক রচয়িতা ছিলেন না, তাঁর পূর্বের কৃতিত্ব হল বাজসনেয়ি প্রতিশাখ্য। কাত্যায়নের কৃতিত্ব বিষয়ে Shripad Krishna Belvalkar তাঁর 'Systems of Sanskrit Grammar' গ্রন্থে বলেছেন—'Kātyāyana's work, the vārttikas, are meant to correct, modify, or supplement the rules of Pāṇini wherever they were or had become partially or totally inapplicable. There are two works of his which aim at this object. The earlier is the Vājasaneyi Prātiśākhya, a work dealing with the grammar and orthography of the Vājasaneyi-saṃhitā. Being limited by the nature of his subject to Vedic forms of language only, Kātyāyana has herein given his criticisms on such of the sūtras of Pāṇini as fell within his province. Taking up the suggestion which dawned upon him probably in the course of his Prātiśākhya, Kātyāyana next subjected Pāṇini's Aṣṭādhyāyī to a searching criticism. Since here his object was not to explain Pāṇini but find faults in his grammar, he has left unnoticed many sūtras that to him appeared valid.'[৪৩]

---

৪০. Pāṇini : A Survey of Research, P. 354

৪১. কথাসরিৎ. - ১। ৩

৪২. ম. ভা., পা. সূ.-৩। ২। ৩, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬১

৪৩. S.S.G., P. 24

পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার যে বররুচি ছিলেন এবং তিনি 'বাক্যকার' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, পাণিনিসম্প্রদায়ের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকই তার প্রমাণ —

"বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারঞ্চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্।।"[৪৪]

শ্লোকটিতে 'বাক্যকার' শব্দে বার্ত্তিককার বুঝতে হবে।

।। কাত্যায়নের বার্ত্তিক নির্মাণশৈলী।।

কাত্যায়নের মূল লক্ষ্য ছিল ভাষাকে আশ্রয় করে শব্দসিদ্ধি। কাত্যায়ন ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভূক্ত ও কাশকৃৎস্ন-ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সেজন্য তিনি কাশকৃৎস্নের ব্যাকরণ আশ্রয় করে পাণিনিসূত্রের ব্যাখ্যান করেন। কাত্যায়নের বার্ত্তিক ব্যাখ্যানশৈলী সূত্রাত্মক ছিল। যে সংক্ষেপীকরণের লক্ষ্যে পাণিনি কর্তৃক সূত্র রচিত হয়েছিল, সেই পাণিনীয় সূত্রের ব্যাখ্যান, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নিমিত্ত কাত্যায়ন ঐন্দ্র ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছিলেন। সূত্রব্যাখ্যানে বার্ত্তিকের লাঘব ও গৌরবে বার্ত্তিককারের বিশেষ নজর ছিল না।

সূত্রকার যেভাবে সূত্রে সাংকেতিক অক্ষর ও সাংকেতিক পদের দ্বারা অর্থবোধ ঘটান, তেমনি কাত্যায়ন নিজস্ব ব্যাখ্যা পদ্ধতিতে কিছু বিশিষ্ট সংকেত ব্যবহার করেছিলেন।

কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনায় পারিভাষিক শব্দ হিসাবে পূর্ববর্তী আচার্যদের কিছু সংজ্ঞার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাণিনিসূত্রে যেগুলির উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিম্নে সেগুলির কয়েকটি আলোচিত হল ঃ

উপচার ঃ 'অব্যয়ীভাবশ্চ' (পা. সূ. ১। ১। ৪১) সূত্রের মহাভাষ্যস্থ প্রয়োজন-বার্ত্তিক হল 'অব্যয়ীভাবস্যাব্যয়ত্বে প্রয়োজনং লুঙ্লুখখরোপচারাঃ'। বার্ত্তিকটিকে কাত্যায়ন উপচার শব্দের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। এখানে 'উপচারে'র দ্বারা বিসর্গের স্থানে কৃত সকারের গ্রহণ হয়েছে। বার্ত্তিককার 'উপচার' সংজ্ঞাটি পূর্বাচার্যদের দ্বারা প্রাপ্ত হন।

৪৪. ব্যা. দ. ই., পৃ. ৩৯১

নুম্ ঃ 'ন ধাতুলোপ আর্ধধাতুকে' (পা. সূ. ১। ১। ৪) সূত্রটিকে মহাভাষ্যস্থ পরিগণন-বার্ত্তিক হল—'নুম্লোপে স্ত্রিব্যনুবন্ধলোপেঽপ্রতিষেধার্থম্'। বার্ত্তিকস্থ 'নুম্' শব্দ ন-কারের বোধক, যা পূর্বাচার্যদের দ্বারা বিহিত হয়েছে।[৪৫]

সংস্থানত্বম্ ঃ 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' (পা. সূ. ২। ৪। ৫৪) সূত্রের মহাভাষ্যস্থ প্রয়োজন-বার্ত্তিক হল 'সংস্থানত্বং নমঃ খ্যাত্রে'। 'সংস্থানত্বম্' এই পারিভাষিক শব্দটি পাণিনীয় সূত্রে বর্ণিত না হলেও বার্ত্তিকে বর্ণিত হয়েছে। বার্ত্তিকে 'সংস্থানত্বম্' শব্দের দ্বারা জিহ্বামূলীয়ের[৪৬] গ্রহণ হয়েছে।

।। অন্য বার্ত্তিককারের সহিত কাত্যায়নের তুলনাত্মক আলোচনা।।

ভারদ্বাজ ও কাত্যায়ন

মহাভাষ্যে কাত্যায়নের বার্ত্তিকের যেমন প্রভূত উল্লেখ মেলে, তেমন ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকেরও সন্ধান পাওয়া যায়। পাণিনি 'ঋতো ভারদ্বাজস্য' (পা. সূ. ৭। ২। ৭১) সূত্রে ভারদ্বাজীয় ব্যাকরণ সম্পর্কিত নিয়ম উদ্ধৃত করেছেন। পাণিনীয় সূত্রে ভারদ্বাজের উল্লেখহেতু ভারদ্বাজকে পাণিনি পূর্বকালীন বলে মানতে হয়। আবার, পাণিনিসূত্রের ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের উদাহরণ হতে কেউ কেউ মনে করেন পাণিনিসূত্রাশ্রয়ে ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক রচিত হয়েছে। উদাহরণ—'পুঙঃ ক্ত্বা চ' (পা. সূ. ১। ২। ২২) সূত্রে ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক —'নিত্যমকিত্ত্বমিডাদ্যো ক্ত্বাগ্রহণমুত্তরার্থম্।'[৪৭] বাস্তবিকই পাণিনি নিজ গ্রন্থে প্রাচীন ব্যাকরণের নিয়ম সংক্ষেপ করেছেন।

'দা ধা ঘ্বদাপ্' (পা. সূ. ১। ১। ২০) সূত্রের কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক হল—'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদর্থম্'।[৪৮] সূত্রটির ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিক হল—'ঘুসংজ্ঞায়াং প্রকৃতিগ্রহণং শিদ্বিকৃতার্থম্'।[৪৯] বার্ত্তিক দুটির নির্মাণশৈলী একই রকমের। ভারদ্বাজ ব্যাকরণ ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভূক্ত।

---

৪৫. 'নুম্ ইতি নকারস্য পূর্বাচার্যসংজ্ঞা'—ম. ভা., প্রদীপ টীকা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২০৪

৪৬. 'জিহ্বামূলীয়স্যেয়ং পূর্বাচার্যসংজ্ঞা'—তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫৬

৪৭. ম. ভা., পা. সূ.-১। ২। ২২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭

৪৮. ম. ভা., প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৮৫

৪৯. তদেব, পৃ. ২৮৬

কাত্যায়নও ঐন্দ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে কাত্যায়ন প্রণীত বার্ত্তিক ভারদ্বাজীয় বার্ত্তিকের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ছিল। কাত্যায়নের বার্ত্তিকে সূত্রলক্ষণ বজায় থেকেছে।

আচার্য সুনাগ ও কাত্যায়ন

আচার্য সুনাগের শিষ্যগণ সৌনাগ নামে পরিচিত। মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থে আচার্য সুনাগের বার্ত্তিক উদ্ধৃত হয়েছে। আচার্য সুনাগের বার্ত্তিক সৌনাগ-বার্ত্তিক নামে পরিচিত। 'ওমাঙোশ্চ' (পা. সূ. ৬। ১। ৯৫) সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি সূত্রস্থ 'চ'কার প্রত্যাখ্যানপ্রসঙ্গে আচার্য সুনাগের অভিমত ব্যক্ত করেছেন—'এবং হি সৌনাগাঃ পঠন্তি—চেঽনর্থকেঽনধিকারাদেঙঃ'।[৫০] ভাষ্যবচনে আচার্য সুনাগের অভিমত হতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, সৌনাগ-বার্ত্তিক পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয়ে রচিত হয়েছিল। মহাভাষ্য পর্যালোচনায় জানা যায়, সৌনাগ-বার্ত্তিক কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিলেন। সৌনাগ-বার্ত্তিক ও কাত্যায়ন-বার্ত্তিকের সাদৃশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, পাণিনীয় সূত্রে কাত্যায়নের বার্ত্তিকের ব্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান ও অকৃতশাসনের ন্যায় সৌনাগ-বার্ত্তিকের ব্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান ও অকৃতশাসন ছিল।

'কুগতিপ্রাদয়ঃ' (পা. সূ. ২। ২। ১৮) সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্যে সমাস-বার্ত্তিক হল 'প্রাদয় ক্তার্থে।' অর্থাৎ ক্ত-প্রত্যয়প্রযুক্ত প্রাদির সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে নিত্য তৎপুরুষ সমাস হবে। উদাহরণ-'প্রগত আচার্যঃ প্রাচার্যঃ'। এবিষয়ে ভাষ্যকারের অভিমত---'এতদেব চ সৌনাগৈর্বিস্তরতরকেণ পঠিতম্'।[৫১] এই ভাষ্যবচনটির দ্বারা স্পষ্ট হওয়া যায় যে, কাত্যায়নের বার্ত্তিকে যে ব্যাখ্যান ও অন্বাখ্যান ছিল, সৌনাগ-বার্ত্তিকেও তা ছিল। প্রদীপ টীকায় এবিষয়ে বলা হয়েছে—'কাত্যায়নাভিপ্রায়মেব প্রদর্শয়িতুং সৌনাগৈরতিবিস্তরেণ পঠিতমিত্যর্থঃ।[৫২] প্রদীপ টীকায় উদ্ধৃত সৌনাগ বচন হতে স্পষ্ট হওয়া যায় যে, সৌনাগ-বার্ত্তিক কাত্যায়নীয় বার্ত্তিক অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল।

---

৫০. তদেব, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১০৭

৫১. তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬

৫২. তদেব, প্রদীপ টীকা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৩৬

পঞ্চম অধ্যায়

কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন

পঞ্চম অধ্যায়

কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন

বর্তমান ভারতবর্ষে সংস্কৃতচর্চায় 'অষ্টাধ্যায়ী পরম্পরা' ও 'প্রক্রিয়া পরম্পরা'র মধ্যে প্রক্রিয়া পরম্পরা অধিক সমাদৃত হয়েছে। কারণ 'প্রক্রিয়া পরম্পরা'য় অষ্টাধ্যায়ীস্থ পাণিনীয় সূত্রগুলি প্রকরণাদিক্রমে সজ্জিত হয়েছে। ব্যাকরণ পাঠার্থীদের এই 'প্রক্রিয়া পরম্পরা' সূত্র অনুসন্ধানের কষ্টকল্পনা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

বার্ত্তিক বিষয়ে কোন স্বতন্ত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ না থাকায়, বামন-জয়াদিত্তের 'কাশিকা', ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী', রামচন্দ্রদেবের 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' প্রভৃতি প্রামাণ্যগ্রন্থে উপন্যস্ত বার্ত্তিকগুলি প্রকৃত কার দ্বারা রচিত? এবিষয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

পাণিনীয় প্রস্থানে ভট্টোজি দীক্ষিত প্রণীত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' একটি অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থরূপে বিবেচিত হওয়ায়, অধ্যায়টিতে সিদ্ধান্তকৌমুদীর বার্ত্তিক আলোচিত হয়েছে। পাণিনীয় ব্যাকরণে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ শব্দরাশির সাধনপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে। ভাষা ব্যবহারে লৌকিক শব্দাবলীর-ই প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাই বর্তমান অধ্যায়ে লৌকিক শব্দাবলী সাধনের উপযোগী বার্ত্তিকগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পাণিনিসূত্র অবলম্বনে যে বার্ত্তিকের উদ্ভব ঘটেছে, তা উক্ত, অনুক্ত বা দুরুক্ত কোন পর্যায়ের? এবিষয়ে অধ্যায়টিতে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। এছাড়া অধ্যায়টিতে সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে উদ্ধৃত বার্ত্তিকের অর্থ, উদাহরণ, পাণিনীয় সূত্রের সঙ্গে তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে মহাভাষ্যস্থ বার্ত্তিক ও কাশিকাস্থ বার্ত্তিকের সঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর বার্ত্তিকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। অধিকন্তু সূত্রের ছয় প্রকার ভেদের ন্যায় বার্ত্তিকও কোন পর্যায়ের? সেবিষয়ে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে।

 "দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচিব্রূশাসুজিমথ্মুষাম্।

কর্মযুক্স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্।।"

বার্ত্তিকটি 'অকথিতঞ্চ' (পা. সূ. ১। ৪। ৫১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক

সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, অপাদান প্রভৃতি অবিবক্ষিত কারক অর্থাৎ যে বিষয়ে বক্তার বিশেষরূপে বিবক্ষা নেই, সেই সমস্ত অবিবক্ষিত কারক, কর্মসংজ্ঞা লাভ করে। অকথিত বিষয়ে মহাভাষ্যের প্রদীপ টীকায় বলা হয়েছে—'প্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাং চাসংকীর্তিত-বচনোঽকথিতশব্দো, ন ত্বপ্রধানবাচী রুঢিশব্দোত্রাশ্রিত ইতি দর্শিতম্'।[১] অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, যখন অপাদান প্রভৃতি কারক বিশেষভাবে বিবক্ষিত হয় না, কিন্তু সম্বন্ধসামান্যরূপে প্রতীত। তখন সেই সমস্ত কারক কর্মসংজ্ঞক হয়। কিন্তু কোথায় কোথায় 'অকথিতঞ্চ' সূত্রের প্রবৃত্তি হবে? এবিষয়ে ভাষ্যবার্ত্তিক —

"দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচ্রিব্রশাসুজিমথ্মুষাম্।
কর্মযুক্স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্।।"

অর্থাৎ দুহ্ প্রভৃতি দ্বাদশটির এবং নী প্রভৃতি চারটির কর্মের সঙ্গে যুক্ত বিষয় অকথিত কর্মরূপে পরিগণিত হয়। যথা—'গাং পয়ঃ দোগ্ধি'—এই উদাহরণে 'পয়ঃ' হল মুখ্য কর্ম 'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' সূত্রানুযায়ী। কিন্তু মুখ্য কর্মের সাথে যুক্ত 'গোঃ' এই অপাদানবিষয়ে বক্তার অবিবক্ষাবশতঃ এবং দুহ্-ধাতুর প্রয়োগ থাকায় অপাদানের কর্মসংজ্ঞা হবে। তাই 'গোঃ'পদের 'গাম্' এই কর্মসংজ্ঞা হয়েছে। তাই পূর্ণ বাক্য হয়—'গাং পয়ঃ দোগ্ধি।' 'নী' প্রভৃতি চারটি ধাতুর প্রয়োগেও গৌণ কর্মের সাথে যুক্ত অবিবক্ষিত কারকেরও কর্মসংজ্ঞা হবে।

কারিকাটি বার্ত্তিকার্থসংগ্রহসূচক।

▯ 'অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্' (বা. ১১০৩—১১০৪)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক 'অকথিতং চ' (পা. সূ. ১। ৪। ৫১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, অকর্মক ধাতুর যোগেও দেশবাচক, কালবাচক (সময়), ভাববাচক (ক্রিয়া) ও গন্তব্যের পরিমাপ বাচক শব্দ কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞক হয়। যথা-কুরুন্ স্বপিতি। মাসমাস্তে। গোদোহমাস্তে। ক্রোশমাস্তে। এখানে

১. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৪। ৫১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৬৪

দেশবাচক শব্দ হল গ্রামসমূহাত্মক কুরু, পাঞ্চাল, অবন্তি প্রভৃতি, গ্রামাদি নয়। তাই 'গ্রামে স্বপিতি' এক্ষেত্রে কর্মে দ্বিতীয়া হয়নি। 'কুরুন্ স্বপিতি'—এখানে অকর্মক স্বপ্ ধাতুর যোগে দেশবাচক অধিকরণের 'কুরুন্' এরূপ কর্মসংজ্ঞা হয়েছে।

'মাসমাস্তে'—এই উদাহরণে অকর্মক আস্-ধাতুর যোগে কালবাচক 'মাস' শব্দে অধিকরণ বাধিত হয়ে 'মাসম্' এরূপ কর্মসংজ্ঞা হয়েছে।

'গোদোহমাস্তে'—এই উদাহরণে অকর্মক আস্ ধাতুর যোগে ভাব অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক 'গোদোহম্' পদের কর্মসংজ্ঞা হয়েছে।

'ক্রোশমাস্তে'—এই উদাহরণেও অকর্মক আস্ ধাতুর যোগে পথবাচক শব্দের 'ক্রোশম্' এরূপ কর্মসংজ্ঞা হয়েছে।

মহাভাষ্যে 'কালভাবাধ্বগন্তব্যাঃ কর্মসংজ্ঞা হ্যকর্মণাম্। দেশশ্চ'[২] এরূপ দুটি বার্ত্তিক ভাষ্যকার কর্তৃক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

□ 'নীবহ্যোর্ন' (বা. ১১০৯)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' (পা. সূ. ১। ৪। ৫২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। পাণিনীয় সূত্রটির অর্থ হল, গমনার্থক, বুদ্ধ্যর্থক, প্রত্যবসানার্থক (ভক্ষণার্থক), শব্দকর্মক ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞা লাভ করে। গমনার্থক ধাতুর উদাহরণ হল—শক্রনগময়ত্ স্বর্গম্ (হরিঃ)। অণিজন্ত অবস্থায় বাক্যটি হবে—'শত্রবঃ স্বর্গমগচ্ছন্'। বুদ্ধ্যর্থক ধাতুর উদাহরণ হল—'(হরিঃ) বেদার্থং স্বানমবেদয়ত্'। অণিজন্ত অবস্থায় বাক্যটি হবে—'স্বে বেদার্থমবিদুঃ।' পাণিনীয় সূত্রপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিককারের অভিমত ব্যক্ত করেছেন—'নীবহ্যোর্ন'। বার্ত্তিকান্তর্গত 'নীঞ্' ও 'বহ্' এই দুটি ধাতুর প্রাপণ অর্থ (গতি নয়) হলেও,

২. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৪। ৫১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭০-২৭১

এদের অণিজন্ত অবস্থার কর্তা 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রবলে ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম হবে না। যথা-'ভৃত্যো ভারং নয়তি বহতি বা' এই অণিজন্ত অবস্থার কর্তা হল 'ভৃত্য'। 'তং ভৃত্যং প্রেরয়তি রামঃ' এই উদাহরণবাক্যে প্রেরণাবশাদ্ 'রাম' হল প্রযোজক কর্তা এবং 'ভৃত্য' হল প্রযোজ্য কর্তা। তাই ণিজন্ত অবস্থায় উপর্যুক্ত বার্ত্তিক বলে প্রযোজ্য কর্তায় কর্মসংজ্ঞার প্রতিষেধবশতঃ 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' এই সূত্রানুযায়ী তৃতীয়া বিভক্তি হবে। অতএব এক্ষেত্রে পূর্ণ বাক্যটি হল, 'রামো ভৃত্যেন ভারং নায়য়তি বাহয়তি বা।' **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি 'অদিখাদিনীবহীনাং প্রতিষেধঃ'[৩] এরূপে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

▯ 'নিয়ন্তৃকর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ' (বা. ১১১০)

বার্ত্তিকটি 'নীবহ্যোর্ন' বার্ত্তিকের বহ্ ধাতুর প্রতিপ্রসবরূপে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, 'বহ্' ধাতুর কর্তার যদি কোন নিয়ন্তা থাকে, তাহলে কর্মত্বের নিষেধ হবে না। যথা-'বাহয়তি রথং বাহান্ সুতঃ।' অণিজন্ত দশায় বাক্যটি হয়—'বাহা রথং বহন্তি। সুতঃ তান্ প্রেরয়তি।' ণিজন্ত অবস্থায় 'নিয়ন্তৃকর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ' বার্ত্তিকবলে বাক্যটি হয়—'সুতঃ বাহান্ রথং বাহয়তি।' মহাভাষ্যে 'বহেরনিয়ন্তৃকর্তৃকস্য'[৪] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'আদিখাদ্যোর্ন' (বা. ১১০৯)

বার্ত্তিকটি 'গতিবুদ্ধি...' এই পাণিনীয় সূত্রের প্রতিষেধবিধায়ক। বার্ত্তিকটিতে বলা হয়েছে, ভক্ষণার্থক অদ্ ও খাদ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে কর্ম হবে না। যথা-'আদয়তি খাদয়তি বান্নং বটুনা (মাতা)'। বাক্যটির অণিজন্ত অবস্থার রূপ হল, 'অত্তি খাদতি বা অন্নং বটুঃ (বালকঃ)।

৩. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৪। ৫২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৪

৪. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৫

মাতা তং প্রেরয়তি।' এক্ষেত্রে 'বটুঃ' এই অণিজন্ত অবস্থার কর্তার ণিজন্ত অবস্থায় 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' সূত্রানুযায়ী 'বটুনা' এই তৃতীয়ান্ত রূপ হয়।

▯ 'ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন' (বা. ১১১১)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, অহিংসার্থক ভক্ষ্ ধাতুর প্রযোজ্য কর্তার কর্মত্ব সিদ্ধ হবে না। যথা—'ভক্ষয়তি অন্নং বটুনা।' বার্ত্তিকে 'অহিংসার্থস্য' পদের প্রয়োজনীয়তা কি? এপ্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, হিংসার্থক ভক্ষ্ ধাতুর ণিজন্ত অবস্থায় প্রযোজ্য-কর্তার কর্মত্ব হয়। যথা—'ভক্ষয়তি বলীবর্দান্ সস্যম্।' এখানে প্রযোজক কর্তা হিংসাপূর্বক বলীবর্দগুলিকে শস্য ভক্ষণ করতে আদেশ করছেন। **বৃহচ্ছব্দেন্দুশেখরে** এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'পরকীয়সস্যভক্ষণে পরো হিংসিতো ভবতীতি তত্স্বামিনোঽত্র হিংসা দ্রষ্টব্যে'।[৫] ভাষ্যকার 'ভক্ষেরহিংসার্থস্য'[৬] এরূপ বার্ত্তিক **মহাভাষ্যে** পাঠ করেছেন।

▯ 'জল্পতিপ্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্' (বা. ১১০৭)

বার্ত্তিকটি 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, জল্পতি প্রভৃতি ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে কারক হয়ে কর্ম হয়। অণিজন্ত অবস্থায় 'পুত্রঃ ধর্মং জল্পতি ভাষতে বা। দেবদত্তঃ তং প্রেরয়তি।' বাক্যটি ণিজন্ত অবস্থায় হয়—'দেবদত্তঃ পুত্রং ধর্মং জল্পয়তি ভাষয়তি বা।' বাক্যটিতে 'পুত্রম্' পদে প্রযোজ্য-কর্তায় দ্বিতীয়া হয়েছে। বার্ত্তিকে জল্পতি প্রভৃতি শব্দে 'জল্প্, জপ্, ভাষ্' প্রভৃতি ধাতুর কথা বলা হয়েছে। 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রে 'শব্দকর্ম' শব্দে শব্দরূপ ক্রিয়া যে সমস্ত ধাতুর তাদের কথা বলা হয়নি, কিন্তু শব্দ কর্ম (কর্মকারক) যে সমস্ত ধাতুর, তাদের কথা বলা হয়েছে, তা না হলে সূত্রের উদাহরণ স্বরূপ 'বেদমধ্যাপয়দ্বিধিম্' প্রভৃতি বাক্যের প্রয়োগ হত না। পক্ষান্তরে 'জল্পতি',

---

৫. বৃহচ্ছব্দেন্দু., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৮৫১

৬. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৫

'ভাষতে' ইত্যাদি ক্ষেত্রে শব্দরূপ ক্রিয়া দ্যোতিত হয়েছে। **মহাভাষ্যে** এটি 'শব্দকর্মণ ইতি চেজ্জল্পতি প্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্'[৭] এরূপে পঠিত হয়েছে। **প্রদীপ** টীকাতেও বার্ত্তিকের পক্ষে বলা হয়েছে—"জল্পত্যাদয়ঃ শব্দনক্রিয়ায়াং বর্তন্তে ইতি ক্রিয়াগ্রহণে সিদ্ধ্যতি ন তু সাধনকর্মগ্রহণে। পুত্রং জল্পতীত্যাদৌ শব্দকর্মত্বাভাবাত্।"[৮]

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

□ 'দৃশেশ্চ' (বা. ১১০৮)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক 'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' (পা. সূ. ১। ৪। ৫২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, গত্যর্থক, জ্ঞানার্থক, ভক্ষণার্থক, শব্দকর্ম ও অকর্মক ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা নিজন্ত অবস্থায় কারক হয়ে কর্ম সংজ্ঞক হয়। যথা —

শক্রনগময়ত্স্বর্গং বেদার্থং স্বানবেদয়ত্।
আশয়চ্চামৃতং দেবান্ বেদমধ্যাপয়দ্বিধিম্।
আসয়ত্ সলিলে পৃথ্বীং যঃ স মে শ্রীহরির্গতিঃ।।

এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'দৃশেশ্চ'। 'দৃশির্ প্রেক্ষণে' এভাবে ধাতুপাঠে নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ 'দৃশ্' ধাতুর ক্ষেত্রেও অণিজন্ত অবস্থার কর্তা নিজন্ত অবস্থায় কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞক হয়। যথা—'দর্শয়তি হরিং ভক্তান্'। বাক্যটির অণিজন্ত অবস্থায় রূপ হয়—'হরিং ভক্তাঃ পশ্যন্তি। তান্ গুরুঃ প্রেরয়তি।' এখানে প্রশ্ন হয়, যদিও 'দৃশ্' ধাতু বুদ্ধ্যর্থবাচক, তা হলেও 'দর্শয়তি হরিং ভক্তান্' উদাহরণে 'গতিবুদ্ধি...' সূত্র পরিত্যাগে বার্ত্তিকের প্রয়োজন কী? এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদের অভিমত—"সূত্রে জ্ঞানসামান্যার্থানামেব গ্রহণম্, ন তু তদ্বিশেষার্থানামিত্যনেন জ্ঞাপ্যতে। তেন স্মরতি জিঘ্রতীত্যাদীনাং ন। স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি বা দেবদত্তেন।"[৯] বালমনোরমা টীকায় বাসুদেব দীক্ষিতও এপ্রসঙ্গে

৭. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৪

৮. তদেব

৯. সি. কৌ., কারক প্রকরণ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৬১৬

বলেছেন—" 'গতিবুদ্ধি' ইতি সূত্রে বুদ্ধিগ্রহণেন জ্ঞানসামান্যবাচিনাং 'বিদ জ্ঞানে, জ্ঞা অববোধনে' ইত্যাদীনামেব গ্রহণম্, ন তু জ্ঞানবিশেষবাচিনামিত্যেতদ্ 'দৃশেশ্চ' ইত্যনেন বিজ্ঞায়তে। অন্যথা 'দৃশেশ্চ' ইত্যস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাত্।"[১০] অতএব সূত্রস্থ 'বুদ্ধি'পদের দ্বারা জ্ঞান-সামান্যের গ্রহণ হয়েছে, জ্ঞান-বিশেষের নয়। বার্ত্তিকটি জ্ঞান-বিশেষের জ্ঞাপক। জ্ঞান-সামান্য মনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান-বিশেষ মনেন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব জ্ঞান-বিশেষে কেবল অণিজন্ত অবস্থার **দর্শনক্রিয়ার** কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞা লাভ করে। অন্য জ্ঞান-বিশেষের বাচক ধাতুর ক্ষেত্রে নয়। যথা-'স্মরতি প্রিয়াং দেবদত্তঃ।' 'জিঘ্রতি পুষ্পং যজ্ঞদত্তঃ'। 'অন্যঃ কশ্চিত্ তৌ প্রেরয়তি।' অতএব ণিজন্ত অবস্থায় বাক্যদুটি হবে—'অন্যঃ কশ্চিদ্ দেবদত্তেন প্রিয়াং স্মারয়তি।' 'অন্যঃ কশ্চিদ্ যজ্ঞদত্তেন পুষ্পং ঘ্রাপয়তি।' **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি 'দৃশে সর্বত্র'[১১] এভাবে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

□ 'শব্দায়তের্ন' (বা. ১১০৫)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, শব্দায় এই ক্যঙন্ত ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে কর্ম হবে না। যথা - 'শব্দায়য়তি দেবদত্তেন।' বাক্যটির অণিজন্ত অবস্থার রূপ হল - 'শব্দায়তে দেবদত্তঃ, তং যজ্ঞদত্তঃ প্রেরয়তি।' আলোচ্য স্থলে 'শব্দায়' এই ক্যঙন্ত নামধাতুটি অকর্মক হিসাবে বিবেচিত। যেহেতু এক্ষেত্রে ধাতুর অর্থেই কর্ম আক্ষিপ্ত। 'শব্দায়য়তি দেবদত্তেন' এই ণিজন্ত উদাহরণ বাক্যের 'দেবদত্তেন' পদে 'গতিবুদ্ধি...' সূত্রের প্রাপ্তি থাকলেও 'শব্দায়তের্ন' বার্ত্তিকের দ্বারা তা প্রতিষিদ্ধ হয়ে প্রযোজ্য-কর্তায় 'কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া' সূত্রানুযায়ী তৃতীয়া হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

---

১০. তদেব,

১১. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৪

‘অভিবাদিদৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্’ (বা. ১১১৪)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক ‘হৃক্রোরন্যতরস্যাম্’ (পা. সূ. ১। ৪। ৪৩) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ‘হৃ’ ও ‘কৃ’ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে কারক হয়ে বিকল্পে কর্ম সংজ্ঞা লাভ করে। যথা, ‘হারয়তি কারয়তি বা ভৃত্যং ভৃত্যেন বা কটম্’। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক— ‘অভিবাদিদৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্’। বার্ত্তিকার্থ হল, অভি পূর্বক বদ্ (নমস্কারার্থক) তথা দৃশ্ ধাতুর অণিজন্ত অবস্থার কর্তা ণিজন্তে আত্মনেপদে কারক হয়ে বিকল্পে কর্মসংজ্ঞা লাভ করে। যথা-‘অভিবাদয়তে দর্শয়তে দেবং ভক্তং ভক্তেন বা।’ বাক্যদুটির অণিজন্ত অবস্থার রূপ—(ক) ভক্তঃ দেবম্ অভিবদতি। (খ) ভক্তঃ দেবং পশ্যতি।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

‘অভুক্ত্যর্থস্য ন’ (বা. ১০৮৭)

বার্ত্তিকটি কর্মকারক বিধায়ক ‘উপান্বধ্যাঙ্বসঃ’ (পা. সূ. ১। ৪। ৪৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, অভুক্তি অর্থাৎ না খেয়ে থাকা বোঝালে, বস্ ধাতুর আধার কর্মসংজ্ঞক হয় না। অতএব বার্ত্তিকটির প্রতিপাদ্য হল, ভোজন নিবৃত্তিবাচক বস্ ধাতুর আধারের কর্মসংজ্ঞা হবে না। যথা-‘বনে উপবসতি।’ আলোচ্য উদাহরণে বনে না খেয়ে অবস্থান বোঝাচ্ছে। তাই ‘বনে’ পদে আধারের কর্মসংজ্ঞা হল না। আধারই রয়ে গেল।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

“উভসর্বতসোঃ কার্যা ধিগুপর্যাদিষু ত্রিষু।
দ্বিতীয়াঽঽম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে।।”

শ্লোকবার্ত্তিকটি দ্বিতীয়া বিভক্তিবিধায়ক। বার্ত্তিকার্থ হল, তস্ প্রত্যয়ান্ত ‘উভ’ ও ‘সর্ব’ শব্দ, ধিক্ শব্দ ও আম্রেড়িতান্ত উপরি প্রভৃতি তিনটি শব্দ যোগে এবং অন্যত্রও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-“উভয়তঃ কৃষ্ণং গোপাঃ। সর্বতঃ কৃষ্ণম্। ধিক্ কৃষ্ণাভক্তম্। উপর্যুপরি লোকং হরিঃ। অধ্যধি

লোকম্। অধোঽধো লোকম্।”

বার্ত্তিকটিতে ‘আম্রেড়িত’ এই বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তির কথা বলা হয়েছে। দ্বিরুক্তের পরেরটির আম্রেড়িত সংজ্ঞা হয়। বার্ত্তিকে ‘আম্রেড়িত’ শব্দটি দ্বিত্ব রূপ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি উপপদ বিভক্তিবিষয়ক।

▯ ‘অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হা প্রতি যোগেঽপি’ (বা. ১৪৪২-১৪৪৩)

বার্ত্তিকটি দ্বিতীয়া বিভক্তিবিধায়ক। এটি ‘উভসর্বতসোঃ কার্যা...’ বার্ত্তিকের ‘ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে’-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, অভিতঃ, পরিতঃ, সময়া, নিকষা, হা ও প্রতি শব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-“অভিতঃ কৃষ্ণম্। পরিতঃ কৃষ্ণম্। গ্রামং সময়া। নিকষা লঙ্কাম্। হা কৃষ্ণাভক্তম্। বুভুক্ষিতং ন প্রতিভাতি কিঞ্চিত্।”

বার্ত্তিকটি উপপদ বিভক্তিবিষয়ক।

▯ ‘প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্’ (বা. ১৪৬৬)

বার্ত্তিকটি তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক ‘কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া’ (পা. সূ. ২। ৩। ১৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দের যোগেও তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা-“প্রকৃত্যা চারুঃ। প্রায়েণ যাজ্ঞিকঃ। গোত্রেণ গার্গ্যঃ। সমেন এতি। বিষমেণ এতি।” উদাহরণ বাক্যগুলির মধ্যে ‘সমেন এতি’ ও ‘বিষমেণ এতি’—এই উদাহরণ বাক্যদ্বয়ে ক্রিয়া-বিশেষণ বুঝিয়েছে। ‘সমং বিষমং বা গমনং করোতি’—এই অর্থে এবং ‘কর্মণি দ্বিতীয়া’ সূত্রের প্রাপ্তি বলে, দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু ভাষ্যে করণ অর্থে তৃতীয়া সিদ্ধ হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বালমনোরমা টীকায় বলা হয়েছে—‘সমেন বিষমেণ বা পথা এতীত্যর্থে তু করণত্বাদেব সিদ্ধম্ ইতি ভাষ্যম্’।[১২]

১২. সি. কৌ., কারক প্রকরণ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭

'অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া' (বা. ৫০৪০)

বার্ত্তিকটি তৃতীয়া বিভক্তি বিধায়ক 'হেতৌ' (পা. সূ. ২। ৩। ২৩) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, হেতু (কারণ) অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। হেতু হল দ্রব্যাদির সাধক। হেতু আবার দুই প্রকার। যথা-সব্যাপার (ক্রিয়াযুক্ত) ও নির্ব্যাপার (ক্রিয়ারহিত)। সব্যাপার হেতুরই করণসংজ্ঞা হয়। নির্ব্যাপার হেতুর উদাহরণ-'দণ্ডেন ঘটঃ।' সব্যাপার হেতুর উদাহরণ-'পুণ্যেন দৃষ্টো হরিঃ।' এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত; 'অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া।' বার্ত্তিকার্থ হল, অশিষ্ট ব্যবহার অর্থে দাণ্ ধাতুর প্রয়োগে চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, 'দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ।' 'অশিষ্ট' শব্দের অর্থ কী? এপ্রসঙ্গে বালমনোরমা টীকায় বলা হয়েছে—'ধর্মশাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাদশিষ্টব্যবহারঃ।' অতএব ধর্মশাস্ত্রসম্মত ব্যবহারই শিষ্ট ব্যবহার এবং ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত ব্যবহারই অশিষ্ট ব্যবহার। 'দাস্যা সংযচ্ছতে কামুকঃ'—উদাহরণে অশিষ্ট ব্যবহার বোঝাতে 'দাস্যা'পদে চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া হয়েছে। কিন্তু শিষ্ট বা ধর্মানুকূল ব্যবহার বোঝাতে চতুর্থী হবে। যথা, 'ভার্যায়ৈ সংযচ্ছতিঃ।'

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' (বা. ১০৮৫)

বার্ত্তিকটি 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' (পা. সূ. ১। ৪। ৩২) সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, দানার্থক ক্রিয়ার কর্মের সঙ্গে (কর্তা) যাকে সম্বন্ধ করতে ইচ্ছা করে, তা কারক হয়ে সম্প্রদান সংজ্ঞক হয়। যথা-'বিপ্রায় গাং দদাতি। মাণবকায় ভিক্ষাং দদাতি।' এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্'।

বার্ত্তিকার্থ পর্যালোচনার পূর্বে 'সম্প্রদানম্' এই মহতী সংজ্ঞাবিধানে সূত্রকারের অভিপ্রায় জানা প্রয়োজন। 'টি', 'ঘু' প্রভৃতি লঘু সংজ্ঞা বর্জন করে 'কারক', 'সমাস', 'সম্প্রদান' প্রভৃতি মহাসংজ্ঞা সূত্রকার কেন করলেন? এপ্রসঙ্গে বলা হয়ে থাকে যে, সংজ্ঞা দ্বিবিধ। যথা-'ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত' ও 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত'। 'কারক', 'সমাস' প্রভৃতি 'ব্যুৎপত্তি-নিমিত্ত' বা 'অন্বর্থ

সংজ্ঞা' সূত্রকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে। যেহেতু অন্বর্থ সংজ্ঞা বিধানের নিমিত্ত মহাসংজ্ঞা করা হয়ে থাকে। কিন্তু 'সম্প্রদান' সংজ্ঞায় ব্যুৎপত্তি মূলক অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ সম্প্রদানের ব্যুৎপত্তি মূলক অর্থ হল, স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্বক পরস্বত্বের উৎপাদন। 'খণ্ডিকোপাধ্যায়ঃ শিষ্যায় চপেটিকাং দদাতি' উদাহরণে 'শিষ্যায়' পদে অন্বর্থ সংজ্ঞার অভাবেও সম্প্রদান হয়েছে। এবিষয়ে পাণিনীয় সূত্র 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্'। অতএব ভাষ্যাদি পর্যালোচনায় বলা যায় যে, পাণিনি কর্তৃক 'সম্প্রদান' এই মহা সংজ্ঞার প্রয়োজন 'প্রবৃত্তি-নিমিত্ত'। 'রজকস্য বস্ত্রং দদাতি' উদাহরণে 'রজকস্য'পদে অন্বর্থ সংজ্ঞার অভাবে শেষত্ব বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়েছে। কিন্তু অকর্মক ক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সম্প্রদান সংজ্ঞক হওয়া উচিত। এটি বিচার করে বার্ত্তিককারের অভিমত—'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্।' যথা-'পত্যে শেতে।' পতির উদ্দেশ্যে শয়ন করে আছে—এরূপ অর্থ। ক্রিয়ার উদ্দেশ্যও সম্প্রদান হবে, এরূপ বার্ত্তিককারের অভিমত। 'ঙ্যাপ্প্রাতিপদিকাত্' (পা. সূ. ৪। ১। ১) সূত্রবলে ঙী-অন্ত, আবন্ত এবং প্রাতিপদিকের উত্তর 'সু', 'ঔ', 'জস্' প্রভৃতি বিভক্তি হয়। তাই 'পত্যে' (পতি + ঙে) পদে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে। এখানে বক্তব্য এই যে, বিভক্তি হয় বাচক শব্দের উত্তর এবং অর্থের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ হয়। অতএব 'শেতে' ক্রিয়ার অর্থের সঙ্গে 'পত্যে' পদের অর্থের সম্বন্ধ হয়েছে। ভাষ্যকার একে 'ক্রিয়াগ্রহণম্'[১৩] এই আক্ষেপ বার্ত্তিকরূপে স্বীকার করলেও পরে পাণিনীয় সূত্রের প্রাধান্য দিয়ে খণ্ডন করেছেন। কারণ ভাষ্যকার মতে 'ক্রিয়াপি কৃত্রিমং কর্ম'।[১৪] 'পত্যে শেতে' বাক্যের অর্থ 'পতিমনুকূলয়িতুং শেতে'। অতএব 'পত্যে'পদে 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্মণি স্থানিনঃ' সূত্রের দ্বারা সম্প্রদানসংজ্ঞা সম্ভব।

বার্ত্তিকটি সংজ্ঞাবিষয়ক।

□ 'যজেঃ কর্মণঃ করণসংজ্ঞা সম্প্রদানস্য চ কর্মসংজ্ঞা' (বা. ১০৮৬)

বার্ত্তিকটি 'কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' (পা. সূ. ১। ৪। ৩২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, যজ্ ধাতুর

১৩. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৬

১৪. তদেব, পৃ. ২৫৭

প্রয়োগে একটি বাক্যে কর্ম ও সম্প্রদানের প্রয়োগ থাকলে, কর্মের করণসংজ্ঞা ও সম্প্রদানের কর্ম সংজ্ঞা হয়। যথা-'পশুনা রুদ্রং যজতে।' এখানে যজ্ ধাতু দানার্থক। অর্থাৎ রুদ্রের নিমিত্ত পশু উপহার দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান উদাহরণে কর্ম 'পশু' শব্দের করণসংজ্ঞা (তৃতীয়া বিভক্তি) এবং সম্প্রদানবাচক 'রুদ্র' শব্দের কর্মসংজ্ঞা (দ্বিতীয়া বিভক্তি) হয়েছে। বার্ত্তিকের অভাবপক্ষে উদাহরণ বাক্যটি হত 'পশুং রুদ্রায় দদাতি।' আচার্য কৈয়ট[১৫] বার্ত্তিকটিকে বেদবিষয়ক বলে মেনেছেন।

▯ 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' (বা. ১৪৫৮)

বার্ত্তিকটি সম্প্রদান কারকবিষয়ক 'পরিক্রয়ণে সংপ্রদানমন্যতরস্যাম্' (পা. সূ. ১। ৪। ৪৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, পরিক্রয়ণ অর্থে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। নিশ্চিত কালের নিমিত্ত কাউকে বেতন দিয়ে কোন কাজে নিযুক্ত রাখাকে 'পরিক্রয়ণ' বলে। 'সাধকতমং করণম্' (পা. সূ. ১। ৪। ৪২) সূত্র হতে বর্তমান সূত্রে 'সাধকতমম্' পদের অনুবৃত্তি অপেক্ষিত। পূর্ব সূত্রানুযায়ী 'কারকে' এই অধিকার সূত্রেরও অনুবৃত্তি হয়। সূত্রটির উদাহরণ, 'শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ।' এখানে 'শতায়' পদে বৈকল্পিক সম্প্রদানে চতুর্থী ও 'শতেন' পদে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়েছে। এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিককারের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা'। বার্ত্তিকটি 'চতুর্থী সম্প্রদানে' সূত্রভাষ্যে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, যে প্রয়োজনে কোন কার্য করা হয়, সেই প্রয়োজনে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-'মুক্তয়ে হরিং ভজতি।' অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত হরিকে ভজনা করছে। এখানে উপকার্য-উপকারকভাব সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়েছে। তাই উপকার্যে (মুক্তয়ে) চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

---

১৫ ম. ভা., পা. সূ-১। ৪। ৩২, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৭)

‘ক্লৃপি ‘সম্পদ্যমানে’ (বা. ১৪৫৯)

বার্ত্তিকার্থ হল, ক্লৃপ ধাতু ও তদর্থক ধাতুর প্রয়োগে উৎপন্ন বা পরিণত হওয়া অর্থে বর্তমান শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—‘ভক্তির্জ্ঞানায় কল্পতে, সংপদ্যতে, জায়তে’। বাক্যগুলিতে ক্লৃপ্ ও তদর্থক পদ্ এবং জন্ ধাতুর প্রয়োগে উৎপদ্যমান অর্থে বর্তমান ‘জ্ঞান’ শব্দে চতুর্থী বিভক্তি (জ্ঞানায়) হয়েছে।

‘উত্পাতেন জ্ঞাপিতে চ’ (বা. ১৪৬০)

বার্ত্তিকটি চতুর্থী বিভক্তি বিধায়ক। ‘উত্পাত’ শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বাসুদেব দীক্ষিতকৃত ‘বালমনোরমা’ টীকায় বলা হয়েছে—‘অশুভসূচক আকস্মিকো ভূতবিকার উত্পাতঃ।’[১৬] অতএব বার্ত্তিকার্থ হল, অশুভসূচক ভৌতিক বিকার বা উত্পাত সূচিত হলে, সেই সমস্ত উত্পাতবাচক শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-‘বাতায় কপিলা বিদ্যুত্।’

‘হিতযোগে চ’ (বা. ১৪৬১)

বার্ত্তিকটিও চতুর্থী বিভক্তি বিধায়ক। বার্ত্তিকার্থ হল, ‘হিত’শব্দের যোগেও চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-‘ব্রহ্মণায় হিতম্’। এই উদাহরণবাক্যে ব্রহ্মণের নিমিত্ত সুখকর—এই অর্থে ‘হিত’ শব্দের যোগে ‘ব্রহ্মণায়’ পদে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে। এবিষয়ে প্রমাণ হল ‘হিত’ শব্দ যোগে চতুর্থী তৎপুরুষ বিধায়ক সূত্র-‘চতুর্থী তদর্থার্থৰলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ।’

‘অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থগ্রহণম্’ (বা. ১৪৬২)

বার্ত্তিকটি চতুর্থী বিভক্তিবিধায়ক ‘নমঃ স্বস্তিস্বাহাস্বধাঽলংবষডযোগাচ্চ’ (পা. সূ. ২।৩।১৬) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কতৃক সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, ‘অলম্’ এই অব্যয়ের দ্বারা পর্যাপ্তি অর্থের গ্রহণ হয়। যদিও ‘অলম্’ অব্যয়ের ভূষণাদি

---

১৬ সি. কৌ., কারক প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৫১

অনেক অর্থ দ্যোতিত হয়, তথাপি বর্তমান বার্ত্তিকে 'অলম্' শব্দ পর্যাপ্তি অর্থের বাচক। অতএব 'অলম্' শব্দের দ্বারা তদর্থক সমর্থ, প্রভু, শক্ত প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ হয়। এবং এই সমস্ত শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-'দৈত্যেভ্যো হরিরলং, প্রভুঃ, সমর্থঃ শক্তঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ দৈত্যকে বধের নিমিত্ত হরি সমর্থ।

বার্ত্তিকটি উক্তার্থভূত।

▯ 'অপ্রাণিষ্বিত্যপনীয় নৌকাকান্নশুকশৃগালবর্জেষ্বিতি বাচ্যম্' (বা. ১৪৬৪)

বার্ত্তিকটি 'মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু' (পা. সূ. ২। ৩। ১৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, অনাদর অর্থ গম্যমান হলে দিবাদিগণীয় 'মন্' ধাতুর প্রাণিবর্জিত অনভিহিত কর্মের বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা-'অহং ত্বাং তৃণং মন্যে তৃণায় বা।' এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত 'অপ্রাণিষ্বিত্যপনীয় নৌকাকান্নশুকশৃগালবর্জেষ্বিতি বাচ্যম্।' বাক্যার্থ হল, নৌ, কাক, অন্ন, শুক ও শৃগাল ভিন্ন তিরস্কার গম্যমান হলে দিবাদিগণীয় মন্ ধাতুর অনভিহিত কর্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বার্ত্তিকটির দ্বারা পাণিনীয় সূত্রের অপ্রাণিবাচক ও প্রাণিবাচক উভয় ক্ষেত্রেই অতিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। পাণিনীয় সূত্রের দ্বারা অপ্রাণিবাচক শব্দে দোষের উদাহরণ হল—'ন ত্বাং নাবং মন্যে।' এই উদাহরণে অপ্রাণিবাচক হলেও 'নৌ' শব্দে চতুর্থী বিভক্তি হয়নি। প্রাণিবাচক শব্দের দ্বারাও দোষের উদাহরণ হল—'ন ত্বাং শুনে মনে'।—এই বাক্যে প্রাণিবাচক হলেও 'শ্বন্' শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই এই দোষ বার্ত্তিকটির দ্বারা নিরাকৃত হয়েছে। তাই বার্ত্তিকটিতে অপ্রাণিবাচক শব্দের মধ্যে 'নৌ' শব্দের উল্লেখ থাকায় 'নাবম্' পদে চতুর্থী নিরাকৃত হয়েছে এবং প্রাণিবাচক শব্দের মধ্যে 'শ্বন্' শব্দের উল্লেখ না থাকায় এবং অনাদর গম্যমান হওয়ায়, 'শ্বন্' শব্দের উত্তর কর্মে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

'জগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্' (বা. ১০৩৯)

বার্ত্তিকটি অপাদান কারকবিধায়ক 'ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্' (পা. সূ. ১। ৪। ২৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, অপায় অর্থাৎ বিশ্লেষ হলে ধ্রুব অর্থাৎ স্থির বস্তুর (যা থেকে বিশ্লেষ হয়) অপাদান সংজ্ঞা হয়। যথা-'গ্রামাদায়াতি। ধাবতোঽশ্বাত্ পততি।' এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিক অবতারণা করেছেন— 'জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্।' বার্ত্তিকার্থ হল, জুগুপ্সা বা নিন্দা, বিরাম ও প্রমদার্থক ধাতুর কারকেরও অপাদান সংজ্ঞা হয়। এক্ষেত্রে জুগুসা প্রভৃতির বিষয় অপাদান সংজ্ঞক হয়। যথা-'পাপাজ্জুগুপ্সতে, বিরমতি। ধর্মাত্ প্রমাদ্যতি'। **মহাভাষ্য** ও **কাশিকাগ্রন্থে** একই বার্ত্তিক স্বীকৃত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

'ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ' (বা. ১৪৭৪-১৪৭৫)

বার্ত্তিকটি অপাদান কারকবিষয়ক 'ভুবঃ প্রভবঃ' (পা. সূ. ১। ৪। ৩১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ভুব অর্থাৎ আবির্ভাবের কর্তার প্রভব অর্থাৎ প্রথম প্রকাশস্থান অপাদান সংজ্ঞক হয়। যথা-'হিমবতো গঙ্গা প্রভবতি।' এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত-'ল্যব্‌লোপে কর্মণ্যধিকরণে চ।' অর্থাৎ ল্যপ্ প্রত্যয়ের লোপ হলে, তার কর্ম ও অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—'প্রাসাদাত্ প্রেক্ষতে, আসনাত্ প্রেক্ষতে।'

'নিমিত্তপর্যায়প্রয়োগে সর্বাসাং প্রায়দর্শনম্' (বা. ১৪৭৩)

বার্ত্তিকটি 'সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ' (পা. সূ. ২। ৩। ২৭) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারকপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, সর্বনাম শব্দের সাথে হেতু শব্দের প্রয়োগ হলে এবং হেতু অর্থ দ্যোতিত হলে, সর্বনামশব্দে ও হেতুশব্দে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা-'কেন হেতুনা কস্য হেতোর্বা বসতি।' এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত,

'নিমিত্তপর্যায়প্রয়োগে সর্বাসাং প্রায়দর্শনম্।' বার্ত্তিকার্থ হল, নিমিত্তের পর্যায়বাচী বা নিমিত্তার্থক শব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক শব্দে প্রায় সকল বিভক্তির প্রয়োগ হয়। যথা—

১. 'কিং নিমিত্তং বসতি।' (প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থল)

২. 'কেন নিমিত্তেন বসতি।' (তৃতীয়া বিভক্তির স্থল)

৩. 'কস্মৈ নিমিত্তায় বসতি।' (চতুর্থী বিভক্তির স্থল)

৪. 'কস্মাত্ নিমিত্তাত্ বসতি।' (পঞ্চমী বিভক্তির স্থল)

৫. 'কস্য নিমিত্তস্য বসতি।' (ষষ্ঠী বিভক্তির স্থল)

৬. 'কস্মিন্ নিমিত্তে' (সপ্তমী বিভক্তির স্থল)

অনুরূপে 'কিং কারণম্'। 'কঃ হেতুঃ' ইত্যাদি।

বার্ত্তিকে 'প্রায়ঃ' শব্দ উল্লেখ থাকায় জ্ঞাপিত হয়, যে শব্দ সর্বনাম নয়, সেই শব্দের উত্তর প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় না। যথা-'জ্ঞানেন নিমিত্তেন হরিঃ সেব্যঃ। জ্ঞানায় নিমিত্তায় হরিঃ সেব্যঃ।' উদাহরণবাক্যদুটিতে জ্ঞান ও নিমিত্তশব্দে তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়েছে। বার্ত্তিকানুযায়ী প্রথমা ও দ্বিতীয়া বিভক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। বার্ত্তিকটির দ্বারা তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি ভিন্ন পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিরও প্রয়োগে বাধা থাকে না। **মহাভাষ্যে** 'নিমিত্তকারণহেতুষু সর্বাসাং প্রায়দর্শনম্।'[১৭] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'অজ্বরিসন্তাপ্যোরিতি বাচ্যম্' (বা. ১৫০৭)

বার্ত্তিকটি ষষ্ঠী বিভক্তিবিধায়ক 'রুজার্থানাং ভাববচনানামজ্বরে' (পা. সূ. ২।৩।৫৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর কারক প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, জ্বর ব্যতীত রুজার্থক (রোগার্থক) ধাতুর প্রয়োগ থাকলে, তার কর্মকারকে শেষত্ববিবক্ষায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, যদি সেটির কর্তা ভাববাচক হয়। যথা—'চৌরস্য রোগস্য রুজা।' অর্থাৎ রোগকর্তৃক

১৭ ম. ভা., পা. সূ. ২।৩।২৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০৪

চোরসম্বন্ধিনী পীড়া। উদাহরণবাক্যটিতে 'রোগ' ভাববাচক শব্দ হওয়ায়, ভাববাচক কর্তা হল 'রুজা' পদটি। তাই ভাবকর্তৃক 'রুজা'র কর্ম 'চোর'পদের শেষত্ববিবক্ষায় ষষ্ঠী ('চৌরস্য') হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত-'অজ্বরিসন্তাপ্যোরিতি বাচ্যম্।' বার্ত্তিকার্থ হল, 'জ্বরি' বা 'সন্তাপি' ধাতু বাদ দিয়ে এসব বুঝতে হবে। যথা—'রোগস্য চৌরজ্বরঃ চৌরসন্তাপো বা।' বাক্যদুটির অর্থ হল, রোগকর্তৃক চোরসম্বন্ধী জ্বর অথবা সন্তাপ।

□ 'ঋ ঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্' (বা. ১৫০)

বার্ত্তিকটি 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' (পা. সূ. ১। ১। ৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংজ্ঞাপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, তালু প্রভৃতি (উচ্চারণ) স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন—এ দুটি যাদের সমান হয়, সে দুটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হয়। যথা - 'ক' ও 'খ' পরস্পর সবর্ণ। 'ক'বর্ণের আস্য 'কণ্ঠ' ও আভ্যন্তর প্রযত্ন 'পৃষ্ঠ'। অনুরূপভাবে 'খ'বর্ণের আস্য 'কণ্ঠ' ও আভ্যন্তর প্রযত্ন 'পৃষ্ঠ'। তাই 'ক' ও 'খ' পরস্পর সবর্ণ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'ঋ ঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, 'ঋ' ও 'ঌ' বর্ণের পরস্পর সবর্ণ মানা উচিত। উদাহরণ—হোতৃ+ঌকার—হোতৃকারঃ। 'ঋ'কারের আস্য ও আভ্যন্তর প্রযত্ন হল 'মূর্ধা' ও 'বিবৃত'। কিন্তু 'ঌ'কারের আস্য ও আভ্যন্তর প্রযত্ন হল 'দন্ত' ও 'বিবৃত'। তাই পাণিনীয় সূত্রদ্বারা 'ঋ' ও 'ঌ'-এর সবর্ণসংজ্ঞার নিষেধ হয়। কিন্তু 'হোতৃকারঃ' পদটি প্রসিদ্ধ হওয়ায় বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন—'ঋ ঌবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্'। 'হোতৃ+ঌকারঃ' এই উদাহরণে 'ঋ' ও 'ঌ' বর্ণের 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্'—এই সংজ্ঞা সূত্রের দ্বারা সবর্ণের অভাবহেতু অপ্রাপ্তি হওয়ায়, বার্ত্তিকের দ্বারা 'ঋ' ও 'ঌ' পরস্পর সবর্ণ হওয়ায়, 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' এই বিধিসূত্র দ্বারা দীর্ঘ একাদেশে, 'হোতৃকারঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। **মহাভাষ্যে** 'ঋকারঌকারয়োঃ সবর্ণবিধিঃ'[১৮] এভাবে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। কাশিকাকার 'ঋকারঌকারয়োঃ সবর্ণসংজ্ঞা বক্তব্যা'[১৯] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞা বিধায়ক।

---

১৮. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪৮

১৯. কা. বৃ., প্রথম ভাগ, পৃ. ৮৮

'সমাসপ্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ'

বার্ত্তিকটি 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' (পা. সূ. ১।১।৭২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংজ্ঞাপ্রকরণে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, বিশেষণ তদন্তের সংজ্ঞা হয়, নিজেরও হয়। যেমন, পাণিনীয় বিধিসূত্র 'এরচ্'। এখানে 'ধাতোঃ' সূত্রটির অধিকার আছে। তাহলে সূত্রার্থ দাঁড়ায়, ই-কারান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয় এবং ই-কাররূপ ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। ই-কাররূপ ধাতুর উত্তর অচ্' প্রত্যয়ের উদাহরণ 'অয়ঃ'। ই-কারান্ত ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয়ের উদাহরণ—চয়ঃ। জয়ঃ। ভয়ঃ। এক্ষণে বিচার্য এই যে, পাণিনীয় বিধিসূত্র 'এরচ্' দ্বারা নিজরূপের গ্রহণ হয়। কিন্তু চয়ঃ, জয়ঃ, ভয়ঃ ইত্যাদি ক্ষেত্রস্থিত তদন্তের গ্রহণ হয় না। তাই পাণিনীয় 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' সূত্রের দ্বারা তদন্তের গ্রহণ হওয়ায় চয়ঃ, জয়ঃ, ভয়ঃ ইত্যাদি শব্দবিষয়ক অব্যাপ্তি দূর হয়। কিন্তু তদন্তবিধির প্রতিষেধবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত 'সমাসপ্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, সমাসবিধি ও প্রত্যয়বিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধ হয়। সমাসবিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধের উদাহরণ---'কৃষ্ণং পরমশ্রিতঃ'। এই উদাহরণে 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' সূত্রের দ্বারাও সমাস হবে না। প্রত্যয়বিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধের উদাহরণ—সৌত্রনাড়িঃ। পাণিনীয় সূত্র 'নড়াদিভ্যঃ ফক্'। যার অর্থ- নড় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ফক্ প্রত্যয় হয়। যথা - নড়স্য অপত্যং পুমান্ —নাড়ায়ণঃ। 'যেন বিধিস্তদন্তস্য' সূত্রানুযায়ী 'ফক্' যেমন নড়াদির ক্ষেত্রে হয়, নড়ান্তের ক্ষেত্রেও হয়। কিন্তু 'সূত্রনড়স্য অপত্যং পুমান্---সৌত্রনাড়ায়ণঃ'---এরূপ 'ফক্'প্রত্যয়ান্ত বিধি প্রাপ্তি ছিল। 'অত ইঞ্' এবং 'অনুশতিকাদীনাং চ' দ্বারা উভয় পদের আদি বৃদ্ধি হওয়ায় 'সৌত্রনাড়ায়ণী' এরূপ প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু প্রত্যয়বিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধবশতঃ এরূপ প্রয়োগ অসিদ্ধ। তাই 'সূত্রনড়স্য গোত্রাপত্যং-সৌত্রনাড়িঃ' এরূপ প্রত্যয়বিধির প্রতিষেধ লক্ষ্য করা যায়।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

'উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জম্'

বার্ত্তিকটি প্রতিপ্রসববিধায়ক। নিষেধের পুনর্বিধানই প্রতিপ্রসব। বার্ত্তিকার্থ হল, উগিদ্গ্রহণ ও বর্ণগ্রহণ বর্জন করে সমাস ও প্রত্যয়বিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধ হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যায়, 'পচন্তম্ অতিক্রান্তা অতিপচন্তী'—এক্ষেত্রে 'উগিতশ্চ' সূত্রদ্বারা প্রত্যয়বিধিতে তদন্তবিধির প্রতিষেধবশতঃ উগিদন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত 'ঙীপ্' অর্থাৎ 'অতিপচন্তী' রূপটি বাধিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ কীভাবে সিদ্ধ হল? তদন্ত প্রত্যয়বিধির নিষেধ সত্ত্বেও 'দাক্ষিঃ' এরূপ প্রয়োগ কীভাবে সিদ্ধ হল? এই দুটি বিষয়ে বার্ত্তিক 'উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জম্'। অর্থাৎ উগিত্ ও বর্ণগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যয়বিধি লাগবে।

▯ 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' (বা. ৪৮০৬)

বার্ত্তিকটি 'সংযোগন্তস্য লোপঃ (পা. সূ. ৮। ২। ২৩) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটিতে 'পদস্য' সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। সূত্রার্থ হল, সংযোগান্ত পদের (অন্ত্যের) লোপ হয়। যথা - গোমান্। যবমান্। কৃতবান্ ইত্যাদি। কিন্তু 'সুধ্যুপাস্যঃ' এখানে 'সু ধ্ য্ উপাস্যঃ' এই অবস্থায় সংযোগান্ত য্-এর লোপ বিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত—'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ।' বার্ত্তিকার্থ হল, সংযোগান্ত যণ্ এর লোপ প্রতিষেধ হবে। অর্থাত্ সংযোগান্ত যণ্ এর লোপ হবে না। বার্ত্তিকটির দ্বারা সংযোগান্ত যণ্ অর্থাৎ য্ ব্ র্ ল্-এর লোপ হবে না। তাই বার্ত্তিকটির দ্বারা 'সু ধ্ য্ উপাস্যঃ' উদাহরণে সংযোগান্ত য্-কারের লোপ নিবারিত হল। কিন্তু বার্ত্তিকটি মহাভাষ্যে[২০] প্রত্যাখাত হয়েছে। সেখানে প্রত্যাখ্যান বিষয়ে বলা হয়েছে—'সংযোগান্তস্য লোপঃ' এই সূত্রে 'ঝলো ঝলি' সূত্র হতে ঝল্ গ্রহণ হলে, সূত্রার্থ হয়—সংযোগান্ত ঝল্-এর লোপ হয়। সেক্ষেত্রে যণ্-এর প্রাপ্তিই নেই।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে' (বা. ৫০১৮)

বার্ত্তিকটি 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (পা. সূ. ৮।২।২৩) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধিপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, ময় পরবর্তী যণ্-এর দ্বিত্ব হবে। 'সংযোগান্তস্য

২০. 'ঝলো ঝলীত্যতঃ সিংহাবলোকিতন্যায়েন ঝল্গ্রহণমিহা ২নুবর্ততে। তত্ষষ্ঠ্যা বিপরিণম্যত ইতি যণো লোপা ২ভাবঃ'—ম. ভা., প্রদীপ টীকা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০

লোপঃ' সূত্রানুযায়ী 'সু ধ্ য্ উপাস্যঃ' উদাহরণে সংযোগান্ত য্-কারের লোপপ্রাপ্তি থাকলেও 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' বার্ত্তিকানুযায়ী য্-কারের লোপ প্রতিষিদ্ধ হল। এমতাবস্থায় 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে' বার্ত্তিকানুযায়ী যণ্-এর দ্বিত্ব প্রাপ্তিতে 'সু ধ্ য্ য্ উপাস্যঃ' রূপ হয়। বার্ত্তিকটিতে প্রদত্ত উদাহরণে 'ময়ো' পদে পঞ্চমী ও 'যণো' পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে। অন্য আবশ্যকতা অনুযায়ী 'ময়ো' পদে ষষ্ঠী ও 'যণো' পদে পঞ্চমী বিভক্তি হতে পারে। এরূপ ব্যাখ্যা না হলে দ্বিত্বঘটিত রূপের সিদ্ধি হবে না। তাই ধ্-কার ও য্-কারের দ্বিত্ববিকল্পে 'সুধী উপাস্যঃ' পদদ্বয়ের সন্ধিতে চারটি রূপ পাওয়া যায়। যথা-১) সু ধ্ য্ উপাস্যঃ। ২) সু দ্ ধ্ য্ য্ উপাস্যঃ। ৩) সু দ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ। ৪) সু ধ্ য্ য্ উপাস্যঃ।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত, যেহেতু দ্বিত্ববিধায়ক বহু সূত্র রয়েছে।

▯ 'তত্ত্বরে চ' (বা. ৫০২১)

বার্ত্তিকটি 'নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য' (পা. সূ. ৮।৪।৪৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, আদিনী শব্দ পরে থাকলে পুত্রশব্দের অবয়ব যর্ (ত্)-এর দ্বিত্ব হয় না, আক্রোশ অথ্য গম্যমান হলে। যথা-পুত্রাদিনী ত্বমসি পাপে। এখানে 'পুত্রাদিনী' শব্দে যর্ (ত্)-এর দ্বিত্ব হয়নি, আক্রোশ অর্থ গম্যমান হওয়ায়। কিন্তু আক্রোশ অর্থ গম্যমান না হলে যর্ (ত্)-এর দ্বিত্ব হবে। যথা-পুত্ত্রাদিনী সর্পিণী। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'তত্ত্বরে চ'। বার্ত্তিকার্থ হল, আদিনী শব্দ পরে আছে যে পুত্র শব্দে, সেই পুত্রশব্দ পরে থাকলে পূর্বের পুত্রশব্দাবয়ব যর্-এরও দ্বিত্ব হয় না। যথা-পুত্রপুত্রাদিনী ত্বমসি পাপে। অর্থাত্ পাপিষ্ঠা! তুমি পুত্রের পুত্রেরও (নাতি) ভক্ষক। এখানে দ্বিতীয় 'পুত্র' শব্দের ব্যবধানহেতু পূর্বের 'পুত্র' শব্দের অব্যবহিত পরে আদিনী শব্দ না থাকলেও 'তত্ত্বরে চ' বার্ত্তিকানুযায়ী পূর্বের পুত্রশব্দের যর্ (ত্) এর দ্বিত্বের নিষেধ হল। **মহাভাষ্যে** 'নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্যেতি তত্ত্বরে চ'[২১] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে। **কাশিকাকার** 'তত্ত্বরে চেতি বক্তব্যম্' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

---

২১. ম. ভা., পা. সূ.-৮। ৪। ৪৮, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩০

◻ ‘বা হতজগ্ধয়োঃ’ (বা. ৫০৫২)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, ‘হত’ শব্দ ও ‘জগ্ধ’ শব্দ পরে থাকলে পুত্রশব্দাবয়ব যর্ (ত্)-এর দ্বিত্ব বিকল্পে হবে। যথা-পুত্ত্রহতী, পুত্রহতী। পুত্ত্রজগ্ধী, পুত্রজগ্ধী।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

◻ ‘গোর্যূতৌ ছন্দস্যুপসংখ্যানম্’ (বা. ৩৫৪৩)

বার্ত্তিকটি ‘বান্তো যি প্রত্যয়ে’ (পা. সূ. ৬।১।৭৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্‌সন্ধি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটি ‘এচোঽয়বায়াবঃ’ সূত্রের পূরকস্বরূপ। সূত্রার্থ হল, যকারাদি প্রত্যয় পরে থাকলে ‘এচ্’ (ও, ঔ) এর স্থানে সন্ধিকার্য বিষয়ে যথাক্রমে বান্ত (অব্ ও আব্) আদেশ হয়। যথা-গব্যম্। নাব্যম্। ‘গোপয়সোর্যত্’ সূত্রানুযায়ী গো শব্দের উত্তর বিকার অর্থে ‘যত্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘গব্যম্’ পদ নিষ্পন্ন হয়। ‘নৌবয়োধর্মবিষমূল...’ সূত্রানুযায়ী তৃতীয়াসমর্থ ‘নৌ’ শব্দের উত্তর তার্য (তরণযোগ্য) অর্থে ‘যত্’ প্রত্যয়ের দ্বারা ‘নাব্যম্’ পদ নিষ্পন্ন হয়। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত, ‘গোর্যূতৌ ছন্দস্যুপসংখ্যানম্’। বার্ত্তিকার্থ হল, বেদে ‘যূতি’ শব্দ পরে থাকলে ‘গো’ শব্দাবয়ব ‘ও’-কারের স্থানে বান্ত (অব্) আদেশ হয়। যথা-‘আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্’। বার্ত্তিকটিতে ‘যূতি’ শব্দের প্রত্যয়াভাব হেতু ‘বান্তো যি প্রত্যয়ে’ সূত্রের অপ্রাপ্তি ছিল। **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি ‘গৌর্যূতৌ ছন্দসি’ এরূপে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

লৌকিকেও ‘গব্যুতি’ শব্দ মার্গপরিমাণ অর্থে প্রযুক্ত হয়। অতএব দ্বিতীয় অপর একটি বার্ত্তিকের দ্বারা তার উপযোগিতা ব্যাখ্যাত হয়েছে। বার্ত্তিকটি হল, ‘অধ্বপরিমাণে চ’ (বা. ৩৫৪৪)। বার্ত্তিকার্থ হল, মার্গপরিমাণ অর্থে ‘যূতি’ শব্দ পরে থাকলে ‘গো’ শব্দাবয়ব ‘ও’ কারের স্থানে বান্ত (অব্) আদেশ হয়। যথা-গব্যূতিঃ, গব্যূতিঃ ক্রোশযুগ্মম্। **মহাভাষ্যে** একই বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূক্ত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্' (বা. ৩৬০৪)

বার্ত্তিকটি 'এত্যেধত্যূঠ্সু' (পা. সূ. ৬। ১। ৮৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটি পররূপ গুণের অপবাদস্বরূপ। সূত্রার্থ হল, অবর্ণের পর এজাদি ইন্ ধাতু, এধ্ ধাতু এবং ঊঠ্ পরে থাকলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা-উপৈতি। উপৈধতে। প্রষ্ঠৌহঃ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, অক্ষ শব্দের অ-কারের পর 'ঊহিনী' শব্দ থাকলে পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা-অক্ষৌহিণী সেনা। 'আদ্ গুণঃ' সূত্রানুযায়ী এক্ষেত্রে গুণের প্রসঙ্গ থাকলেও বার্ত্তিকটির দ্বারা বৃদ্ধিএকাদেশ হয়েছে। **মহাভাষ্যে** 'অক্ষাদূহিন্যাম্' এরূপ বার্ত্তিক[২২] পঠিত হয়েছ।

বার্ত্তিকটি বিধিবিষয়ক ও অনুক্তভূত।

▯ 'স্বাদীরেরিণোঃ' (বা. ৩৬০৬)

পূর্বোক্ত 'এত্যেধত্যূঠ্সু' (পা. সূ. ৬। ১। ৮৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধি প্রকরণে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, 'স্ব' শব্দের পর 'ঈর' ও 'ঈরিন্' শব্দ থাকলে পূর্ব ও পর বর্ণের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা-স্বৈরঃ। স্বৈরিণী। ঈর্ ধাতু গমনার্থক। 'স্ব ঈর' এই অবস্থায় পূর্ব ও পরের স্থানে গুণ প্রসঙ্গ থাকলেও, বার্ত্তিকটির দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ হয়ে 'স্বৈরঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ যিনি নিজের ইচ্ছাপূর্বক গমন করতে পারেন। অনুরূপে 'স্বৈরিণী' পদটি নিষ্পন্ন হয়। **মহাভাষ্যে** একই বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

▯ 'প্রাদূহোঢোঢ্যেষ্যেষু' (বা. ৩৬০৫)

পূর্বোক্ত 'এত্যেধত্যূঠ্সু' (পা. সূ. ৬।১।৮৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধি প্রকরণে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, 'প্র' উপসর্গের পর ঊহ, ঊঢ, ঊঢি, এষ ও এষ্য শব্দ থাকলে পূর্ব ও পরবর্ণের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশ হয়। যথা-প্রৌহঃ, প্রৌঢঃ।

---

২২. ম. ভা., পা. সূ.-৬। ১। ৮৯, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৯৮

󰀀 'উভয়োঽন্যত্র' (বা. ২৩২)

বার্ত্তিকটি দ্বিপদাত্মক। অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণের 'আমি সর্বনাম্নঃ সুট্' (পা. সূ. ৭।১।৫২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক বার্ত্তিকটির অবতারণা হয়েছে। বার্ত্তিকটি 'উভ' শব্দের সর্বনাম বিচারপ্রসঙ্গে লিখিত হয়েছে। সর্বাদি ৩৫ (পঁয়ত্রিশ)টি শব্দের 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' (পা. সূ. ১।১।১৭) সূত্রের দ্বারা সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। 'উভ' শব্দ নিত্য দ্বিচনান্ত। কিন্তু সর্বনাম সংজ্ঞার ফল একবচন ও বহুবচনে দেখা যায়। 'উভ' শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত হওয়ায়, শব্দটির সর্বাদি গণে পাঠের প্রয়োজন কী? এরূপ প্রশ্ন জাগে। এবিষয়ে 'অব্যয়সর্বনাম্নামকচ্ প্রাক্টেঃ' সূত্রে বলা হয়েছে, অকচ্ প্রত্যয় বিধানের নিমিত্ত, যাতে 'উভকৌ' পদ সিদ্ধ হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয় যে, এক্ষেত্রে ক-প্রত্যয়ের দ্বারা 'উভকৌ' পদ সিদ্ধ হয় না। বার্ত্তিককারের অভিমত 'উভয়োঽন্যত্র'। অর্থাৎ 'উভয়' শব্দ অন্যত্র অর্থাত্ দ্বিতীয়াভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। বার্ত্তিককারের অভিমত, দ্বিবচন পরে না থাকলে 'উভ' শব্দের উত্তর 'অয়চ্' প্রত্যয় হবে। যেমন উভয়তঃ উভয়ত্র এই দুই স্থলে উভশব্দের উত্তর 'পঞ্চম্যাস্তসিল্' সূত্রানুযায়ী 'তসিল্' ও 'সপ্তম্যাস্ত্রল্' সূত্রানুযায়ী 'এল্' প্রত্যয় এবং দ্বিতীয়া বিভক্তি ভিন্ন অর্থে 'তসিল্' ও 'এল্' প্রত্যয় পরে থাকায় 'উভ' শব্দের উত্তর 'অয়চ্' প্রত্যয় হয়। 'উভয়ো মণিঃ' এরূপ একবচনান্তের ও 'উভয়ে দেবমনুষ্যাঃ' এরূপ বহুবচনান্তের প্রয়োগহেতু আচার্য কৈয়ট উভয় শব্দে দ্বিবচনপরত্বের অভাবহেতু 'অয়চ্' প্রত্যয় স্বীকার করেছেন, কিন্তু আচার্য হরদত্ত উভয়শব্দে দ্বিবচনের বিধান দিয়েছেন অয়চ্ প্রত্যয়ের দ্বারা—'উভয়শব্দস্য দ্বিবচনং নাস্তীতি কৈয়টঃ, অস্তীতি হরদত্তঃ।'[২৩]

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

󰀀 'অপুরীতি বক্তব্যম্' (বা. ২৪০)

বার্ত্তিকটি 'অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ' (পা. সূ. ১। ১। ৩৬) এই গণসূত্রে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, বহির্যোগ (বাহ্য) ও উপসংব্যান (পরিধান) অর্থে 'জস্' পরে থাকলে 'অন্তর'

২৩. সি. কৌ., অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণ, প্রথম ভাগ, পৃ. ২১৪

শব্দের গণসূত্রে পঠিত নিত্য সর্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যথা - অন্তরে, অন্তরাঃ গৃহাঃ। সর্বনাম সংজ্ঞা হলে 'জস্' বিভক্তিতে 'অন্তরে' পদ হয়। সর্বনাম সংজ্ঞা না হলে 'জস্' বিভক্তিতে 'অন্তরাঃ' পদ হয়। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত—'অপুরীতি বক্তব্যম্'। অর্থাত্ 'অন্তর' শব্দের 'পুরি' অর্থ হলে সর্বনাম সংজ্ঞা হবে না। অতএব 'অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ' এই গণসূত্রে 'অপুরি' পদের সমাবেশ প্রয়োজন। বার্ত্তিকানুযায়ী পুরি অর্থে 'অন্তর' শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা না হলে সপ্তমীর একবচনে 'অন্তরায়াং পুরি' এরূপ হবে। অপুরি অর্থে সর্বনাম সংজ্ঞায় 'অন্তরস্যাং পুরি' এই উদাহরণ হবে। **মহাভাষ্যকার** 'অপুরীতি বক্তব্যম্' একই বার্ত্তিক পাঠ করেছেন। উদাহরণ—অন্তরায়াং পুরি বসতি। **কাশিকাকার** 'অপুরীতি চ বক্তব্যম্'এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

▯ 'সংজ্ঞোপসর্জনীভূতাস্তু ন সর্বাদয়ঃ' (বা. ২২৫)

বার্ত্তিকটি অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণের 'ন বহুব্রীহৌ' (পা. সূ. ১। ১। ২৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সূত্রটিতে 'সর্বাদীনি সর্বনামানি' সূত্রের অনুবৃত্তি হয়। তাহলে সূত্রার্থ হয়, বহুব্রীহি সমাসে সর্বাদির সর্বনামসংজ্ঞা হবে না। যথা - 'ত্বকং পিতা যস্য স ত্বত্কপিতৃকঃ। অহকং পিতা যস্য স মত্কপিতৃকঃ'। উদাহরণ দুটিতে 'অব্যয়-সর্বনাম্নামকচ্ প্রাক্ টেঃ' সূত্রানুযায়ী অকচ্ প্রত্যয় নিষেধ হল। ফলে সমাসের পূর্বে প্রক্রিয়াবাক্যে সর্বনামসংজ্ঞার নিষেধ হল। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'সংজ্ঞোপসর্জনীভূতাস্তু ন সর্বাদয়ঃ'। বাত্তিকার্থ হল, সংজ্ঞাবোধক শব্দ এবং উপসর্জনভূত শব্দকে সর্বাদি বলে মানা যাবে না। অর্থাৎ তাদের সর্বনামসংজ্ঞা হবে না। সর্বনামসংজ্ঞার মহাসংজ্ঞা করার প্রয়োজন হল, সংজ্ঞাবোধক 'সর্ব' আদি শব্দ ও বিশেষণীভূত সর্বাদি শব্দের যাতে সর্বনাম সংজ্ঞা না হয়, কেবল গণপঠিত শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। যথা - 'সর্বো নাম কশ্চিত্তস্মৈ সর্বায় দেহি। অতিক্রান্তঃ সর্বমতিসর্বস্তস্মা অতিসর্বায় দেহি'। প্রথম উদাহরণে সর্ব শব্দ সংজ্ঞাবোধক (কারুর নাম) হওয়ায় সর্বনামসংজ্ঞক হল না। তাই 'সর্বায়' এই রূপ হল। দ্বিতীয় উদাহরণে সর্ব শব্দ উপার্জনভূত বা গৌণ হওয়ায় 'অতিসর্ব' সর্বনামসংজ্ঞক হল না। তাই 'অতিসর্বায়' এই রূপ হল। **ভাষ্যকার** 'ত্বত্কপিতৃক' ও 'মত্কপিতৃকঃ' দুটি রূপকে ইষ্ট মেনে সূত্রটির প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেক্ষেত্রে 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' নিয়মানুযায়ী ভাব্যবচনের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও নিষেধাত্মক সংজ্ঞাবিষয়ক।

▯ 'বিভাষাপ্রকরণে তীয়স্য ঙিত্ত্বূপসংখ্যানম্' (বা. ২৪২)

বার্ত্তিকটি 'প্রথমরচমতয়াল্পার্ধকতিপয়নেমাশ্চ' (পা. সূ. ১। ১। ৩৩) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক পঠিত হয়েছে। সূত্রটিতে পূর্বসূত্র 'বিভাষা জসি' সূত্রের অনুবৃত্তি হবে। সূত্রার্থ হল, প্রথম, চরম, তয় (প্রত্যয়ান্ত), অল্প, অর্ধ, কতিপয় ও নেম শব্দের উত্তর জস্ থাকলে বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞক হয়। যথা - প্রথমে, প্রথমাঃ। অল্পে, অল্পাঃ। নেমে, নেমাঃ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'বিভাষাপ্রকরণে তীয়স্য ঙিত্ত্বূপসংখ্যানম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, 'বিভাষা জসি' এই অধিকারে তীয়-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ঙিত্ পরে থাকলে সর্বনামসংজ্ঞা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ঙিত্ বিভক্তিযুক্ত তীয়-প্রত্যয়ান্তের বিকল্পে সর্বনাম সংজ্ঞা হবে। যথা - 'দ্বিতীয়স্মৈ, দ্বিতীয়ায়। দ্বিতীয়স্মাত্, দ্বিতীয়াত্' ইত্যাদি।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও সংজ্ঞাবিষয়ক।

▯ 'পূর্বত্রাসিদ্ধে ন স্থানিবত্' (বা. ৪৩৩)

বার্ত্তিকটি 'রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে' (পা. সূ. ৮। ৪। ১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, সমানপদে বিদ্যমান রেফ ও ষ-কারের পরবর্তী 'ন'-কারের স্থানে 'ণ'কার আদেশ হয়। যথা - যূষ্ণঃ। যূষ্ণা। যূষ্ণঃ পদটি 'যূষন্ শস্' এই অবস্থায় অল্লোপোঽনঃ' সূত্রানুযায়ী অ-কার লোপে যূষ্ণ্ শস্ এই অবস্থায় 'রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে' সূত্রের প্রাপ্তিতে 'অচঃ পরস্মিন্ পূর্ববিধৌ' সূত্রের পূর্ববিধি শব্দে 'পূর্বস্মাত্ বিধিঃ পূর্ববিধিঃ' এই পক্ষ আশ্রয়ে স্থানিবদ্ভাবহেতু 'অট্কুপ্বাঙ্নুম্ব্যবায়েঽপি' সূত্রদ্বারা ণত্ববিধান সিদ্ধ হয়। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত 'পূর্বত্রাসিদ্ধে ন স্থানিবত্'। অর্থাৎ সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর দৃষ্টিতে ত্রিপদী অসিদ্ধ হওয়ায় এক্ষেত্রে স্থানিবদ্ভাব অসিদ্ধ। 'অচঃ পরস্মিন্নূর্ববিধৌ' (পা. সূ. ১। ১। ৫৭) সপাদ সপ্তাধ্যায়ী সূত্রকৃত স্থানিবদ্ভাবের দৃষ্টিতে ত্রিপাদী 'রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে' (পা. সূ. ৮। ৪। ১) সূত্রটি অসিদ্ধ। অতএব আলোচ্য ক্ষেত্রে ত্রিপাদী সূত্রের প্রবৃত্তির স্থলে সপাদ সপ্তাধ্যায়ী সূত্র অসিদ্ধ হওয়ায় স্থানিবদ্ভাব হবে না।

▯ 'তস্য দোষঃ সংযোগাদিলোপলত্বণত্বেষু' (বা. ৪৪০)

পূর্ব বার্ত্তিককৃত স্থানিবদ্ভাবের নিষেধের প্রতিষেধ হয়েছে বর্তমান বার্ত্তিকটির দ্বারা। অর্থাৎ সংযোগাদি লোপ, লত্ব ও ণত্ব কর্তব্যে স্থানিবদ্ভাব হবে। অতএব ণত্ব সিদ্ধ হবে। বার্ত্তিকানুযায়ী সংযোগাদি লোপ, লত্ব ও ণত্ব বিধির অতিরিক্ত বিষয় ত্রিপাদীশাস্ত্রের প্রতি অসিদ্ধ।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত।

▯ 'দ্বিপর্যন্তানামেবেষ্টি' (বা. ৪৪৬৮)

বার্ত্তিকটি 'ত্যদাদীনামঃ' (পা. সূ. ৭। ২। ১০২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, বিভক্তি পরে থাকলে 'ত্যদ্' ইত্যাদি শব্দের স্থানে অ-কার আদেশ হবে। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত 'দ্বিপর্যন্তানামেবেষ্টিঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, সর্বাদি গণে ত্যদাদি যেসকল শব্দ পঠিত হয়েছে, সেগুলির 'দ্বি' পর্যন্ত বুঝতে হবে। ভাষ্যকারেরও এরূপ ইচ্ছা। প্রশ্ন হতে পারে, বার্ত্তিকস্থিত 'দ্বি'পর্যন্ত কথার তাৎপর্য কী? উত্তরস্বরূপ বলা হয় যে, সংজ্ঞা এবং বিশেষণরূপে প্রযুক্ত শব্দের অকার আদেশ হবে না। যথা - ভবান্, ভবন্তৌ, ভবন্ত। **মহাভাষ্যকার** 'ত্যদাদীনাং দ্বিপর্যন্তানামকারবচনম্'[২৪] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন। **কাশিকাকার** 'দ্বিপর্যন্তানাং ত্যদাদীনামত্বমিষ্যতে' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেন।

▯ 'লোম্নোঽপত্যেষু ৰহুষ্বকারো বক্তব্যঃ' (বা. ২৫৬০)

বার্ত্তিকটি 'ঔডুলোমিঃ' শব্দের সাধনপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গে ও 'ত্যদাদীনামঃ' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীর অজন্ত পুংলিঙ্গ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। 'উডুলোমন্' শব্দের উত্তর 'ৰাহ্বাদিভ্যশ্চ' সূত্রানুযায়ী 'ইঞ্'প্রত্যয়ে, 'নস্তদ্ধিতে' সূত্রানুযায়ী টি-লোপে ও আদিবৃদ্ধিতে 'ঔডুলোমিঃ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ, উডুলোমন্ ঋষির সন্ততি। 'ঔডুলোমিঃ' শব্দের নির্বচন-প্রসঙ্গে বালমনোরমা টীকায় বলা হয়েছে—'উডুনি নক্ষত্রণীব লোমানি যস্য স উডুলোমা, তস্যাপত্যমৌডুলোমিঃ।'[২৫]

---

২৪. ম. ভা., পা. সূ.-৭। ২। ১০২, ষষ্ঠ ভাগ, পৃ. ১৬৯

২৫. সি. কৌ., ৰালমনোরমা, অজন্তপুংলিঙ্গ প্রকরণ, প্রথম ভাগ, পৃ. ২৬২

উডুলোমন্ শব্দের একবচনে—ঔডুলোমিঃ, দ্বিবচনে-ঔডুলোমী, কিন্তু বহুবচনে 'উডুলোমাঃ'। বাহ্বাদিগণে ইঞ্ প্রসঙ্গ থাকলেও 'উডুলোমাঃ' কেন? এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক—'লোম্নোঽপত্যেষু বহুত্বকারো বক্তব্যঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, লোমন্ শব্দের বহুবচনে অনেক অপত্য বিবক্ষা হলে 'অ'প্রত্যয় হয়। এটি 'ইঞ্'প্রত্যয়ের বাধক।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'সন্তস্ত্রাজিনশণপিণ্ডেভ্যঃ ফলাত্' (বা. ২৪৯৯)

বার্ত্তিকটি 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) এই স্ত্রীপ্রত্যয়বিধায়ক সূত্রের আলোচনাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, অজাদিগণপঠিত শব্দ ও হ্রস্ব অকারান্ত শব্দের বাচ্য স্ত্রীত্ব অর্থ দ্যোতিত হলে, সেই সকল শব্দের (প্রাতিপদিকের) উত্তর 'টাপ্'প্রত্যয় হয়। যথা - অজা, এডকা, অশ্বা, মূষিকা, বালা প্রভৃতি। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক —'সন্তস্ত্রাজিনশণপিণ্ডেভ্যঃ ফলাত্'। অর্থাৎ সম্, ভস্ত্রা, অজিন, শণ ও পিণ্ড শব্দের পর 'ফল' শব্দ থাকলে, তার উত্তর স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্'প্রত্যয় হয়। উদাহরণ---সম্ফলা, ভস্ত্রফলা। 'পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোত্তরপদাচ্চ' (পা. সূ. ৪। ১। ৬৪) সূত্রানুযায়ী সম্ফলা, ভস্ত্রফলা প্রভৃতি উদাহরণে 'ঙীষ্'প্রাপ্তি থাকলেও বার্ত্তিকটির দ্বারা হ্রস্ব অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীষ্'-এর বাধকস্বরূপ 'টাপ্'বিধান হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত। এটি বাধকস্বরূপ ও বিধিবিষয়ক বার্ত্তিক।

▯ 'সদচ্কাণ্ডপ্রান্তশতৈকেভ্যঃ পুষ্পাত্' (বা. ১৪৯৬)

এটিও 'টাপ্' বিধানবিষয়ক। 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রের প্রসঙ্গে বার্ত্তিকটির অবতারণা। বার্ত্তিকটির অর্থ হল, সত্, অচ্, কাণ্ড, প্রান্ত, শত ও এক শব্দের (প্রতিপাদিকের) উত্তর 'পুষ্প' শব্দ থাকলে 'পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোত্তরপদাশ্চ' সূত্রানুযায়ী, স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীষ্'-এর বাধকস্বরূপ 'টাপ্'প্রত্যয় হবে। যথা - সত্পুষ্পা, প্রান্তপুষ্পা প্রভৃতি।

▯ 'শূদ্রা চামহত্পূর্বা জাতিঃ' (বা. ২৪০০-২৪০১)

পূর্বোক্ত 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক আলোচ্য বার্ত্তিকের অবতারণা হয়েছে। বার্ত্তিকটির অর্থ হল, শূদ্র শব্দ যদি জাতিবাচী হয় এবং অমহৎপূর্বক হয়, তাহলে স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'শূদ্র' শব্দের উত্তর 'টাপ্' হয়। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাত্' (পা. সূ. ৪। ১। ৬৩) সূত্রলব্ধ জাতি অর্থে 'ঙীষ্' প্রত্যয়ের বাধকস্বরূপ বার্ত্তিকটির দ্বারা স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয় বিহিত হয়েছে। যথা - শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী শূদ্রা। শূদ্রের পত্নী এই অর্থে জাতিবচনের অভাববশতঃ 'টাপ্' বিহিত হবে না, 'ঙীষ্' প্রাপ্তি হবে। বার্ত্তিকে 'অমহত্পূর্বা' শব্দের অর্থব্যাখ্যানে দীক্ষিতকৃত বৃত্তিতে বলা হয়েছে—'অমহত্পূর্বা কিম্-মহাশূদ্রী।'[২৬] অর্থাৎ শূদ্র শব্দ 'মহৎ' শব্দপূর্বক হলে স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীষ্' বিহিত হবে। মহাভাষ্যে এবিষয়ে ভাষ্যকার কর্তৃক দুটি বার্ত্তিক স্বীকৃত হয়েছে 'শূদ্রা চামহত্পূর্বা'[২৭] ও 'জাতিঃ'।[২৮] তবে 'জাতি' এই বার্ত্তিকের আলোচনায় ভাষ্যকার কর্তৃক 'মহাশূদ্রী' পদের 'ঙীষ্'ও খণ্ডিত হয়েছে। সেখানে প্রদীপটীকায় এবিষয়ে আচার্য কৈয়টের উক্তি—'মহাশূদ্রশব্দসমুদায়ো যদা জাতিবাচী তদা টাপঃ প্রতিষেধঃ, যদা তু মহত্ত্ববিশিষ্টা শূদ্রা প্রতিপিপাদয়িষিতা তদা মহাশূদ্রেত্যেব ভবতি।'[২৯]

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'মূলান্নয়ঃ' (বা. ২৫০০)

বার্ত্তিকটি 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রের ব্যাখ্যানাবসবে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, 'নঞ্'পূর্বক 'মূল' শব্দের উত্তর স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয় হয়। যথা - অমূলা। 'পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলমূলবালোত্তরপদাচ্চ' সূত্রানুযায়ী এখানে 'ঙীষ্' প্রাপ্তির প্রসঙ্গ থাকলেও বার্ত্তিকটির দ্বারা 'ঙীষ্' খণ্ডিত হয়ে, স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' বিহিত হয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে 'টাপ্' প্রত্যয় 'ঙীষ্'-এর বাধক।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

---

২৬. সি. কৌ., প্রথম খণ্ড, স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণ, পৃ. ৪৯৯
২৭. ম. ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩১
২৮. তদেব, পৃ. ৩২
২৯. তদেব

▯ 'বনো ন হশ ইতি বক্তব্যম্' (বা. ২৪০৫)

বার্ত্তিকটি 'বনো র চ' (পা. সূ. ৪। ১। ৭) সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে আলোচিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, বন্নন্ত ও তদন্ত প্রাতিপদিকের উত্তর স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীপ্' প্রত্যয় হবে এবং 'রেফ' অন্তাদেশ হবে। যথা - সুত্বরী, অতিসুত্বরী, শর্বরী প্রভৃতি। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'বনো ন হশ ইতি বক্ত্যব্যম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, হশন্ত ধাতুর উত্তর বিহিত বন্নন্ত ও বনন্তান্তের স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীপ্' ও ন-কারের রেফাদেশ হবে না। যথা - অবাবা ব্রাহ্মণী, রাজযুধ্বা। 'ওণৃ অপনয়নে' এই অর্থে ওণৃ ধাতুর উত্তর বনিপ্প্রত্যয়ে 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাত্' সূত্রানুযায়ী ণ্-কারের আ-কারাদেশে ও 'ও'-কারের অবাদেশে বিশেষণভূত 'অবাবা'পদ নিষ্পন্ন হয়, যা স্ত্রীত্ব ও পুংত্ব উভয়েরই দ্যোতক। ভাষ্যকার 'বনো ন হশঃ' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও 'ঙীপ্'-এর বাধক।

▯ 'ৰহুব্রীহৌ বা' (বা. ২৪০৭)

বার্ত্তিকটি 'বনো র চ' (পা. সূ. ৪। ১। ৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, বহুব্রীহি সমাসে পূর্বোক্ত 'ঙীপ্' ও 'র্'-এর আদেশ বিকল্পে হবে। যথা - ৰহুধীবরী, ৰহুধীবা। বার্ত্তিকানুযায়ী 'বনো র চ' এই বিধি ৰহুব্রীহি সমাসে প্রযুক্ত হবে। 'ৰহবঃ ধীবানঃ যস্যাঃ সা' এরূপ বিগ্রহে বৈকল্পিক 'ঙীপ্' এবং 'র্'-আদেশ না হওয়ায় 'ৰহুধীবন্' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বার্ত্তিকপক্ষে 'ডাৰুভাভ্যামন্যতরস্যাম্' এই সূত্রানুযায়ী 'ডাপ্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ৰহুধীবা' পদ নিষ্পন্ন হয়। 'বনো র চ' সূত্রপক্ষে ৰাহুধীবরী' পদ নিষ্পন্ন হয়।

▯ 'মামকনরকয়োরুপসংখ্যানম্' (বা. ৪৫২৪)

বার্ত্তিকটি 'প্রত্যয়স্থাত্কাত্পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৪৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, প্রত্যয়স্থিত 'ক'-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কার হয়; পরে আপ্ থাকলে এবং ঐ আপ্ সুপ্ এর পরে না থাকলে। যথা - সর্বিকা, কারিকা। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক—'মামকনরকয়োরুপসংখ্যানম্'। অর্থাত্ 'মামক'

ও 'নরক' শব্দদুটির 'ক'-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কার হবে, 'ক'-কারের পর 'আপ্' থাকায়। উদাহরণ---মামিকা, নরিকা। উদাহরণ দুটিতে 'ক'-কার প্রত্যয়স্থ না হওয়ায় 'প্রত্যয়স্থাত্কাত্পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' সূত্রানুযায়ী 'ক'-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কারের অপ্রাপ্তি ছিল। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ পাওয়া যাওয়ায় বার্ত্তিককার ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কার বিধানের নিমিত্ত বার্ত্তিকটি রচনা করেন। ভাষ্যকার 'মামকনরকয়োরুপসংখ্যানমপ্রত্যয়স্থত্বাত্'[৩০] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'ত্যক্ত্যপোশ্চ' (বা. ৪৫২৫)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত 'প্রত্যয়স্থাত্কাত্পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক পঠিত হয়েছে। বার্ত্তকার্থ হল, 'ত্যক্' ও 'ত্যপ্' প্রত্যয়স্থিত শব্দের ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কার আদেশ হবে। যথা - দাক্ষিণাত্যিকা, ইহত্যিকা। বার্ত্তিকটি 'উদীচামাতঃ স্থানে যকপূর্বায়াঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৪৬) সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত বৈকল্পিক 'ই'-কারাদেশের অপবাদ। তাই বার্ত্তিকটি দ্বারা দুই প্রকার রূপ পাওয়া যাবে না। ভাষ্যকার 'ত্যক্ত্যপোশ্চ প্রতিষিদ্ধত্বাত্'[৩১] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

□ 'ত্যকনশ্চ নিষেধঃ' (বা. ৪৫২৬)

বার্ত্তিকটি 'ন যাসয়োঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, প্রত্যয়স্থিত ক-কারের পূর্ববর্তী হলেও যা এবং সা (যত্, তত্)-এর অ-কারের ই-কারাদেশ হবে না। উদাহরণ—যকা, সকা। সূত্রটিতে পূর্ববর্তী 'প্রত্যয়স্থাত্কাত্পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৪৪) সূত্রের প্রসঙ্গ থাকলেও তার প্রতিষেধ হল। 'ন যাসয়োঃ'

---

৩০. ম. ভা., ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০১

৩১. তদেব

সূত্রপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত 'ত্যকনশ্চ নিষেধঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, ত্যকন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দেরও ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কারাদেশ হবে না। অর্থাৎ 'প্রত্যয়স্থাত্কাত্...' সূত্রানুযায়ী ইত্বের প্রতিষেধ হবে। যথা - উপত্যকা, অধিত্যকা। 'উপাধিভ্যাং ত্যকন্নাসন্নারূঢয়োঃ' (পা. সূ. ৫। ২। ৩৪) সূত্রানুযায়ী আসন্ন ও আরূঢ় অর্থে 'উপ' ও 'অধি' পূর্বক 'ত্যকন্' প্রত্যয়ে ও স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয়ে যথাক্রমে 'উপত্যকা' ও 'অধিত্যকা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। **ভাষ্যকার** 'প্রতিষেধে ত্যকন উপসঙ্খ্যানম্' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন। **কাশিকাকার** 'যাসয়োরিত্ত্বপ্রতিষেধে ত্যকন উপসংখ্যানম্' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'আশিষি বুনশ্চ ন' (বা. ৪৫২৮)

বার্ত্তিকটিতে 'প্রত্যয়স্থাত্...' সূত্রানুযায়ী ইত্বের প্রতিষেধ দেখানো হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, আশীর্বাদ অর্থে 'বুন্' প্রত্যয়ের স্থানে যে 'অক' আদেশ, সেই ক-কারের পূর্ববর্তী অ-কারের ই-কারাদেশ হবে না। উদাহরণ—জীবকা, ভবকা। এক্ষেত্রে বিচার্য যে, উদাহরণ দুটি আশীর্বাদার্থক হওয়ায় ইত্বের প্রতিষেধ হয়েছে।

▯ 'উত্তরপদলোপে ন' (বা. ৪৫২৯)

বার্ত্তিকটিতে বলা হয়েছে, উত্তরপদ লোপ হওয়ার পর অ-কারের ই-কারাদেশ হবে না। যথা - দেবকা। 'দেবদত্ত' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক'প্রত্যয় করে (দেবদত্ত+ক) তদ্ধিতপ্রকরণে 'অনজাদৌ চ বিভাষা লোপো বক্তব্যঃ' বার্ত্তিকানুযায়ী 'দত্ত' এই উত্তরপদের লোপে এবং স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয়ে 'দেবকা' পদ নিষ্পন্ন হয়। অতএব বার্ত্তিকটিতে ইত্বের প্রতিষেধ হয়েছে। উত্তরপদ লোপ না হলে ইত্বের নিষেধ হবে না। সেক্ষেত্রে 'দেবদত্তিকা'পদ হবে। **ভাষ্যকার** 'উত্তরপদলোপে চোপসঙ্খ্যানম্' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন। **কাশিকাকার**ও একই বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

'ক্ষিপকাদীনাং চ' (বা. ৪৫৩০)

ক্ষিপকাদি গণপঠিত শব্দের অ-কারের ই-কারাদেশ হবে না। যথা - ক্ষিপকা, ধ্রুবকা, কন্যকা, চটকা।

'তারকা জ্যোতিষি' (বা. ৪৫৩১)

জ্যোতি বা নক্ষত্র অর্থে 'তৃ' ধাতুর উত্তর ণ্বুল্ প্রত্যয়ের দ্বারা 'তারকা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে ইত্বের নিষেধ হয়েছে। কিন্তু অন্য অর্থে 'প্রত্যয়স্থাত্...' সূত্রের প্রবৃত্তি হবে। অর্থাৎ ইত্ব বিহিত হবে। যথা - তারিকা।

'বর্ণকা তাণ্ডবে' (বা. ৪৫৩২)

বার্ত্তিকটিও ইত্বের নিষেধবিষয়ক। বার্ত্তিকার্থ হল, তন্তুজাত বা তন্তুর বিকার বোধ্য হলে 'বর্ণকা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এক্ষেত্রেও ইত্বের নিষেধ হয়েছে। তন্তুর বিকার হল তান্তব। অন্য অর্থে ইত্ব গৃহীত হয়। যেমন, স্তুতি করছে—এই অর্থে 'বর্ণিকা' শব্দটি শুদ্ধ। এক্ষেত্রে 'প্রত্যয়স্থাত্...' সূত্রের প্রবৃত্তি হয়।

'বর্তকা শকুনৌ প্রাচাম্' (বা. ৪৫৩৩)

বার্ত্তিকটিও ইত্বের নিষেধবিষয়ক। বার্ত্তিকার্থ হল, পূর্বদেশীয় বৈয়াকরণদিগের মতে, পক্ষী (শকুন) অর্থে 'বর্তকা' শব্দটি সাধু। কিন্তু উত্তরদেশীয় বৈয়াকরণদিগের মতে, পক্ষী (শকুন) অর্থে 'বর্ত্তিকা' শব্দ সাধু। 'বর্ত্তিকা' শব্দে 'প্রত্যয়স্থাত্...' সূত্রের প্রবৃত্তি হয়। বৃত্ ধাতুর উত্তর 'ণ্বুল্'প্রত্যয়ের দ্বারা 'বর্তকা', 'বর্ত্তিকা' শব্দ দুটি নিষ্পন্ন হয়।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

'অষ্টকা পিতৃদেবত্যে' (বা. ৪৫৩৪)

বার্ত্তিকটি ইত্বের প্রতিষেধবিষয়ক। বার্ত্তিকার্থ হল, পিতৃকর্ম অর্থাত্ শ্রাদ্ধকর্ম অভীষ্ট হলে 'অষ্টকা' শব্দে ইত্ব হবে না। 'ইষ্যশিভ্যাং তকন্' সূত্রানুযায়ী 'অশ্'ধাতুর উত্তর 'তকন্' প্রত্যয়ে ও স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয়ের দ্বারা 'অষ্টকা' পদ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অন্য অর্থে অর্থাত্ আট অধ্যায়

যুক্ত পুস্তক অর্থে 'অষ্টিকা' (অষ্টাধ্যায়ী) শব্দটি সাধু। পিতৃকর্মভিন্ন 'অষ্টিকা' (অষ্ট অধ্যায়যুক্ত গ্রন্থ) পদে 'প্রত্যয়স্থাত্...' সূত্রানুযায়ী ইত্ব বিহিত হয়েছে।

▯ 'সূতকাপুত্রিকাবৃন্দারকাণাং বেতি বক্তব্যম্' (বা. ৪৫৩৫)

বার্ত্তিকার্থ হল, সূতকা, পুত্রিকা, বৃন্দারক শব্দের প্রত্যয়স্থ ক-কারের পূর্ববর্ণের স্থানে অ-কার আদেশ বিকল্পে হবে। বার্ত্তিকস্থ বা (বা অ) পদের দ্বারা এবিষয়ের নির্দেশ রয়েছে। তাহলে 'সূতকা' পদের ক-কারের অ-কারের বিকল্পার্থের তাৎপর্য কী? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, 'সূতকা' পদে ত-কারস্থিত অ-কারের স্থানে অ-কার বিধানের উদ্দেশ্য হল, ই-কার আদেশ নিবৃত্তির নিমিত্ত। বার্ত্তিকস্থিত বিকল্পার্থক 'বা' পদের নিবেশহেতু প্রতিটি শব্দের দুটি রূপ বার্ত্তিকসম্মত। যথা - সূতিকা, সূতকা; পুত্রকা, পুত্রিকা; বৃন্দারিকা, বৃন্দারকা।

▯ 'ইবেন সমাসো বিভক্ত্যলোপশ্চ' (বা. ১২৩৬)

'সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ' (পা.সূ. ২। ৪। ৭১) এই সমাস-বিধায়ক সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত আলোচ্য বার্ত্তিকটির অবতারণা করেছেন। পাণিনীয় সূত্রটির অর্থ হল—ধাতু ও প্রাতিপদিকের অবয়ব 'সুপ্' বিভক্তির লোপ হয়। যথা, পূর্বং ভূতঃ = ভূতপূর্বঃ। 'ভূতপূর্বে চরট্' সূত্রে পাণিনির নির্দেশ হেতু 'ভূত' শব্দের পূর্ব নিপাত হেতু 'ভূতপূর্বঃ' শব্দটি হয়েছে।

বিভক্তি লোপ প্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত, 'ইবেন সমাসো বিভক্ত্যলোপশ্চ'। অর্থাৎ 'ইব' এই অব্যয়ের সহিত সমর্থ 'সুবন্ত'পদের সমাস হয় এবং সমাসে প্রাতিপদিকের অবয়বস্বরূপ বিভক্তির লোপ হয় না। উদাহরণ, জীমূতস্য ইব জীমূতস্যেব। বিভক্তি লোপ না হওয়ায় গুণসন্ধিবশতঃ 'জীমূতস্যেব' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'অভিতঃ পরিতঃ.. (বা. ১৪৪২) 'অন্যারাত্...' (সূ. ৫৯৫) ইতি দ্বিতীয়াপঞ্চম্যোর্বিধানসামর্থ্যাত্'

আলোচ্য বার্ত্তিকটি 'অব্যয়ীভাবশ্চ' (পা.সূ. ২। ৪। ১৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সমাস প্রকরণে আলোচিত হয়েছে। অব্যয়ীভাব সমাসে সমস্তপদ ক্লীবলিঙ্গ

হয় এবং 'হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য' সুত্রানুযায়ী প্রাতিপদিকের নপুংসক লিঙ্গে স্বরের হ্রস্বত্ব হয়। এক্ষেত্রে ভট্টোজি দীক্ষিতের অভিমত, 'সময়া গ্রামম্' 'নিকষা লঙ্কাম', 'আরাদ্ বনাত্' ইত্যাদি স্থলে অব্যয়ীভাব সমাস হবে না ও বিভক্তির লোপ হবে না। কারণ 'অতিঃ পরিতঃ সময়া...' ইত্যাদি বার্ত্তিকে বার্ত্তিককার ও 'অন্যারাত্...' ইত্যাদি সূত্রে সূত্রকার সেই সমস্ত শব্দযোগে যথাক্রমে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তির বিধান দিয়েছেন। তাই 'সময়া গ্রামম্', 'আরাদ্ বনম্' এক্ষেত্রে সমাস হবে না। 'গ্রামং সময়া'- 'উপগ্রামম্' এরূপ অব্যয়ীভাব সমাস হবে না। যেহেতু এই সমস্ত বিশিষ্ট শব্দযোগে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমীর বিধান পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'কৃষ্ণস্য সমীপম্' এই সম্বন্ধ তৎপুরুষ বিগ্রহ বাক্যটির সামীপ্যার্থে অব্যয়ীভাব সমাসে 'উপকৃষ্ণম্' রূপ হয়। যেহেতু বার্ত্তিককার 'সময়া', 'নিকষা' প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধান দিয়েছেন ও সূত্রকার 'আরাদ্', 'ঋতে' প্রভৃতি শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তির বিধান দিয়েছে। তাই আলোচ্যস্থলে অব্যয়ীভাব সমাস হবে না ও বিভক্তির লোপ হবে না।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও নিষেধার্থক বিধিবিষয়ক।

▯ 'সমাহারে চায়মিষ্যতে' (বা. ১২৪৬)

'নদীভিশ্চ' (পা.সূ. ২। ১। ২০) এই অব্যয়ীভাব সমাস বিধায়ক সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ আলোচ্য বার্ত্তিকটির অবতারণা করেছেন। সূত্রটির অর্থ হল, নদীসংজ্ঞক শব্দের সাথে সংখ্যাবাচক শব্দের অব্যয়ীভাব সমাস হয়। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'সমাহারে চায়মিষ্যতে'। অর্থাৎ নদীসংজ্ঞক শব্দের সাথে সুবন্তের (এক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শব্দের) সমাহার অর্থে সমাস হবে। যথা, সপ্তগঙ্গম্, দ্বিযমুনম্ ইত্যাদি। 'সপ্তানাং গঙ্গানাং সমাহারঃ' এরূপ বিগ্রহে 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' সূত্রদ্বারা দ্বিগুসমাস বাধা দিয়ে 'সপ্তগঙ্গম্' অব্যয়ীভাব সমাস হয়েছে।

▯ 'গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্' (বা. ১২৪৭)

বার্ত্তিকটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসবিধায়ক 'দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ' (পা. সূ. ২। ১। ২৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক 'সিদান্তকৌমুদী' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। সূত্রটির অর্থ হল, দ্বিতীয়ান্ত সুবন্ত শ্রিত, অতীত, পতিত, গত, অত্যস্ত, প্রাপ্ত ও

আপন্ন—এই সকল সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। এটি বিধিসূত্র। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক— 'গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্'। অর্থাৎ গম্যাদি সুবন্ত ও দ্বিতীয়ান্ত পদের তৎপুরুষ সমাস হয়। গম্ ধাতুর উত্তর ঔণাদিক ইনি প্রত্যয়ের দ্বারা ভবিষ্যদর্থে 'গমী' পদটি নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যিনি যাবেন। উদাহরণ, গ্রামং গমী-গ্রামগমী। অন্নং বুভুক্ষুঃ- অন্নবুভুক্ষুঃ।

মূলসূত্রে 'গমী' প্রভৃতি শব্দের গ্রহণ হয় নি। অথচ এই সমস্ত শব্দের সহিতও 'দ্বিতীয়ান্ত' পদের (ষষ্ঠী প্রতিষেধে) সমাস হয়। তাই বর্তমান বার্ত্তিকটি সূত্রার্থ পরিপূরক। **কাশিকাকার** 'শ্রিতাদিষু গমিগম্যাদীনামুপসঙ্খ্যানম্' এভাবে বার্ত্তিকটি পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'অবরস্যোপসংখ্যানম্' (বা. ১২৫৬)

বার্ত্তিকটি 'পূর্বসদৃশসমোনার্থকলহনিপুণমিশ্রশ্লক্ষ্ণৈঃ' (পা.সূ. ২। ১। ৩১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, তৃতীয়ান্ত সুবন্ত পূর্ব, সদৃশ, সম, ঊনার্থক শব্দ, কলহ, নিপুণ, মিশ্র ও শ্লক্ষ্ণ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—মাসপূর্বঃ। মাতৃসদৃশঃ। পিতৃসমঃ প্রভৃতি। মাসেন পূর্বঃ। মাত্রা সদৃশঃ। পিত্রা সমঃ প্রভৃতি বিগ্রহ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক- 'অবরস্যোপসংখ্যানম্'। অর্থাৎ তৃতীয়ান্ত সুবন্তের সঙ্গে সুবন্ত 'অবর' শব্দেরও তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা----মাসাবরঃ। মাসেন অবরঃ- এরূপ বিগ্রহবাক্য। **কাশিকাকার** 'পূর্বাদিষ্ববরস্যোপসঙ্খ্যানম্' এভাবে বার্ত্তিকটি পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্' (বা. ১২৭৩-৭৪)

আলোচ্য বার্ত্তিকটি চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস বিধায়ক 'চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ' (পা.সূ. ২। ১। ৩৬) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীক্ষিত কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, তদর্থ এবং সুবন্ত অর্থ, বলি, হিত, সুখ ও রক্ষিত শব্দের সঙ্গে চতুর্থ্যর্থ পদের বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা- যূপায় দারুঃ, যূপদারুঃ। আলোচ্যস্থলে 'যূপায়' চতুর্থ্যন্ত সুবন্তের সঙ্গে 'দারু' তদর্থের 'যূপদারুঃ' তৎপুরুষ সমাস হয়েছে। এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিক অবতারণা করেছেন—'অর্থেন

নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, 'অর্থ' শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের নিত্য সমাস হবে এবং বিশেষ্য অনুযায়ী লিঙ্গ হবে। অন্যথা 'অর্থ' শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ হওয়ায় 'পরবল্লিঙ্গং দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োঃ' সূত্র দ্বারা সর্বত্র পুংলিঙ্গ হত। তাই এখানে 'অর্থ'শব্দ বস্তুর্থক। যথা, দ্বিজায়ায়ং দ্বিজার্থঃ সুপঃ। এখানে 'দ্বিজার্থঃ' পদের লিঙ্গ বিশেষ্য 'সুপঃ' অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছে। তেমন দ্বিজার্থা যবাগুঃ। দ্বিজার্থং পয়ঃ। 'বিভাষা'র অধিকারে থাকলেও এক্ষেত্রে নিত্যসমাস হবে। **কাশিকাকার** 'অর্থেন নিত্যসমাসবচনং সর্বলিঙ্গতা চ বক্তব্যা' এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

▯ 'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বাচ্যম্' (বা. ১২৭৫)

তৎপুরুষ সমাস বিধায়ক 'পঞ্চমী ভয়েন' (পা. সূ. ২। ১। ৩৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বার্ত্তিকটি দীক্ষিতপাদ আলোচনা করেছেন। সূত্রার্থ হল, পঞ্চম্যন্ত সুবন্ত 'ভয়' শব্দের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা-চৌরাদ্ ভয়ম্, চোরভয়ম্। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক-'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বাচ্যম্'। অর্থাৎ পঞ্চম্যন্ত সুবন্তের সহিত সুবন্ত ভয়, ভীত, ভীতি ও ভী শব্দেরও বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—বৃকাদ্ ভীতঃ, বৃকভীতঃ। **কাশিকাগ্রন্থে** 'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বক্তব্যম্' এরূপ বার্ত্তিক আলোচিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'গুণাত্তরেণ তরলোপশ্চেতি বক্তব্যম্' (বা. ৩৮৪১)

আলোচ্য বার্ত্তিকটি 'যাজকাদিভিশ্চ' (পা. সূ. ২। ২। ৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সমাস প্রকরণে আলোচিত হয়েছে। পূর্বসূত্র হতে 'ষষ্ঠী' পদটি সূত্রে অনুবৃত্ত হয়েছে। তাহলে সূত্রার্থ দাঁড়ায়, ষষ্ঠ্যন্ত সুবন্ত সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা- ব্রাহ্মণস্য যাজকঃ, ব্রাহ্মণ যাজকঃ। এটি 'তৃজকাভ্যাং কর্তরি' (পা.সূ. ২। ২। ১৫) সূত্রের প্রতিপ্রসব। অর্থাৎ কর্তায় যে ষষ্ঠী বিহিত হয়, তা তৃজন্ত ও অক-অন্তের সঙ্গে সমাস হয় না। সূত্রটি নিষেধাত্মক বিধিসূত্র। যথা- অপাং স্রষ্টা। ওদনস্য পাচকঃ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'গুণাত্তরেণ তরলোপশ্চেতি বক্তব্যম্' অর্থাৎ তরপ্ প্রত্যয়ান্ত গুণবাচক শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত শব্দের সঙ্গে সমাস হবে এবং 'তরপ্' লোপ হবে। যথা- সর্বেষাং শ্বেততরঃ, সর্বশ্বেতঃ। সর্বেষাং মহত্তরঃ, সর্বমহান্। 'ষষ্ঠী'

সূত্রের বাধক সূত্র হল 'ন নির্ধারণে' (পা. সূ. ২। ২। ১০) ও 'পূরণগুণ...' (পা. সূ. ২। ২। ১১) সূত্রের প্রতিপ্রসব বর্তমান বার্ত্তিকটি। 'সর্ব গুণকাৎস্ন্যে' (পা. সূ. ৬। ২। ৯৩) সূত্রের ভাষ্যে 'পুরণগুণসুহিতার্থ...' (পা. সূ. ২। ২। ১১) সূত্রের অপবাদ হল বর্তমান বার্ত্তিকটি। **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি 'গুণান্তরেণ সমাসস্তরলোপশ্চ'[৩২] এভাবে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'কৃদ্‌যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি বাচ্যম্' (বা. ১৩১৭)

বার্ত্তিকটি 'যাজকাদিভিশ্চ' (পা. সূ. ২। ২। ৯) সূত্রে পঠিত হয়েছে। 'কৃদ্‌যোগা' শব্দের অর্থ হল কৃদ্ যোগ যার। বার্ত্তিকার্থ হল, কৃত্ প্রত্যয়যুক্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদ সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে সমাস হবে। ভাষ্যকার এই প্রকার ষষ্ঠী বিধায়ক সূত্র 'কর্তৃকর্মণোঃ কৃতি' (পা.সূ. ২। ৩। ৬৫) সূত্রটির মান্যতা দিয়েছেন। যথা- ইধ্মস্য প্রব্রশ্চনঃ, ইধ্মপ্রব্রশ্চনঃ। বার্ত্তিকটির উপযোগিতা হল, 'ষষ্ঠী' সমাসের বাধক 'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যতে' (বা. ১৩২০) বার্ত্তিকটির প্রতিপ্রসব হল বর্তমান বার্ত্তিকটি।

▯ 'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বাচ্যম্' (বা. ১৩২০)

'ন নির্ধারণে (পা.সূ. ২। ২। ১০) সূত্রের বাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ আলোচ্য বার্ত্তিকটির অবতারণা করেছেন। পূর্ববর্তী সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত সমাসের বাধক হল বর্তমান সূত্র। সূত্রার্থ হল, নির্ধারণার্থে বিহিত ষষ্ঠীর সহিত সমর্থ সুবন্তের সমাস হয় না। জাতি, গুণ এবং ক্রিয়ার দ্বারা সমুদায় থেকে একটি পৃথক্‌করণকে নির্ধারণ বলে। যথা- নৃণাং দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ। এক্ষেত্রে 'নৃণাং' পদে নির্ধারণে ষষ্ঠী, তাই সমাস হবে না। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বাচম্'। অর্থাৎ 'প্রতিপদবিধানা' ষষ্ঠীর সমাস হয় না। প্রতিপদবিধানার প্রসঙ্গে বালমনোরমা টীকাকার বলেছেন----"পদং পদং প্রতীতি বীপ্সায়ামব্যয়ীভাবঃ। প্রতিপদং বিধানং যস্যাঃ সা

৩২. ম. ভা., পা. সূ-৬। ২। ৯৩, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২০০

প্রতিপদবিধানা।"[৩৩] ভাষ্যকার 'ষষ্ঠী শেষে' সূত্র দ্বারা বিহিত শেষলক্ষণা ষষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সকল ষষ্ঠী অর্থাৎ কারক বিশেষে প্রাপ্ত ষষ্ঠীকে প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী মেনেছেন। যথা—'সর্পিষো জ্ঞানম্'। এস্থলে 'জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে' (পা. সূ. ৫। ৩। ৫১) সূত্রের দ্বারা 'জ্ঞা' ধাতুর করণকারকে শেষত্ব বিবক্ষায় বিহিত যে ষষ্ঠী, সেই ষষ্ঠীর এখানে সমাস হয় না। **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি 'প্রতিপদবিধানা চ' এভাবে পঠিত হয়েছে।

▯ 'একবিভক্তাবষষ্ঠ্যন্তবচনম্' (বা. ৬৭৩)

বার্ত্তিকটি 'অর্ধং নপুংসকম্' (পা.সূ., ২। ২। ২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সিদ্ধান্তকৌমুদীগ্রন্থে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, নপুংসক লিঙ্গে বর্তমান অর্ধ শব্দ একাধিকরণবাচী একদেশী সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। এটি বিধিসূত্র। যথা—অর্ধং পিপ্পল্যাঃ, অর্ধপিপ্পলী। সূত্রস্থ অর্ধ শব্দটি নপুংসক লিঙ্গে থাকা সত্ত্বেও নপুংসক শব্দের গ্রহণ হয়েছে নিত্য নপুংসক লিঙ্গ বোঝাতে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'একবিভক্তাবষষ্ঠ্যন্তবচনম্'। অর্থাৎ অষষ্ঠ্যন্ত যে নিয়ত বিভক্তি তার উপসর্জন ও হ্রস্ব হবে। তাই 'একবিভক্তি চাপূর্বনিপাতে' (পা.সূ. ১। ২। ৪৪) সূত্র দ্বারা প্রাপ্ত 'পিপ্পলী' শব্দের উপসর্জন সংজ্ঞার নিবারণের পর 'পিপ্পল্যাঃ অর্ধম্' এখানে 'পিপ্পলী' শব্দের পূর্ব নিপাতের সমাধান হয়েছে। বার্ত্তিকটির দ্বারা একদেশী সমাসবিষয়ক উপসর্জন সংজ্ঞার নিষেধ হয়েছে। যথা- 'পঞ্চখট্বী'।

▯ 'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃ সিদ্ধয়ে ৰহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্' (বা. ১২৮৮)

বার্ত্তিকটি 'কালাঃ পরিমাণিনা' (পা.সূ. ২।২।৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের সমাস প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, (পরিমাণবাচী) কালবাচক শব্দের পরিচ্ছেদ্যবাচক সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হবে। যথা-'মাসো জাতস্য মাসজাতঃ, দ্ব্যহজাতঃ।' এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃ সিদ্ধয়ে ৰহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্'। 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' (পা.সূ. ২। ১। ৫১) সূত্রের প্রসঙ্গ

৩৩. সি. কৌ., ৰালমনোরমা, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪৬

বার্ত্তিকটিতে বর্ণিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, পরিমাণবাচক উত্তরপদের সঙ্গে দ্বিগু সমাস সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক পদের তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা- দ্বে অহনী জাতস্য (যস্য সঃ) দ্ব্যহজাতঃ। তৎপুরুষ সমাসে দুটি সমস্যমান পদ গ্রাহ্য। কিন্তু বার্ত্তিকটি একটি বিশেষ বিষয়কে জ্ঞাপিত করল যে, দুই এর অধিক সমস্যমান পদের পরিমাণিবাচক পদ উত্তরপদে হলে দ্বিগু সমাস সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক পদের তৎপুরুষ সমাস হয়।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ' (বা. ১৩৭৬)

বার্ত্তিকটি 'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' (পা.সূ. ২।১। ৫১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র সমাসপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিষয়ে উত্তরপদ পরে থাকলে এবং সমাহার অর্থ প্রতীত হলে দ্বিগ্‌বাচক এবং সংখ্যাবাচক সুবন্ত সমানাধিকরণ সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা- 'পূর্বস্যাং শালায়াং ভবঃ পৌর্বশালঃ।' এবিষয়ে বার্ত্তিকারের অভিমত-'সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ'। অর্থাৎ সর্বনামের তদ্ধিতাদি বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাব হয়। যথা- 'অপরস্যাং শালায়াং ভবঃ আপরশালঃ।' বার্ত্তিকটিতে 'মাত্র' শব্দটির অর্থ কাৎর্স্ন্য। অর্থাৎ সর্বনামের পাঁচ প্রকার বৃত্তিতে পুংবদ্ভাব হয়। আবার 'পূর্বা শালা প্রিয়া যস্য' এরূপ ত্রিপদাত্মক বহুব্রীহি সমাসে 'প্রিয়া' শব্দ উত্তরপদে থাকায়, পূর্বের দুটি শব্দের 'তৎপুরুষ সমাস হয়। অবান্তর তত্পুরুষে সমাসান্তোদাত্তত্বহেতু 'শালা' শব্দের ল-কারস্থিত আ-কারের উদাত্ত হয়। তাই সমাসবদ্ধ পদটির স্বরপাঠ হবে 'পূর্বশালাপ্রিয়ঃ'।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োরুত্তরপদে নিত্যসমাসবচনম্' (বা. ১২৮৭)

পূর্বোক্ত সূত্রে বর্তমান বার্ত্তিকটি দীক্ষিতপাদ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষ সমাসে উত্তরপদ পরে থাকলে নিত্য সমাস হবে। যথা- পঞ্চ গাবো ধনং যস্য পঞ্চগবধনঃ। 'পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ পঞ্চগবঃ' এই দ্বিগু অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসের পরে 'ধন' পদ থাকায় তৎপুরুষ 'পঞ্চগবঃ' নিত্য সমাস হবে। এটি বার্ত্তিকের বিবক্ষিত অর্থ। বস্তুতঃ বার্ত্তিকটির দ্বারা জ্ঞাপিত হল, ত্রিপদ বহুব্রীহির অবান্তর তৎপুরুষ সমাসবিধায়ক পূর্বোক্ত সূত্রটি 'বিভাষা' (পা.সূ.

২।১।১১) সূত্রের অধিকারে থাকায় তৎপুরুষের ('পঞ্চগবঃ') বিকল্পে প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু বার্ত্তিককার উত্তরপদ পরে থাকায় দ্বন্দ্ব ও তৎপুরুষের নিত্যত্বের বিধান দিলেন। অর্থাৎ আলোচ্য স্থলে নিত্য সমাস হবে। বার্ত্তিকটি এই গূঢ়তত্ত্বের জ্ঞাপন করল। **মহাভাষ্যে**ও 'দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োরুত্তরপদে নিত্যসমাসবচনম্'[৩৪] একই বার্ত্তিক ভাষ্যকার কর্তৃক পঠিত হয়েছে।

এটি অনুক্ত বার্ত্তিক।

▯ 'অপরস্যার্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ' (বা. ৩২৫৩)

বার্ত্তিকটি 'পূর্বাপরপ্রথমচরমজঘন্যসমানমধ্যমধ্যমবীরাশ্চ' (পা.সূ. ২। ১। ৫৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষি পাদ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। এটি পূর্বনিপাত বিষয়ক সূত্র। সূত্রার্থ হল, পূর্ব, অপর, প্রথম, চরম, জঘন্য, সমান, মধ্য, মধ্যম এবং বীর—এই সকল বিশেষণবাচী সুবন্ত সমানাধিকরণ বিশেষবাচী সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা-'পূর্বশ্চাসৌ বৈয়াকরণঃ পূর্ববৈয়াকরণঃ। অপরাধ্যাপকঃ।' 'বিশেষণং বিশেষ্যেণ ৰহুলম্' (পা.সূ. ২। ১৫৭) সূত্র দ্বারা বর্তমান স্থলে সমাস নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু গুণবাচক ও ক্রিয়াবাচক শব্দের সমাসে পৌর্বাপর্য নিশিত হয় না। তাই 'খঞ্জকুব্জঃ, কুব্জখঞ্জঃ' উভয় প্রয়োগই শুদ্ধ। অনুরূপভাবে 'পাচকপাঠকঃ, পাঠকপাচকঃ।' এইসকল ক্ষেত্রে বিবক্ষানুযায়ী উভয় প্রয়োগ হতে পারে। এবিষয় নিবারণার্থে 'পূর্বাপরপ্রথম...' সূত্রদ্বারা পূর্ব নিপাত নিরূপিত হয়েছে। বর্তমান সূত্রে বার্ত্তিককারের সংযোজন—'অপরস্যার্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ।' অর্থাৎ 'অপর' শব্দের 'অর্ধ' শব্দের সাথে সমাসে 'অপর' শব্দের স্থানে 'পশ্চ' আদেশ হয়। এক্ষেত্রে 'অর্ধ' শব্দ উত্তরপদ হিসাবে বিবেচ্য। যথা-'অপরশ্চাসৌ অর্ধশ্চ পশ্চার্ধঃ।'

এটি অনুক্ত বার্ত্তিক।

▯ 'চতুষ্পাজ্জাতিরিতি বক্তব্যম্' (বা. ১৩১১)

বার্ত্তিকটি 'চতুষ্পাদো গর্ভিণ্যা' (পা.সূ. ২।১।৭১) সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক

৩৪. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯

আলোচিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, চতুষ্পাদ্‌বাচী সুবন্ত সমানাধিকরণ সুবন্ত গর্ভিণী শব্দের সাথে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। সূত্রটি বিশেষ্যের পূর্বনিপাতবিষয়ক। যথা- গোগর্ভিণী (গার্ভিণী চাসৌ গৌশ্চ)। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'চতুষ্পাজ্জাতিরিতি বক্তব্যম্'। অর্থাৎ সূত্রে প্রযুক্ত 'চতুষ্পাদ' শব্দ জাতি অর্থে বুঝতে হবে। এর ফলস্বরূপ-'স্বস্তিমতী গর্ভিণী' এক্ষেত্রে সমাস হবে না। কারণ 'স্বস্তিমতী' কোন গাভীর নাম। তাই চতুষ্পাদ্ ব্যক্তিবিশেষের বোধক হওয়ায় 'স্বস্তিমতী' শব্দের সাথে 'গর্ভিণী' শব্দের সমাস হবে না। **কাশিকাকার** কর্তৃক একই বার্ত্তিক স্বীকৃত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত।

'শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থবচনং কর্তব্যম্' (বা. ১২৯৬)

বার্ত্তিকটি তৎপুরুষ সমাসবিধায়ক 'শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিঃ' (পা.সূ. ২।১।৫৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক আলোচিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, 'শ্রেণী' প্রভৃতি সুবন্ত কৃতাদি সমানাধিকরণ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হবে। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থবচনং কর্তব্যম্'। বার্ত্তিকটির দ্বারা সূত্রার্থ স্পষ্ট হয় যে, 'শ্রেণী' প্রভৃতি শব্দের সমাস 'চ্বি' প্রত্যয়ের অর্থে হবে। যথা-শ্রেণীকৃতাঃ (অশ্রেণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ)। মহাভাষ্যে আক্ষেপবার্ত্তিকরূপে 'শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থবচনম্'[৩৫] বার্ত্তিকটি ভাষ্যকার কর্তৃক পঠিত হয়েছে। ভাষ্যস্থ প্রদীপ টীকায় 'শ্রেণি' পদের অর্থব্যাখ্যায় ও সমাসবিষয়ে বলা হয়েছে—"একশিল্পপণ্যাশ্রয়ণেন জীবিনাং সংঘঃ শ্রেণিঃ। তত্র যদা পৃথক্‌সংস্থিতানাং শ্রেণীকরণং তদা সমাসো যথা স্যাদ্ যদা তু শ্রেণীস্থানামেব দণ্ডনাদিরূপকরণং তদা মা ভূদিত্যেবমর্থমাহ-শ্রেণ্যা-দিষ্বিত্যাদি।"[৩৬] **কাশিকাকার** কর্তৃক 'শ্রেণ্যাদিষু চ্ব্যর্থবচনং কর্তব্যম্' এরূপে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। সেখানে 'চ্বি' প্রত্যয়ের অর্থ ও সমাস বিষয়ে 'ন্যাস' টীকায় বলা হয়েছে "চ্বের্বিকল্পেন বিধানাদ্ দ্বিবিধাশ্চ্ব্যর্থাঃ-চ্ব্যন্তাঃ, অচ্ব্যন্তাশ্চ। তত্র যে শ্রেণ্যা দয়োঽচ্ব্যন্তাস্তেষামনেন সমাসঃ। চ্ব্যন্তানাম্ 'ঊর্যাদিচ্বিডাচশ্চ' ইতি গতিসংজ্ঞায়াং সত্যাং। পরত্বাত্ 'কুগতিপ্রদায়ঃ' ইতি সমাসো ভবিষ্যতি।।"[৩৭]

৩৫. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৩

৩৬. তদেব

৩৭. কা., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩১৮

'ঈষদ্ গুণবচনেনেতি বাচ্যম্' (বা. ১৩১৬)

বার্ত্তিকটি তৎপুরুষ সমাসবিধায়ক 'ঈষদকৃতা' (পা.সূ. ২। ২। ৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সমাসপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ঈষত্শব্দ কৃত্প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা- ঈষৎপিঙ্গলঃ। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত 'ঈষদ্ গুণবচনেনেতি বাচ্যম্'। অর্থাৎ ঈষৎশব্দ গুণবাচী কৃৎপ্রত্যয়ান্ত সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হবে। তাই সূত্র অপেক্ষা বার্ত্তিকের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায়। যথা- ঈষদ্রক্তম্। এক্ষেত্রে ঈষত্ শব্দ গুণবাচী কৃদন্ত 'রক্তম্' পদের সঙ্গেও সমাস হয়েছে। **ভাষ্যকার** কর্তৃক মহাভাষ্যে বার্ত্তিকটি 'ঈষদ্ গুণবচনেন'[৩৮] এরূপে পঠিত হয়েছে।

এটি অনুক্ত বার্ত্তিক।

'নঞো নলোপস্তিঙি ক্ষেপে' (বা. ৩৯৮৪)

বার্ত্তিকটি 'নলোপো নঞঃ' (পা.সূ. ৬। ৩। ৭৩) সূত্রে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, নঞ্ এর ন-কারের লোপ হয় উত্তরপদ পরে থাকলে। যথা- ন ব্রাহ্মণঃ অব্রাহ্মণঃ। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'নঞো নলোপস্তিঙি ক্ষেপে'। নিন্দা অর্থ বোঝালে 'নঞ্'এর তিঙন্তের সাথে সমাস হবে এবং ন্‌কারের লোপ হবে। উদাহরণ-'অপচসি ত্বং জাল্মঃ'। অপচসি (নঞ্ পচসি) পদে নকারের লোপ হয়েছে, তিঙন্তের (পচসি) সাথে সমাস হয়ে। পাণিনীয় সূত্রে সুবন্তের সাথে সমাসে নঞ্ এর ন্-কারের লোপ বিধান করা হয়েছে। কিন্তু বার্ত্তিকের দ্বারা ক্ষেপ বা নিন্দা অর্থে 'নঞ্'-এর তিঙন্তের সাথে সমাস ও ন্-কার লোপের কথা বলা হয়েছে। **মহাভাষ্যে** 'নঞো নলোপে অবক্ষেপে তিঙ্ব্যুপসংখ্যানম্'[৩৯] এরূপে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে।

অতএব বার্ত্তিকটি উক্তানুক্ত উভয়ার্থক বলা চলে।

---

৩৮. কা., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৪২৯

৩৯. ম. ভা., পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৫৪

‘কারিকাশব্দস্যোপসংখ্যানম্’ (বা. ১১৩২)

বার্ত্তিকটি ‘ঊর্যাদিচ্বিডাচশ্চ’ (পা.সূ. ১। ৪। ৬১) গতিসংজ্ঞা বিষয়ক সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সমাস প্রকরণে পঠিত হয়েছে। ‘গতিশ্চ’ (পা.সূ. ১।৪।৬০) সূত্রের অনুবৃত্তি বর্তমান সূত্রে হওয়ায় সূত্রার্থ দাঁড়ায়, ঊরী প্রভৃতি শব্দ, চ্বিপ্রত্যয়ান্ত এবং ডাচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞকও হয়। উদাহরণ-ঊরীকৃত্য, শুক্লীকৃত্য, পটপটাকৃত্য। এক্ষেত্রে ‘ঊরী’ প্রভৃতি শব্দের গতি সংজ্ঞার পর সমাস হয়েছে ‘কুগতিপ্রাদয়ঃ’ (পা.সূ. ২। ২। ১৮) সূত্রদ্বারা। ‘গতি’ সংজ্ঞা বর্ণনাবসরে বর্তমান সূত্রের অবতারণা। গতিবিষয়ে দীক্ষিতপাদ ‘কারিকাশব্দস্যোপসংখ্যানম্’ বার্ত্তিকটির অবতারণা করেছেন। বার্ত্তিকার্থ হল, ‘কারিকা’ শব্দেরও গতিসংজ্ঞা হয়। যথা-কারিকাকৃত্য (কারিকাং কৃত্বা)। এক্ষেত্রে কারিকা শব্দের অর্থ ক্রিয়া, শ্লোকবাচী বা কর্ত্রীবাচী নয়। বর্তমান উদাহরণটিতে বার্ত্তিক দ্বারা ‘কারিকা’ শব্দের গতিসংজ্ঞার পর সমাস হয়েছে।

এটি অনুক্ত বার্ত্তিক।

‘চ্ব্যর্থ ইতি বাচ্যম্’ (বা. ১১৪২)

বার্ত্তিকটি ‘সাক্ষাত্প্রভৃতীনি চ’ (পা.সূ. ১।৪। ৭৪) সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক তৎপুরুষ সমাস প্রকরণে পঠিত হয়েছে। ‘বিভাষা কৃঞি’ (পা.সূ. ১।৪।৭২) সূত্র হতে বর্তমান সূত্রে ‘বিভাষা’ ও ‘কৃঞি’ পদের অনুবৃত্তি হয়েছে। অতএব সূত্রার্থ হল, সাক্ষাৎ প্রভৃতি গণপঠিত (অব্যয়) শব্দের কৃ ধাতুর যোগে বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। এ প্রসঙ্গে বার্ত্তিক ‘চ্যর্থ ইতি বাচ্যম্’। অর্থাৎ ‘চ্বি’ প্রত্যয়ের অর্থে সাক্ষাত্ প্রভৃতি গণপঠিত (অব্যয়) শব্দের কৃ-ধাতুর যোগে বিকল্পে গতি সংজ্ঞা হয়। যথা- সাক্ষাত্কৃত্য (অপ্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষং কৃত্বা), সাক্ষাত্ কৃত্বা। সাক্ষাত্ প্রভৃতি শব্দের গতিসংজ্ঞার ফলস্বরূপ সমাস হওয়ার পর ‘ক্ত্বা’ এর স্থানে ‘ল্যপ্’ হয়। ‘গতি’ সংজ্ঞা না হলে সমাস তথা ল্যপ্ হবে না। **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি ‘সাক্ষাত্প্রভৃতিষু চ্ব্যর্থবচনম্’[৪০] এইরূপে পঠিত হয়েছে।

৪০. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৮৮

‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ’ (বা. ১৩৬০)

বার্ত্তিকটি বহুব্রীহি সমাসবিধায়ক ‘অনেকমন্যপদার্থে’ (পা. সূ. ২। ২। ২৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সমাসপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, অন্যপদের অর্থে বর্তমান অনেক প্রথমান্ত সুবন্ত পরস্পর বিকল্পে সমাস প্রাপ্ত হয়, যাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। প্রথমান্ত পদের সমাসবিষয়ে পূর্ববর্তী সূত্রগুলিতে (তৎপুরুষ সমাসবিধায়ক) বলা হয়নি। তাই পূর্ববর্তী ‘শেষো ৰহুব্রীহিঃ’ (পা. সূ ২। ২। ২৩) সূত্র হতে অনুবৃত্ত ‘শেষ’ পদের দ্বারা প্রথমান্ত পদ বুঝতে হবে। অতএব অন্য পদের অর্থ প্রধান হলে একাধিক প্রথমান্ত সুবন্তের বিকল্পে বহুব্রীহি সমাস হবে। সূত্রে প্রথমান্ত সুবন্তের সমানাধিকরণ অর্থ বুঝতে হবে। উদাহরণ—‘প্রাপ্তমুদকং যং স প্রাপ্তোদকো গ্রামঃ’। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক ‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ’। যার অর্থ, প্রাদির পরে যে ধাতুজ প্রথমান্ত, তার অন্য প্রথমান্তের সঙ্গে বহুব্রীহি সমাস হয় এবং ধাতুজ উত্তরপদের বিকল্পে লোপ হয়। যথা,—‘প্রপতিতং পর্ণং যস্মাত্ প্রপতিতপর্ণঃ, প্রপর্ণঃ’। ‘পতিতং’ হল ধাতুজ উত্তরপদ। বার্ত্তিকটিতে সূত্রবত্ বহুব্রীহি সমাস অনুবৃত্ত হয়েছে এবং লোপের বিধান রয়েছে। মহাভাষ্যে এটি পরিগণন বার্ত্তিক ‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বা’[৪১] এরূপে **ভাষ্যকার** কর্তৃক পঠিত হয়েছে। **কাশিকাকার** বার্ত্তিকটিকে ‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্যোত্তরপদস্য লোপশ্চ বা ৰহুব্রীহির্বক্তব্যঃ।’[৪২]

বার্ত্তিকটি অনুক্ত এবং এটিকে বিধিবার্ত্তিকের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

‘নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ’ (বা. ১৩৬১)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত সূক্তের ব্যখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সমাস প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, নঞ্ এর পরস্থিত অস্ত্যর্থবাচক সুবন্তের অন্যপদের সঙ্গে বহুব্রীহি সমাস হবে এবং উত্তরপদের বিকল্পে লোপ হবে। যথা—অবিদ্যমানপুত্রঃ, অপুত্রঃ। ন বিদ্যমানঃ, অবিদ্যমানঃ (নঞ্ তত্পুরুষঃ সমাসঃ)। ‘অবিদ্যমানঃ পুত্রঃ যস্য স অবিদ্যমানপুত্রঃ অপুত্রো বা’।

---

৪১. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫১

৪২. কা., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৭৫

এভাবে বিগ্রহবাক্য দেখানো যেতে পারে। **মহাভাষ্যে** এটি পরিগণন বার্ত্তিক 'নঞোস্ত্যর্থানাং চ'[৪৩] এরূপে পঠিত হয়েছে। **কাশিকাকার** 'নঞোঽস্ত্যর্থানাং বহুব্রীহির্বা চোত্তরপদলোপশ্চ বক্তব্যঃ'[৪৪] এরূপে বার্ত্তিকটি পাঠ করেছেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

'পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধোঽপ্প্রত্যয়শ্চ প্রধানপূরণ্যামেব' (বা. ৩৩৫৯-৩৯১০)

বার্ত্তিকটি বহুব্রীহি সমাসবিধায়ক 'অপ্পূরণীপ্রমাণ্যোঃ' (পা. সূ. ৫। ৪। ১১৬) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর সমাসপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, পূরণার্থক প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ এবং প্রমাণ্যন্ত বহুবচনের উত্তর অপ্‌প্রত্যয় হয়। উদাহরণ-'কল্যাণী পঞ্চমী যাসাং রাত্রীণাং তাঃ কল্যাণীপঞ্চমা রাত্রয়ঃ। স্ত্রী প্রমাণী যস্য সঃ স্ত্রীপ্রমাণঃ'। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধোঽপ্প্রত্যয়শ্চ পূধানপূরণ্যামেব'। অর্থাৎ পুংবদ্ভাবের প্রতিষেধ প্রযুক্ত হবে এবং অপ্ প্রত্যয়ের যে কাজ, এই দুটি প্রধান পূরণীতে হবে। 'স্ত্রিয়াঃ পুংবদ্ভাষিতপুংস্কাদনূঙ্ সমানাধিকরণে স্ত্রীয়ামপূরণীপ্রিয়াদিষু' (পা. সূ. ৬। ৩। ৩৪) সূত্রের পুংবদ্ভাবের প্রতিষেধ এবং 'অপ্পূরণীপ্রমাণ্যোঃ' (পা. সূ. ৫। ৪। ১১৬) সূত্রের অপ্ প্রত্যয়ের কার্য প্রধান পূরণীতে প্রযুক্ত হল বর্তমান বার্ত্তিক দ্বারা। অতএব 'কল্যাণপঞ্চমা রাত্রয়ঃ' ও 'স্ত্রীপ্রমাণঃ' উদাহরণ দুটিতে বার্ত্তিকপ্রযোজ্য কার্য প্রধান পূরণীতে প্রযুক্ত হবে। **মহাভাষ্যে** এটি উপসংখ্যান বার্ত্তিকরূপে 'অপি প্রধানপূরণীগ্রহণম্'[৪৫] এরূপে স্বীকৃত হয়েছে। **কাশিকাকার** 'অপি প্রধানপূরণীগ্রহণং কর্তব্যম্'[৪৬] এভাবে বার্ত্তিকটি পাঠ করেছেন।

এটি অনুক্ত বার্ত্তিক।

---

৪৩. ম. ভা., দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৫১

৪৪. কা., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৩৭৫

৪৫. ম. ভা., চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৪২০

৪৬. কা., ষষ্ঠ ভাগ, পৃ. ৩২৩

‘ত্রতসৌ’ (বা. ৩৯১৯)

বার্ত্তিকটি বহুব্রীহি সমাসবিধায়ক ‘তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ’ (পা. সূ. ৬। ৩। ৩৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, তসিলাদি হতে কৃত্বসুচ্ পর্যন্ত প্রত্যয় পরে থাকলে স্ত্রীবাচক পদের পুংবদ্ভাব হয়। অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি পরিহারের নিমিত্ত সূত্রে পুংবদ্ভাবের পরিগণন হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক—‘ত্রতসৌ’। পরিগণন প্রকার ‘ত্রতসৌ’ প্রভৃতি বার্ত্তিকের দ্বারা সূচিত হয়েছে। যথা—ৰহ্বীষু এই অর্থে ‘ত্রতসৌ’ বার্ত্তিক দ্বারা ‘ৰহুত্ব’ ও ‘ৰহুতঃ’ পদ নিষ্পাদন। ৰহ্বীষু এই অর্থে স্ত্রীবাচক ‘ৰহ্বী’শব্দের উত্তর ‘সপ্তম্যাস্ত্রল্’ সূত্রানুযায়ী ‘এল্’ প্রত্যয়ে পুংবদ্ভাবে ও ‘ঙীষ্’ নিবৃত্তিতে ‘ৰহুত্র’ পদ নিষ্পন্ন হয়। ‘পঞ্চম্যাস্তসিল্’ সূত্রানুযায়ী ‘ৰহ্বী’ শব্দের উত্তর ‘তসিল্’প্রত্যয়ে পুংবদ্ভাবে ও ‘ঙীষ্’ নিবৃত্তিতে ‘ৰহুতঃ’ পদ নিষ্পন্ন হয়।

একে উক্ত বার্ত্তিক হিসাবে পরিগণন করা যায়।

‘তরপ্তমপৌ’ (বা. ৩৯১৯)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ-দর্শনীয়তরা, দর্শনীয়তমা।

দুটির মধ্যে এটি অতিশয় দর্শনীয়া এই অর্থে ‘দর্শনীয়া’ শব্দের উত্তর ‘দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরপ্’ সূত্র দ্বারা তরপ্প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও ‘টাপ্’প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে ‘দর্শনীয়তরা’ পদটি নিষ্পন্ন হয়। আবার, এগুলির মধ্যে এটি অতিশয় দর্শনীয়া—এই অর্থে ‘দর্শনীয়া’ শব্দের উত্তর ‘অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ’ সূত্র দ্বারা তমপ্প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও ‘টাপ্’প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে ‘দর্শনীয়তমা’ পদটি নিষ্পন্ন হয়।

‘চরট্জাতীয়রৌ’ (বা. ৩৯২০)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ—পটুচরী, পটুজাতীয়া।

স্ত্রীবাচক ‘পট্বী’ শব্দের উত্তর ‘ভূতপূর্বে চরট্’ সূত্রানুযায়ী ‘চরট্’প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও ‘ঙীষ্’প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে ‘পটুচরী’ পদ নিষ্পন্ন হয়। আবার, স্ত্রীবাচক ‘পট্বী’ শব্দের উত্তর ‘প্রকারবচনে জাতীয়র্’ সূত্রানুযায়ী ‘জাতীয়র্’প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও ‘ঙীষ্’প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে ‘পটুজাতীয়া’ পদটি নিষ্পন্ন হয়।

🞎 'কল্পদ্দেশীয়রৌ' (বা. ৩৯২১)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ—দর্শনীয়কল্পা, দর্শনীয়দেশীয়া। 'ঈষদসমাপ্তৌ' এই অর্থে স্ত্রীবাচক 'দর্শনীয়া' শব্দের উত্তর 'কল্পপ্'প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'দর্শনীয়কল্পা' পদটি নিষ্পন্ন হয়। আবার, 'ঈষদ্সমাপ্তৌ'-এই অর্থে স্ত্রীবাচক 'দর্শনীয়া' শব্দের উত্তর 'দেশীয়র্' প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'দর্শনীয়দেশীয়া' পদটি নিষ্পন্ন হয়।

🞎 'রূপপ্পাশপৌ' (বা. ৩৯২২)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ—দর্শনীয়রূপা, দর্শনীয়পাশা। স্ত্রীবাচক 'দর্শনীয়া' শব্দের উত্তর 'প্রশংসায়াং রূপপ্' সূত্রানুযায়ী 'রূপপ্' প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্' প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'দর্শনীয়ারূপা' পদটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ-যা দেখার যোগ্য। আবার, স্ত্রীবাচক 'দর্শনীয়া' শব্দের উত্তর 'যাপ্যে পাশপ্' সূত্রানুযায়ী 'পাশপ্' প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্' প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'দর্শনীয়পাশা' পদটি নিষ্পন্ন হয়।

🞎 'থাল্' (বা. ৩৯২৩)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ—ৰহুথা।

স্ত্রীবাচক 'ৰহ্বী' শব্দের উত্তর 'প্রকারবচনে থাল্' নিয়মানুযায়ী 'থাল্'প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'ঙীষ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'ৰহুথা' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। যার অর্থ বহুপ্রকার।

🞎 'তিল্থ্যনৌ' (বা. ৩৯২৫)

বার্ত্তিকটির উদাহরণ—বৃকতিঃ, অজথ্যা।

'বৃকজ্যেষ্ঠাভ্যাং তিল্তাতিলৌ চ ছন্দসি' সূত্রানুযায়ী স্ত্রীবাচক জাতিলক্ষণ ঙীষন্ত 'বৃকী' শব্দের উত্তর 'তিল্' প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'ঙীষ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'বৃকতিঃ'পদটি নিষ্পন্ন হয়। আবার, 'তস্মৈ হিতম্' এই অধিকারে স্ত্রীবাচক 'অজা' শব্দের উত্তর 'অজাবিভ্যাং থ্যন্' সূত্রানুযায়ী 'থ্যন্'প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'অজথ্যা'পদটি নিষ্পন্ন হয়।

🞎 'শসি ৰহ্বল্পার্থকস্য পুংবদ্ভাবো বক্তব্যঃ' (বা. ৩৯২৬)

তসিলাদি প্রত্যয়বহির্ভূত অন্য প্রত্যয় যোগে স্ত্রীবাচক পদের পুংবদ্ভাবপ্রসঙ্গে বার্ত্তিকটির

অবতারণা হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, 'শস্' প্রত্যয় পরে থাকলে বহ্বর্থক ও অল্পার্থক স্ত্রীবাচক শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। বহু স্ত্রীজনকে দাও—এই অর্থে স্ত্রীবাচক 'বহ্বী' শব্দের উত্তর 'বহ্বল্পার্থাচ্ছস্ কারকাদন্যতরস্যাম্' সূত্রানুযায়ী শস্ প্রত্যয়ে, পুংবদ্ভাবে ও 'ঙীষ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'বহুশঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। অনুরূপে কম স্ত্রীজনকে দাও—এই অর্থে স্ত্রীবাচক 'অল্পা' শব্দের উত্তর শস্প্রত্যয়ে পুংবদ্ভাবে ও 'টাপ্'প্রত্যয়ের নিবৃত্তিতে 'অল্পশঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়।

▯ 'ত্বতলোর্গুণবচনস্য' (বা. ৩৯২৭)

বার্ত্তিকটি তসিলাদি প্রত্যয়বহির্ভূত অন্য প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক পদের পুংবদ্ভাবের নিদর্শনজ্ঞাপক। বার্ত্তিকার্থ হল, 'ত্ব' ও 'তল্' প্রত্যয় পরে থাকলে গুণবাচক শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। 'ত্ব' ('তস্য ভাবস্ত্ব-তলৌ') প্রত্যয় পরে থাকায় গুণবাচক 'শুক্লা' শব্দের পুংবদ্ভাবে 'শুক্লত্বম্' পদ নিষ্পন্ন হয়। অনুরূপে 'তল্'প্রত্যয় পরে থাকায় গুণবাচক 'শুক্লা' শব্দের পুংবদ্ভাবে 'শুক্লতা' পদ নিষ্পন্ন হয়। বার্ত্তিকটিতে 'গুণবচনস্য' পদের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে দীক্ষিতকৃত বৃত্তিতে বলা হয়েছে—'গুণবচনস্য কিম্-কর্ত্র্যা ভাবঃ কর্ত্রীত্বম্।'[৪৭] বার্ত্তিকটিকে 'গুণবচনস্য' পদ থাকায়, তার ফলস্বরূপ 'কর্ত্রীত্বম্' প্রভৃতি শব্দের পুংবদ্ভাব হবে না। কারণ 'কর্ত্রী'পদ ক্রিয়ানিমিত্ত হওয়ায় গুণবাচক নয়।

▯ 'ভস্যাঢে তদ্ধিতে' (বা. ৩৯২৮)

বার্ত্তিকটি তসিলাদি প্রত্যয়বহির্ভূত অন্য প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক পদের পুংবদ্ভাবের নিদর্শনস্বরূপ। বার্ত্তিকার্থ হল, 'ঢ'-প্রত্যয় ভিন্ন তদ্ধিতপ্রত্যয় পরে থাকলে ভ-সংজ্ঞক শব্দের পুংবদ্ভাব হয়। যথা- 'হস্তিনীনাং সমূহঃ হাস্তিকম্'। উদহরণটিতে স্ত্রীবাচক 'হস্তিনী' শব্দের উত্তর ঠক্ ('অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্') প্রত্যয়ে ও পুংবদ্ভাবে 'হাস্তিকম্' পদ নিষ্পন্ন হয়। বার্ত্তিকটিতে 'অঢে' পদের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে দীক্ষিতকৃত বৃত্তিতে বলা হয়েছে—'অঢে কিম্-রৌহিণেয়ঃ।' অর্থাৎ 'ঢ'প্রত্যয় পরে থাকলে পুংবদ্ভাব হয় না। 'রোহিণী' শব্দের উত্তর ঢক্ ('স্ত্রীভো ঢক্') প্রত্যয়ে 'রোহিণেয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। তাই এটি পুংবদ্ভাবের উদাহরণ নয়। 'ঢ'প্রত্যয় ভিন্ন হলে পদটি হত 'রৌহিতেয়ঃ'। সেক্ষেত্রে পদটি পুংবদ্ভাবের নিদর্শন হত।

---

৪৭. সি. কৌ., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৪৩

‘দুরঃ ষত্বণত্বয়োরুপসর্গত্বপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ’ (বা. ৩৬০৫)

বার্ত্তিকটি ভ্বাদিপ্রকরণস্থ ‘আনি লোট্’ (পা. সূ. ৮। ৪। ১৬) সূত্রে ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, উপসর্গস্থ নিমিত্তের পরবর্তী লোট্স্থানিক ‘আনি’র ন-কারের ণত্ব হবে। যথা-প্রভবাণি। প্রয়াণি। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত---‘দুরঃ ষত্বণত্বয়োরুপসর্গত্বপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ।’ বাক্তিকার্থ হল, ষত্ব ও ণত্ব বিষয়ে ‘দুর্’-এর উপসর্গত্বের প্রতিষেধ হবে। অর্থাৎ ষত্ব ও ণত্বের বিষয়ে ‘দুর’-কে উপসর্গ বলে মানা যাবে না। ফলে এক্ষেত্রে ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান হবে না। যথা-দুর্ভবানি। দুঃস্থিতিঃ। বার্ত্তিকটি ‘দুর্’-এর উপসর্গত্ব প্রতিষেধক।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

‘অন্তঃশব্দস্যাঙ্কিবিধিণত্বেষূপসর্গত্বং বাচ্যম্’

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত ‘আনি লোট্’ (পা. সূ. ৮। ৪। ১৬) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদিপ্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্-বিধি, কি-বিধি ও ণত্ব কর্তব্যে ‘অন্তর্’-এর উপসর্গসংজ্ঞা হয়। যথা-অন্তর্ধা। অন্তর্ধিঃ। অন্তর্ভবাণি। আঙ্-বিধির উদাহরণ ‘অন্তর্ধা’। ‘অন্তর্’ শব্দের পর ধা-ধাতুর উত্তর ‘আতোশ্চোপসর্গে’ (পা. সূ. ৩। ১। ১৩৬) সূত্রবলে অঙ্প্রত্যয়ের দ্বারা ‘অন্তর্ ধা অঙ্’ এই অবস্থায় ‘অন্তর্ ধা অ’ এরূপ জাত হলে ‘আতো লোপ ইটি চ’ (পা. সূ. ৬। ৪। ৬৪) সূত্রবলে ধা-ধাতুর আ-কার লোপে ‘অন্তর্ ধ্ অ’ এরূপ জাত হলে ‘অজাদ্যতষ্টাপ্’ (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রবলে স্ত্রীত্ব বিবক্ষয় টাপ্ প্রত্যয়ে ‘অন্তর্ ধ্ টাপ্’ এরূপ হলে ‘অন্তর্ধা’ পদ নিষ্পন্ন হয়। কি-বিধির উদাহরণ ‘অন্তর্ধিঃ’। অন্তর্ শব্দের ধা ধাতুর উত্তর ‘উপসর্গে ঘো কিঃ’ (পা. সূ. ৩। ৩। ৯২) সূত্রের দ্বারা ‘অন্তর্ ধা কি’ এই অবস্থায় ‘আতো লোপ ইটি চ’ (পা. সূ. ৬। ৪। ৬৪) সূত্রবলে ধা-ধাতুর আ-কার লোপে ‘অন্তর্ ধ্ কি’ জাত হলে ‘অন্তর্ধিঃ’ পদ নিষ্পন্ন হয়। ণত্ববিধির উদাহরণ ‘অন্তর্ভবাণি’। ‘আনি লোট্’ সূত্রবলে ‘অন্তর্’ শব্দে ণত্বে নিমিত্তের পরবর্তী ‘ভবানি’ পদের ন-কারের ণত্ব হয়। অতএব ‘অন্তর্ভবাণি’ পদ নিষ্পন্ন হয়।

‘অন্তর্’ শব্দ উপসর্গ হিসাবে পাণিনি কর্তৃক স্বীকৃত না হলেও বার্ত্তিককার কর্তৃক উদাহরণত্রয়ে উপসর্গরূপে স্বীকৃত হল। **কাশিকাকার** বার্ত্তিকটিকে ‘অন্তঃশব্দস্যাঙ্কিবিধিণত্বেষূপসর্গসংজ্ঞা

বক্তব্যা'[৪৮] এরূপে পাঠ করেছেন।

□ 'ইত্বোত্ত্বাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেন'

বার্ত্তিকটি 'ধৃত ইদ্ধতোঃ' (পা. সূ. ৭। ১। ১০০) সূত্রের ব্যাখ্যাকালে ভট্টোজি দীক্ষিত কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ঋ-কারান্ত ধাতুর অঙ্গের ই-কারাদেশ হয়। যথা, কিরতি, গিরতি ইত্যাদি। কৃ-ধাতুর উত্তর লট্-লকারে তিপ্ বিভক্তিতে 'কৃ লট্ তিপ্' এই অবস্থায় 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রের দ্বারা সার্বধাতুকে 'কৃ শপ্ তি' এই দশায় 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' সূত্রের দ্বারা কৃ-ধাতুর অঙ্গের ই-কারাদেশ হেতু ও 'উরণ্রপরঃ' সূত্রানুযায়ী র-পরত্ব হেতু 'কিরতি' পদ নিষ্পন্ন হয়। এটি অন্তরঙ্গবিধির উদাহরণ। কিন্তু পদটি শুদ্ধ নয়। অন্যথা 'কৃ লট্ তিপ্' এই অবস্থায় 'কর্ত্তরি শপ্' সূত্রের দ্বারা সার্বধাতুক পরে থাকায় 'কৃ শপ্ তি' এই 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' (পা. সূ. ৭। ৩। ৮৪) সূত্রের দ্বারা গুণপ্রসঙ্গ হত। এটি বহিরঙ্গ বিধির উদাহরণ। অতএব বাধ্য-বাধকভাব বা তুল্যবল বিরোধ হেতু 'বিপ্রতিষেধে পরং কার্যম্' এই নিয়মানুযায়ী 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রটি পরসূত্র হওয়ায় গুণপ্রসঙ্গ হলেও পরসূত্র অপেক্ষা আবার অন্তরঙ্গবিধি বলশালী হওয়ায় 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' সূত্রের প্রবৃত্তি হয়। তাতে 'কিরতি' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু এই পদটি অশুদ্ধ। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত, 'ইত্বোত্ত্বাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেন'। বার্ত্তিকার্থ হল, 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' সূত্রানুযায়ী ইত্ব এবং 'উদোষ্ঠ্যপূর্বস্য' সূত্রানুযায়ী উত্ত্ব অন্তরঙ্গ হলেও 'গুণ' ও 'বিধি' বিপ্রতিষেধ সূত্রানুযায়ী হবে। তাই বিপ্রতিষেধ সূত্রানুযায়ী পরত্বহেতু 'সার্বধাতুকার্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রের দ্বারা গুণপ্রসঙ্গে 'করতি' এই পদ নিষ্পন্ন হয়। অতএব বর্তমান স্থলে বার্ত্তিকটির মহান্ উপযোগ রয়েছে। **মহাভাষ্যেও**[৪৯] একই বার্ত্তিক স্বীকৃত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

---

৪৮. কা., বৃ., দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৯৫

৪৯. ম. ভা., পা. সূ.-৭। ১। ১০০, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৯২

▯ 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্'

বার্ত্তিকটি 'ষ্ঠিবুক্লমুচমাং শিতি' (পা. সূ. ৭। ৩। ৭৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। 'শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনি' (পা. সূ. ৭। ৩। ৭৪) পূর্ব সূত্র হতে 'দীর্ঘ' পদটির অনুবৃত্তি হয়। 'দীর্ঘ হয়' এই অর্থের দ্বারা অচের বুঝতে হবে। অতএব সূত্রার্থ হল, শিত্ প্রত্যয় পরে থাকলে ষ্ঠিবু, ক্লমু ও চম্ ধাতুর অচের দীর্ঘ হয়। যথা-ষ্ঠীবতি। ক্লাম্যতি। আচামতি। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্।' বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্ পূর্বক চম্ ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় (শিত্ প্রত্যয় পরে থাকলে)। পাণিনীয় সূত্রে শুধুমাত্র চম্ ধাতুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বার্ত্তিকাকার আঙ্ পূর্বক চম্ ধাতুর অচের দীর্ঘত্বের কথা বলেছেন। অন্যত্র, যেমন- চমতি, বিচমতি এক্ষেত্রে নয়। পাণিনি 'আচামতি' পদ ব্যবহার দেখেই সূত্রটিতে 'চম্' ধাতুর অচের দীর্ঘত্বের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু বার্ত্তিকভাবে 'চামতি', 'বিচামতি' প্রভৃতি অশুদ্ধ পদে দীর্ঘত্বের প্রসঙ্গ দেখা দিত। সেই অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্' বাক্তিকটির দ্বারা। **মহাভাষ্যে** 'দীর্ঘত্বমাঙি চমুঃ'[৫০] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে। **কাশিকাকার** 'চমেরাঙ্পূর্বস্য গ্রহণম্'[৫১] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন।

▯ 'সিজ্লোপ একাদেশে সিদ্ধো বাচ্যঃ'

বার্ত্তিকটি 'ইট ঈটি' (পা. সূ.-৮। ২। ২৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটিতে 'রাত্সস্য' (পা. সূ. ৮। ২। ২৪) সূত্র হতে 'স-কার', 'সংযোগান্তস্য লোপঃ' (পা. সূ.-৮। ২। ২৩) সূত্র হতে 'লোপ' পদের অনুবৃত্তি হয়েছে। অতএব সূত্রার্থ হল, ঈট্ পরে থাকলে ইট্-এর পরবর্তী সিচ্-এর স-কারের লোপ হবে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত 'সিজ্লোপ একাদেশে সিদ্ধো বাচ্যঃ।' বাক্তিকার্থ হল, একাদেশ কর্তব্য হলে 'সিচ্'-এর স-কারের লোপ সিদ্ধ হবে। বার্ত্তিকটির প্রয়োজনীয়তা 'আতীত্' পদসিদ্ধিতে লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে 'আতীত্' পদসাধন প্রক্রিয়ায় বার্ত্তিকটির প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হল ঃ অত্ ধাতুর উত্তর লুঙ্ লকারে

---

৫০. ম. ভা., পা. সূ.-৭। ৩। ৭৫, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২১৬

৫১. কা., পা. সূ.-৭। ৩। ৭৫, নবম ভাগ, পৃ. ২৪৫

> অত্ লুঙ্

> অত্ ল্

> অত্ তিপ্

> অত্ তি

> আট্ অত্ তি

> আ অত্ তি

> আ অত্ ছ্লি তি - 'ছ্লি লুঙি' সূত্রদ্বারা 'ছ্লি' প্রত্যয়ে

> আ অত্ সিচ্ তি - 'ছ্লেঃ সিচ্'

> আ অত্ স্ তি

> আ অত্ স্ ত্ - 'ইতশ্চ'

> আ অত্ স্ ঈট্ ত্—'অস্তিসিচোঽপৃক্তে', 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ', 'হলন্ত্যম্', 'তস্য লোপঃ', 'অদর্শনং লোপঃ'

> আ অত্ স্ ঈ ত্

—এই অবস্থায় 'আর্ধধাতুকং শেষঃ' সূত্রানুযায়ী স-কারের আর্ধধাতুক সংজ্ঞায় 'আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ' সূত্রানুযায়ী ইডাগমে 'আ অত্ ইট্ স্ ঈত্' এই অবস্থায় এবং অনুবন্ধ লোপে 'আ অত্ ই স্ ঈ ত্' এরূপ জাত হলে 'ইট্ ঈটি' সূত্রানুযায়ী স-কার লোপে 'আ অত্ ই ঈ ত্' এই অবস্থায় 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (পা. সূ. ৬। ১। ১০১) সূত্রানুযায়ী দীর্ঘ একাদেশে 'আ অত্ ঈ ত্' এরূপ দশায় 'আটশ্চ' সূত্রানুযায়ী আ (আট্) ও অত্ (অচের) বৃদ্ধি একাদেশে 'আত্ ঈত্' এই অবস্থায় 'আতীত্' পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু 'আতীত্' পদে 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' (পা. সূ. ৮। ২। ১) সূত্রবলে 'ইট ঈটি' (পা. সূ. ৮। ২। ২৮) ত্রিপাদী সূত্র 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' (পা. সূ. ৬। ১। ১০১) এই সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর প্রতি অসিদ্ধ। তাই স-কার লোপ অসিদ্ধ হওয়ায় দীর্ঘ হত না। অতএব, 'আতীত্' এই পদ পাণিনীয় সূত্রানুযায়ী সিদ্ধ হত না। তাই 'আতীত্' পদসিদ্ধিতে 'সিজ্লোপ একাদেশে সিদ্ধো বাচ্যঃ' বার্ত্তিকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বার্ত্তিকটিতে বলা হয়েছে, একাদেশ কর্তব্যে সিজ্লোপ সিদ্ধ। অতএব একাদেশ বা সন্ধিকার্যবিষয়ে 'আতীত্' পদটি সিদ্ধ।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'ইর ইত্‌সংজ্ঞা বাচ্যা'

বার্ত্তিকটি 'নেটি' (পা. সূ. ৭।২।৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। 'বদবজ্রহলন্তস্যাচঃ' (পা. সূ.-৭।২।৩) সূত্রার্থ 'নেটি' পাণিনীয় সূত্রে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, পরস্মৈপদী ইডাদি সিচ্ পরে থাকলে হলন্ত ধাতুর অঙ্গভূত অচের বৃদ্ধি হয় না। যথা - অতীত্। এবিষয়ে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিক অবতারণা করেছেন—'ইর ইত্‌সংজ্ঞা বাচ্যা'। ই-কার ও র-কারের ইতরেতর দ্বন্দ্বে 'ইর' পদ নিষ্পন্ন হয়। বার্ত্তিকার্থ হল, ইর্-এর ইৎসংজ্ঞা হয়। ইর্ - এই সমুদায়ের ইৎসংজ্ঞায় ইদিত্বাভাব হেতু নুম্ প্রাপ্তির নিষেধ হল। তাই 'চ্যুতির্' ধাতুর ইর্-এর ইৎসংজ্ঞায় 'কর্তরি শপ্' সূত্রানুযায়ী 'চ্যুত্ শপ্' এরূপ অবস্থায় তিপ্ বিভক্তিতে 'চ্যুত্ অ তি' এই দশায় 'পুগন্তলঘূপধস্য চ' (পা. সূ. ৭।৩।৮৬) সূত্রদ্বারা গুণপ্রাপ্তিতে 'চ্যোততি' পদ নিষ্পন্ন হয়। ই-কারের ইৎসংজ্ঞার অভাবে নুম্-এর অভাবহেতু 'চ্যোততি' পদ সিদ্ধ হয়। 'হলন্ত্যম্' এই সূত্র দ্বারা র্-কারের ইৎসংজ্ঞা, 'উপদেশেঽজনুনাসিক ইত্' সূত্র দ্বারা ই-কারের ইত্‌সংজ্ঞা সাধিত হয়। কিন্তু ইর্-এর ইত্‌সংজ্ঞা বিষয়ে পাণিনি কর্তৃক কোন সূত্র রচিত হয়নি। তাই ইর্-এর ইৎসংজ্ঞা বিষয়ে বার্ত্তিককার কর্তৃক 'ইর ইত্‌সংজ্ঞা বাচ্যা' এই বার্ত্তিক রচিত হয়েছে। পাণিনি কর্তৃক 'ইরিতো বা' (পা. সূ.-৩।১।৫৭) সূত্র রচিত হয়েছে। 'ইর ইত্‌সংজ্ঞা বাচ্যা' এই বার্ত্তিকের অভাবেও 'ইরতো বা' সূত্রানুযায়ী ইর্-এর ইৎসংজ্ঞা জ্ঞাপিত হয়। তথাপি, 'যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্' এই নিয়মানুযায়ী বার্ত্তিকের প্রয়োজন বিচার করে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বার্ত্তিকটির অবতারণা হয়েছে বলে আমি মনে করি। **ভাষ্যকার** কর্তৃকও বার্ত্তিকটি খণ্ডিত হয়নি।

বার্ত্তিকটি উক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'স্পৃশমৃশকৃষতৃপদৃপাং চ্লেঃ সিজ্বা বাচ্যঃ' (বা. ১৮২৬)

বার্ত্তিকটি 'ন দৃশঃ' (পা. সূ. ৩।১।৪৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটিতে 'চ্লেঃ সিচ্' সূত্র হতে 'চ্লেঃ' পদের অনুবৃত্তি হয়েছে এবং 'শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' সূত্র হতে 'ক্সঃ' পদের অনুবৃত্তি হয়েছে। অতএব সূত্রার্থ হল, লুঙ্ পরে থাকলে দৃশ্ ধাতুর উত্তর 'চ্লিঃ'-এর স্থানে 'ক্স' আদেশ হয় না। কিন্তু সিজাদেশ হয়। যথা

- অদ্রাক্ষীত্। এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিকের অবতারণা করেছেন—'স্পৃশমৃশকৃষতৃপদৃপাং ঙ্লেঃ সিজ্বা বাচ্যঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, স্পৃশ্, মৃশ্, কৃষ্, তৃপ্ ও দৃপ্ এই সমস্ত ধাতুর উত্তর 'ঙ্লিঃ'-এর 'সিচ্' বিকল্পে হয়। অতএব কৃষ্ ধাতুর উত্তর লুঙ্ লকারে 'শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' সূত্রানুযায়ী 'ঙ্লিঃ'-এর স্থানে 'ক্স' আদেশ হলেও 'স্পৃশমৃশকৃষতৃপদৃপাং ঙ্লেঃ সিজ্বা বাচ্যঃ' বার্ত্তিকের দ্বারা 'ঙ্লি'-এর 'সিচ্' প্রাপ্তিতে 'অনুদাত্তস্য চর্দুপধস্যান্যতরস্যাম্' সূত্রানুযায়ী 'অম্' আগমে 'ইকো যণচি' সূত্র দ্বারা ঋ-কারের যণ্ অর্থাৎ 'র্' প্রাপ্তিতে 'বদব্রজহলন্তস্যাচঃ' সূত্র দ্বারা হলন্ত অচের বৃদ্ধিতে 'ষঢোঃ কঃ সি' সূত্র দ্বারা ষ-কারের স্থানে ক-কারাদেশে এবং 'আদেশপ্রত্যয়য়োঃ' সূত্র দ্বারা স-এর ষ-কারাদেশে 'অক্রাক্ষীত্' পদ নিষ্পন্ন হয়। বার্ত্তিকটি বৈকল্পার্থক হওয়ায় সিচ্-এর অভাবপক্ষে 'ঙ্লিঃ'-এর স্থানে 'ক্স' আদেশে 'অকৃক্ষত্' পদ নিষ্পন্ন হয়।

বার্ত্তিক অনুক্তভূত ও নিষেধার্থক বিধিবিষয়ক।

□ 'শস্য যো বা' (বা. ১৫৮৬)

বার্ত্তিকটি 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' (পা. সূ. ২। ৪। ৫৪) ও 'বা লিটি' (পা. সূ. ২। ৪। ৫৫) সূত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে অদাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' সূত্রের অর্থ হল, আর্ধধাতুক পরে থাকলে 'চক্ষিঙ্' ধাতুর স্থানে 'খ্যাঞ্' আদেশ হয়। 'বা লিটি' সূত্রের অর্থ হল, লিট্ পরে থাকলে 'চক্ষিঙ্' ধাতুর বিকল্পে 'খ্যাঙ্' আদেশ হয়। 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' এই সূত্রের ভাষ্যে খ্যাঙ্ আদেশ স্থলে 'খ্নাদিরয়মাদেশঃ' অর্থাৎ 'খ্নাঞ্' আদেশ হয়। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত, 'শস্য যো বা'। বার্ত্তিকটিতে 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রের প্রবৃত্তি হয়। অতএব বার্ত্তিকার্থ দাঁড়ায়, অসিদ্ধকাণ্ডে বিদ্যমান শ-কারের য-কারাদেশ বিকল্পে হয়। ঙ-কার ইত্ হওয়ায় চক্ষিঙ্ ধাতু উভয়পদী। অতএব বার্ত্তিকানুযায়ী চক্ষিঙ্ ধাতুর লিটের পরস্মৈপদে 'চখ্যৌ' ও আত্মনেপদে 'চখ্যে' রূপ হয়। বার্ত্তিকটির দ্বারা শ-কারের য-কারাভাবপক্ষে পরস্মৈপদে 'চক্ষ্নৌ' ও আত্মনেপদে 'চক্ষ্নে' পদ নিষ্পন্ন হয়।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'বর্জনে ক্ষ্ণাঞ্ নেষ্টঃ' (বা. ১৫৯২)

বার্ত্তিকটি 'অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্' (পা. সূ. ৩। ১। ৫২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে অদাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, কর্তৃবাচী লুঙ্ পরে থাকলে, 'অস্', 'ব্রূ' অথবা 'বচ্' ধাতু, 'খ্যা' ধাতু (চক্ষিঙ্ ধাতুর 'খ্যা' আদেশ হয়)—এগুলির উত্তর 'চ্লিঃ'-এর স্থানে 'অঙ্' আদেশ হয়। যথা-অখ্যত্-অখ্যত। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'বর্জনে ক্ষ্ণাঞ্ নেষ্টঃ'। পূর্বসূত্র 'চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' সূত্রের ভাষ্যে 'খ্যাঙ্' আদেশের স্থলে 'খ্শাঞ্' আদেশের কথা বলা হয়েছে। বর্তমান বার্ত্তিকে তার প্রতিষেধ হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, বর্জন অর্থে 'খ্শাঞ্' আদেশ হবে না। যথা—সমচক্ষিষ্ট। পদটির সাধন প্রক্রিয়া হল ঃ

চক্ষিঙ্

> চক্ষ্

> চক্ষ্ লুঙ্

> চক্ষ্ ল

> চক্ষ্ ত

> সম্ অট্ চক্ষ্ ত

> সম্ অট্ চক্ষ্ চ্লি ত

> সম্ অট্ চক্ষ্ সিচ্ ত

> সম্ অ চক্ষ্ ইট্ স্ ত

> সম্ অ চক্ষ্ ই স্ ত

> সম্ অ চক্ষ্ ই ষ ত [আদেশপ্রত্যয়য়োঃ]

> সম্ অ চক্ষ্ ই ষ্ ট্ [ষ্টুনা ষ্টুঃ]

> সমচক্ষিষ্ট

বার্ত্তিক অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

‘প্রতিষেধে হসাদীনামুপসংখ্যানম্’ (বা. ৮৯৮)

বার্ত্তিকটি ‘ন গতিহিংসার্থেভ্যঃ’ (পা. সূ. ১।৩।১৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ক্রিয়াবিনিময় অর্থে গত্যর্থক ও হিংসার্থক ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয় না। যথা-ব্যতিগচ্ছন্তি। ব্যতিঘ্নন্তি। এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিক অবতারণা করেছেন—‘প্রতিষেধে হসাদীনাপুসংখ্যানম্।’ বার্ত্তিকার্থ হল, প্রতিষেধ বিষয়ে হসাদি ধাতুরও গণনা করা উচিত। অর্থাত্ গত্যর্থক ধাতুর, হৃ ধাতু ভিন্ন হিংসার্থক ধাতু এবং হসাদি ধাতুর ক্রিয়াবিনময় অর্থাত্ একের ক্রিয়া অন্যে করলে, আত্মনেপদ প্রত্যয় হয় না। যথা-ব্যতিহসন্তি। ব্যতিজল্পন্তি। **মহাভাষ্যে** ও **কাশিকা** গ্রন্থে বার্ত্তিকটি অবিকৃতরূপে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

‘হরতেরপ্রতিষেধঃ’ (বা. ৮৯৯)

পূর্বোক্ত সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বার্ত্তিকটি পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকটি অর্থগ্রহণলভ্য। উপসর্গ বহির্ভূত যে সমস্ত গত্যর্থক ও হিংসার্থক ধাতু, তাদের গ্রহণের নিমিত্ত অর্থগ্রহণ। বার্ত্তিকার্থ হল, উপসর্গ পূর্বক হৃঞ্ ধাতুর আত্মনেপদের নিষেধের প্রতিষেধ হয়। যথা-সম্প্রহরন্তে রাজানঃ। **ভাষ্যকার** ‘হরিবহ্যোরপ্রতিষেধঃ’[৫২] এরূপ বার্ত্তিক পাঠ করেছেন। **কাশিকা** গ্রন্থে ‘হরতেরপ্রতিষেধঃ’ একই বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

‘পরস্পরোপপদাচ্চেতি বক্তব্যম্’ (বা. ৯০০)

বার্ত্তিকটি ‘ইতরেতরান্যোঽন্যোপপদাচ্চ’ (পা. সূ. ১।৩।১৬) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ক্রিয়াবিনিময় থাকলে ইতরেতর এবং অন্যোন্য পদ উপপদে বা সমীপে থাকলেও ধাতুর উত্তর

৫২. ম. ভা., পা. সূ.-১।৩।১৫, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৮

আত্মনেপদ প্রত্যয় হয় না। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'পরস্পরোপপদাচ্চেতি বক্তব্যম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, পরস্পর পদ উপপদে (সমীপে) হলেও ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয় না। যথা-ইতরেতরস্য অন্যোন্যস্য পরস্পরস্য বা ব্যতিলুনন্তি। **মহাভাষ্যে** 'পরস্পরোপপদাচ্চ' এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি বিধিবিষয়ক ও পূরক বার্ত্তিকরূপে বিবেচিত।

▯ 'পরাঙ্গকর্মকান্ন নিষেধঃ' (বা. ৯০৩)

বার্ত্তিকটি 'আঙো দো২নাস্যবিহরণে' (পা. সূ. ১।৩। ২০) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, আঙ্ পূর্বক দা(ডুদাঞ্) ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়, যদি মুখ বিকাস (খোলা) ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান হয়। উদাহরণ-বিদ্যামাদত্তে। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'পরাঙ্গকর্মকান্ন নিষেধঃ।' বার্ত্তিকার্থ হল, পরাঙ্গ কর্ম বোঝালে দা ধাতুর আত্মনেপদ প্রত্যয়ের নিষেধ হয় না। যথা-ব্যাদদত্তে পিপীলিকাঃ পতঙ্গস্য মুখম্। অর্থাৎ পিপীলিকা পতঙ্গের মুখ খোলাচ্ছে। এই বাক্যে পিপীলিকা দ্বারা পতঙ্গের মুখ খোলানো রূপ পরাঙ্গ কর্ম জ্ঞাপিত হওয়ায়, এখানে 'ব্যাদদত্তে' এই তিঙন্ত পদে আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়েছে।

এটি পূরক বার্ত্তিকরূপে বিবেচিত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'সমো২কূজনে' (বা. ৯০৪)

বার্ত্তিকটি 'ক্রীডো২নুসংপরিভ্যশ্চ' (পা. সূ. ১।৩। ২১) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। পূর্বসূত্র 'আঙো দো২নাস্যবিহরণে' (পা. সূ. ১।৩। ২০) হতে বর্তমান সূত্রে 'আঙ্' পদের অনুবৃত্তি হয়েছে। তাহলে সূত্রার্থ দাঁড়ায়—অনু, পরি, সম এবং আঙ্ পূর্বক ক্রীড্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-অনুক্রীডতে। সংক্রীডতে। পরিক্রীডতে। আঞীডতে। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত-'সমো২কূজনে'। বার্ত্তিকার্থ হল, কূজন ভিন্ন অর্থে সম্ পূর্বক ক্রীড্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-সংক্রীডতে। কূজন অর্থে কিন্তু পরস্মৈপদ হয়। যথা-সংক্রীডতি চক্রম্।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

🞎 ‘আগমেঃ ক্ষমায়াম্’

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত ‘ক্রীডোঽনুসংপরিভ্যশ্চ’ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্ পূর্বক ণিজন্ত গম্ ধাতুর উত্তর ক্ষমা অর্থে আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-আগময়স্ব তাবত্। অর্থাৎ কিছুকাল সহন কর।

🞎 ‘শিক্ষের্জিজ্ঞাসায়াম্’ (বা. ৯০৬)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত ‘ক্রীডোঽনুসংপরিভ্যশ্চ’ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, জিজ্ঞাসা অর্থে শিক্ষ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-ধনুষি শিক্ষতে।

🞎 ‘আশিষি নাথঃ’ (বা. ৯১০)

বার্ত্তিকটি পূর্বোক্ত ‘ক্রীডোঽনুসংপরিভ্যশ্চ’ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, আশীর্বাদ অর্থে নাথ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-সর্পিষো নাথতে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত এবং একে নিয়ম বার্ত্তিকরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

🞎 ‘আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্’ (বা. ৯১২)

বার্ত্তিকটি ‘সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ’ (পা. সূ. ১।৩।২২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, সম্, অব, প্র এবং বি উপসর্গ পূর্বক স্থা ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-সন্তিষ্ঠতে। এবিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত-‘আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপসংখ্যানম্।’ বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্ পূর্বক স্থা ধাতুর উত্তর প্রতিজ্ঞা অর্থে আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা-শব্দং নিত্যমাতিষ্ঠতে। **মহাভাষ্যে** বার্ত্তিকটি ‘আঙঃ স্থঃ প্রতিজ্ঞানে’ এরূপে পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত।

▯ 'স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্' (বা. ৯১৬)

বার্ত্তিকটি 'উদ্বিভ্যাং তপঃ' (পা. সূ. ১। ৩। ২৭) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, 'উত্' ও 'বি' উপসর্গপূর্বক অকর্মক তপ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। যথা—উত্তপতে। বিতপতে। এবিষয়ে বার্ত্তিক 'স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্'। অর্থাৎ স্বাঙ্গকর্ম হলেও 'উত্' ও 'বি' পূর্বক অকর্মক তপ্ ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ হয়। বার্ত্তিকটিতে 'স্বাঙ্গ' শব্দে স্বকীয় অঙ্গ বোঝানো হয়েছে। যথা-উত্তপতে বিতপতে পাণিম্। **মহাভাষ্যে** 'স্বাঙ্গকর্মকাচ্চ' এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি উক্তার্থভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'জ্যোতিরুদ্গমনে ইতি বাচ্যম্' (বা. ৯২১)

বার্ত্তিকটি 'আঙ উদ্গমনে' (পা. সূ. ১। ৩। ৪০) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে আত্মনেপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। পূর্বসূত্র 'বৃত্তিসর্গতায়নেষু ক্রমঃ' (পা. সূ. ১। ৩। ৩৮) হতে বর্তমান সূত্রে 'ক্রম' পদের অনুবৃত্তি হয়। অতএব সূত্রার্থ হল, উদ্গমন (ঊর্ধ্বগমন বা উদয়) অর্থে আঙ্ পূর্বক 'ক্রম্' ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়। যথা—আক্রমতে সূর্যঃ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'জ্যোতিরুদ্গমনে ইতি বাচ্যম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, জ্যোতির (তেজ) ঊর্ধ্বগমনার্থে উপর্যুক্ত আত্মনেপদের বিধান হবে। যথা-আক্রমতে সূর্যঃ। বর্তমান উদাহরণে সূর্য তেজদ্রব্য হওয়ায়, তার ঊর্ধ্বগমন অর্থে আত্মনেপদ প্রত্যয় হয়েছে। কিন্তু জ্যোতি অর্থাৎ তেজের ঊর্ধ্বগমন না হলে হবে না। যথা-নেহ আক্রামতি ধূমো হর্ম্যতলাত্। **মহাভাষ্যে** 'জ্যোতিষামুদ্গমনে'[৫৩] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি উক্তার্থভূত ও বিধিবিষয়ক।

▯ 'অদেঃ প্রতিষেধঃ' (বা. ৯৫৯)

বার্ত্তিকটি 'নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ' (পা. সূ. ১। ৩। ৮৭) সূত্রের ব্যাখ্যানকালে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে পরস্মৈপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ণিজন্ত

৫৩. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৩। ৪০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৪

ভোজনার্থক (নিগরণ) ও গমনার্থক (চলন) ধাতুর উত্তর ক্রিয়াফল কর্তৃগামী হলেও পরস্মৈপদ হয়। যথা-নিগারয়তি। আশয়তি। ভোজয়তি। চলয়তি। কম্পয়তি। এবিষয়ে দীক্ষিতপাদ বার্ত্তিক অবতারণা করেছেন-'অদেঃ প্রতিষেধঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, ণিজন্ত নিগরণার্থক (ভোজনার্থক) অদ্ ধাতুর পরস্মৈপদ হবে না। যথা-অদয়তে দেবদত্তেন।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

□ 'ধেট উপসংখ্যানম্' (বা. ৯৬২)

বার্ত্তিকটি 'ন পাদম্যাঙ্ম্যাঙ্ম্যসপরিমুহরুচিনৃতিবদবসঃ' (পা. সূ. ১। ৩। ৮৯) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তিঙন্তে পরস্মৈপদ প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রটি নিষেধার্থক বিধিসূত্র। পূর্ববর্তী 'নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ' (পা. সূ. ১। ৩। ৮৭) ও 'অণাবকর্মকাচ্চিত্তবত্কর্তৃকাত্' (পা. সূ. ১। ৩। ৮৮) সূত্রদ্বয়ের দ্বারা প্রাপ্ত পরস্মৈপদের নিষেধপ্রসঙ্গে বার্ত্তিকটির অবতারণা করা হয়েছে। সূত্রার্থ হল, ণিজন্ত পা, দম্, আঙ্ পূর্বক যম্, আঙ্ পূর্বক যস্, পরি পূর্বক মুহ্, রুচ্, নৃত্, বদ্ এবং বস্ ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ হয় না। যথা-পায়য়তে। দময়তে। আয়ামময়তে। আয়াসয়তে। পরিমোহয়তে। রোচয়তে। নর্তয়তে। বর্তয়তে। বাদয়তে। বাসয়তে। এবিষয়ে বার্ত্তিক-'ধেট উপসংখ্যানম্'। বার্ত্তিকার্থ হল, ণিজন্ত ধাতুরও উপসংখ্যান করা উচিত। অর্থাৎ তারও পরস্মৈপদ হয় না। যথা-ধাপয়তে শিশুমেকং সমীচী। কিন্তু 'শেষাত্ কর্তরি' (পা. সূ. ১। ৩। ৭৮) সূত্রানুযায়ী ক্রিয়াফল কর্তৃগামী না হলে পরস্মৈপদ হবে। যথা—বত্সান্ পায়য়তি পয়ঃ। **মহাভাষ্যে** 'পাদিষু ধেট উপসংখ্যানম্'[৫৪] এরূপ বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে। **কাশিকা**[৫৫] গ্রন্থেও একই বার্ত্তিক পঠিত হয়েছে।

বার্ত্তিকটি অনুক্তভূত ও বিধিবিষয়ক।

---

৫৪. ম. ভা., পা. সূ.-১। ৩। ৮৯, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৯

৫৫. কা., পা. সূ.-১। ৩। ৮৯, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৯৫

উপসংহার

।। উপসংহার।।

পঞ্চাধ্যায়াত্মক 'পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিক সমীক্ষা' নামাঙ্কিত গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহারে কিছু উল্লেখযোগ্য তথ্য জ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের দুইটি অধ্যায়ে বার্ত্তিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি হল-তৃতীয় অধ্যায়, যা 'পাণিনীয় ব্যাকরণে বার্ত্তিকের প্রয়োজন ও বার্ত্তিকের স্বরূপ' নামে অভিহিত ও দ্বিতীয়টি চতুর্থ অধ্যায়, যা 'কাত্যায়নের বার্ত্তিকের মূল্যায়ন' নামে পরিচিত।

নিম্নে গবেষণার সমাপ্তিসূচক তথ্যজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বার্ত্তিক বিষয়ক উল্লেখযোগ্য তথ্যাবলী উপস্থাপিত হল ঃ

(ক) সূত্রের অব্যাপ্তি ও অস্পষ্টতা দূরীকরণের জন্য বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। 'ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাত্ ঠক্' (পা. সূ. ৪। ২। ৬০) সূত্রদ্বারা 'বৃত্তি' শব্দের উত্তর 'ঠক্' প্রত্যয়ের দ্বারা বার্ত্তিক শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবৃত্তির নিমিত্ত 'বৃত্তি' শব্দের প্রয়োগ হয়। মহাভাষ্যে বৃত্তি শব্দ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'কা পুনর্বৃত্তিঃ? শাস্ত্রপ্রবৃত্তিঃ'।[১] 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তি' সূত্রব্যাখ্যানের মাধ্যমেই সাধিত হয়। 'ব্যাখ্যান' শব্দের দ্বারা উদাহরণ, প্রত্যুদাহরণ, বাক্যধ্যাহার প্রভৃতির সমুদায়কেই বোঝায়। পুরুষোত্তমদেব প্রণীত 'ভাষাবৃত্তি' গ্রন্থে ব্যাখ্যানের পাঁচটি অবয়বের কথা বলা হয়েছে। যথা—পদচ্ছেদ, পদের অর্থ নিরূপণ, বিগ্রহবাক্য (ব্যাসবাক্য), বাক্যযোজনা ও পূর্বপক্ষ সমাধান।

প্রসঙ্গতঃ —

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহঃ বাক্যযোজনা।
পূর্বপক্ষসমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্।।"[২]

অতএব 'বৃত্তি' হল 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তি' এবং 'বৃত্তি'র ব্যাখ্যানই বার্ত্তিক।

(খ) পাণিনীয় সূত্রের পূর্ণতা বিধানের নিমিত্ত বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। যে সমস্ত শুদ্ধ পদের প্রয়োগ ভাষাতে আছে, যেগুলির সাধনের নিমিত্ত সূত্রকার সূত্র রচনা করেন নি,

১. ম. ভা., পস্পশাহ্নিক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮০

২. ভা. বৃ., ভূমিকা, পৃ. ১৬

করলেও তা সহজবোধ্য নয়, সেগুলির বিধানের নিমিত্ত বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বার্ত্তিকের আট প্রকার ধর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যথা—(১) প্রয়োজন, (২) সংশয়, (৩) নির্ণয়, (৪) ব্যাখ্যাবিশেষ, (৫) গুরু, (৬) লাঘব, (৭) কৃতব্যুদাস ও (৮) অকৃতশাসন। প্রসঙ্গতঃ —

"প্রয়োজনং সংশয়নির্ণয়ৌ চ ব্যাখ্যাবিশেষো গুরুলাঘবং চ।
কৃতব্যুদাসোঽকৃতশাসনং চ স বার্ত্তিকো ধর্মগুণোঽষ্টকশ্চ।।"[৩]

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বর্ণিত বার্ত্তিকের আট প্রকার ধর্মের সাথে ভাষ্যস্থিত বার্ত্তিকের ব্যাখ্যান, অন্বাখ্যান, প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ধর্মের সাদৃশ্য রয়েছে। পাণিনীয় সূত্র অবলম্বনে বার্ত্তিক রচিত হলেও সূত্রকার ও বার্ত্তিককার একই সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন না। ব্যাকরণশাস্ত্র পর্যালোচনায় জানা যায় যে, সূত্রকার পাণিনি শৈবসম্প্রদায়ভূক্ত ও বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ঐন্দ্রসম্প্রদায়ভূক্ত এবং কাশকৃৎস্ন প্রণীত ব্যাকরণ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

(গ) ব্যাকরণশাস্ত্র তথা দর্শনাদি শাস্ত্রে বার্ত্তিকের বিভিন্ন প্রকার লক্ষ্য করা যায়। ব্যাকরণশাস্ত্রের বার্ত্তিকগুলি সূত্রের ন্যায় সংক্ষিপ্ত আকারের। মহাভাষ্যে সূত্রাত্মক বার্ত্তিক ও কারিকা বা শ্লোকের আকারে রচিত বার্ত্তিকের পরিচয় পাওয়া যায়। মীমাংসাদি শাস্ত্রে 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধদর্শনে 'প্রমাণ-বার্ত্তিকে'র পরিচয় মেলে। বার্ত্তিকজ্ঞাপনার্থে বাক্য, ব্যাখ্যানসূত্র, ভাষ্যসূত্র, অনুতন্ত্র, অনুস্মৃতি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়।

(ঘ) ভাষ্যাদি পর্যালোচনায় ভাষ্যরচনার দুই প্রকার শৈলী উপলব্ধ হয়। পাণিনিসূত্রকে আশ্রয় করে শঙ্কাপূর্বক ভাষ্যে কোথাও 'কিং চাতঃ', আবার কোথাও 'কশ্চাত্র বিশেষঃ' এরূপ বাক্যদ্বয়ের প্রয়োগ পাওয়া যায়। বাক্যদুটির দ্বারা ভাষ্যকার ভাষ্য ও বার্ত্তিকবিষয়ে সমস্যার সমাধান করেছেন। শঙ্কা স্থাপনের পর ভাষ্যবচনে 'কিং চাতঃ' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ থাকলে, এরপর বিচার ভাষ্যকার কর্তৃক হয়ে থাকে। আর, শঙ্কা স্থাপনের পর 'কশ্চাত্র বিশেষঃ' এরূপ বাক্যের প্রয়োগ থাকলে, তার পর বার্ত্তিককারের মত ব্যক্ত হয়।

(ঙ) পাণিনীয় সূত্রের পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন। কর্মকারক বিধায়ক

৩. বিষ্ণুধর্ম. পু.-৩/৬

'গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' (পা. সূ. ১। ৪। ৫২) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের 'দৃশেশ্চ' বার্ত্তিকের দ্বারা একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। 'দৃশির্ প্রেক্ষণে' এভাবে ধাতুপাঠে নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ দৃশ্ ধাতুর ক্ষেত্রেও অণিজন্ত অবস্থায় কর্তার ণিজন্তে কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞক হয়। যথা-'দর্শয়তি হরিং ভক্তান্'। বাক্যটির অণিজন্ত অবস্থার রূপ হয়-'হরিং ভক্তাঃ পশ্যন্তি। তান্ গুরুঃ প্রেরয়তি।' এখানে প্রশ্ন হয় যে, যদিও 'দৃশ্' ধাতু বুদ্ধ্যর্থবাচক, তথাপি 'দর্শয়তি হরিং ভক্তান্' উদাহরণে 'গতিবুদ্ধি...' সূত্র পরিত্যাগে বার্ত্তিকের প্রয়োজন কী? এপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদের অভিমত—"সূত্রে জ্ঞানসামান্যার্থানামেব গ্রহণম্, ন তু তদ্বিশেষার্থানামিত্যনেন জ্ঞাপ্যতে। তেন স্মরতি জিঘ্রতীত্যাদীনাং ন। স্মারয়তি ঘ্রাপয়তি বা দেবদত্তেন।"[৪] বালমনোরমা টীকাকার বাসুদেব দীক্ষিতও এপ্রসঙ্গে বলেছেন—" 'গতিবুদ্ধি' ইতি সূত্রে বুদ্ধিগ্রহণেন জ্ঞানসামান্যবাচিনাং 'বিদ্ জ্ঞানে, জ্ঞা অববোধনে' ইত্যাদীনামেব গ্রহণম্, ন তু জ্ঞানবিশেষবাচিনামিত্যেতদ্ 'দৃশেশ্চ' ইত্যনেন বিজ্ঞায়তে। অন্যথা 'দৃশেশ্চ' ইত্যস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাত্।"[৫] অতএব সূত্রস্থ 'বুদ্ধি' পদের দ্বারা জ্ঞান-সামান্যের গ্রহণ হয়েছে, জ্ঞান-বিশেষের নয়। বার্ত্তিকটি জ্ঞান-বিশেষের জ্ঞাপক। জ্ঞান-সামান্য মনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞান-বিশেষ মনেন্দ্রিয়ের সহিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়। অতএব বার্ত্তিকটি একটি বিশেষ নিয়ম জ্ঞাপন করল যে, জ্ঞান-বিশেষে কেবল অণিজন্ত অবস্থার **দর্শনক্রিয়ার** কর্তা, ণিজন্ত অবস্থায় কারক হয়ে কর্মসংজ্ঞা লাভ করে। অন্য জ্ঞান-বিশেষের বাচক ধাতুর ক্ষেত্রে নয়।

(চ) বার্ত্তিকের দ্বারা পাণিনীয় সূত্রের অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। উদাহরণস্বরূপ পাণিনীয় সবর্ণসংজ্ঞাবিধায়ক **'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্'** (পা. সূ. ১। ১। ৯) সূত্রটি। সূত্রার্থ হল, তালু প্রভৃতি (উচ্চারণ) স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন যাদের সমান হয়, তারা পরস্পর সবর্ণসংজ্ঞক হয়। যথা-'ক' ও 'খ' পরস্পর সবর্ণ। 'ক' ও 'খ' দুটি বর্ণের উচ্চারণ স্থান 'কণ্ঠ' ও আভ্যন্তর প্রযত্ন 'পৃষ্ঠ'। অতএব দুটি বর্ণ পরস্পর সবর্ণ। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'ঋ৯বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্'। অর্থাৎ 'ঋ' ও '৯' বর্ণের পরস্পর সবর্ণ মানা উচিত। 'ঋ'কারের উচ্চারণ স্থান (আস্য) ও আভ্যন্তর প্রযত্ন হল 'মূর্ধা' ও 'বিবৃত'। '৯'কারের উচ্চারণ স্থান ও আভ্যন্তর প্রযত্ন হল 'দন্ত' ও 'বিবৃত'। পাণিনীয় সূত্র দ্বারা

৪. সি. কৌ., কারক প্রকরণ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৬১৬

৫. তদেব

'ঋ' ও '৯' এর সবর্ণসংজ্ঞার নিষেধ হয়। কিন্তু 'হোতৃকারঃ' পদটি প্রসিদ্ধ হওয়ার এবং এধরণের পদ সাধনের নিমিত্ত বার্ত্তিককার বার্ত্তিক রচনা করেন—'ঋ৯বর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্।' তাই 'হোতৃ + ৯কারঃ' পদদ্বয়ের সন্ধিকার্যবিষয়ে 'তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' এই পাণিনীয় সূত্রের অপ্রাপ্তি হওয়ায়, বার্ত্তিকের দ্বারা 'ঋ' ও '৯' পরস্পর সবর্ণ হওয়ায়, 'অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ' এই বিধিসূত্র দ্বারা দীর্ঘ একাদেশে 'হোতৃকারঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়।

(ছ) কতিপয় ক্ষেত্রে বার্ত্তিক পাণিনীয় সূত্রের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক **'তত্পুরে চ'**। বার্ত্তিকটি 'নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য' (পা. সূ. ৮। ৪। ৪৮) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর অচ্সন্ধি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, আদিনী শব্দ পরে থাকলে পুত্র শব্দের অবয়ব যর্ (ত্) এর দ্বিত্ব হয় না, আক্রোশ অর্থ গম্যমান হলে। যথা—'পুত্রাদিনী ত্বমসি পাপে!' এখানে 'পুত্রাদিনী' শব্দে যর্ (ত্) এর দ্বিত্ব হয়নি, আক্রোশ অর্থে গম্যমান হওয়ায়। কিন্তু আক্রোশ অর্থ গাম্যমান না হলে যর্ (ত্) এর দ্বিত্ব হবে। যথা-'পুত্ত্রাদিনী সর্পিণী।' অর্থাৎ পুত্রঘাতিনী সর্পিণী। সর্পিণীর পুত্রহত্যা আক্রোশ বা হিংসাপূর্বক হয় না। তাই এক্ষেত্রে 'পুত্ত্রাদিনী' শব্দে যর্ (ত্) এর দ্বিত্ব হয়েছে। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত 'তত্পুরে চ'। অর্থাৎ আদিনী শব্দ পরে আছে যে পুত্রশব্দে সেই পুত্রশব্দ পরে থাকলে, পূর্বের পুত্রশব্দাবয়ব যর্ (ত্) এরও দ্বিত্ব হয় না। যথা-'পুত্রপুত্রাদিনী ত্বমসি পাপে।' অর্থাৎ পাপিষ্ঠা! তুমি পুত্রের পুত্রেরও (নাতি) ভক্ষক। আলোচ্য স্থলে দ্বিতীয় 'পুত্র' শব্দের ব্যবধানহেতু পূর্বের 'পুত্র' শব্দের অব্যবহিত পরে আদিনী শব্দ না থাকলেও 'তত্পুরে চ' বার্ত্তিকানুযায়ী পূর্বের পুত্রশব্দাবয়ব যর্ (ত্) এর দ্বিত্বের নিষেধ হল।

বার্ত্তিকটির দ্বারা পাণিনীয় সূত্রের অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হল।

(জ) কদাচিৎ বার্ত্তিক অর্থবিশেষের জ্ঞাপক হয়ে পাণিনীয় সূত্রের পূর্ণতা বিধান করে। এরূপ বার্ত্তিকের একটি উদাহরণ হল—**'অপুরীতি বক্তব্যম্'**। বার্ত্তিকটি 'অন্তরং বহির্যোগোপসংবানয়োঃ' (পা. সূ. ১। ১। ৩৬) এই গণসূত্রে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, বহির্যোগ (বাহ্য) ও উপসংবান (পরিধান) অর্থে 'জস্' বিভক্তি পরে থাকলে 'অন্তর' শব্দের গণসূত্রে পঠিত নিত্য সর্বনাম সংজ্ঞা বিকল্পে হয়। যথা-অন্তরে, অন্তরাঃ গৃহাঃ। সর্বনাম সংজ্ঞা হলে 'জস্' বিভক্তিতে 'অন্তরে' পদ হয়। 'অন্তর' শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা বিষয়ে বার্ত্তিককারের অভিমত—'অপুরীতি বক্তব্যম্'। অর্থাৎ 'অন্তর' শব্দের 'অপুরি' অর্থে সর্বনাম সংজ্ঞা হয়। সেক্ষেত্রে 'অন্তরস্যাং পুরি' এরূপ উদাহরণ হবে।

বার্ত্তিকানুযায়ী 'পুরি' অর্থে 'অন্তর' শব্দের সর্বনামসংজ্ঞা না হলে সপ্তমীর একবচনে 'অন্তরায়াং পুরি' এরূপ উদাহরণ হবে। অতএব 'অন্তর' শব্দের সর্বনাম সংজ্ঞা বিষয়ে বার্ত্তিকটির মহান্ উপযোগ রয়েছে।

(ঝ) স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণের একটি উল্লেখযোগ্য বার্ত্তিক হল—**'শূদ্রা চামহত্পূর্বা জাতিঃ'**। বার্ত্তিকটি 'অজাদ্যতষ্টাপ্' (পা. সূ. ৪। ১। ৪) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে পঠিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, শূদ্র শব্দ যদি জাতিবাচী হয় এবং অমহৎপূর্বক হয়, তাহলে স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'শূদ্র' শব্দের উত্তর টাপ্ হয়। 'জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাত্' (পা. সূ. ৪। ১। ৬৩) সূত্রলব্ধ জাতি অর্থে 'ঙীষ্' প্রত্যয়ের বাধকস্বরূপ বার্ত্তিকটির দ্বারা স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' প্রত্যয় বিহিত হয়েছে। যথা-'শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী শূদ্রা।' কিন্তু 'শূদ্রের পত্নী' এই উদাহরণে জাতিবচনের অভাব হলে 'টাপ্' বিহিত হবে না, 'ঙীষ্' প্রাপ্তি হবে। বার্ত্তিকে 'অমহত্পূর্বা' শব্দের অর্থব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ সিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে বলেছেন—'অমহত্পূর্বা কিম্-মহাশূদ্রী।'[৬] অর্থাৎ শূদ্র শব্দ 'মহৎ' শব্দপূর্বক হলে স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'ঙীষ্' বিহিত হবে। আচার্য কৈয়ট মহাভাষ্যের প্রদীপ টীকায় এবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—'মহাশূদ্রশব্দসমুদায়ো যদা জাতিবাচী তদা টাপঃ প্রতিষেধঃ, যদা তু মহত্ত্ববিশিষ্টা শূদ্রা প্রতিপিপাদয়িষিতা তদা মহাশূদ্রেত্যেব ভবতি।'[৭]

বার্ত্তিকটির দ্বারা জাতিবাচী শূদ্র শব্দের স্ত্রীত্ব দ্যোত্যে 'টাপ্' ও 'ঙীষ্' প্রত্যয়ের প্রয়োগবিষয়ে সমাধান সূত্র পাওয়া যায়।

(ঞ) কদাচিৎ বার্ত্তিকের দ্বারা বিশেষ বিধির জ্ঞাপন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—**'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃ সিদ্ধয়ে বহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্।'** বার্ত্তিকটি 'কালাঃ পরিমাণিনা' (পা. সূ. ২। ২। ৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর তৎপুরুষ সমাস প্রকরণে পঠিত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, (পরিমাণবাচী) কালবাচক শব্দের পরিচ্ছেদ্যবাচক সমর্থ সুবন্তের সঙ্গে বিকল্পে তৎপুরুষ সমাস হবে। যথা-'মাসো জাতস্য মাসজাতঃ, দ্ব্যহজাতঃ।' এবিষয়ে বার্ত্তিক 'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃসিদ্ধয়ে বহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্।' বার্ত্তিকটিতে

৬. সি. কৌ., স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪৯৯

৭. ম. ভা., প্রদীপ টীকা, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩২

'তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' (পা. সূ. ২। ১। ৫১) সূত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। বার্ত্তিকার্থ হল, পরিমাণবাচক উত্তরপদের সঙ্গে দ্বিগু সমাস সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক পদের তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—'দ্বে অহনী জাতস্য (যস্য সঃ) দ্ব্যহজাতঃ। তৎপুরুষ সমাসে দুটি সমস্যমান পদ গ্রাহ্য। কিন্তু বার্ত্তিকটি একটি বিশেষ নিয়ম জ্ঞাপন করল যে, দুই এর অধিক সমস্যমান পদের পরিমাণিবাচক পদ উত্তরপদে থাকলে দ্বিগু সমাস সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক পদের তৎপুরুষ সমাস হয়।

(ট) বার্ত্তিকের দ্বারা আবার কখনোও উপসর্গের উপসর্গত্বের প্রতিষেধ হয়। কখনোও বা বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ে উপসর্গরূপে স্বীকৃত নয়, এমন কোন শব্দেরও উপসর্গ সংজ্ঞা হয়। উপসর্গত্বের প্রতিষেধবিষয়ক একটি বার্ত্তিক হল-**'দুরঃ ষত্বণত্বয়োরুপসর্গত্বপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ'**। বার্ত্তিকটি ভ্বাদিপ্রকরণস্থ 'আনি লোট্' (পা. সূ. ৮। ৪। ১৬) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছে। সূত্রার্থ হল, উপসর্গস্থ নিমিত্তের পরবর্তী লোট্স্থানিক 'আনি'র ন-কারের ণত্ব হবে। যথা-প্রভবাণি। প্রয়াণি। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের অভিমত—'দুরঃ ষত্বণত্বয়োরুপসর্গত্বপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ'। বার্ত্তিকার্থ হল, ষত্ব ও ণত্ব বিষয়ে 'দুর্'-এর উপসর্গত্বের প্রতিষেধ হবে। অর্থাৎ ষত্ব ও ণত্বের বিষয়ে 'দুর্'-কে উপসর্গরূপে মানা যাবে না। ফলে এক্ষেত্রে ষত্ববিধান ও ণত্ববিধান হবে না। যথা-দুর্ভবানি। দুঃস্থিতিঃ। বার্ত্তিকটি 'দুর্'-এর উপসর্গত্ব প্রতিষেধক।

বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের উপসর্গরূপে স্বীকৃত নয়, এমন শব্দের উপসর্গসংজ্ঞা বিষয়ে কাত্যায়নের বার্ত্তিক—**'অন্তঃশব্দস্যাঙ্কিবিধিণত্বেষূপসর্গত্বং বাচ্যম্।'** বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্ বিধি, কি-বিধি ও ণত্ব কর্তব্যে 'অন্তর্'-এর উপসর্গসংজ্ঞা হয়। আঙ্-বিধির উদাহরণ হল 'অন্তর্ধা'। কি-বিধির উদাহরণ 'অন্তর্ধিঃ' ও ণত্ববিধির উদাহরণ হল-'অন্তর্ভবাণি'। 'আনি লোট্' সূত্র বলে 'অন্তর্' শব্দে ণত্বের নিমিত্তের পরবর্তী 'ভবানি' পদের ন-কারের ণত্ব হয়। অতএব 'অন্তর্ভবাণি' পদ নিষ্পন্ন হয়।

'অন্তর্' শব্দ উপসর্গরূপে পাণিনি কর্তৃক স্বীকৃত না হলেও বার্ত্তিককার কর্তৃক উদাহরণত্রয়ে উপসর্গরূপে স্বীকৃত হল। অতএব 'অন্তর্' শব্দের উপসর্গসংজ্ঞা বিষয়ে বার্ত্তিকটির মহান্ উপযোগ রয়েছে।

(ঠ) সূত্রের পূর্ণতাবিধানে ও সূত্রকে ত্রুটিমুক্তরূপে আত্মপ্রকাশের জন্য বার্ত্তিকের মহান্ উপযোগ রয়েছে। এপ্রসঙ্গে একটি বার্ত্তিক হল—**'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্।'** বার্ত্তিকটি 'ষ্ঠিবুক্লমুচমাং

শিতি' (পা. সূ. ৭।৩।৭৫) সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে দীক্ষিতপাদ কর্তৃক সিদ্ধান্তকৌমুদীর ভ্বাদি প্রকরণে পঠিত হয়েছে। 'শমামষ্টানাং দীর্ঘঃ শ্যনিঃ' (পা. সূ. ৭।৩।৭৪) পূর্ব সূত্র হতে বর্তমান সূত্রে 'দীর্ঘ' পদটির অনুবৃত্তি হয়। 'দীর্ঘ হয়' এই অর্থের দ্বারা অচের বুঝতে হয়। অতএব সূত্রার্থ হল, শিত্ প্রত্যয় পরে থাকলে ষ্ঠিবু, ক্লমু ও চম্ ধাতুর অচের দীর্ঘ হয়। যথা-ষ্ঠীবতি। ক্ল্যাম্যতি। আচামতি। এপ্রসঙ্গে বার্ত্তিক 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্।' বার্ত্তিকার্থ হল, আঙ্ পূর্বক চম্ ধাতুর অচের বৃদ্ধি হয় (শিত্ প্রত্যয় পরে থাকলে)। পাণিনীয় সূত্রে শুধুমাত্র চম্ ধাতুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বার্ত্তিককার আঙ্ পূর্বক চম্ ধাতুর অচের দীর্ঘত্বের কথা বলেছেন। পাণিনি 'আচামতি' পদ ব্যবহার দেখেই সূত্রটিতে 'চম্' ধাতুর অচের দীর্ঘত্বের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু বার্ত্তিকাভাবে 'চামতি', 'বিচামতি' প্রভৃতি অশুদ্ধ পদের দীর্ঘত্বের প্রসঙ্গ দেখা দিত। সেই অতিব্যপ্তি দোষ নিবারিত হয়েছে 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্' বার্ত্তিকটির দ্বারা।

বার্ত্তিকবিষয়ে উপর্যুক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, বার্ত্তিকপাঠ পাণিনীয় ব্যাকরণের একটি মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ। অঙ্গ ব্যতিরেকে যেমন অঙ্গী সম্পূর্ণ নন, তেমনই বার্ত্তিক ব্যতিরেকে পাণিনীয় ব্যাকরণের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকার শব্দরাশির সাধনের নিমিত্ত পাণিনি-ব্যাকরণ যেমন সার্বজনীন ও সার্বলৌকিকরূপে প্রতিষ্ঠিত। অনুরূপে লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার শব্দরাশির সাধনের নিমিত্ত কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করেন। পাণিনীয় সূত্রের অস্পষ্টতা, পূর্ণতা তথা অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয় বার্ত্তিকের দ্বারা। অতএব পাণিনীয় সূত্রের সম্যক্জ্ঞানের নিমিত্ত বার্ত্তিকের জ্ঞানও অপরিহার্য। সূত্র ও বার্ত্তিকের অর্থবিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞানের জন্য ভাষ্যের জ্ঞানও আবশ্যক। সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্যের ইতিহাসে 'ত্রিমুনি-ব্যাকরণ' শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণরূপে বিবেচিত হওয়ায়, ত্রিমুনির মধ্যম মুনি কাত্যায়ন ও তাঁর কৃতিত্বস্বরূপ বার্ত্তিকের অবদান অস্বীকার করার নয়। কতিপয় ক্ষেত্রে ভাষ্যকার কর্তৃক বার্ত্তিক খণ্ডিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাণিনীয় সূত্রের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে বার্ত্তিকের দ্বারা। অতএব পাণিনীয় প্রস্থানে বার্ত্তিকের জ্ঞান অপরিহার্য।

অনুশীলিত গ্রন্থপঞ্জী

- অনুভূতিস্বরূপাচার্য, *সারস্বতব্যাকরণম্*, সম্পা. পণ্ডিত নবকিশোর শাস্ত্রী, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৮৫ (তৃতীয় সংস্করণ), (২০৪১ সংবৎ)।

- আনন্দবর্ধন, *ধ্বন্যালোকঃ* (শ্রীমদ্অভিনবগুপ্তাচার্যকৃত-লোচনটীকাসমেতঃ), তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দ্যোত, সম্পা. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩।

- *ঈশাদিদশোপনিষদঃ* (শাঙ্করভাষ্যযুক্তাঃ), সম্পা. শ্রী গোবিন্দ শাস্ত্রী, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/কলকাতা/বংগালৌর/বারাণসী/পুণে/পাটনা: মোতীলাল বনারসীদাস, ২০০০ (পুনর্মুদ্রণ), প্রথম ভাগ।

- *ঋক্সংহিতা*, সম্পা. সীতানাথ গোস্বামী ও হিমাংশু নারায়ণ চক্রবর্তী, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৭৪ (প্রথম সংস্করণ)।

- *ঐতরেয়ব্রাহ্মণম্* (শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতভাষ্যসমেতম্), সম্পা. মহাদেব চিমণাজী আপটে, সংশোধিত-কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে, ১৯৩০।

- কুমারিল ভট্ট, *মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকম্*, সম্পা. বিজয় শর্মা, বারাণসী: ভারতীয় বিদ্যা-সংস্থান, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।

- *কৃষ্ণযজুর্বেদীয়তৈত্তিরীয়সংহিতা* (শ্রীমৎসায়ণাচার্যবিরচিতভাষ্যসমেতা), সংশোধিত-কাশীনাথ শাস্ত্রী আগাশে: আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, ১৯৫১।

- কৌণ্ড ভট্ট, *বৈয়াকরণভূষণসারঃ* (কমলাসংস্কৃতহিন্দীব্যাখ্যাদ্বয়োপেতঃ), সম্পা. শ্রী পণ্ডিত কালীকান্ত ঝা, বারাণসী: চৌখম্বা কৃষ্ণদাস একাদেমী, ২০০৩।

- জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী* (গৌতমসূত্রতাৎপর্যবৃত্তিঃ), সম্পা. পণ্ডিত শ্রীসূর্যনারায়ণ শুক্লা, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৩৬।

- দত্ত, প্রদ্যোত কুমার (সম্পা.), *পাণিনি-প্রাতিশাখ্যয়োঃ তুলনাত্মকমালোচনম্* (*Pāṇini and Prātiśākhya — a complete study*), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৪ (প্রথম প্রকাশ)।

- নাগেশ ভট্ট, *পরমলঘুমঞ্জুষা*, সম্পা. আচার্য লোকমণি দাহাল, বারাণসী: চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)।

- নাগেশ ভট্ট, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তলঘুমঞ্জুষা* (কুঞ্চিকা কলা চ টীকাদ্বয়েন সংবলিতা), সম্পা. মানবেন্দু ব্যানার্জী, বৃহদ্‌ভূমিকা নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ)।

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. শ্রী ভার্গব শাস্ত্রী জোশী, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০৪ (পুনর্মুদ্রণ), প্রথম খণ্ড।

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত শর্মা, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০০ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড।.

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবদত্ত শর্মা ও পণ্ডিত রঘুনাথ শাস্ত্রী, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০০ (পুনর্মুদ্রণ), তৃতীয় খণ্ড।

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. শ্রী ভার্গব শাস্ত্রী জোশী, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯১ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ), চতুর্থ খণ্ড।

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. শ্রী ভার্গব শাস্ত্রী জোশী, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ১৯৯১ (পুনর্মুদ্রণ), পঞ্চম খণ্ড।

- পতঞ্জলি, *ব্যাকরণমহাভাষ্যম্* (ভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতসহিতম্), সম্পা. পণ্ডিত দধিরাম শর্মা, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০০ (পুনর্মুদ্রণ), ষষ্ঠ খণ্ড।

- পাণিনি, *অষ্টাধ্যায়ী*, সম্পা. তপন শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কোলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ)।

- পাণিনির, *পাণিনীয়-শিক্ষা*, সম্পা. বিদ্যাসাগর দামোদর মহতো, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/ কলকাতা/ বংঙ্গালৌর/বারাণসী/ পুণে/পাটনা: মোতীলাল বনারসীদাস, ২০০২ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৯০ (প্রথম সংস্করণ)।

- পাণ্ডেয়, রামাজ্ঞা, *ব্যাকরণদর্শনভূমিকা*, সম্পা. শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী, বারাণসী: সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

- পুরুষোত্তমদেব, *ভাষাবৃত্তিঃ*, সম্পা. শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, রাজশাহী: বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি, ১৯১৮।

- পুল্লেলশ্রীরামচন্দ্রুডু, *বৈজ্ঞানিকযাণুখম্*, নবদেহলী: রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০১২ (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৯৬ (প্রথম সংস্করণ)।

- ভট্টাচার্য্য, তপনশঙ্কর (সম্পা.), *পাতঞ্জলানাং শব্দার্থচিন্তা*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫ (প্রথম প্রকাশ)।

- ভট্টাচার্য, শ্রীতারানাথতর্কবাচস্পতি (সম্পা.), *বাচস্পত্যম্*, (বৃহৎ সংস্কৃতাভিধানম্), নিউ দিল্লী: রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ), প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ ভাগ, পঞ্চম ভাগ, ষষ্ঠ ভাগ।

- ভট্টাচার্য্য, শ্রী ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ, *কারকচক্রম্* (শ্রীমদ্‌রামরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতয়া 'রৌদ্র্যা' শ্রীমন্মাধবতর্কালঙ্কারভট্টাচার্য্যবিরচিতয়া 'মাধব্যা' টীকয়া সমেতম্), সম্পা. শ্রী শ্রী রামশাস্ত্রি ভট্টাচার্য্য, কোলকাতা: বাণী পুস্তকালয়, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

- ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (ৰালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা ও মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/ কোলকাতা /বংগলৌর/বারাণসী/পুণা/পাটনা: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০০৪ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৬১ (প্রথম সংস্করণ), প্রথম ভাগ ।

- ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (ৰালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা ও মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/ কোলকাতা /বংগলৌর/বারাণসী/পুণা/পাটনা: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০০১ (পুনর্মুদ্রণ), দ্বিতীয় ভাগ ।

- ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (ৰালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা ও মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/ কোলকাতা /বংগলৌর/বারাণসী/পুণা/পাটনা: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০০৫ (পুনর্মুদ্রণ), তৃতীয় ভাগ ।

- ভট্টোজি দীক্ষিত, *বৈয়াকরণসিদ্ধান্তকৌমুদী* (ৰালমনোরমা-তত্ত্ববোধিনীসহিতা), সম্পা. মহামহোপাধ্যায় গিরিধর শর্মা ও মহামহোপাধ্যায় পরমেশ্বরানন্দ শর্মা, দিল্লী/মুম্বই/চেন্নাই/ কোলকাতা /বংগলৌর/বারাণসী/পুণা/পাটনা: মোতিলাল বনারসীদাস, ২০০২ (পুনর্মুদ্রণ), চতুর্থ ভাগ ।

- ভট্টোজি দীক্ষিত, *শব্দকৌস্তুভঃ*, সম্পা. বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী ও গণপতি শাস্ত্রী মোকাটে, নিউ দিল্লী: রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান (মানিত বিশ্ববিদ্যালয়), ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ), প্রথম ভাগ।
- তদেব, দ্বিতীয় ভাগ।
- তদেব, তৃতীয় ভাগ।
- ভর্তৃহরি, *বাক্যপদীয়ম্*, সম্পা. হরিনারায়ণ তিবারী, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, সন্ ২০১৫ ।
- ভরতমুনি, *নাট্যশাস্ত্রম্* (অভিনবভারতী-সংস্কৃতব্যাখ্যোপেতম্), সম্পা. রবিশংকর নাগর, দিল্লী: পরিমল পাবলিকেশন্স, ২০০৩।
- মাঘ, *শিশুপালবধমহাকাব্যম্* (মল্লিনাথকৃতং 'সর্বঙ্কষা' ব্যাখ্যাযুক্তম্), সম্পা. গজানন শাস্ত্রী মুসলগাংবকরঃ, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত ভবন, ২০০৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।
- যাস্ক, *নিরুক্তম্*, সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫।
- যাস্ক, *নিরুক্তম্*, সম্পা. ম. ম. পণ্ডিত শ্রী মুকুন্দ ঝা শর্মা, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০৮ (পুনর্মুদ্রণ)।
- বরদারাজ, *লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী*, সম্পা. তপনশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০২ (প্রথম সংস্করণ)।
- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৫, প্রথম ভাগ।
- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী ও সুধাকর মালবীয়, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সী, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৬ (প্রথম সংস্করণ), দ্বিতীয় ভাগ।
- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী ও সুধাকর মালবীয়, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সী, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৬ (প্রথম সংস্করণ), তৃতীয় ভাগ।
- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৪, চতুর্থ ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী ও সুধাকর মালবীয়, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সি, ১৯৮৮, পঞ্চম ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী ও সুধাকর মালবীয়, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সী, ২০১২ (পুনর্মুদ্রণ), ১৯৮৯ (প্রথম সংস্করণ), ষষ্ঠ ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সি, ১৯৯০, সপ্তম ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সি, ১৯৯১, অষ্টম ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সী, ১৯৯৪ (প্রথম সংস্করণ), নবম ভাগ।

- বামন ও জয়াদিত্ত, *কাশিকা* (ন্যাস-পদমঞ্জরী-ভাববোধিনীসহিতা), সম্পা. জয়শঙ্করলাল ত্রিপাঠী, বারাণসী: তারা বুক এজেন্সী, ২০০০ (প্রথম সংস্করণ), দশম ভাগ।

- বাহাদুর, রাজরাধাকান্ত, *শব্দকল্পদ্রুমঃ*, কলিকাতা: নিউ বেঙ্গল প্রেস, ১৯৩১ সংবত্, প্রথম কাণ্ড, দ্বিতীয় কাণ্ড।

- তদেব, ১৯৩২ সংবত্, তৃতীয় কাণ্ড।

- তদেব, ১৯৩৪ সংবত্, চতুর্থ কাণ্ড।

- তদেব, ১৯৩৩ সংবত্, পঞ্চম কাণ্ড।

- তদেব, ১৯৩৩ সংবত্, ষষ্ঠ কাণ্ড।

- তদেব, সপ্তম কাণ্ড।

- বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ* (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিতঃ), সম্পা. শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

- *বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ* (সারণাচার্যবিরচিতানাং ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকানাং সংগ্রহঃ), সম্পা. পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সীরিজ অফিস, ১৯৫৮ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

- বেদব্যাস, *মহাভারতম্* (আদিপর্বঃ), সম্পা. শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, কলিকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী; ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

- বোপদেব, *কবিকল্পদ্রুমঃ*, সম্পা. শ্রী গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা: গোবর্ধন প্রেস, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

- বোপদেব, *মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্* (শ্রীমদ্দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ-শ্রীরামতর্কবাগীশকৃতটীকাসমেতম্), সম্পা. শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯৪ (পুনর্মুদ্রণ)।

- শর্ববর্মা, *কলাপব্যাকরণে চতুষ্টয়বৃত্তিঃ* (কারকাদি-তদ্ধিতান্তা), সম্পা. সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)।

- শাকটায়ন, *ঋক্তন্ত্রম্*, সম্পা. সূর্যকান্ত, দরিয়াগঞ্জ (দিল্লী): মেহারচান্দ লক্ষ্মণদাস, ১০৭০।

- শুক্ল, আচার্য *রামযত্ন (সম্পা.), ব্যাকরণদর্শনে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াবিমর্শঃ*, বনারস: শিবালিক মুদ্রণালয়, ২০০৪ (প্রথম সংস্করণ)।

- শৌনক, *ঋগ্বেদ-প্রাতিশাখ্যম্* (উব্বটভাষ্যসম্বলিতম্), সম্পা. বীরেন্দ্র কুমার বর্মা, দিল্লী: চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০০৭ (পুনর্মুদ্রণ)।

- শৌনক, *বৃহদ্দেবতা*, সম্পা. রামকুমার রায়, বারাণসী: চৌখম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ২০০৩ (তৃতীয় সংস্করণ)।

- সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসারঃ* (সুবোধিনী, বালবোধিনী ও বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা সহিত), সম্পা. ও অনুবাদক - ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, কলকাতা: আদ্যাপীঠ (বালকাশ্রম), ২০১০ (পঞ্চম মুদ্রণ)।

বাংলা ঃ

- অনির্বাণ, *বেদমীমাংসা*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬ (প্রথম প্রকাশ), প্রথম খণ্ড।

- তদেব, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ), দ্বিতীয় খণ্ড।

- তদেব, ২০১৫ (প্রথম প্রকাশ), তৃতীয় খণ্ড।

- গুপ্ত, রজনীকান্ত (সম্পা.), *পাণিনি*, কলিকাতা: জি পি রায় এ্যাণ্ড কোং, ১৮৭৫ (সংবৎ ১৯৩৩)।

- চক্রবর্তী, নগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *রাজশেখর ও কাব্যমীমাংসা,* শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী): ১৯৬০।

- দাস, করুণাসিন্ধু (সম্পা.), *প্রাচীন ভারতের ভাষাদর্শন*, কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২, প্রথম প্রকাশ।

- দেবশর্মা(চক্রবর্তী), শ্রীকালীজীবন (সম্পা.), *শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস,* কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ১৯৯৫ (প্রথম সংস্করণ)।

- ভর্তৃহরি, *বাক্যপদীয়* (ব্রহ্মকাণ্ড), সম্পা. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৮৫, প্রথম খণ্ড।

- ভর্তৃহরি, *বাক্যপদীয়* (ব্রহ্মকাণ্ড), সম্পা. বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, ১৯৯১, দ্বিতীয় খণ্ড।

- বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্যদর্পণ* (বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় অনুদিত ও ব্যাখ্যাত), সম্পা. শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮ (নূতন সংস্করণ)।

- সেনগুপ্ত, শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা*, কলিকাতা: ফার্মা কে এল এম; ১৯৫৭।

- হালদার, শ্রীগুরুপদ (সম্পা.), *ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস,* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ)।

হিন্দী ঃ

- অগ্রবাল, বাসুদেব শরণ (সম্পা.), *পাণিনিকালীন ভারতবর্ষ*, বারাণসী: চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯৬ (তৃতীয় সংস্করণ)।
- মিশ্র, বেদপতি, *ব্যাকরণ বার্ত্তিক-এক সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন*, বারাণসী: পৃথিবী প্রকাশন, ১৯৭০ (প্রথম সংস্করণ)।
- যুধিষ্ঠির মীমাংসক (সম্পা.), *সংস্কৃত ব্যাকরণ-শাস্ত্র কা ইতিহাস,* অজমের: ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান, ২০২০ সংবত্ (দ্বিতীয় সংস্করণ), প্রথম ভাগ।
- তদেব, ২০১৯ সংবত্ (প্রথম সংস্করণ), দ্বিতীয় ভাগ।

ইংরাজী ঃ

- Belvalkar, Shripad Krishna, *Systems of Sanskrit Grammar,* Delhi/ Baranasi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1976 (Second Revised Edition).

- Bhattoji Diksita, *The Siddhānta Kaumudī*, Ed. Srisa Chandra Vasu, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2003 (Reprint), 1906 (First Edition), Vol-I.

- Bhattoji Diksita, *The Siddhānta Kaumudī*, Ed. Srisa Chandra Vasu, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1995 (Reprint), 1906 (First Edition), Vol-II.

- Cardona, George, *Pāṇini : A Survey of Research*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1997 (Reprint), 1976 (First Publication).

- Chakravarti, Prabhat Chandra (*ed*.), *The Philosophy of Sanskrit Grammar*, Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar.

- Coward Harold G. & Raja, K. Kunjunni (*ed*.), *Encyclopedia of Indian Philosopies* (The Philosophy of the Grammarians), Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2008 (Reprint), 1990 (First Edition), Vol-V.

- Das, Karunasindhu (*ed*.), *A Pāṇinīan Approach to Philosophy of Language* (Kaundabhatta's Vaiyākaraṇabhūṣaṇasāra critically edited & translated into English). Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1990 (First Edition).

- Dasgupta, Surendranath (*ed*.), *A History of Indian Philosophy*, Delhi/ Mumbai/Chennai Calcutta/Bangalore/Varanasi/Patna/Pune: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1997 (Reprint), 1975 (First Indian Edition), Vol-I.

- Dasgupta, Surendranath (*ed*.), *A History of Indian Philosophy*, Delhi/ Mumbai/Chennai/Calcutta/Bangalore/Varanasi/Patna/Pune: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000 (Reprint), 1975 (First Indian Edition), Vol-II.

- Dasgupta, Surendranath (*ed*.), *A History of Indian Philosophy*, Delhi/ Mumbai/Chennai/Calcutta/Bangalore/Varanasi/Patna/Pune: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2001 (Reprint), 1975 (First Indian Edition), Vol-III.

- Dasgupta, Surendranath (*ed*.), *A History of Indian Philosophy*, Delhi/ Mumbai/Chennai/Calcutta/Bangalore/Varanasi/Patna/Pune: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000 (Reprint), 1975 (First Indian Edition), Vol-IV.
- Dasgupta, Surendranath (*ed*.), *A History of Indian Philosophy*, Delhi/ Mumbai/Chennai/Calcutta/Bangalore/Varanasi/Patna/Pune: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1991 (Reprint), 1975 (First Indian Edition), Vol-V.
- Pāṇini : *Aṣṭādhyāyī*, Ed. & Translated into English. Late Srisa Chandra Vasu, Delhi / Varanasi/Patna: Motilal Banarsidass. Vol-I, 1977 (Rep.), 1891 (First Edition).
- Taraporewala, Irach Jehangir Sorabji (*ed*.), *Elements of the Science of Language*, Calcutta: 1962 (3rd Edition).
- Vālmīki, *Rāmāyaṇa,* (Sanskrit Text with English Translation), Ed. Ravi Prakash Arya, Delhi: Parimal Publications, 2004, Vol.-II.
- *Viṣṇudharmottar Purāṇa*, (Puranic Legends and Rabirths). Translated into English from original Sanskrit Text, Ed. Priyabala Shah, Delhi: Parimal Publications, 2005 (First Khanda).
- *Viṣṇudharmottar Purāṇa*, (Puranic Ritualism). Translated into English from original Sanskrit Text, Ed. Priyabala Shah, Delhi: Parimal Publications, 2002 (First Edition), Second Khanda.
- *Viṣṇudharmottar Purāṇa*, (A text on ancient Indian Arts). Translated into English from original Sanskrit Text, Ed. Priyabala Shah, Delhi: Parimal Publications, 2002 (First Edition), Third Khanda.
- Williams, Monier (*ed*.), *A Dictionary of English And Sanskrit*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1996 (Reprint), 1976 (Delhi, Fourth Indian Edition).
- Williams, Monier (*ed*.), *A Sanskrit-English Dictionary*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1997 (Reprint), 1899 (First Edition, Oxford University Press).

পরিশিষ্ট

বার্ত্তিক সূচী

 'অকর্মকধাতুভির্যোগে দেশঃ কালো ভাবো গন্তব্যোঽধ্বা' চ কর্মসংজ্ঞক ইতি বাচ্যম্ (বা. ১১০৩—১১০৪) ['অকথিতং চ' পা. সূ. ১। ৪। ৫১]

 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্' (বা. ৩৬০৪) ['এত্যেধত্যূঠ্‌সু' পা. সূ. ৬। ১। ৮৯]

 'অজ্বরিসন্তাপ্যোরিতি বাচ্যম্' (বা. ১৫০৭) ['রুজার্থানাং ভাববচনানামজ্বরে' পা. সূ. ২। ৩। ৫৪]

 'অদেঃ প্রতিষেধঃ' (বা. ৯৫৯) ['নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ' পা. সূ. ১। ৩। ৮৭]

 'অন্তঃশব্দস্যাঙ্কিবিধিণত্বেষূপসর্গত্বং বাচ্যম্' ['আনি লোট্' পা. সূ. ৮। ৪। ১৬]

 'অপরস্যার্ধে পশ্চভাবো বক্তব্যঃ' (বা. ৩২৫৩) ['পূর্বাপরপ্রথমচরমজঘন্যসমানমধ্যমধ্যমবীরাশ্চ' পা.সূ. ২।১।৫৮]

 'অপুরীতি বক্তব্যম্' (বা. ২৪০) ['অন্তরং বহির্যোগোপসংব্যানয়োঃ' পা. সূ. ১। ১। ৩৬]

 'অপ্রাণিষ্বিত্যপনীয় নৌকাকান্নশুকশৃগালবর্জেষ্বিতি বাচ্যম্' (বা. ১৪৬৪) ['মন্যকর্মণ্যনাদরে বিভাষাঽপ্রাণিষু' পা. সূ. ২। ৩। ১৭]

 'অভিতঃ পরিতঃ সময়া নিকষা হা প্রতি যোগেঽপি' (বা. ১৪৪২-১৪৪৩) [দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রসঙ্গে]

 'অভিতঃ পরিতঃ.. (বা. ১৪৪২) 'অন্যারাত্...' (সূ. ৫৯৫) ইতি দ্বিতীয়াপঞ্চম্যোর্বিধানসামর্থ্যাত্' ['অব্যয়ীভাবশ্চ' পা.সূ. ২। ৪। ১৮]

 'অভিবাদিদৃশোরাত্মনেপদে বেতি বাচ্যম্' (বা. ১১১৪) ['হৃক্রোরন্যতরস্যাম্' পা. সূ. ১। ৪। ৪৩]

 'অভুক্ত্যর্থস্য ন' (বা. ১০৮৭) ['উপান্বধ্যাঙ্বসঃ' পা. সূ. ১। ৪। ৪৮]

 'অর্থেন নিত্যসমাসো বিশেষ্যলিঙ্গতা চেতি বক্তব্যম্' (বা. ১২৭৩-৭৪)

['চতুর্থী তদর্থার্থবলিহিতসুখরক্ষিতৈঃ' পা.সূ. ২। ১। ৩৬]

 'অলমিতি পর্যাপ্ত্যর্থগ্রহণম্' (বা. ১৪৬২) ['নমঃ স্বস্তিস্বাহাস্বধা২লংবষড-যোগাচ্চ' পা. সূ. ২। ৩। ১৬]

 'অশিষ্টব্যবহারে দাণঃ প্রয়োগে চতুর্থ্যর্থে তৃতীয়া' (বা. ৫০৪০) ['হেতৌ' পা. সূ. ২। ৩। ২৩]

 'অবরস্যোপসংখ্যানম্' (বা. ১২৫৬)

['পূর্বসদৃশসমোনার্থকলহনিপুণমিশ্রশ্লক্ষ্ণৈঃ' পা.সূ. ২। ১। ৩১]

 'অষ্টকা পিতৃদেবত্যে' (বা. ৪৫৩৪) ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫]

 'আগমেঃ ক্ষমায়াম্' ['ক্রীডো২নুসংপরিভ্যশ্চ' পা. সূ. ১। ৩। ২১]

 'আঙঃ প্রতিজ্ঞায়ামুপাসংখ্যানম্' (বা. ৯১২) ['সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ' পা. সূ. ১। ৩। ২২]

 'আঙি চম ইতি বক্তব্যম্' ['ষ্ঠিবুক্লমুচমাং শিতি' পা. সূ. ৭। ৩। ৭৫]

 'আদিখাদ্যোর্ন' (বা. ১১০৯)

['গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' পা. সূ. ১। ৪। ৫২]

 'আশিষি নাথঃ' (বা. ৯০০) ['ক্রীডো২নুসংপরিভ্যশ্চ' পা. সূ. ১। ৩। ২১]

 'আশিষি বুনশ্চ ন' (বা. ৪৫২৮) ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫]

 'ইত্বোত্ত্বাভ্যাং গুণবৃদ্ধী বিপ্রতিষেধেন' ['ঋত ইদ্ধতোঃ' পা. সূ. ৭। ১। ১০০]

- **'ইর ইত্সংজ্ঞা বাচ্যা'** ['নেটি' পা. সূ.৭। ২। ৪]
- **'ইবেন সমাসো বিভক্ত্যলোপশ্চ' (বা. ১২৩৬)**['সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ' পা.সূ. ২। ৪। ৭১]
- **'ঈষদ্ গুণবচনেনেতি বাচ্যম্' (বা. ১৩১৬)** ['ঈষদকৃতা' পা.সূ. ২। ২।৭]
- **'উগিদ্বর্ণগ্রহণবর্জম্'** ['যেন বিধিস্তদন্তস্য' পা. সূ. ১। ১। ৭২]
- **'উত্তরপদলোপেন' (বা. ৪৫২৯)** ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫]
- **'উত্তরপদেন পরিমাণিনা দ্বিগোঃ সিদ্ধয়ে বহূনাং তৎপুরুষস্যোপসংখ্যানম্' (বা. ১২৮৮)**

  ['কালাঃ পরিমাণিনা' পা.সূ. ২।২। ৫]
- **'উত্ত্বাতেন জ্ঞাপিতে চ' (বা. ১৪৬০)**['পরিক্রয়ণে সংপ্রদানমন্যতরস্যাম্' পা. সূ. ১। ৪।৪৪]
- **'উভসর্বতসোঃ কার্যা ধিগুপর্যাদিষু ত্রিষু।**

  দ্বিতীয়াঽঽম্রেড়িতান্তেষু ততোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে।।' [দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রসঙ্গে]
- **'উভয়োঽন্যত্র' (বা. ২৩২)** ['আমি সর্বনাম্নঃ সুট্' পা. সূ. ৭। ১। ৫২]
- **'ঋ ৠবর্ণয়োর্মিথঃ সাবর্ণ্যং বাচ্যম্' (বা. ১৫০)** ['তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্' পা. সূ. ১। ১। ৯]
- **'একবিভক্তাবষষ্ঠ্যন্তবচনম্' (বা. ৬৭৩)** ['অর্ধং নপুংসকম্' পা.সূ. ২। ২। ২]
- **'কল্পব্দেশীয়রৌ' (বা. ৩৯২১)** ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬। ৩। ৩৫]
- **'কারিকাশব্দস্যোপসংখ্যানম্' (বা. ১১৩২)** ['ঊর্যাদিচ্বিডাচশ্চ' পা.সূ. ১। ৪। ৬১]
- **'কৃদ্যোগা চ ষষ্ঠী সমস্যত ইতি বাচ্যম্' (বা. ১৩১৭)**['যাজকাদিভিশ্চ' পা.সূ. ২। ২। ৯]
- **'ক্রিয়য়া যমভিপ্রৈতি সোঽপি সম্প্রদানম্' (বা. ১০৮৫)** ['কর্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্' পা. সূ. ১। ৪। ৩২]

 ‘ক্লৃপি ‘সম্পদ্যমানে’ (বা. ১৪৫৯) [‘পরিক্রয়ণে সংপ্রদানমন্যতরস্যাম্’ পা. সূ. ১। ৪।৪৪]

 ‘ক্ষিপকাদীনাং চ’ (বা. ৪৫৩০) [‘ন যাসয়োঃ’ পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫]

 ‘গম্যাদীনামুপসংখ্যানম্’ (বা. ১২৪৭) [‘দ্বিতীয়া শ্রিতাতীতপতিতগতাত্যস্তপ্রাপ্তাপন্নৈঃ’ পা.সূ. ২। ১। ২৪]

 ‘গুণাত্তরেণ তরলোপশ্চেতি বক্তব্যম্’ (বা. ৩৮৪১) [‘যাজকাদিভিশ্চ’ পা.সূ. ২। ২। ৯]

 ‘গৌর্যূতৌ ছন্দস্যুপসংখ্যানম্’ (বা. ৩৫৪৩) [‘বান্তো যি প্রত্যয়ে’ পা. সূ. ৬।১। ৭৯]

 ‘চতুষ্পাজ্জাতিরিতি বক্তব্যম্’ (বা. ১৩১১) [‘চতুষ্পাদো গার্ভিণ্যা’ পা.সূ. ২।১।৭১]

 ‘চরট্জাতীয়রৌ’ (বা. ৩৯২০) [‘তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ’ পা. সূ. ৬। ৩। ৩৫]

 ‘চ্ব্যর্থ ইতি বাচ্যম্’ (বা. ১১৪২) [‘সাক্ষাত্প্রভৃতীনি চ’ পা.সূ. ১।৪। ৭৪]

 ‘জল্পতিপ্রভৃতীনামুপসংখ্যানম্’ (বা. ১১০৭) [‘গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ’ পা. সূ. ১। ৪। ৫২]

 ‘জুগুপ্সাবিরামপ্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্’ (বা. ১০৩৯) [‘ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্’ পা. সূ. ১। ৪। ২৪]

 ‘জ্যোতিরুদ্গমনে ইতি বাচ্যম্’ (বা. ৯২১) [‘আঙ উদ্গমনে’ পা. সূ. ১। ৩। ৪০]

 ‘তত্পুরে চ’ (বা. ৫০২১) [‘নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য’ পা. সূ. ৮।৪।৪৮]

 ‘তরপ্তমপৌ’ (বা. ৩৯১৯) [‘তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ’ পা. সূ. ৬। ৩। ৩৫]

 ‘তস্য দোষঃ সংযোগাদিলোপলত্বণত্বেষু’ (বা. ৪৪০) [‘ন বহুব্রীহৌ’ পা. সূ. ১। ১। ২৯]

 ‘ত্যক্ত্যপোশ্চ’ (বা. ৪৫২৫) [‘প্রত্যয়স্থাত্কাত্পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ’ ৭। ৩। ৪৪]

 ‘ত্যকনশ্চ নিষেধঃ’ (বা. ৪৫২৬) [‘ন যাসয়োঃ’ পা. সূ. ৭। ৩। ৪৫]

 'ত্রতসৌ' (বা. ৩৯১৮) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'ত্বতলোর্গুণবচনস্য' (বা. ৩৯২৭) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'তাদর্থ্যে চতুর্থী বাচ্যা' (বা. ১৪৫৮)['পরিক্রয়ণে সংপ্রদানমন্যতরস্যাম্' পা. সূ. ১।৪।৪৪]

 'তারকা জ্যোতিষি' (বা. ৪৫৩১) ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭।৩।৪৫]

 'তিল্থ্যনৌ' (বা. ৩৯২৫) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'থাল্' (বা. ৩৯২৩) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'দুরঃ ষত্বণত্বয়োরুপসর্গত্বপ্রতিষেধো বক্তব্যঃ' (বা. ৩৬০৫) ['আনি লোট্' পা. সূ. ৮।৪।১৬]

 "দুহ্যাচ্পচ্দণ্ড্রুধিপ্রচ্ছিচ্রিশাসুজিমথ্মুষাম্।

কর্মযুক্স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্বহাম্।।" ['অকথিতঞ্চ' পা. সূ.-১।৪।৫১]

 'দৃশেশ্চ' (বা. ১১০৮) ['গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' পা. সূ. ১।৪।৫২]

 'দ্বন্দ্বতৎপুরুষয়োরুত্তরপদে নিত্যসমাসবচনম্' (বা. ১২৮৭) ['তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' পা. সূ. ২।১।৫১]

 'দ্বিপর্যন্তানামেবেষ্টি' (বা. ৪৪৬৮) ['ত্যদাদীনামঃ' পা. সূ. ৭।২।১০২]

 'ধেট উপসংখ্যানম্' (বা. ৯৬২) ['ন পাদম্যাঙ্যমাঙ্যসপরিমুহরুচিনৃতিবদবসঃ' পা. সূ. ১।৩।৮৯]

 'নঞোঽস্ত্যর্থানাং বাচ্যো বা চোত্তরপদলোপঃ' (বা. ১৩৬১) ['অনেকমন্যপদার্থে' পা. সূ. ২।২।২৪]

 'নঞো নলোপস্তিঙি ক্ষেপে' (বা. ৩৯৮৪) ['নলোপো নঞঃ' পা.সূ. ৬।৩।৭৩]

 ‘নিমিত্তপর্যায়প্রয়োগে সর্বাসাং প্রায়দর্শনম্’ (বা. ১৪৭৩) [‘সর্বনাম্নস্তৃতীয়া চ’ পা. সূ. ২। ৩। ২৭]

 ‘নিয়ন্তৃকর্তৃকস্য বহেরনিষেধঃ’ (বা. ১১১০) [‘গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ’ পা. সূ. ১। ৪। ৫২]

 ‘নীবহ্যোর্ন’ (বা. ১১০৯) [‘গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ’ পা. সূ. ১। ৪। ৫২]

 ‘পরস্পরোপপদাচ্চেতি বক্তব্যম্’ (বা. ৯০০) [‘ইতরেতরান্যোঽন্যোপপদাচ্চ’ পা. সূ. ১। ৩। ১৬]

 ‘পরাঙ্গকর্মকান্ন নিষেধঃ’ (বা. ৯০৩) [‘আঙো দোঽনাস্যবিহরণে’ পা. সূ. ১। ৩। ২০]

 ‘পুংবদ্ভাবপ্রতিষেধোঽঙপ্রত্যয়শ্চ প্রধানপূরণ্যামেব’ (বা. ৩৩৫৯-৩৯১০)

[‘অপ্পুরণীপ্রমাণ্যোঃ’ পা. সূ. ৫। ৪। ১১৬]

 ‘পূর্বত্রাসিদ্ধে ন স্থানিবত্’ (বা. ৪৩৩) [‘রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে’ পা. সূ. ৮। ৪। ১]

 ‘প্রকৃত্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্’ (বা. ১৪৬৬) [‘কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া’ পা. সূ. ২। ৩। ১৮]

 ‘প্রতিপদবিধানা ষষ্ঠী ন সমস্যত ইতি বাচ্যম্’ (বা. ১৩২০) [‘ন নির্ধারণে’ পা.সূ. ২। ২। ১০]

 ‘প্রতিষেধে হসাদীনামুপসংখ্যানম্’ (বা. ৮৯৮) [‘ন গতিহিংসার্থেভ্যঃ’ পা. সূ. ১। ৩। ১৫]

 ‘প্রাদিভ্যো ধাতুজস্য বাচ্যো বা চোওরপদলোপঃ’ (বা. ১৩৬০) [‘অনেকমন্যপদার্থে’ পা. সূ. ২। ২। ২৪]

 ‘প্রাদূহোঢোঢ্যেষৈষ্যেষু’ (বা. ৩৬০৫) [‘এত্যেধত্যূঠ্সু’ পা. সূ. ৬। ১। ৮৯]

 'ৰহুব্ৰীহৌ বা' (বা. ২৪০৭) ['বনো র চ' পা. সূ. ৪।১।৭]

 'ভক্ষেরহিংসার্থস্য ন' (বা. ১১১১) ['গতিবুদ্ধিপ্ৰত্যবসানাৰ্থশব্দকৰ্মাকৰ্মকাণামণিকৰ্তা স ণৌ' পা. সূ. ১।৪।৫২]

 'ভস্যাঢে তদ্ধিতে' (বা. ৩৯২৮) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'ভয়ভীতভীতিভীভিরিতি বাচ্যম্' (বা. ১২৭৫) ['পঞ্চমী ভয়েন' পা.সূ.২।১।৩৭]

 'মামকনরকয়োরুপসংখ্যানম্' (বা. ৪৫২৪) ['প্রত্যয়স্থাত্কাত্ পূর্বস্যাত ইদাপ্যসুপঃ' পা. সূ. ৭।৩।৪৪]

 'মূলান্নয়ঃ' (বা. ২৫০০) ['অজাদ্যতষ্টাপ্' পা. সূ. ৪।১।৪]

 'যজেঃ কৰ্মণঃ করণসংজ্ঞা সম্প্রদানস্য চ কর্মসংজ্ঞা' (বা. ১০৮৬) ['কৰ্মণা যমভিপ্ৰৈতি স সম্প্ৰদানম্' পা. সূ. ১।৪।৩২]

 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' (বা. ৪৮০৬) ['সংযোগন্তস্য লোপঃ পা. সূ. ৮।২।২৩]

 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে' (বা. ৫০১৮) ['সংযোগন্তস্য লোপঃ পা. সূ. ৮।২।২৩]

 'রূপপ্পাশপৌ' (বা. ৩৯২২) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬।৩।৩৫]

 'ল্যৰ্লোপে কৰ্মণ্যধিকরণে চ' (বা. ১৪৭৪-১৪৭৫) ['ভুবঃ প্রভবঃ' পা. সূ. ১।৪।৩১]

 'লোম্নোঽপত্যেষু ৰহুষ্বকারো বক্তব্যঃ' (বা. ২৫৬০) ['ত্যদাদীনামঃ' পা. সূ. ৭।২।১০২]

 'বৰ্জনে ক্ত্বাঞ্ নেষ্টঃ' (বা. ১৫৯২) ['অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্' পা. সূ. ৩।১।৫২]

 'বনো ন হশ ইতি বক্তব্যম্' (বা. ২৪০৫) ['বনো র চ' পা. সূ. ৪।১।৭]

 'বৰ্ণকা তান্তবে' (বা. ৪৫৩২) ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭।৩।৪৫]

 'বৰ্তকা শকুনৌ প্ৰাচাম্' (বা. ৪৫৩৩) ['ন যাসয়োঃ' পা. সূ. ৭।৩।৪৫]

 'বা হতজগ্ধয়োঃ' (বা. ৫০৫২) ['নাদিন্যাক্রোশে পুত্রস্য' পা. সূ. ৮। ৪। ৪৮]

 'বিভাষাপ্রকরণে তীয়স্য ঙিত্ত্বপসংখ্যানম্' (বা. ২৪২) ['প্রথমরচমতয়াল্পার্ধকতিপয়নেমাশ্চ' পা. সূ. ১। ১। ৩৩]

 'শব্দায়তের্ন' (বা. ১১০৫) ['গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্মাকর্মকাণামণিকর্তা স ণৌ' পা. সূ. ১। ৪। ৫২]

 'শসি ৰহ্বল্পার্থকস্য পুংবদ্ভাবো বক্তব্যঃ' (বা. ৩৯২৬) ['তসিলাদিষ্বাকৃত্বসুচঃ' পা. সূ. ৬। ৩। ৩৫]

 'শস্য যো বা' (বা. ১৫৮৬) ['চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্' (পা. সূ.-২। ৪। ৫৪) ও 'বা লিটি' পা. সূ. ২। ৪। ৫৫]

 'শিক্ষের্জিজ্ঞাসায়াম্' (বা. ৯০৬) ['ক্রীডোঽনুসংপরিভ্যশ্চ' পা. সূ. ১। ৩। ২১]

 'শূদ্রা চামহত্ত্বূর্বা জাতিঃ' (বা. ২৪০০-২৪০১) ['অজাদ্যতষ্টাপ্' পা. সূ. ৪। ১। ৪]

 'শ্রেণ্যাদিষু চ্যর্থবচনং কর্তব্যম্' (বা. ১২৯৬) ['শ্রেণ্যাদয়ঃ কৃতাদিভিঃ' পা.সূ. ২।১।৫৯]

 'সদচ্কাণ্ডপ্রান্তশতৈকেভ্যঃ পুষ্পাত্' (বা. ১৪৯৬) ['অজাদ্যতষ্টাপ্' পা. সূ. ৪। ১। ৪]

 'সমাসপ্রত্যয়বিধৌ প্রতিষেধঃ' ['যেন বিধিস্তদন্তস্য' পা. সূ. ১।১।৭২]

 সমাহারে চায়মিষ্যতে' (বা. ১২৪৬) ['নদীভিশ্চ' পা.সূ. ২। ১। ২০]

 'সমোঽকূজনে' (বা. ৯০৪) ['ক্রীডোঽনুসংপরিভ্যশ্চ' পা. সূ. ১। ৩। ২১]

 'সন্তস্ত্রাজিনশণপিণ্ডেভ্যঃ ফলাত্' (বা. ২৪৯৯) ['অজাদ্যতষ্টাপ্' পা. সূ. ৪। ১। ৪]

 'সর্বনাম্নো বৃত্তিমাত্রে পুংবদ্ভাবঃ' (বা. ১৩৭৬) ['তদ্ধিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' পা.সূ. ২।১। ৫১]

 'স্বাঙ্গকর্মকাচ্চেতি বক্তব্যম্' (বা. ৯১৬) ['উদ্বিভ্যাং তপঃ' পা. সূ. ১। ৩। ২৭]

- **‘স্বাদীরেরিণোঃ’ (বা. ৩৬০৬)** [‘এত্যেধত্যূঠ্‌সু’ পা. সূ. ৬। ১। ৮৯]
- **‘স্পৃশমৃশকৃষতৃপদৃপাং ক্লৃঃ সিজ্বা বাচ্যঃ’ (বা. ১৮২৬)** [‘ন দৃশঃ’ পা. সূ. ৩। ১। ৪৭]
- **‘সংজ্ঞোপসর্জনীভূতাস্তু ন সর্বাদয়ঃ’ (বা. ২২৫)** [‘ন বহুব্রীহৌ’ পা. সূ. ১। ১। ২৯]
- **‘সিজ্‌লোপ একাদেশে সিদ্ধো বাচ্যঃ’** [‘ইট ঈটি’ পা. সূ. ৮। ২। ২৮]
- **‘সূতকাপুত্রিকাবৃন্দারকাণাং বেতি বক্তব্যম্’ (বা. ৪৫৩৫)** [‘ন যাসয়োঃ’ পা. সূ. ৭।৩। ৪৫]
- **‘হরতেরপ্রতিসেধঃ’ (বা. ৮৯৯)** [‘ন গতিহিংসার্থেভ্যঃ’ পা. সূ. ১। ৩। ১৫]
- **‘হিতযোগে চ’ (বা. ১৪৬১)** [‘পরিক্রয়ণে সংপ্রদানমন্যতরস্যাম্’ পা. সূ. ১। ৪।৪৪]

——— o ———